মানহাজ



ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান

اَلْأَجْوِبَةُ الْمُفِيْدَةُ عَنْ أَسْئِلَةِ الْمَنَاهِجِ الْجَدِيْدَةِ

‘আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ’

[নিত্য নতুন মানহাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উপকারী জবাব]

تأليف الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

লেখক : ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান

الترجمة: محمد يوسف

অনুবাদ: মুহাম্মাদ ইউসুফ

المُراجعة :عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر : مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر :مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ -ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করছি। তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। তার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের আত্মিক অনিষ্ট ও কর্মসমূহের অমঙ্গল থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আল্লাহ তা'আলা যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, কেউই তাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য 'ইলাহ' নেই। তিনি একক। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০২)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে (জন্ম বিস্তারের মাধ্যমে) ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট চাও। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক রূপে রয়েছেন *(সূরা আন নিসা ৪:১)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً – يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً }

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর তোমরা সঠিক কথা বল। (তাহলে) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করলো *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৭০-৭১)*।

পরকথা হলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি প্রত্যেক রসূলের মৃত্যুর পর এমন কিছু আলিম তৈরি করেছেন; যারা মানুষদেরকে পথভ্রষ্টতা বর্জন করে হিদায়াতের পথে আহ্বান করেন। যারা তাদের (স্ব স্ব উম্মাতের পক্ষ থেকে) প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেন, যারা কুরআন দ্বারা মৃতকে তথা ইসলাম থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেন, যারা অন্ধদেরকে আল্লাহ্‌র আলো দ্বারা দৃষ্টিবান করেন। তারা কতই না শয়তান কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করলেন, কতই না বিপথগামী বিভ্রান্তকে সুপথের দিশা দিলেন! জনসাধারণের সাথে তাদের আচরণ কতই না সুন্দর ছিল! কিন্তু তাদের সাথে জনসাধারণের আচরণ ছিল কতই না খারাপ! তারা আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনুল কারীমকে বাড়াবাড়িকারীদের বাড়াবাড়ি, পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যা কারীদের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত করেন।[১]

আমরা আশা করি যে, আমাদের সম্মানিত শায়েখ ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান ইবনে আব্দুল্লাহ আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহও (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ ঢেউয়ের মতো পরস্পর আছড়ে পড়ছে। বিদ'আত, ফিতনা ও গোমরাহির প্রতি আহ্বানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি

---

[১] ইমাম আহমাদ, আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া পৃ. ৮৫, তাহকীক: আবদুর রহমান উমাইরাহ (তবআতুস সালাফী ১৩৯৩ হি.) পৃ. ৬। (এ সম্পর্কে হাদীছের ভাষ্য দেখুন: শারহু মুশকিলিল আসার হা/৩৮৮৪; মিশকাত হা/২৪৮, ছ্বহীহ।-সম্পাদক)।

পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সন্দেহ-সংশয়বাদীদের সংখ্যা, প্রকাশ পাচ্ছে এমন কিছু বই ও পত্রিকা-যেগুলো সুন্নাহ্‌র আবরণে শিক্ষার্থীদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তাদের ধোঁকার ব্যাপকতা সম্পর্কে কিই বা বলব!

এমতাবস্থায় সম্মানিত শায়েখ ছাত্রদেরকে সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পেশ করেছেন। সুন্নাহর বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে সুস্পষ্ট করেছেন। সংশয় নিরসন করেছেন। আর সালাফে ছ্বলিহীনের কর্মপদ্ধতির সাথে দ্বিমত পোষণকারী বিভিন্ন বিধ্বংসী পথের আহ্বায়ক ও কুরআন-সুন্নাহ বিদ্বেষীদের মতামতকে ১৪১৩ হিজরীতে তায়েফ শহরের গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে দরস, বক্তৃতা ও বিভিন্ন সাক্ষাতকারে বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা খণ্ডন করেছেন।

আমি প্রথমে সেগুলোর রেকর্ড ধারণ করেছি। অতঃপর কিছু ভাইয়ের সাহায্যে সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এরপর আয়াত-হাদীছ সমূহের তথ্যসূত্র ও প্রয়োজনীয় স্থানে টীকা-টিপ্পনি সংযোজন করেছি।

আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর দলীল ভিত্তিক ও সালাফে ছ্বলিহীনের বুঝ অনুযায়ী শারঈ জ্ঞান প্রচার-প্রসার করে সুন্নাহর খিদমত করার জন্যই এ কিতাব প্রকাশে আগ্রহী হয়েছি।

সংকলন শেষ করার পর সম্মানিত শায়েখ ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান (আল্লাহ তাকে হিফাযতে রাখুন এবং আমাদেরকে তার ইলম দ্বারা উপকৃত করুন) এ সমীপে পেশ করেছি। তিনি দেখেছেন ও কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। এরপর এর উপকারিতা যেন ব্যাপকতা লাভ করে সেজন্য তিনি আমাকে লিখিত অনুমতি প্রদান করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি তাওফীক্ব দান করেছেন।

আল্লাহ্‌র সাহায্যে, এই ছিল সালাফদের দাওয়াত প্রচারে আগ্রহী এ অধমের প্রচেষ্টা। ইচ্ছের পেছনে মূল শক্তির যোগান দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন ও সাথীবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থী বান্দা
আবূ ফুরাইহান জামাল ইবনে ফুরাইহান আল হুমায়লী আল হারিসী
সোমবার, ৬ই রবিউল আওয়াল ১৪১৪ হি.। তায়েফ।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি। তার সাহায্য কামনা করি। তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং আমাদের আত্মিক অনিষ্ট ও কর্মসমূহের অমঙ্গল হতে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা যাকে সঠিক পথের দিশা দেন কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন কেউই তাকে সঠিকপথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল।

অতঃপর- গবেষকগণ মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করেন যে, মূর্খ, প্রতারিত-প্রতারক, পথভ্রষ্ট, প্রবৃত্তি পূজারী, আত্মপ্রকাশকারী, জ্ঞানী দাবিদার এবং আমলকারী আলিম, হিদায়াতপ্রাপ্ত অনুসারী, সুপথের অনুসন্ধানকারী, সুন্নাতের সাহায্যকারী, যাদের মাঝে কতই না মতপার্থক্য ও দলাদলি বিদ্যমান। এ ব্যাপারে সত্যবাদী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই সত্য বলেছেন। তিনি বলেন,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً..

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ সময় বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।[২]

কিন্তু এ বোকামি ও পরস্পর মারামারি থেকে উত্তরণের উপায় কী?

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাব ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরাই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ

[২] ছ্বহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪৩, সুনানুল কুবরা বাইহাকী হা/২০৩৩৮, মুসনাদে আহমাদ।

তোমাদের উপর আমার সুন্নাহ ও আমার পরে সুপথপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অত্যাবশ্যক।[৩]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ

তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা সে দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন বিপথগামী হবে না। তা হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং আমার সুন্নাহ (হাদীছ)।[৪]

যখনই অধিকাংশ মানুষ এ দুটোকে গুরুত্ব দেয়া ও আঁকড়ে ধরা ছেড়ে দিয়ে প্রবৃত্তি ও যুক্তিকে ওহীর উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং আবেগের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে; তখুনি প্রবৃত্তি তাদেরকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। তাদের পা পিছলে গিয়েছে। ফলে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে। আর এ রশিদ্বয় তথা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ধারণকারীগণ -যারা মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে তারাই সালাফে ছ্বলিহীনের পদ্ধতির উপর সুপথপ্রাপ্ত। তারাই হলেন 'আল ফিরকাহ আন নাজিয়াহ' (মুক্তিপ্রাপ্ত দল), 'আত ত্বয়িফাহ আল মানসূরাহ' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) এবং 'আল জামা'আত'। যদিও তারা ছাগলের রাখালই হোক না কেন।

তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ.

আমার উম্মাহর একটি দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের থেকে যারা বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং যারা বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[৫]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মতপার্থক্য বিষয়ক হাদীছে বলেন,

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة

[৩] ছ্বহীহ: সুনানে আবু দাউদ হা/৪৬০৭।

[৪] ছ্বহীহ: মুস্তাদরাক হাকীম হা/৩১৯, সুনানুল কুবরা বাইহাকী হা/২০১২৪, ছ্বহীহ জামি হা/৩২৩২, ২৯৩৭।

[৫] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/১৯২০

‘অচিরেই আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটা দল ব্যতিরেকে তাদের সকল দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।[৬]

قلنا من هي قال : (الجماعة)، وقال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي

(ছাহাবায়ে কিরাম বলেন) আমরা বললাম, সে দল কোনটি? তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (সে দলটি হলো) আল জামা‘আত। তিনি আরো বললেন, আমি এবং আমার ছাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এর উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[৭]

সুতরাং সকল মুসলিমের উপর বিশেষত যুবকদের উপর -যারা পরকালীন মুক্তিকামনা করে, আর দুনিয়াতে সুখে থাকতে চায়- তাদের জন্য ওয়াজিব হলো ফিতনার স্থানসমূহ থেকে সতর্ক থাকা, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা, যাতে তারা ফিতনায় নিমজ্জিত না হয়। যদি তা না করে তবে তারা ফিতনায় নিমজ্জিত হবে।

আর পথভ্রষ্ট দাঈদের থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। যারা সুন্নাহর লিবাস পরিধান করে, সুন্নাহর নামে কথা বলে। অথচ তারা সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। কেননা হয় তারা শত্রুদের স্বার্থে কাজ করে নতুবা সুন্নাহর মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ।

আর আমাদের ধারণা দ্বিতীয় বিষয়টিই তথা তাদের সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আলিমদের নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞানার্জন করেনি। আর এটাই যখন তাদের অবস্থা তখন কীভাবে তাদেরকে অনুসরণ করা যাবে? কীভাবেই বা তাদের উপর নির্ভর করা যাবে? আমরা কীভাবেই বা তাদের থেকে ইলম, ফাতওয়া ও দিক নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি? দুর্বলের দ্বারা শুধু দুর্বলতাই বৃদ্ধি পায়।

কুরআন-সুন্নাহ্‌র পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া সঠিক পথের উপর অটল থাকা সম্ভব নয়। আর তা অর্জিত হয় ইলম অন্বেষণ, আলিমদের সংস্পর্শে থাকা, সঠিক পথের দিক-নির্দেশক পূর্ববর্তী আলিমদের বই-পুস্তক অধ্যয়ন, আর তাদের

---

[৬] হাকিম ০১/১২৯

[৭] হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১

উপকারী ইলম অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো, গ্রহণযোগ্য আলিমগণের মত গ্রহণ করা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বর্জন করা, প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদ‘আতীদের কথা ও মত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

কেননা প্রবৃত্তিপূজারীরা উম্মাহর জন্য বিপজ্জনক। তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আহলে বাইতের নাম উল্লেখ পূর্বক আলোচনা করে। আর এই সুন্দর আলোচনা দ্বারা মূর্খ লোকদের প্রতারিত করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ঐ সকল প্রবৃত্তিপূজারীদের উদাহরণ হলো মধুর নামে গাছের তিক্ত রস পরিবেশনকারীর মতো, যা সে কখনো কখনো প্রাণনাশক বিষকে প্রতিষেধক হিসাবে পান করায়।

তুমি তাদের ব্যাপারে (সতর্কতামূলক) লক্ষ্য রাখবে। যদিও তুমি পানির সাগরে জন্ম গ্রহণ করোনি। কিন্তু তুমি প্রবৃত্তির সাগরে জন্ম গ্রহণ করেছ যা পানির সাগরের থেকেও অধিক গভীর ও অধিক বিশৃঙ্খল, অধিক গর্জনকারী ও কূল কিনারাহীন।

তোমার এই বিভ্রান্তিপূর্ণ পথ অতিক্রম করার একমাত্র বাহন হলো সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। সুন্নাতের অনুসরণরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের নিকট মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। আমাদের একাকিত্ব, ভাইদের ইন্তিকাল, সাহায্য কম হওয়া, বিদ‘আত প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর নিকটই অভিযোগ পেশ করবো। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আলিমদের মৃত্যুতে এবং বিদ‘আত প্রকাশিত হওয়ায় এ উম্মাহ কতই না মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে! তবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় আমাদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين

আমার উম্মাহর একটি দল হক্বের উপর সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[৮]

পর সমাচার হলো,

এটা ‘আল আজবিবাতুল মুফীদাহ আন আসইলাতিল মানাহিজিল জাদীদাহ’ নামক গ্রন্থের নতুন মোড়কে সজ্জিত তৃতীয় সংস্করণ। যা ১ম সংস্করণ

[৮] ছ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী হা/২২২৯

প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘদিন পর প্রকাশ পেল। ইতোমধ্যে অনেক নিত্য নতুন ঘটনা ঘটেছে। অনেকেরই পদস্খলন ঘটেছে। অনেকেরই চিন্তা-চেতনা পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এমতাবস্থায় উল্লেখিত ঘটনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিমদের মত ও তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে জানা শরীরের জন্য খাবার ও পানীয় গ্রহণের চেয়েও বেশি প্রয়োজন। কেননা শারীরিক রোগ আর অন্তরের রোগ সমান নয়। অন্তরে রোগ প্রবেশ করলে যদি তা বের করে ফেলার মতো কেউ না থাকে তাহলে তা ব্যক্তির দুনিয়া এবং আখিরাত সবই নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে সত্য সঠিক পথ প্রদান করেন। আর আমাদের শায়েখকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। দরূদ ও শান্তিধারা বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর।

আবূ ফুরাইহান জামাল ইবনে ফুরাইহান আল হুমায়লী আল হারিসী
১৩ ই শাবান, ১৪২৩ হি., শনিবার ফজরের পর।

এই পুস্তিকার ৩য় সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে শায়খের অনুমতি

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। অতঃপর আমি শায়েখ জামাল ইবনে ফুরাইহান আল হারিসীকে 'আল আজবিবাতুল মুফীদাহ আন আসইলাতিল মানাহিজিল জাদীদাহ' বইটি পুনঃমুদ্রণের অনুমতি প্রদান করলাম। এ বইটি মূলত বিভিন্ন শ্রেণিতে ছাত্রদের প্রশ্নের সমাধানে আমার প্রদেয় জবাবের সংকলন।

আমি তার অপূর্ব সংযোজন ও টীকা টিপ্পনীসহ পুনঃপ্রকাশের অনুমতি প্রদান করেছি।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সত্য জেনে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। আল্লাহর রহমত ও শান্তিধারা বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর।

ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান ইবনে আব্দুল্লাহ আল ফাওযান
২৩ জিলহজ্ব ১৪২৩ হিজরী

শায়েখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত জীবনী

শায়েখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান ইবনে আব্দুল্লাহ আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ আল কাসীম অঞ্চলের বুরায়দাহ শহরের নিকটবর্তী শামাসীয়ার অধিবাসী। তিনি ১লা রজব ১৩৫৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তার পিতা ইনতিকাল করেন। অতঃপর তিনি ইয়াতীম অবস্থায় স্বীয় পরিবারে প্রতিপালিত হন। শহরের মাসজিদের ইমামের নিকট তিনি কুরআনুল কারীম, ক্বিরাআতের মূলনীতি এবং লেখা শিখেন।

১৩৬৯ হিজরীতে শামাসীয়ায় সরকারী মাদরাসা চালু করা হলে তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর ১৩৭১ হিজরী সালে বুরায়দা শহরস্থ ফয়সালিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর ১৩৭৩ হিজরী সালে বুরায়দায় ইসলামিক ইন্সটিটিউট খোলা হলে তিনি সেখানে ভর্তি হন। ১৩৭৩ হিজরী সালে এখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে রিয়াদ শহরস্থ কুল্লিয়া শারঈয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৩৮১ হিজরী সালে শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী ফিকহের উপর মাস্টার্স সম্পন্ন করেন এবং একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবন

শারঈয়াহ কলেজে ভর্তি হওয়ার পূর্বে ১৩৭২ হিজরীতে ইবতেদায়ী মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। শারঈয়া কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করার পর তিনি রিয়াদস্থ ইসলামিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরে তাকে শারঈয়াহ কলেজের শিক্ষক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাকে ইসলামী আক্বীদা বিভাগের উচ্চতর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। পরে তাকে বিচার বিষয়ক উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর তাকে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে পুনরায় শিক্ষকতা পেশায় ফিরে আসেন।

পরে তাকে ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। তিনি আরো যেসব সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, তার মধ্যে هَيْئَةُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ এর সদস্য। মক্কা মুকার্‌রামায় অবস্থিত রাবেতার পরিচালনাধীন ইসলামী ফিকহ একাডেমির সদস্য, ইসলামী গবেষণা ও ফাতওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য। হাজ্জ মওসুমে দাঈদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সদস্য।

রিয়াদ শহরের মালায এলাকার আমীর মুতইব ইবনে আব্দুল আযীয আল-সউদ জামে মাসজিদের ইমাম, খতীব ও শিক্ষক।

তিনি সৌদি আরব রেডিওতে نُوْرٌ عَلَى الدَّرْبِ নামক প্রোগ্রামে শ্রোতাদের প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, গবেষণা, অধ্যয়ন, পুস্তিকা রচনা, ফতোয়া প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে ইলম চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এগুলো একত্র করে কতিপয় পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। তিনি মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনার্থী অনেক ছাত্রের গবেষণা কর্মে তত্ত্বাবধান করেন।

শায়েখের উস্তাদবৃন্দ

শায়েখ হাফিযাহুল্লাহ অনেক আলিম ও বিচারকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে-

(১) শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) শায়েখকে বিশেষ সম্মান করতেন। পুনঃনিরীক্ষণের জন্য তার নিকট কিতাবাদী প্রেরণ করতেন।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বুরায়দস্থ আল মা'হাদুল ইলমীতে অধ্যয়ন রত অবস্থায় নিয়মিত তার ক্লাসে উপস্থিত হতেন।

(৩) শায়েখ মুহাম্মাদ আল আমীন আশ-শানকীতী (রহিমাহুল্লাহ)।

(৪) শায়েখ আব্দুর রায্যাক আফীফী (রহিমাহুল্লাহ)।

(৫) শায়েখ হামূদ ইবনে সুলাইমান আত-তালাল হাফিযাহুল্লাহ। যিনি তার গ্রামের মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি ক্বাছিম অঞ্চলের দ্বারিয়্যাহ শহরে বিচারক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

(৬) ইবরাহীম ইবনে দ্বাইফুল্লাহ আল-ইউসুফ শামাসিয়াহর মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন।

তার গ্রন্থসমূহ

০১. আত-তাহক্বীক্বাত আল-মারদ্বিয়াহ ফিল মাবাহিছ আল-ফারদ্বিয়াহ ফিল মাওয়ারিছ (এটি তার মাস্টার্সের থিসিস)।

০২. আহকামুল আত‘ইমাহ ফিশ-শারীআহ আল-ইসলামিয়াহ (এটি তার পি এইচ ডি থিসিস)।

০৩. শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়াহ।[৯]

০৪. আল-বায়ান ফিমা আখত্বআ ফিহি বা‘দ্বুল কুত্তাব (২ খণ্ড)।

০৫. মাজমু‘ মুহাদ্বারাত ফিল আক্বীদাহ ওয়া আদ-দাওয়াহ (৪ খণ্ড)।

০৬. আল-খুত্বাব আল–মিমবারিয়্যাহ ফিল মুনাসাবাত আল আছরিয়াহ (৬খণ্ড)।

০৭. মিন আ‘লাম আল-মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম।

০৮. মাবাহিছু ফিক্বহিয়াহ ফি মাওয়াদ্বি‘ মুখতালিফাহ।

---

[৯] মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক প্রকাশিত।

০৯. মাজমু' ফাতাওয়া ফিল আক্বীদাহ ওয়াল ফিক্বহ (৫ খণ্ড)।

১০. নাক্বদু কিতাব আল-হালালি ওয়াল হারামি ফিল ইসলাম, ইউসুফ আল-ক্বারযাবীর মত খণ্ডন।

১১. আল-মুলাখ্খাস ফী শারহি কিতাব আত-তাওহিদ লিশ-শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব।

১২. ইআ'নাহ আল মুসতাফীদ শারহু কিতাব আত-তাওহীদ (২ খণ্ড)।

১৩. আত-তা'ক্বীব আলা মা যাকারাহু আল-খত্বীব ফী হাক্কি আশ-শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব।

১৪. আল-মুলাখখাস আল ফিক্বহ (২ খণ্ড)।

১৫. ইতহাফু আহলিল ঈমান বিদুরূসি শাহরি রামাদ্বান।

১৬. আদ্ব-দ্বিয়া উল লামিউ মাআল আহাদিছ আল কুদসিয়াহ আল-জাওয়ামি।

১৭. বায়ানু মা ইয়াফআলু আল হাজ্জু ওয়াল মু'তামির।

১৮. কিতাবু আক্বীদাতিত তাওহীদ (মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্য-তালিকাভুক্ত)।

১৯. মাজাল্লাতুত দাওয়া হতে প্রকাশিত ফাতাওয়া ও প্রবন্ধ সমগ্র।

২০. দুরূসুম মিনাল কুরআনিল কারীম।

২১. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ আন আসইলাতিল মানাহিজিল জাদীদাহ (যা আমাদের সামনে রয়েছে)।

এছাড়াও তার আরো গ্রন্থ রয়েছে, যা প্রকাশিতব্য।

যুবকদেরকে বাতিল মানহাজসমূহ থেকে সতর্ক করা ও ছ্বহীহ মানহাজের প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে তার বিশাল অবদান বিদ্যমান। তার

মাধ্যমে বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টরা পরাভূত হয়েছে এবং অনেক মানুষ হিদায়াত পেয়েছে। আল্লাহ তাকে আমাদের ও সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তার আমলসমূহ একনিষ্ঠ আমল হিসাবে কবুল করে ক্বিয়ামাতের দিন ছাওয়াবের পাল্লায় যোগ করুন।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সকল সাথীবর্গের উপর।

জামাল ইবনে ফুরাইহান আল-হারিসী

শায়খের একজন ছাত্র

আল আজবিবাতুল মুফিদাহ আন আসইলাতিল মানাহিজিল জাদীদাহ

আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।

প্রশ্ন-১: গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্রসমূহে অংশগ্রহণকারী ভাইদের প্রতি আপনার উপদেশ কী? যখন শায়খ ও আলিমগণের ক্লাস এবং গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্রের কোর্সের সময় পরস্পর বিরোধী হয়, তখন তারা কি ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে নাকি কেন্দ্রসমূহে অবস্থান করবে? যুবকদের মাঝে এ বিষয় নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা হওয়ায় বিষয়টি সবিস্তারে জানাবেন।

উত্তর: (গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্রসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) ছাত্রদেরকে জ্ঞান ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়া। সুতরাং আমার মতে কেন্দ্রসমূহের পরিচালকগণ সময়কে এমনভাবে ভাগ করে নিবেন যাতে কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদেরকে দারস ও বক্তৃতা প্রদানের জন্যে মাসজিদে নিয়ে যাওয়া যায়। কেননা দারস ও আলোচনায় অংশগ্রহণ কেন্দ্রের অন্যতম একটি কাজ। আর এর জন্য কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে মাসজিদে উপস্থিত হওয়া উত্তম। কেননা ইলমি (জ্ঞানসংক্রান্ত) আলোচনা শ্রবণ করার জন্য কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হওয়াই শ্রেয়।[১০]

মোটকথা : কেন্দ্রসমূহের পরিচালকদের জন্য করণীয় হলো, তারা এমনভাবে কর্মসূচি নির্ধারণ করবেন, যাতে মাসজিদে আলোচনার/বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন যেন বক্তৃতা ও প্রোগ্রাম পরস্পর বিরোধী না হয়। কেন্দ্রসমূহের উদ্দেশ্য এমনটাই হতে হবে। যেমনটা আমরা উল্লেখ করেছি।

---

[১০] ইসলামের প্রাথমিক যুগে মাসজিদই ছিল জ্ঞানের উৎস এবং আলিমগণের জ্ঞান পিপাসা মিটানোর ঝরণা স্বরূপ। মাসজিদ থেকেই অনেক সুবিজ্ঞ বিদ্বান পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। অনেক হাদীছ বিশারদ হাদীছ ও উলূমুল হাদীছে, ফিক্বাহবিদগণ ফিক্বাহ ও উসূলুল ফিক্বহে, তাফসীরবিদগণ তাফসীর ও উসূলুল তাফসির, ভাষাবিদগণ ইলমুন নাহু ও কলা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। আবার কেউ কেউ মাসজিদের আলোচনা সভা থেকেই উল্লেখিত সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জ্ঞানের জন্য গমন করতে হয়, জ্ঞান কারো নিকট আসে না। সুতরাং কেউ যেন উত্তমকে অনুত্তমের বিনিময়ে পরিবর্তন না করে।

প্রশ্ন-২: গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্রসমূহে অভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়; এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলিকে কেন্দ্রসমূহের পরিচালকদের কর্মসূচি থেকে বাদ দেয়া আবশ্যক। তাদেরকে কুরআন, সুন্নাহ/হাদীছ, ফিক্বহ এবং আরবী ভাষা শিক্ষা দিবেন। তাদের সময় ও মনোযোগ এগুলোর প্রতি নিবিষ্ট রাখবেন। এমনিভাবে দুনিয়াবী প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহ যেমন গণিত, বিভিন্ন ব্যবহারিক যোগ্যতা শিক্ষা দিবেন। আর তারা যে সকল কাজকে বিনোদনমূলক কাজ বলে অভিহিত করে বস্তুতঃ সেগুলোকে তালিকায় রাখার কোন প্রয়োজন নেই।[১১] কেননা এর দ্বারা কিছু সময় বিনা

---

[১১] শায়খ ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) তার 'আল-খুতাবুল মিমবারিয়্যাহ' (১৪১১ হিজরিতে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের ৩নং খণ্ডের ১৮৪ ও ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন, "**জ্ঞাতব্য :** বর্তমানে অনেক দীনদার যুবকদের মাঝেও যৌথসংগীত বাজানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এ সংগীতগুলোকে ইসলামী সংগীত বলে থাকে। বস্তুতঃ এ সংগীতগুলোও গানের অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো এগুলো ফিতনা সৃষ্টি করে। আওয়াজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ক্যাসেটের দোকানে কুরআনুল কারীম ও দীনী বক্তৃতার ক্যাসেটের সাথে বিক্রি করা হয়। এসকল সংগীতকে ইসলামী সংগীত বলা মারাত্মক ভুল। কেননা ইসলামী শরী'আ হতে কোন সংগীতকে দীন হিসাবে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং আল্লাহর যিকর, কুরআন তিলাওয়াত এবং কল্যাণকর ইলম অর্জন করা ইত্যাদিকে দীন হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে

সংগীত : সংগীত হলো বিদ'আতী সুফীদের ধর্ম; যারা দীনকে খেল-তামাশা মনে করে।

সংগীতকে দীনের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য অর্জন করার নামান্তর। তারা সুরেলা কণ্ঠে যৌথ গান গাওয়াকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং এসকল সংগীত থেকে সতর্ক থাকা অত্যাবশ্যক। সংগীতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে যে সকল ফিতনা-ফাসাদ, হট্টগোল-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে তা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এর কেনাবেচা, বিনিময় ও উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে হবে।

সংগীত প্রচলনকারীরা দলিল হিসাবে বলে যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটও তো কবিতা পাঠ করা হতো। তিনি নিজে শ্রবণ করতেন এবং সম্মতি প্রদান করতেন।

উপকারে কেটে যায়। বরং কখনো কখনো তাদেরকে এমন মত্ত রাখে যে তারা মূল উদ্দেশ্যই ভুলে যায়। বিভিন্ন মিডিয়ায় যে সকল অভিনয় ও সংগীত শেখানো ও প্রচার করা হয় তা খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উত্তরঃ রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবৃতিকৃত সংগীতগুলো গানের মত যৌথ স্বরে আবৃতি করা হতো না এবং সেগুলোকে ইসলামে সংগীতও বলা হতো না। বরং সেগুলো ছিল বিজ্ঞবচন, প্রবাদ, বীরত্ব ও মর্যাদার গুণাবলী বর্ণনা সম্পন্ন। ছাহাবীগণ এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে একাকি আবৃতি করতেন।

কিছু কিছু কবিতা ক্লান্তিকর কাজ যেমন নির্মাণ কাজ, রাতে সফর সম্পাদনের সময় আবৃতি করতেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিশেষ কিছু সময়ে এধরণের কবিতা আবৃতি করা বৈধ; তবে তা শিক্ষা ও দাওয়ার বিষয় হতে পারে না। অথচ এটাই বর্তমানের নির্মম বাস্তবতা। এমনকি ইসলামি/দীনী গান/সংগীত নাম দিয়ে ছাত্রদেরকে শিখানো হয়।

এটা দীনের মধ্যে বিদ'আত বা নতুন আবিষ্কারের অন্তর্ভুক্ত। এটা বিদ'আতী সুফীদের কাজ; যারা সংগীতকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সুতরাং এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এসকল ক্যাসেট বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে। যদি অংকুরেই একে দূর না করা হয় তাহলে এর ক্ষতি ব্যাপক আকার ধারণ করবে। ক্ষতি অল্প অল্প করেই শুরু হয় পরবর্তীতে সর্বগ্রাসী রূপ নেয়।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উসায়মিন (রহিমাহুল্লাহ) কে সংগীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, "**প্রশ্ন :** পুরুষের জন্য কী ইসলামী সংগীত আবৃতি করা বৈধ? আবৃতির সাথে সাথে কি দাফ বাজানো যাবে? ঈদ এবং আনন্দ অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য সময় কি আবৃতি করা বৈধ?

উত্তর : ইসলামী সংগীত আবৃতি করা একটি বিদ'আত; যা সুফীরা আবিষ্কার করেছে। এজন্য এর থেকে বিরত থেকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। জিহাদের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য সংগীত ব্যবহার করা বৈধ। তবে এর সাথে দফ যোগ করলে বৈধতা অবশিষ্ট থাকবে না। মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) ফাতওয়া, সংকলক, আশরাফ আব্দুল মাক্বছুদ ১/১৩৪-১৩৫, ২য় প্রকাশ, ১৪১২ হিজরী, মাকতাবা দারু আলামিল কুতুব।

প্রশ্ন-০৩ : ফিকহুল ওয়াক্বে‘ (فقه الواقع)[১২] দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এর সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ জানতে চাই। কারণ তার শারঈ অর্থ গ্রহণ না করে আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়।

উত্তর : তারা বলে, সুস্পষ্ট বিষয়কে বিশ্লেষণ করা কঠিন। উদ্দিষ্ট ও প্রত্যাশিত ফিক্বহ হলোঃ যা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত। আর ভাষাগত ফিক্বহ একটি বৈধ বিষয়; যা মানুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত। ভাষাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করা হলোঃ শব্দের অর্থ, রূপান্তর, শব্দমূল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানা, এটাই ভাষাগত ফিক্বহ নামে পরিচিত। যেমন সাআ‘লাবীর গ্রন্থ ‘ফিক্বহুল লুগাহ’ ইত্যাদি। এটি একটি ভাষা শিক্ষার পরিপূরক বিষয়। আর যদি সাধারণভাবে বলা হয় যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ }

তারা যেন দীনের সূক্ষ জ্ঞান অর্জন করে। *সূরা আত তাওবা ৯:* **১২২**

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)

আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেন।[১৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثا }

---

[১২] এ পরিভাষাটির দু’টি প্রয়োগ আছেঃ

(১) ফাতাওয়া জিজ্ঞেসকারীর বাস্তব অবস্থা, তার এলাকার অবস্থা সম্পর্কে জানা। ফাতাওয়া দেওয়ার আগে এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। এ প্রয়োগিক অর্থে শব্দটির ব্যবহার ঠিক আছে।

(২) দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা। শত্রুদের বইপুস্তক-পত্রিকা পড়া এবং বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনা খতিয়ে দেখা। এ অর্থে শব্দটি নিয়ে শিথিলতা প্রদর্শন ও সীমালঙ্ঘন দু’টোই ঘটে।

[১৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১, মুসলিম হা/১০৩৭

এই কওমের কী হলো, তারা কোন কথা বুঝতে চায় না! *সূরা আন নিসা ৪:৭৮*

{وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ}

কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। *সূরা মুনাফিকুন ৬৩:০৭*

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ শারঈ হুকুম আহকাম জানার মাধ্যমে দীনের পাণ্ডিত্য অর্জন করা। আর এটা অর্জন করাই কাম্য। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এই ফিক্বহ অর্জনের জন্য মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

কিন্তু তাদের নিকট فقه الواقع দ্বারা فقه اللغة উদ্দেশ্য নয়। বরং তাদের নিকট এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া, রাজনীতিকে জটিল করে তোলা, সময় এবং মনোযোগ রাজনীতির দিকেই নিবন্ধ রাখা, রাজনীতির জন্যই ব্যয় করা।

তারা হুকুম-আহকামগত ফিক্বাহকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে বলে যে তা হলো শাখা-প্রশাখাগত ফিক্বহ, হায়েজ-নিফাসের ফিক্বহ।[১৪]

---

[১৪] একথা স্পষ্ট যে ফিক্বাহর অনেকগুলো প্রকার রয়েছে।

ক. ফিক্বহ অর্থ হলোঃ ক্বুরআন, সুন্নাহ বুঝা ও শরী'আতের মাসআলা ইসতিমবাত (উদ্ভাবন করা)।

খ. পবিত্র ক্বুরআন এবং সুন্নাহর ভাষা, আরবীর 'ফিক্বহুল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ' (আরবী ভাষার বিধি বিধান); যেমন নাহু, ছুরফ, বালাগাত, ইশতিক্বাক্ব (রূপান্তর) ও দালালাত (প্রমাণাদি) সম্পর্কে জানা।

গ. বিচার ও নব উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কিত ফিক্বহঃ

তারা যাকে ফিক্বহুল ওয়াক্বি' বা বাস্তব ফিক্বাহ বলে এর দ্বারা তারা বুঝায় লোকজনকে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত করা, শাসকদের সমালোচনা করা, ফিতনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা, বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। তারা মানুষকে ধোঁকা দেয়ার নিমিত্তেই মূলত এ নাম বলে থাকে।

এ ফিক্বহুল ওয়াকি'এর অনুসারীদের থেকে নতুন কোন মতবাদ নয় বরং এদের পূর্বসূরী ও ইমাম সাইয়্যিদ ক্বুতুব ফিক্বহুল ওয়াকি' এর ব্যাপারে যিলালিল ক্বুরআনের ০৪ নং খণ্ডের ২০০৬ নং পৃষ্ঠায় সূরা ইউসূফের আয়াত, اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ব্যাখ্যায় বলেছেন। এ আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করার পর তিনি বলেছেন "ফিক্বহে ইসলামী গড়ে

প্রশ্ন-৪ : বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের ইসলামী জামা'আত বা দলের নাম শুনতে পাই। এসব নামের ভিত্তি কী? তারা যদি কোন বিদ'আত না করে তাহলে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা কি বৈধ হবে?

উত্তর : আমরা কীভাবে কাজ করব তার দিক-নির্দেশনা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। যে সকল কাজকর্ম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায় তার সবই তিনি বর্ণনা করেছেন, কিছুই বাকি রাখেননি। এমনিভাবে যে সকল কাজকর্ম আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে তাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[১৫] এ মাসআলাটিও কিন্তু সেরকমই একটি বিষয়।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً

(আমার পরে) তোমাদের যে কেউ বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।[১৬]

উঠেছে মুসলিম সমাজে। সমাজের আন্দোলন ও ইসলামী জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। আল ফিক্বহুল ওয়াক্বি' বা বাস্তব ফিক্বাহ ফিক্বহুল আওরাক্ব বা কাগুজে ফিক্বাহ এর মাঝে মূলনীতিগতভাবে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আন্দোলনের ফিক্বাহই প্রকৃত ফিক্বাহ যার ব্যাপারে আয়াত ও আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে।

[১৫] এখানে শায়খ হাফিযাহুল্লাহ একটি ছ্বহীহ হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে সকল কাজ তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় তার প্রত্যেকটিরই নির্দেশনা প্রদান করেছি"। আব্দুর রাযযাক, মুছ্বান্নাফ **১১/১২৫**, বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার **১/২০**

[১৬] আল মু'জামুল কাবীর লিত ত্ববরানী ১৮/২৪৮, হা/৬২৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম **১/** ১৭৪, হা/৩২৯।

এরূপ দলাদলি শুরু হলে সমাধান কী হবে?

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

“সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হবে আমার এবং আমার পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, তোমরা তাকে মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়িয়ে ধরবে। আর তোমরা সকল প্রকার নব্য কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে; কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদআ'ত; প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী”।[১৭]

সুতরাং এসকল জামা'আতের[১৮] মধ্যে যে জামা'আতই রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাহাবায়ে কিরাম বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদীনের ও ফযীলাত প্রাপ্ত যুগের মানহাজের (পথ ও পদ্ধতির) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আমরা তাদের সাথেই সম্পৃক্ত থাকব, তাদের সাথে কাজ করব।

আর যে দলই রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ-নির্দেশনার বিরোধিতা করবে আমরা তাদের থেকে দূরে থাকব, যদিও তাদের নাম ইসলামী জামা'আত বা দল হয়। নাম কোনো ধর্তব্য ব্যাপার নয়। বাস্তবতাই মূল ধর্তব্যের বিষয়। অনেক সময় বড় বড় নাম থাকলেও দেখা যায় তা অন্তঃসারশূন্য, বাতিল।

---

[১৭] সকল সূত্রে ছ্বহীহ, আবু দাউদ হা/৪৬০৭ তিরমিযী হা/২৬৭৬, ইবনু মাজাহ (মুকাদ্দামা-৩৪), আলবানী, ইরওয়া হা/২৪৫৫।

[১৮] কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের বিরোধী এসকল দলকে ফিরকাহ বলাই উত্তম। এটাই ওদের শারঈ নাম। যেমনটি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরাক সম্পর্কিত হাদীছে এ নামই বলেছেন। আর হাদীছে ইঙ্গিতকৃত জামা'আত হলো একমাত্র মুসলিমদের জামা'আত। আল্লাহই মহাজ্ঞানী।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة) قلنا : من هي يا رسول ؟، قال : (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)

ইয়াহূদীরা ৭১ দলে এবং খ্রিষ্টানেরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল অচিরেই এই উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে; মাত্র একটি দল ছাড়া। আমরা (ছাহাবীগণ) বললাম হে আল্লাহর রসূল, সে দল কোনটি? তিনি বললেন: বর্তমানে আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এ মতের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[১৯]

চলার পথ সুস্পষ্ট; যে জামা'আতের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য থাকবে আমরা তাদের সাথে থাকব। যারাই রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কিরামের মানহাজের উপর থাকবে তারাই প্রকৃত ইসলামী জামা'আত।

আর যারা এই মানহাজের (কর্মপদ্ধতির) বিরোধিতা করে অন্য পথে চলবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমরা সে পথের সাথে সম্পৃক্ত হব না। সে পথও আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। **তাদেরকে জামা'আত বলা হবে না। বরং তাদেরকে অন্যতম একটি ভ্রষ্ট ফিরক্বা বলা হবে।** কেননা জামা'আত একমাত্র হক্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যার উপর মানুষ একত্রিত হয়। আর ভ্রষ্টতা তো শুধু বিচ্ছিন্নই গড়ে, ঐক্য গড়ে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায় (সূরা আল বাক্বারা ২/১৩৭)।

---

[১৯] হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১, হাকিম ১/১২৯, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯২, সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৫৯৭।

প্রশ্ন-৫ : কে তুলনামূলক বেশি কষ্টদায়ক আযাবপ্রাপ্ত হবে: সাধারণ পাপী নাকি বিদ‘আতী?

উত্তর : বিদ‘আতীরা বেশি কষ্টদায়ক আযাবের শিকার হবে। কেননা বিদ‘আত অবাধ্যতা থেকেও মারাত্মক। শয়তানের নিকট অন্যান্য পাপের চেয়ে বিদ‘আত বেশি প্রিয়। কেননা অবাধ্যচারী ব্যক্তি তাওবাহ করে পক্ষান্তরে বিদ‘আতীরা খুবই কম তাওবাহ করে।[২০]

তার কারণ হলো বিদ‘আতী মনে করে, সে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে পাপাচারী জানে যে, সে একজন পাপাচারী, গুনাহগার। আর বিদ‘আতী মনে করে সে একজন আনুগত্যকারী বান্দা, ইবাদতেই রত। আর এভাবেই বিদ‘আত পাপাচার/অবাধ্যতা থেকে অধিকতর ক্ষতিকর হয়ে যায়। বিদ‘আত অন্যান্য পাপাচার থেকে মারাত্মক হওয়ার কারণে সালাফগণ বিদ‘আতীদের সাথে উঠাবসা করা থেকে বারণ করেন।[২১]

---

[২০] ইমাম সুফইয়ান আছ্ ছাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শয়তানের নিকট অবাধ্যতা বা পাপাচার থেকে বিদ‘আত বেশি প্রিয়। কেননা পাপকাজ থেকে তাওবাহ করা হয়ে থাকে পক্ষান্তরে বিদ‘আত থেকে তাওবাহ করা হয় না। মুসনাদে ইব্‌ন আল-জা‘দ ১৮৮৫, মাজমু‘ ফাতওয়া ১১/৪৭২

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة

“আল্লাহ তা‘আলা তাওবাহকে বিদ‘আতীদের থেকে দূরে রাখেন।” আছ ছ্বহীহাহ হা/১৬২০

[২১] আবুল হাসান আল বাছ্বরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

তুমি কোন বিদ‘আতীর সাথে বসো না। তার সাথে বসলে সে তোমার অন্তরকে অসুস্থ বানিয়ে দেবে। (আল-ই‘তিসাম ০১/১৭২, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া পৃ. ৫৪)।

আল্লামা শাতিবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত বিদ‘আতীদের সাথে বৈরি আচরণ করতে, তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে এবং কেউ তাদের চলে গেলে তাকে হত্যা করা বা

তাদের অনিষ্ট বড়ই মারাত্মক, যারাই তাদের সাথে চলাফেরা করে তারা তাদের প্রত্যেককেই প্রভাবিত করে। নিঃসন্দেহে অন্যান্য পাপাচার থেকে বিদ'আত বেশি খারাপ। বিদ'আতীর অনিষ্ট পাপাচারীর অনিষ্ট থেকে বেশি মারাত্মক।[২২]

এ জন্য সালাফগণ বলেন, সুন্নাহর ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা বিদ'আতের আলোকে ইজতিহাদ (গবেষণা) করা থেকে উত্তম।[২৩]

প্রশ্ন-৬ : বিভিন্ন দলের সাথে যারা সম্পৃক্ত হয় তারাও কি বিদ'আতী বলে গণ্য হবে?

উত্তর : এটা জামা'আতের উপর নির্ভরশীল। যদি জামা'আতগুলিতে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী বিষয় থাকে তাহলে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা সদস্যও বিদ'আতী বলে গণ্য হবে।[২৪]

অন্য কোনো শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট। আলিমগণ তাদের সাথে চলাফেরা ও ওঠাবসা করতে নিষেধ করেছেন।"

আল্লাহ তা'আলা সালাফদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন তারা প্রত্যেক বিদ'আতীকেই প্রতিহত করেছেন এবং তার থেকে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন।

[২২] শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বিদ'আতীদের অনিষ্ট বিষয়ে বলেন, যদি কেউ তাদের মুক্বাবিলা না করত তাহলে দীন ধ্বংস হয়ে যেত। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদলের আক্রমণ থেকে তাদের আক্রমণ মারাত্মক। কেননা তারা বিজয়ী হলে শুধু আনুগত্যই করে নিতে পারে; মন-মানসিকতা এবং দীন ধ্বংস করতে পারে না। পক্ষান্তরে বিদ'আতীরা প্রথমেই মন-মানসিকতা নষ্ট করে দেয়। মাজমূ' ফাতওয়া ২৮/২৩২।

তিনি আরো বলেন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত যে প্রবৃত্তিপূজারী পাপী থেকে বিদ'আতী বেশি মারাত্মক। মাজমু' ফাতওয়া ২০/১০৩।

[২৩] ইবনে মাসউদ রযিআল্লাহু আনহুর ক্বওল, দেখুন আল-লালকাঈ পৃ.১১৪, আল-ইবানাহ পৃ. ১৬১ আস-সুন্নাহ লি ইবনি নাছ্বর পৃ. ৩০।

প্রশ্ন-৭ : বিভিন্ন জামা'আত বা দল সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : যে দলই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরুদ্ধাচরণ করে তার প্রত্যেকটিই বিপথগামী দল। আমাদের জামা'আত শুধু একটিই। তা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (**أهل السنة والجماعة**)।[২৫]

---

[২৪] শায়খ বাকর ইবনে আবু যায়দ হুকমুল ইনতিমা ইলাল ফিরাক্বি ওয়াল আহযাবি ওয়াল জামা'আতিল ইসলামিয়্যাহ পৃ. ৯৬-৯৭ বলেছেন,

'উম্মাহর কারো জন্য একমাত্র আমাদের নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে তার দিকে আহ্বান করা, তার ভিত্তিতে ভালোবাসা ও শত্রুতা পোষণ করা বৈধ নয়। যদি কেউ রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে একাজে দাঁড় করাবে সে বিদ'আতী ও বিভ্রান্ত বলে পরিগণিত হবে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'উম্মাহর কারো জন্য একমাত্র আমাদের নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে মানদণ্ড দাঁড় করানো, তার পথে আহ্বান করা, তার ভিত্তিতে ভালোবাসা ও শত্রুতা পোষণ করা বৈধ নয়। ক্বুরআন সুন্নাহ ও ইজমা' ছেড়ে তাদের কোন কথাকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে ভালোবাসা ও শত্রুতা পোষণ করা বৈধ নয়। বরং এমনটি করা বিদ'আতীদের কাজ, যারা নিজেদের জন্য কোন ব্যক্তি বা কথাকে দাঁড় করিয়ে তার ভিত্তিতে উম্মতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। এর ভিত্তিতে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বা শত্রুতা পোষণ করে।

শায়খ বাকর হাফিযাহুল্লাহ শায়খুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) এর মত উল্লেখের পর বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী দল ও সংগঠনের অবস্থা এমনই; তারা তাদের কিছু ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে দাঁড় করায়, এরপর তাদের বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং তাদের শত্রুদের সাথে শত্রুতা করে এবং ক্বুরআন সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতিরেকে তাদের প্রত্যেক ফাতওয়া-নির্দেশনার আনুগত্য করে। এমনকি তাদের ফাতওয়া-নির্দেশনার ব্যাপারে দলীল প্রমাণ ও জিজ্ঞাসা করে না।

[২৫] তারাই হলো আত-ত্বায়িফাহ আল মানছুরাহ; আল ফিরকাহ আন নাজিয়া, আহলুল হাদীছ, তারাই আহলুল আছার, তারাই সালাফী। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু আলিম এমত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত চার ইমাম এবং তাদেরও সমপর্যায়ের আলিমগণ। মুসলিমদের এক অভিন্ন জামা'আতের বিরোধী এ সকল দলকে জামা'আত বলা উচিত নয়; যা আমি ইতোপূর্বে

যে ব্যক্তিই এই জামা'আতের বিরোধিতা করবে সে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানহাজের বিরোধিতাকারী বলে বিবেচিত হবে। আমরা আরো বলবো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রবৃত্তিপূজারী ও বিপথগামী। তাদের ভ্রষ্টতা ও কুফরী এবং ইসলাম থেকে দূরবর্তিতা ও নিকটবর্তিতার ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট (التضليل) বলা বা কাফির (التكفير) বলার বিধানে তারতম্য ঘটে।

প্রশ্ন-৮ : বিভিন্ন জামা'আত বা দলের সাথে মেশা যাবে নাকি সেগুলো পরিত্যাগ করতে হবে?

উত্তর : মেশার লক্ষ্য যদি হয় তাদেরকে সুন্নাহ ধারণ ও ভুল বর্জনের দিকে আহ্বান করা, তাহলে তা ভাল কাজ। বিশেষ করে যাদের নিকট জ্ঞান আছে, তারা যদি একাজ করেন।[২৬] এটা আল্লাহর পথে আহ্বান করার

উল্লেখ করেছি, আমাদের শায়খ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। বরং এ দলগুলোকে ফিরাক্ব/দল বা আহযাব/সংঘ বলা হবে।

[২৬] যদি নিজের মানহাজ ঠিক রেখে তাদের সাথে চলাফেরার দ্বারা তাদেরকে আহ্বান করা এবং প্রভাবিত করা সম্ভব হয় তাহলে উত্তম। পক্ষান্তরে নিজের মানহাজ পরিবর্তন করে তাদের আহ্বান করতে গেলে তা কখনই সম্ভব হবে না, আহ্বানকারীই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

এই দলগুলো দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণত তাদের নেতার শিক্ষা থেকে বের হয় না। যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও তাবলিগ জামা'আত ফিরকাহ। কত একনিষ্ঠ উপদেশ দাতাই না তাদেরকে উপদেশ দিয়েছে এবং দিচ্ছে তাদের ব্যাপারে কত বই না লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা, হাসানুল বান্না (পুস্তিকা সমগ্র) তে ২৪নং পৃষ্টায় "দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান" শিরোনামে বলেন, বিভিন্ন দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হলো আমরা সকল দাওয়াতকে আমাদের দাওয়াতের সাথে পরিমাপ করে দেখব। সকল দাওয়াত আমাদের দাওয়াতের সাথে মিললে আমরা তা গ্রহণ করব, আর যা মিলবে না তা থেকে আমরা মুক্ত/ সম্পর্কহীন থাকব!!।

অংশ। আর যদি তাদের সাথে উঠাবসা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শুধু বন্ধুত্ব স্থাপন করা; আল্লাহর পথে আহ্বান করা উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে তা বৈধ নয়।

সুতরাং শারঈ কোনো উপকারের উদ্দেশ্য ছাড়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী লোকদের সাথে মেশা বৈধ নয়। শারঈ উপকার যেমন তাদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে আহ্বান করা, তাদের সামনে হক্ব-স্পষ্ট করে দেওয়া, যাতে তারা ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে।[২৭]

যেমন: আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহ আনহু মাসজিদে অবস্থানকারী বিদ'আতীদের নিকট গিয়ে তাদের সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, এরপর তাদের বিদ'আতের বিরোধিতা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা খারিজীদের নিকট গিয়েছেন, তাদের সাথে বিতর্ক করে তাদের সন্দেহ নিরসন ও দাবি খণ্ডন করেছেন। তাদের যারা ফিরে আসতে ইচ্ছুক, তাদেরকে ফিরিয়ে এনেছেন।

অতএব, এ উদ্দেশ্যে যদি তাদের সাথে মেশা হয় তাহলে ভালো। আর যদি তারা তাদের বাতিল মতবাদের উপর অনড় থাকে তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, বিরোধিতা করা এবং জিহাদ করা অত্যাবশ্যক।

আমি বলছি: আয় আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো। আমি ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও তার প্রতিষ্ঠাতার কুরআন সুন্নাহ ও এ উম্মাহের সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধী আহ্বান/দাওয়াত থেকে মুক্ত বা সম্পর্কহীন। তাদের নীতি হলো তারা কারো দাওয়াতই কখনও গ্রহণ করবে না, কেননা তারা অন্যকে তাদের অনুসারী, অনুগামী বানানোর জন্য দাওয়াত দিতে চায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

[২৭] যদি তাদের দাওয়াত দেয়ার/ আহবান করা ও পূর্ববতীদের কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট দেয়ার জন্য তাদের সাথে মিশতেই হয় তাহলে তা বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ সম্পর্কে ইলম দান আলিম ও ত্বলিবে ইলম/ইলম শিক্ষার্থীদের জন্যই শুধু বৈধ, অন্যদের জন্য নয়।

প্রশ্ন-৯ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী এ সকল ফিরকাহ থেকে (জনগণকে) সতর্ক করাতে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর : আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী সকল দল থেকে সাধারণভাবে সতর্ক করি।[২৮]

আমরা বলি যে, "আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পথ অবলম্বন করি এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধীকে বর্জন করি।

---

[২৮] বরং যারা চুপ থাকে তাদেরকে অপছন্দ করি। মুহম্মাদ ইবনে বুনদার আল জুরআনী ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) কে বলেন, অমুক এটা বলেছে: এভাবে বলা আমার নিকট খুব কঠিন মনে হয়।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বললেন "তুমিও যদি চুপ থাকো আমিও যদি চুপ থাকি তাহলে মূর্খরা ছ্বহীহ এবং দ্বঈফ (বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ও দুর্বল সূত্রে বর্ণিত) সম্পর্কে জানতে পারবে কীভাবে? মাজমূ' ফাতওয়া ২৮/২৩১, শারহু ইলালিত তিরমিযী ০১/৩৫০।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) কে হুসাইন আল কারাবিসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি উত্তরে বলেন "তিনি বিদ'আতী"। তিনি অন্যত্র বলেন "তুমি হুসাইন আল কারাবিসী থেকে খুব সতর্ক থাকো তার সাথে কথা বলবে না। তার সাথে যে কথা বলে ঔ ব্যক্তির সাথেও কথা বলবে না। তিনি ৪বার বা ৫বার একথা বললেন। সালাফে ছ্বলিহীনের মতে বিদ'আতীদের মুখোশ উন্মোচন করা নফল সিয়াম, নফল ছ্বলাত এবং সকল ইতিকাফে মশগুল হওয়া থেকে উত্তম।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "যে ব্যক্তি নফল সিয়াম পালন করে, নফল ছ্বলাত আদায় করে, ইতিকাফ করে সে আপনার নিকট বেশি প্রিয় নাকি যে ব্যক্তি বিদ'আতিদের মুখোশ উন্মোচন করে সে বেশি প্রিয়?

তিনি প্রতুত্তরে বললেন "ব্যক্তি যখন সিয়াম, ছ্বলাত পালন করে তা শুধু তার নিজের কল্যাণেই করে থাকে, পক্ষান্তরে যখন বিদ'আতিদের মুখোশ উন্মোচনের কথা বলে তা সকল মুসলিমের কল্যাণ হয়ে থাকে। আর এটাই উত্তম। মাজমূ' ফাতওয়া ২৮/২৩১।

তাই তার বিরোধিতা ছোট হোক বা বড় হোক না কেন। আমরা যদি বিরোধিতার ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করি তাহলে সমস্যা বেড়ে যাবে, প্রকট আকার ধারণ করবে। বিরোধিতা ইসলামে বৈধ নয়।

বড় ছোট সকল বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন-১০ : যাদের থেকে (জনগণকে) সতর্ক করব তাদের ভালো দিকগুলোও কি উল্লেখ করা জরূরী?

উত্তর : আপনি যদি তাদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন তাহলে জনগণ বুঝবে যে, আপনি তাদের অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করছেন। বরং আপনি তাদের অবদানের কথা উল্লেখ করবেন না।[২৯] আপনি শুধু দোষ-ত্রুটিই উল্লেখ করবেন।[৩০]

---

[২৯] যদিও আপনি তাদের দোষ বর্ণনা করেন না কেন বিদ'আতীর অবদান উল্লেখ করলে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যাবে। আপনি তাদের দোষ বর্ণনার সাথে গুণের উল্লেখ করলে মানুষ দোষের প্রতি লক্ষ্য না করে গুণের প্রতিই লক্ষ্য করবে। আর বিদ'আতীদের সমালোচনার ক্ষেত্রে তাদের গুণকীর্তন করা সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ-কর্মপদ্ধতি নয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) হুসাইন আল কারাবিসীর অবস্থা বর্ণনার সময় তার গুণ উল্লেখ করেননি। বরং বলেছেন "বিদ'আতী তার এবং সঙ্গীদের থেকে সতর্ক করেছেন। এমনিভাবে মুহাসিবী এবং তার সঙ্গী সাথীদের থেকে সতর্ক করেছেন।

আবু যুরআহ (রহিমাহুল্লাহ) কে আল হারিছ আল মুহাসিবী এবং তার বই পুস্তক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাবে লিখেন এ সকল বই বিদ'আত ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ এগুলো থেকে নিরাপদ থাকো/সতর্ক থেকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো।

সম্মানিত পাঠক একথা আপনার অজ্ঞাত নয় যে, কারাবিসী ও মুহাসিবী অনেক বড় পন্ডিত ছিলেন। তারা বিদ'আতীদের অনেক মতামতও খণ্ডন করেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত জন (কারাবিসী) শুধু শব্দের নাম কুরআন বলে মানহাজচ্যুত হয়েছেন। আর অন্য জন (মুহাসিবী) কিছু যুক্তির ক্ষেত্রে পদস্খলিত হয়েছেন। তিনি যুক্তিবাদীদের যুক্তিকে সুন্নাহ ছাড়া শুধু যুক্তি

আপনি তাদের কৃতকর্মের অপরাধ থেকে মুক্ত করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নন। বরং আপনি তাদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত– যাতে তারা সে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তাওবা করে, আর আপনি অন্যদেরকে সতর্ক করেন। কখনো কখনো তাদের সে ভুল কুফর বা শিরক হওয়ার কারণে তাদের সকল ভাল কাজগুলো ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। কখনো কখনো ভালো কাজের উপর ভুল-ত্রুটিই প্রাধান্য পায়। আবার কখনো কখনো এমন হয় যে আপনার চোখে ভালো কাজ মনে হলেও আল্লাহর নিকট তা ভলো কাজ নয়।

প্রশ্ন-১১ : তাবলীগ জামা'আত বলে যে, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আদর্শের উপর চলতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাদের কেউ ভুল করতেই পারে। সেজন্য তারা বলে, তোমরা কীভাবে আমাদের উপর হুকুম লাগাও এবং আমাদের থেকে সতর্ক করো?

উত্তর : তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তাদের সাথে যারা গিয়েছে তাদের ব্যাপারে গবেষণা করেছে, তাদের সাথে উঠাবসা

দ্বারাই খণ্ডন করেছেন। আত তাহযিব ০২/১১৭, তারিখু বাগদাদ ০৮/২১৫-২১৬ ইমাম যাহাবী, আস সিয়ার ১৩/১১০, ১২/৭৯।

[৩০] বিদ'আতীদের ভুলত্রুটি সমালোচনার সময় তাদের অবদানের কথা উল্লেখ না করার ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর বইগুলো/ কিতাবাদী স্পষ্ট প্রমাণ। তার কিতাবগুলো বিদ'আতীদের সমালোচনা ও দাবি খণ্ডনে ভরপুর। তিনি যুক্তিবাদী, আহলে কালাম, জাহমিয়াহ, মু'তাযিলা এবং আশ'আরীদের সমালোচনা পর্যালোচনা ও মতামত খণ্ডন করেছেন। কিন্তু আমরা কোথাও পাইনি যে তিনি তাদের কোন অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে কিছু ব্যক্তির মতামত খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তাদের প্রশংসা করেননি। নিঃসন্দেহে তাদের ও অনেক অবদান রয়েছে কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আপনি ভাবুন।

রাফি ইবনে আশরাস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পাপাচারী বিদ'আতীদের একটি শাস্তি হলো তাদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হবে না। শারহু ইলালিত তিরমিযী ০১/৩৫৩

করেছে তারাই লিখেছেন। তাদের ব্যাপারে হুকুম জানার জন্য তোমাদের উচিত সে লেখাগুলো পড়া।[৩১]

---

[৩১] যারা তাবলিগ জামা'আত সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, শায়খ সা'দ আব্দুর রহমান আল-হাসিন হাফিযাহুল্লাহ তার "হাকিক্বাতুদ দা'ওয়াতি ইলাল্লাহি তায়ালা ওয়া মা ইখতাছ্ছ্বত বিহি জাযিরাতুল আরাব ওয়া তাক্বিমু মানাহিজিদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ আল ওয়াফিদাহ ইলাইহা"- যা প্রকাশ করেছেন শায়খ ফালিহ ইবনে নাফি' আল হারবী। উক্ত কিতাবের প্রথম সংস্করণের ৭০ নং পৃষ্ঠায় "তাবলিগ জামা'আতের নিকট কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উদ্দেশ্য" শিরোনামে বলেন "বস্তুর উপর থেকে অন্তরের নষ্ট বিশ্বাসকে বের করে আল্লাহর যাতের /সত্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই" এটা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ (পালন কার্যে আল্লাহর এককত্ব) ছাড়া আর কিছু নয়। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মুশরিকেরাও যার স্বীকৃতি দিত। অথচ তাদের এ স্বীকৃতি সত্ত্বেও তারা মুসলিম বলে গণ্য হয়নি।

তিনি উক্ত কিতাবের ৭০-৭১ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন, তাবলিগ জামা'আতের বিশ্বাস হলো যে তারা ফিক্বহী মাযহাব গত দিক থেকে হানাফী, আক্বীদাহর দিক থেকে আশ'আরী, মাতুরিদী আর তাছাউউফের দিক থেকে চিশতী, কাদিরী, নকশবন্দী সাহারাওয়াদী। তাদের ব্যাপারে শায়খ হামুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী (রহিমাহুল্লাহ) একটি চমৎকার কিতাব লিখেছেন। যা এই ফিরকাহ সম্পর্কে লিখিত সবচেয়ে বিস্তারিত বই। তিনি তাবলিগ জামা'আতের হাকিকত বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের বই পুস্তক থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এরপর সে সকল মত খণ্ডন করেছেন। কিতাবে কিছু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মতও উল্লেখ করেছেন যাদের তাবলিগ জামা'আতের নেতা ও তাদের নেতাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এটা বর্তমানে "আল ক্বওলুল বালিগ ও ফিত তাহযিরি মিন জামা'আতিত্ তাবলিগ" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের ব্যাপারে মেজর মুহাম্মাদ আসলাম (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, তিনি পাকিস্থানী নাগরিক এবং মদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্নকারী।

তাদের ব্যাপারে শায়খ ড. মুহাম্মাদ ত্বাকী উদ্দীন আল হিলালী (রহিমাহুল্লাহ) "আসসিরাজুল মুনির ফি তানবিহী জামা'আতীত তাবলিগ আলা আখদ্বায়িহিম" নামক কিতাবে লিখেছেন। এ বিষয়ে লিখিত বড় কিতাব সমূহের একটি এটি মূলত আসলামের কিতাবের ব্যাখ্যা যারা তাবলিগ দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত ছিলেন তাদের অনেকেই ঐ জামা'আতের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট ভাবে

তুলে ধরেছেন। তাদের হাকিকত প্রকাশ করে তাদেরকে বর্জন করেছেন এবং অন্যদেরকে তাদের থেকে সতর্ক করেছেন। তাদের দোষ হিসাবে এটাই যথেষ্ট যে, তারা তাওহীদের প্রতি আহবান করে না। বরং তারা তাওহীদের প্রতি আহাবান করা ও আহবায়ককে ঘৃণা করে।

এ মুখোশধারী সুফী ফিরকাহর দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে যারা তাদের সাথে বের হয় তাদের উদ্দেশ্য বলা হবে: তাদের সাথে বের হওয়ার সময় উদাহরণ স্বরূপ তাদের মাঝে ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ) এর "কিতাবুত তাওহীদ" নামক বই বিতরণ করুন, এরপর লক্ষ্য করুন তারা কীভাবে আপনার কাজকে প্রত্যাখান করে এবং তাদের সুন্দর চরিত্র/আচারণ কীভাবে বন্য প্রাণীর ন্যায় উচ্ছৃংখল আচরণে পরিণত হয় ও তাদের বন্ধুত্ব হিংসা ও শত্রুতায় রূপ নেয়। এটি একটি পরীক্ষিত বিষয় এর মাধ্যমে তদের কাজ প্রকাশ পায়/এর দ্বারা তাদের প্রকৃত চেহারা উম্মোচিত হয় সাউদী আরবের সাবেক জাতীয় মুফতী ও প্রধান বিচারপতি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) তার "ফাতওয়া ও রিসালা সমগ্র ০১/২৬৭ তে বলেন, 'এ সংগঠন তথা তাবলিগ জামা'আত নামক এ সংগঠনে কোনই কল্যাণ নেই। কেননা এটি একটি বিদ'আতী ও ভ্রষ্ট সংগঠন। যা মূলত এমন কিছু বই-পুস্তক পাঠের উপর নির্ভরশীল যেগুলোকে আমি শিরক বিদ'আত, ভ্রষ্টতা, কবর পূজা ও শিরকের প্রতি আহ্বানে ভরপূর পেয়েছি। ফাতওয়া প্রদানের তারিখ ২৯ শে মুহাররাম, ১৩৮২ হিজরী।

সাউদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আজিজ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) 'আদ-দাওয়াহ আস সাউদিয়্যাহ' নামক ম্যাগাজিনের ১৪৩৮ সংখ্যা, প্রকাশ তারিখ ৩রা যিলক্বাদ, ১৪১৪ হিজরীতে বলেন, তাবলিগ জামা'আতের নিকট আক্বীদাহ (বিশ্বাসগত) বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন জ্ঞান (স্পষ্ট ধারণা) নেই। সুতরাং তাদের সাথে বের হওয়া জায়েয নয়।

তাবলিগ জামা'আত কি সেই ৭২ ফিরকাহর অন্তর্ভুক্ত হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হ্যাঁ। যারাই/যে ব্যক্তিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ বিরোধী কাজ করবে সেই ৭২ ফিরকাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। আল-মাজাল্লাহ আস-সালাফিয়্যাহ, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৭, সন ১৪২২ হিজরী

শামের (সিরিয়ার) মুহাদ্দিস শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাবলিগ জামা'আত কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং তাদের সাথে বের হওয়া বৈধ নয়। (আল-ফাতওয়া আল-ইমারাতিইয়াহ)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে অমুক-তমুকের অনুসরণ করা থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। আমাদের নিকট আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ত্বরীকা বিদ্যমান। আমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করি। কোনো তাবলীগ জামা'আত, অতাবলিগ জামা'আত ইত্যাদির প্রতি আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। হক্বের বিপরীতে শুধু ভ্রষ্টতাই থাকে। তাদের হাকিকত (প্রকৃত অবস্থা) সম্পর্কে অনেক বই-পুস্তক লেখা হয়েছে। আপনারা সেগুলো পড়ুন তাহলেই বুঝতে পারবেন। যারা তাদের সাথে গিয়েছেন, তাদের সাথে সফর করেছেন, তাদের সাথে মিশেছেন তারাই মূলত সুস্পষ্টভাবে জানার পরে এ বইগুলো লিখেছেন।

প্রশ্ন-১২ : এ জামা'আতগুলো কি ধ্বংসপ্রাপ্ত ৭২ ফিরকাহর অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : হ্যাঁ। যে ব্যক্তিই দাওয়াহ, আক্বীদাহ অথবা ঈমানের মূলনীতির ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করবে সেই ৭২ ফিরকাহর অন্তর্ভুক্ত হবে, হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে, তার বিরোধিতা অনুপাতে নিন্দা ও শাস্তি নির্ধারিত হবে।

প্রশ্ন-১৩ : কেউ সালাফী নাম ধারণ করলে এর দ্বারা কি বুঝায় যে, সে ফিরকাবাজী করছে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই সালাফী হলে সালাফী নাম ধারণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।[৩২]

---

[৩২] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) মাজমূ' ফাতওয়া ৪/১৪৯ তে বলেন "যদি কেউ বলেন যে, তিনি সালাফদের মাযহাব অনুসরণ করেন, তাদের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হন তাহলে তা দূষনীয় নয়। বরং সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করা উচিত। কেননা সালাফদের মাযহাব হক্বই হয়ে থাকে।"

সম্মানিত পাঠক, আজ থেকে ৮০০ বছর পূর্বে শায়খুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) এর প্রদত্ত জাওয়াবের প্রতি লক্ষ্য করুন; তিনি যেন বর্তমান কালের জনৈক পণ্ডিতের মত খণ্ডন করছেন। উক্ত পণ্ডিত বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ইখওয়ানী, সালাফী, তাবলিগী অথবা সুরুরী হতে বাধ্য করে তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করে ভালো। আর যদি না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। তিনি একটি অডিও সিরিজে একথা বলেছেন যার শিরোনাম 'বাঘ থেকে সতর্ক থাকার মত দলাদলি থেকে সতর্ক থাকো'।"

সুবহানাল্লাহ! আল-মানহাজুস সালাফিয়্যাহর মত হক্ব মানহাজকে ঐ সকল বাতিল, ভ্রান্ত, বিদ'আতী ফিরকাহর সাথে একত্র করার/তুলনা করার মত দুঃসাহস সে কীভাবে দেখাতে পারল!

এই তাওহীদের ভূ-খণ্ডে (সাউদী আরবে) বসবাসকারী যে কিনা মাস্টার্সে হাদীছ বিষয়ে থিসিস করেছে এবং পরবতীতে হাদীছ বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন। তুমি যদি সালাফী না হয়ে থাকো তাহলে কি হতে চাও?

শায়খ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সালাফী বা আছারী বলে নামকরণ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

এর দ্বারা কী আত্ম পরিশুদ্ধির দাবি বুঝায়? শায়খ জবাবে বলেন, যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে (প্রকৃত সালাফী হয়) তাহলে সমস্যা নেই। যেমন সালাফীগণ বলতেন অমুকে সালাফী অমুকে আছারী। এর দ্বারা অবশ্যই পরিশুদ্ধি বুঝায়, আবশ্যক পরিশুদ্ধি। *১৬ মুহার্‌রাম ১৪১৩ হিজরীতে তায়েফ নগরীতে প্রদত্ত 'হাক্কুল মুসলিম' নামক অডিও লেকচার থেকে সংকলিত।*

শায়খ বকর আবু যায়দ বলেন, সালাফ, সালাফিয়্যুন অথবা তাদের পথকে সালাফিয়্যাহ বলার দ্বারা সালাফে ছ্বলিহীনের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে সকল ছাহাবী, ছাহাবীদেরকে সত্যের উপর অনুসারী সকল তাবেঈ, যারা প্রবৃত্তির ধোঁকায় মানহাজচ্যুত হয়েছে তারা বাদে এবং মিনহাজুন নাবাবী বা নাবি ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপদ্ধতীর উপর অটল সকল ব্যক্তিকে সালাফে ছ্বলিহীনের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। সুতরাং তাদেরকে সালাফ, সালাফিয়্যুন এবং এর প্রতি সম্বন্ধ করে সালাফী বলা হয়। সালাফ অর্থ সালাফে ছ্বলিহীন পূর্ববতী সৎ ব্যক্তি।

বিদ্বানদের মতে সাধারণত যে ব্যক্তিই ছাহাবীদের অনুসরণ করে তাকেই সালাফী বলা হয়। যদিও তিনি বর্তমান যুগের লোক হন না কেন। এই সম্বন্ধ করা এমন কিছু রেওয়াজ সর্বস্ব সম্বন্ধ নয়, যা কুরআন সুন্নাহর চাহিদা বিরুদ্ধ, বরং এটি এমন একক সম্বন্ধ যা সামান্য সময়ের জন্যেও পূর্ববর্তীদের মূল

আর যদি ব্যক্তি সালাফী মানহাজ অনুসরণ না করে শুধু মৌখিক দাবি হিসাবে সালাফী নাম ধারণ করে তাহলে তার জন্য তা জায়েয হবে না।

থেকে/মানহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তারা তাদের সাথেই থাকে, তাদের প্রতিই সম্পৃক্ত হয়। আর যে নাম অথবা রেওয়াজ নিয়ে তাদের সাথে বিরোধিতা করে সে সালাফী বলে গন্য যদিও তাদের সমযুগী হোক না কেন? তিনি আরো বলেন, মানহাজগত ভাবে সালাফী হও (হুকমুল ইনতিমা পৃ. ৪৬, ২য় সংস্করণ)

আমি বলি-জীবনি গ্রন্থগুলোতেও এভাবে সম্বন্ধ করার রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল বাহরানী এর পরিচয়ে বলেন "তিনি উত্তম দীনদ্বার সালাফী ছিলেন"। (মু'জামুশ শুয়ুখ খ ২ পৃ. ২৮০)

আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে নি'মাহ আল মাক্বদিসী এর পরিচয়ে বলেন, তিনি সালাফদের আক্বীদাহর অনুসারী ছিলেন। সুতরাং সালাফদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হওয়া এমন আবশ্যকীয় নিসবাত যে যাতে সালাফী ব্যক্তি সত্যকে আবরণ মুক্ত করতে পারেন এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করতে চান তারা যেন কোন ধোঁকা-সংশয়ে পতিত না হন। যখন বিভিন্ন বিভ্রান্ত, বিপথগামী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন আহলুল হক্ব বা সত্য পথের অনুসারীরা সে সকল বিদ'আতীদের থেকে নিজেদের সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করার জন্য সালাফদের সাথে সম্বন্ধ করে নিজেদেরকে সালাফী বলে ঘোষণা দেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন,

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম। *(সূরা আলে ইমরান ০৩:৬৪)*

{ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ }

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম? যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ ৪১: ৩৩)*

وما أنا من المشركين

আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা আন'আম ৭৯)*

যেমন আশ'আরীরা বলে যে, আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত"। অথচ এটা সঠিক নয়। কেননা তারা যে মানহাজের/মতবাদের উপর রয়েছে তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ নয়। ঠিক তেমনই মু'তাযিলারা। যারা নিজেদেরকে তাওহীদপন্থী বলে দাবি করে (কিন্তু বাস্তবে তারা তাওহীদপন্থী নয়)।

كل يدعي وصلا لليلي   وليلي لا تقر لهم بذاكا

'প্রত্যেকেই দাবি করে সে লাইলীর প্রেমাস্পদ,

কিন্তু লাইলী তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে অমত'।

যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী, (তার জন্য আবশ্যক হলো যে) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ত্বরীকাকে আঁকড়ে ধরা এবং বিপরীত সকল ত্বরীকা/পথ বর্জন করা।

আর যে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও বিরোধীদের আক্বীদার মাঝে সমন্বয় করতে চায় তার উদাহরণ হলো (সেই ব্যক্তির যে):

মাছ ও দ্বব বা ডাঙ্গার প্রাণি ও জলের প্রাণীকে একত্রিত করতে চায়। যা সম্ভব নয়। অথবা সে যেন আগুন ও পানিকে একই পাত্রে একত্র করতে চায়।

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত স্বীয় বিরোধীদের যেমন মু'তাযিলা, খারিজী ও কথিত আধুনিক মুসলিমদের সাথে কখনো একত্রিত হতে পারে না। তারা তো প্রকারান্তরে বর্তমানের বিভিন্ন ভ্রষ্টতাকে সালাফদের মানহাজের সাথে জুড়ে দেয়। এই উম্মাহর পূর্ববর্তীগণ যে সংস্কার করতে পারেনি পরবর্তীরাও তাতে সংস্কার করতে পারবে না।[৩৩]

সারকথা : এ ব্যাপারে অবশ্যই যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করতে হবে।

---

[৩৩] এটা ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি।

প্রশ্ন-১৪ : এ কথা সুবিদিত যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত করার জন্য শারঈ জ্ঞান প্রয়োজন, এ ইলম কি কুরআন হাদীছ মুখস্থ করা? মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে ইলম দেয়া হয়, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য তা কি যথেষ্ট?

উত্তর : ইলম হলোঃ নছ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) মুখস্থ করা এবং তার মর্ম অনুধাবন করা। শুধু নছ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়। মানুষের নছ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) মুখস্থ করার সাথে সাথে তার সঠিক অর্থ শিক্ষা লাভ করা অত্যাবশ্যক। অর্থ অনুধাবন ব্যতিরেকে শুধু নছ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) মুখস্থ করণ দ্বারা আল্লাহর পথের দাঈ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না।

আর মাদরাসার বিষয়টি। মাদরাসা পাঠ্য তালিকায় যদি নছ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) মুখস্থকরণ ও তার অর্থ অনুধাবন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে তা দাওয়াহ ইলাল্লাহর জন্য যথেষ্ট।

(কিন্তু) যদি মাদরাসায় অর্থ ছাড়াই শুধু নছ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) মুখস্থ করানো হয় তাহলে এর দ্বারা দাওয়াহ ইলাল্লাহর কোনোই যোগ্যতা অর্জিত হবে না। তবে এমতাবস্থায় সম্ভব হলে সাধারণ মানুষকে অর্থ ও ব্যাখ্যা ছাড়া শুধুই পড়াতে, শোনাতে ও মুখস্থ করাতে পারবে।

প্রশ্ন নং ১৫ : কেউ কেউ মনে করে, শুধু আলিমগণই আল্লাহর পথে দাওয়াত দিবেন। অন্য সাধারণ লোকেরা যে জ্ঞান রাখে তা দ্বারা তাদের জন্য দাওয়াত দেয়া আবশ্যক নয়। এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশনা কী?

উত্তর : এটা মনে করার বা ধারণার কোনো বিষয় নয়। (বরং) এটাই বাস্তবতা। শুধু আলিমগণই দাওয়াতী কাজ করবেন। তবে এমন কতগুলি স্পষ্ট বিষয় রয়েছে যা প্রত্যেকেই জানে। (সেসব বিষয়ে) প্রত্যেকে তার জ্ঞান অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। সে তার পরিবারের সদস্যদের সলাত এবং সুস্পষ্ট বিষয়াবলীর নির্দেশ প্রদান করবে। এটা সকলের উপর ওয়াজিব। এমনকি সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যক যে, তারা সন্তানকে মাসজিদে সলাত আদায়ের নির্দেশনা জারী করবে।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ

‘সন্তান ৭ বছর বয়সে উপনীত হলে তাদেরকে ছ্বলাত আদায়ের জন্য আদেশ প্রদান কর। আর ১০ বছরে উপনীত হলে ছ্বলাত পরিত্যাগ করলে তাদেরকে প্রহার কর’।[৩৪]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।[৩৫]

একেই লালন-পালন বলা হয়। আর একেই বলা হয় সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। তিনি আরো বলেন,

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه

‘তোমাদের কেউ যদি কোনো গর্হিত কাজ সংঘটিত হতে দেখে তবে হাত দ্বারা পরিবর্তন করে (প্রতিরোধ করে)। এতে সক্ষম না হলে যেন মুখ দ্বারা পরিবর্তন করে (প্রতিবাদ করে)। এতেও সক্ষম না হলে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করে (পরিকল্পনা করে)’।[৩৬]

সুতরাং সাধারণ মানুষ থেকে কাম্য হবে যে, সে তার পরিবারের সদস্য ও অন্যদেরকে ছ্বলাত, যাকাত, আল্লাহর আনুগত্য, পাপাচার বর্জন ইত্যাদির নির্দেশ দিবে এবং তার বাড়িকে পাপাচার হতে মুক্ত রাখবে। সন্তান-সন্ততিকে আনুগত্যের উপর লালন পালন করবে। এটা তার থেকে কাম্য। যদিও সে সাধারণ মানুষ হয়। কেননা এসব ব্যাপারে প্রত্যেকেই অবগত। এটা (খুবই) স্পষ্ট বিষয়।

---

[৩৪] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৯৫

[৩৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৫৩

[৩৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯।

পক্ষান্তরে ফাতাওয়া প্রদান, হালাল-হারাম, শিরক-তাওহীদ বর্ণনার বিষয়টি শুধুমাত্রই আলিম দ্বারা সম্পাদিত হবে।

প্রশ্ন-১৬ : বর্তমানে দাওয়াতী সংগঠন ও দাঈ ইলাল্লাহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মানুষের পক্ষ থেকে সাড়া কমে গেছে। এর রহস্য কী?

উত্তর : প্রথমত আমরা দাওয়াতের জন্য বিভিন্ন সংগঠন তৈরির জন্য উদ্বুদ্ধ করি না। বরং আমরা দাওয়াতের জন্য এমন একটি একক প্রকৃত সংগঠনের আশা পোষণ করি যা বিচক্ষণতার সাথে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে। দল ও মত বৃদ্ধি পাওয়া মূলত ব্যর্থতা ও বিরোধের কারণ।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

{ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ }

পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। *(সূরা আল আনফাল ৪৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا }

আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে। *(সূরা আলে ইমরান ১০৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا }

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০৩)*

আমরা চাই বিশুদ্ধ কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ দাওয়াতের এক অভিন্ন সংগঠন। এমনকি দেশ ভিন্ন হলেও। কেননা তাদের প্রত্যাবর্তন

স্থল তো এক ও অভিন্ন।[৩৭] একে অপরকে সাহায্য করবে এবং একে অপরের সাহায্য গ্রহণ করবে। এটাই কাম্য। একক মানহাজ ছাড়া বিভিন্ন মানহাজের ভিত্তিতে দাওয়াতী জামা'আতসমূহ গড়ে উঠার কারণেই মতানৈক্য হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ নিঃসন্দেহে দাঈদের (আহ্বানকারীদের) ইখলাছের (একনিষ্ঠতার) ভিত্তিতে আহ্বানকৃত ব্যক্তি প্রভাবিত হন। যদি দাঈ একনিষ্ঠভাবে, মানহাজে ছ্বহীহাহর ভিত্তিতে, বিশুদ্ধ পন্থায়, প্রবল জ্ঞান গরিমার আলোকে দাওয়াত প্রদান করেন তাহলে এই দাওয়াত আহ্বানকৃত ব্যক্তির উপর বেশি প্রভাব ফেলে। আর যদি দাঈ একনিষ্ঠ না হন তাহলে যেন সে নিজের দিকে অথবা নিজের দল, উপদল, গোত্র, বিভিন্ন জামা'আত ইত্যাদির প্রতি আহ্বান করে, যদি সে দাওয়াত ইসলামী দাওয়াত বলে প্রচারিত হোক না কেন, তা ফলপ্রসূ হয় না এবং তা ইসলামী দাওয়াত নয়।

এমনিভাবে দাঈ যদি মানুষকে কুরআন সুন্নাহর প্রতি আহ্বান করে কিন্তু নিজেই তদনুযায়ী আমল না করে, তাহলে এর কারণেও লোকজন তার নিকট থেকে দূরে চলে যায়। অন্তরের খবর তো আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ মানুষের সকল কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত। চাই তা ব্যক্তি যেখানেই সম্পাদন করুক না কেন। যখন সে আল্লাহদ্রোহিতায় চরম আকার ধারণ করে এবং মানুষের নিকট প্রকাশ পায় যে, সে সৎকাজের প্রতি আহ্বান করলেও নিজেই তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে এ দাওয়াত কোনোই প্রভাব ফেলতে পারে না। তার থেকে মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার দাওআতে কোনোই বরকত রাখেননি।

একনিষ্ঠ দাঈদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাদের দাওয়াত কি ফলাফল বহন করেছে? তারা এককভাবে ছিলেন। তাদের কি কোনো বিরোধী ছিল না? যেমন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া, তার ছাত্রবৃন্দ, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ও অন্যান্য দাঈ (রহিমাহুমুল্লাহ) এর দাওয়াত।

---

[৩৭] তাদের এক অভিন্ন উৎস হলো পবিত্র কুরআনুল ক্বারীম ও সুন্নাতে নববী ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তারা অনুধাবন করবে সালাফে ছ্বলিহীনের বুঝ অনুযায়ী।

আর লক্ষ্য করুন বর্তমানের দাঈ ও দাওয়াতী জামা'আত সমূহের সংখ্যাধিক্য ও তাদের প্রভাব ও উপকার কম হওয়ার প্রতি। জেনে রাখুন, সংখ্যাধিক্য ধর্তব্যের বিষয় নয়। বরং গুণগত মানই হলো একমাত্র ধর্তব্যের বিষয়।

প্রশ্ন-১৭: দাওয়াতের পদ্ধতি কী তাওক্বীফিয়্যাহ (অপরিবর্তনীয়) নাকি ইজতিহাদিয়্যাহ (গবেষণার মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য)?

উত্তর : দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি তাওক্বীফিয়্যাহ। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে তা সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।[৩৮] আমরা এতে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু সংযোজন করি

---

[৩৮] আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। কোন ব্যক্তির জন্য নিজের পক্ষ থেকে কোন পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই। নতুবা অচিরেই তার কথার ধরণ এমন হবে যে, "নাবী ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রিসালাতের তাবলিগের ক্ষেত্রে অত্যধিক ফলপ্রসূ ও উপকারী পথ ছেড়ে দিয়ে কিছুটা নিম্নতর পন্থা অবলম্বন করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন যে,

إنك ستأتي قوماً أهل كتاب؛ فإذا جئتهم فادعُهم إلى : أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ..) الحديث . أخرجه البخاري (١٤٢٥،١٣٣١)

"তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। তাদেরকে প্রথমে 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল' এ সাক্ষ্য প্রদানের প্রতি আহ্বান করবে। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে সংবাদ দিবে যে। (বুখারী হা/১৩৩১, ১৪২৫)।

এই হাদীছ সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, দাওয়াতের পদ্ধতি তাওক্বীফিয়্যাহ/নির্দিষ্ট। নতুবা মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্তমানের হাজার জন দাঈর চেয়েও বেশি যোগ্য ছিলেন। এতদ্বসত্ত্বেও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাওয়াতের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন।

না। দাওয়াতের পন্থা কুরআন-সুন্নাহ তে বিদ্যমান। যদি আমরা নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু সংযোজন করি, তবে নিজেরাও ধ্বংস হবো এবং অপরকেও ধ্বংস করব।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ

কেউ যদি আমাদের দীনে কোনো নতুন বিষয় সংযোজন করে তা হলে তা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।[৩৯]

হ্যাঁ, বর্তমানে অনেক নতুন নতুন মিডিয়া প্রকাশ পেয়েছে যা ইতোপূর্বে ছিল না। যেমন মাইক, রেডিও, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন ইলেকট্রিক মিডিয়া ও ইন্টারনেট। এ মাধ্যমগুলোকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে মানহাজ বলা হয় না। মানহাজ হলো যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) কে জনৈক দাঈর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; যিনি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা ও তাওবাহ করানোর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছিলেন।

প্রশ্নের ভাষা হলো, 'একদল লোক চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান ইত্যাদি কাবীরাহ গুনাহ সম্পাদনের জন্য সমবেত হতো। অতঃপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ভালো অনুসারী বলে পরিচিত জনৈক শায়খ তাদেরকে এ পথ থেকে বারণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা ব্যতিরেকে তাদেরকে সমবেত করার অন্য কোন উপায় পেলেন না। তিনি ঝনঝনি, দফ ও বাঁশি ছাড়া বৈধ কবিতা আবৃতির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম হলেন। তাদের একটি দল তাওবাহ করলো। কিন্তু তারা এমন স্বভাবের হলো যে, ছ্বলাত আদায় করে না, চুরি করে, যাকাত দেয় না, বরং সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে।

[৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। *সূরা আন নাহল* **১৬:১২৫**

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

বল, এটা আমার পথ, আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। *সূরা ইউসুফ ১২: ১০৮*

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা ও মদীনার দাওয়াতী জীবন চরিতে দাওয়াতী মানহাজ বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। *(সূরা আহযাব ৩৩:২১)*

প্রশ্ন-১৮ : উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা কী? বিশেষত শাসকদের উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে মঞ্চে তাদের মন্দ কাজের দুর্নাম করা নাকি গোপনে উপদেশ প্রদান করা? এ মাসআলায় সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট জানতে চাই

উত্তর : একমাত্র রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই নিষ্পাপ। মুসলিম শাসকেরাও মানুষ হিসাবে ভুল করেন। নিঃসন্দেহে তাদের অনেক ভুল রয়েছে। তারা কেউ নিষ্পাপ নন। কিন্তু আমরা তাদের ভুলকে নিন্দার ক্ষেত্র মনে করে তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিব না, এমন কি তারা যদি জুলুম-অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করেন, যতক্ষণ না তারা প্রকাশ্য কুফরী

করে (ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের আনুগত্য করব)। যেমনটা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন।[৪০]

তাদের অবাধ্যতা, পাপাচারিতা, অত্যাচার থাকলেও ধৈর্যধারণের সাথে তাদের আনুগত্যে বহাল থাকতে হবে।[৪১]

---

[৪০] মুসলিম শাসকের ব্যাপারে এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ। আক্বীদাতুত ত্বহাবী (পৃ ৩৭৯) গ্রন্থকার বলেন,

আমরা আমাদের নেতা ও শাসকদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার মত পোষণ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অবাধ্যতার বিষয়ে আদেশ প্রদান না করেন। যদিও তারা জুলুম নির্যাতন করেন না কেন। আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করব না এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিব না। আমরা তাদের আনুগত্য করাকে আল্লাহর আনুগত্যের মত ফরয মনে করি এবং আমরা তাদের সংশোধন ও ক্ষমার জন্য দু'আ করি। হকের প্রতি আহবানকারীগণ বর্তমান কাল পর্যন্ত এ মতের উপরই রয়েছে।

শ্রদ্ধেয় শায়খ আব্দুল আজীজ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) তার বিভিন্ন পাঠ ও বক্তৃতায় বার বার এ কথা বলেছেন। তার "আল মা'লুম মিন ওয়াজিবিল আলাক্বাতি হাকিমি ওয়াল মাহকুম ও নাছ্বীহাতুল উম্মাহ ফি জাওয়াচি আশারাত আসইলাহ মুহিম্মাহ" আরো দেখুন আব্দুল আযীয আল আসকার কর্তৃক লিখিত কিতাবে শায়খের লেখা ভূমিকায়। এমনিভাবে "মাজাল্লাতুল বহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ এর ৫০ সংখ্যায় এ বিষয়ে শায়খের একটি প্রবন্ধ রয়েছে। এ বইগুলো তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল যারা বলে যে তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেননি বা রচনা করেননি। তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

[৪১] ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

যে লোক নিজ আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে লোক জামা'আত হতে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। (বুখারী হা/৭০৫৪)।

অপর হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে। এমন কিছু বিষয় দেখবে যা তোমরা পছন্দ করবে না। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কি আদেশ করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের হক্ব পূর্ণরূপে আদায়

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের ঐক্য বজায় রাখা ও মুসলিম দেশের প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে তাদের ব্যাপারে এমনটিই নির্দেশ দিয়েছেন।[৪২]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কল্যাণকামিতাই দীন, কল্যাণকামিতাই দীন, কল্যাণকামিতাই দীন। আমরা (ছাহাবীগণ) বললাম: হে আল্লাহর রসূল রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার জন্য? তিনি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য।[৪৩] অন্য এক হাদীছে এসেছে,

إن الله يرضى لكم ثلاثًا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন: তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। সবাই একত্রে আল্লাহর

করবে, আর তোমাদের হক্ব আল্লাহর কাছে চাইবে। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫২, তিরমিযী হা/২১৯০)।

[৪২] এখানে সম্মানিত শায়খ হাফিযাহুল্লাহ উবাদাহ ইবনে ছ্বমিত থেকে বর্ণিত ঐ হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে হাদিসে তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আহবান করলেন আমরা তার নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলাম যে আমাদের সুদিন-দুর্দিন, খুশি–দুঃখ সর্বাবস্থায় শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব, ভলো কাজ সম্পাদন করব এবং শাসকদের সাথে দ্বিমত করব না। তবে যদি তাদের মাঝে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাওয়া যায় যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল আছে (সে বিষয়ে দ্বিমত করা যাবে)। (আল ফাতহ ৫/১৩)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহিমল্লাহ এর সাথে যোগ করেন " যদিও তুমি মনে কর যে তুমি সত্যের উপর রয়েছ তবুও তুমি ঔ ধারনার উপর আমল করো না। বরং শ্রবণ এবং আনুগত্য করতে থাকো তোমার নিকট সত্য পৌঁছা পর্যন্ত। ইবনে হিব্বাহ ও ইমাম আহম্মাদ আরো যোগ করেন যদিও তারা তোমার সম্পদ ভক্ষণ করে এবং তোমার পিঠে প্রহার করে। আল ফাতহ ৮/১৩।

[৪৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৫

রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। আল্লাহ তোমাদের উপর যাদেরকে শাসক নিযুক্ত করবে তাদের কল্যাণ কামনা করবে।[৪৪]

শাসকদেরকে উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো আলিমগণের নাছিহাহ প্রদান করা, উপদেষ্টাগণের উপদেশ প্রদান করা, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর নাছিহাহ প্রদান করা।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

আর যখন তাদের কাছে শান্তি কিংবা ভীতিজনক কোনো বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রসূলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার রহমত না হতো, তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে। *(সূরা আন নিসা ০৪ : ৮৩)*

সুতরাং প্রত্যেকেই একাজের যোগ্য নয়। আর প্রকাশ ও নিন্দা করার দ্বারা নছীহত প্রদানের সামান্যতম কাজও হয় না। বরং এর দ্বারা ঈমানদারদের মাঝে অন্যায়-অশ্লীল কাজের প্রচলন হয়। এটা সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ (কর্মপদ্ধতি) নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক না কেন। তার মতে অন্যায়কে অপছন্দ করা হোক না কেন। বরং তার কাজটাই ঐ গর্হিত কাজ থেকেও মারাত্মক। যদি বিরোধিতাকারীর বিরোধিতা আল্লাহ তা'আলা ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত পন্থা ব্যতিরেকে অন্য কোনো পন্থায় বিরোধিতা করে তাহলে তাও গর্হিত বলে গণ্য হয়।[৪৫]

---

[৪৪] ছ্বহীহ, মুয়াত্তা ২/৭৫৬, আহমাদ ২/৩৬৭ এর মূলকথা ছ্বহীহ মুসলিমে হা/১৭১৫।

[৪৫] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদানের মাধ্যম হলো নম্রতা। এজন্য বলা হয়, 'তোমার সৎ কাজের আদেশ যেন সৎ পন্থায়

قال – عليه الصلاة والسلام – : من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে তাহলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা দেয় (প্রতিরোধ করে), যদি এতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন যবান দ্বারা বাধা দেয় (প্রতিবাদ করে), যদি এতেও সক্ষম না হয় তাহলে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে; এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।[৪৬]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

১ম ভাগ : যারা অন্যায়কে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তারা হলো ক্ষমতাবান অর্থাৎ শাসক অথবা প্রতিনিধি, বিভিন্ন বোর্ড এবং নেতাগণ।

২য় ভাগ : আলিম, যার নিকট শাসন–ক্ষমতা নেই। তিনি বয়ান-বক্তব্য, নছিহাহ-উপদেশ, প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ প্রদান ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ক্ষমতাবানদের প্রতিবাদ করবেন।

হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান যেন অসৎ পন্থায় না হয়। যেহেতু সৎকাজের আদেশ প্রদান করা এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব ও অন্যতম পছন্দনীয় কাজ। সুতরাং এর উপকারিতা অবশ্যই অনিষ্টের উপর প্রাধান্য পাবে। বরং আল্লাহ তা'আলা যা কিছুর নির্দেশ প্রদান করেছেন সেগুলোই সৎকর্ম।

আল্লাহ সৎকর্ম ও তার সম্পাদনকারীর প্রশংসা করেছেন এবং অনেক স্থানে বিশৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলাকারীর নিন্দা করেছেন। আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা প্রদান কতই না মারাত্মক (হতে পারে)। আর যদি এর দ্বারা ওয়াজিব পরিত্যাগ করে এবং হারাম কাজ করে বসে?

মুমিন বান্দার উপর আবশ্যক হলো: সে আল্লাহর বান্দাদের অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবে। মানুষকে হিদায়াত প্রদান করার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত নয়। ("আল আমরু বিল মা'রুফ ওয়া আন নাহয়ু আনিল মুনকার" পৃ. ১৯)

[৪৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯।

৩য় ভাগ : যার ইলম, ক্ষমতা কিছুই নেই। সে অন্তর দ্বারা অশ্লীল কাজ ও সেগুলো সম্পাদনকারীকে ঘৃণা করবে, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

প্রশ্ন-১৯ : বর্তমানে যুবকদের মাঝে এ মত ছড়িয়ে পড়েছে যে, সমালোচনার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। তারা বলে "যখন তুমি কোন মানুষকে তার বিদ'আতের ব্যাপারে সমালোচনা করবে, তার দোষক্রুটি বর্ণনা করবে তখন তোমার জন্য আবশ্যক হবে যে, তুমি তার ভালো দিকগুলোও উল্লেখ করবে"। সমালোচনার ক্ষেত্রে এই কর্মপদ্ধতি কি সঠিক? সমালোচনার ক্ষেত্রে দোষক্রুটি উল্লেখ করা কি ওয়াজিব?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। সমালোচিত ব্যক্তি যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী হয় আর যদি তার ভুল-ভ্রান্তিগুলো আক্বীদা বিধ্বংসী না হয় তাহলে তার গুণাবলী ও অবদানসমূহ উল্লেখ করা হবে এবং সুন্নাহকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার কোনো পদস্থলন ঘটলে তা গোপন রাখা হবে।

আর সমালোচিত ব্যক্তি যদি পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত, নীতি বিরোধী অথবা সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার ভালো দিকগুলো উল্লেখ করা উচিত হবে না। যদিও তার অবদান থাকুক না কেন। কেননা আমরা যদি তার অবদানের কথা উল্লেখ করি তাহলে সাধারণ লোকজন এর দ্বারা ধোঁকায় পতিত হবে। অনেকে তার অবদানের কথা শ্রবণ করে তার ভ্রষ্টতা, বিদ'আত, কুসংস্কার, দলাদলির ব্যাপারেও ভালো ধারণা পোষণ করবে এবং তার মতবাদ, চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তা'আলা কাফির, পাপি ও মুনাফিকদের দোষ বর্ণনা করলেও তাদের সামান্যতম অবদানের কথা উল্লেখ করেন নি।[৪৭]

---

[৪৭] প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু গুণাবলি রয়েছে এমন কি ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদেরও কিছু ভালো গুণ রয়েছে। সমতা অনুযায়ী তো কাফিরদেরকে সমালোচনার সময় তাদের কীর্তির কথা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক ছিল অথচ ইলম অন্বেষু ছাত্রতো দূরের কথা কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিই একথা বলেন না।

সুতরাং তুমি চিন্তা করো আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। সমালোচনার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ হলো ভালো কাজের কথা উল্লেখ না করা। আর উল্লেখ করলেও এমনভাবে করা যাতে মানুষ ধোঁকায় না পড়ে। বক্তা এমনভাবে বলবে যে, আমাদের উচিত হবে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কীর্তির কথা ভুলে যাওয়া। এটা একটি সবচেয়ে বড় উদাহরণ এতে চিন্তাশীলদের জন্য হিদায়াত ও শিক্ষা বিদ্যমান।

খারেজীদের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লল্লাহু "আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেন,

(يخرج من ضِئضئ هذا قومٌ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان؛ لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) البخاري : (٣١٦٦).

ক. শেষ যুগে একটি দল বের হবে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের গলাধঃকরণ হবে না। তারা ইসলাম থেকে এরূপে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিক্ষিপ্ত তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দেবে। আমি তাদেরকে পেলে 'আদ সম্প্রদায়কে হত্যা করার মত তাদেরকে হত্যা করতাম। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৬৬)

وفي رواية أخرى : (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم) البخاري : (٣٤١٤)

খ. অন্য বর্ণনায় এসেছে 'তোমরা তাদের ছ্বলাতের চেয়ে তোমাদের ছ্বলাতকে এবং তাদের ছ্বিয়ামের চেয়ে তোমাদের ছ্বিয়ামকে খুবই তুচ্ছ মনে করবে। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪১৪)

(فأينما لقيتموهم فاقتلوهم) البخاري : (٣٤١٥)

গ. আরেক বর্ণনায় এসেছে 'তোমরা যেখানেই তাদেরকে দেখতে পাবে হত্যা করবে। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪১৫)

আমি বলব আল্লাহর কসম, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করার জন্য এসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেননি যাতে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। বরং তিনি উম্মাহকে সতর্ক করার জন্যই উল্লেখ করেছেন। যাতে তারা খারিজীদের বাহ্যিক আমল দেখে ধোঁকায় না পড়ে।

সালাফগণ এ অর্থই বুঝেছেন এবং তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। এটা তাদের আক্বীদাহর মানহাজে পরিণত হয়েছে। তাইতো দেখা যায় ইমাম

এমনিভাবে সালাফ ইমামগণ জাহমিয়্যাহ (الجهمية), মু'তাযিলাহ (المعتزلة) ও অন্যান্য বাতিল-ভ্রষ্ট ফিরকাহর সমালোচনার ক্ষেত্রে তারা তাদের কোনো অবদানের কথা উল্লেখ করেননি। কেননা তাদের অবদানের চেয়ে তাদের ভ্রষ্টতা, কুফুরি, আল্লাহদ্রোহিতা, নিফাক্বী প্রাধান্য পেয়েছে।

সুতরাং তোমার জন্য কোনো পথভ্রষ্ট, বিদ'আতীদের সমালোচনা করার সময় তাদের গুণাবলির কথা বলা ও আলোচনা করা অনুচিত, যেমন বলা তিনি ভালো মানুষ, তার অনেক ভালোগুণ রয়েছে। তার মাঝে এমন এমন গুণাবলী রয়েছে। কিন্তু তার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে!!

ঐ ব্যক্তির জন্যে বলব, তার প্রশংসায় তোমার কিছু বলা বড়ই বিভ্রান্তিকর। কেননা তোমার প্রশংসার দ্বারা লোকজন তাকে হক্ব হিসাবে গ্রহণ করবে। বিদ'আতীর প্রচার করার দ্বারা মূলত সাধারণ লোকদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়ে থাকে। এটা ভ্রষ্টদের মতবাদ গ্রহণের পথ উম্মোচনের শামিল।[৪৮]

আহমাদ ইবনে হাম্বলের ক্ষেত্রে কারাবিসী পবিত্র কুরআনের লফয মাখলুক্ব বললে তিনি তা খণ্ডন করেন।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) 'আস-সুন্নাহ নামক' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন,

"আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বলে কুরআনের লফয মাখলুক্ব তার কথাটি খুবই নিকৃষ্ট। যে আক্বীদাহ মূলত জাহমিয়্যাদের আক্বীদাহ। আমি ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) কে বললাম হুসাইন আল-কারাবিসী এই মত পোষণ করে। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ তার মানহানি করুন। সে একজন অনিষ্টকর ব্যক্তি।

[৪৮] সম্মানিত পাঠক, বিদ'আতীদের প্রশংসা করার দ্বারা কী মারাত্মক ক্ষতি হয় তার নমুনা স্বরূপ এ ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হলো:

ইমাম যাহাবী ও অন্যান্য ইমামগণ এগুলো বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল-রাজী 'ইখতিছ্বারু ফিরাক্বিল ফুক্বাহা' নামক গ্রন্থে ক্বাযী আবু বাকর আল-বাক্বিল্লানী প্রসঙ্গে বলেন,

"আশ'আরী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট আবু বাকর আল-হিরাবী কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি আশআ'রী মতবাদ কোথায় পেলেন? তিনি বললেন, আমি একদা আবুল হাসান দারূকুত্বনীর পিছনে হাঁটছিলাম, হঠাৎ পথিমধ্যে আবু বাকর ইবনে আত্ ত্বইয়্যিব আল-আশ'আরীর সাথে সাক্ষাত ঘটলে

আর সমালোচিত ব্যক্তি যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে শিষ্টাচারিতার সাথে তার মতামত খণ্ডন করা হবে এবং ফিক্বহ, ইসতিমবাত্ব (মাসআলা নিরূপণ করা) ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কৃত ভুলগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা হবে। আমরা দলিল প্রমাণসহ এভাবে বলব যে অমুক ব্যক্তি এই মাসআলায় এই ভুল করেছেন; এর সঠিক রূপ হলো এই। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন। এটা তার গবেষণা। যেভাবে চার মাযহাবের ফকীহ ও অন্যান্যদের মাঝে মতামত খণ্ডন হতো।

ঐ ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সদস্য হলে এরকম সমালোচনার দ্বারা তার 'ইলমি ব্যক্তিত্বের কোনোই ক্ষতি হবে না।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতও নিষ্পাপ নয়। তাদেরও অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে। যদি আহলুস সুন্নাহর কোনো আলেমের কোনো বিষয়ে দলিল ছুটে যায় অথবা মাসআলা নিরূপণের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমরা ভুল সত্ত্বেও নিশ্চুপ থাকব না। বরং অনুরোধের মাধ্যমে তা বর্ণনা করব।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সল্লাম বলেন,

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد

ইমাম দারুকুত্বনি তাকে আঁকড়ে ধরে তার চেহারায় চুমো দিতে লাগবেন। তিনি তার নিকট থেকে পৃথক হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি যার সাথে এ আচরণ করলেন লোকটি কে? তিনি বললেন মুসলিমদের ইমাম, দীনের প্রতিরক্ষক ক্বাযী আবু বাকর ইবনে আত-ত্বইয়িব। এরপর আমি অনেক বার তার নিকট গিয়েছি ও তার মতবাদ গ্রহণ করেছি।

আমি বলব, এ ঘটনাতে লক্ষ্য করুন দারুকুত্বনী যখন বাক্বিল্লানীর সাথে এরকম আচরণ করলেন, তার প্রশংসায় বললেন যে, তিনি মুসলিমদের নেতা। তার এই প্রশংসা যারা প্রত্যক্ষ করেছিল তারা এর দ্বারা আশ'আরী মতবাদ গ্রহণ করলো।

এমনিভাবে যারাই কোন বিদ'আতী বা প্রবৃত্তি পূজারীর প্রশংসা করে প্রকারান্তরে তারাই যেন অনেক বান্দাকে ঐ বিদ'আতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের দিকে ঠেলে দেয়। বিশেষত সততাপূর্ণ দাঈদের থেকে এমনটা ঘটলে। আল্লাহই মহাজ্ঞানী।

‘যদি কোনো বিচারক বিচার ফায়ছালার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ (গবেষণা) করে তাহলে তার গবেষণা বিশুদ্ধ হলে সে দু'টি প্রতিদান পাবে। আর যদি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল করে তাহলে একটা প্রতিদান পাবে।[৪৯] এ ছিল ফিক্বহী মাসআলার ক্ষেত্রে।

আর যদি ‘আক্বীদাহগত বিষয়ে হয়, তাহলে আমাদের জন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত বিরোধী মু‘তাযিলাহ, জাহমিয়্যাহ, যিন্দিক, নাস্তিক ইত্যাদি পথভ্রষ্ট কোনো দলেরই প্রশংসা করা জায়েয নয়।[৫০]

---

[৪৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯১৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৬

[৫০] অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা আক্বীদাহ বিষয়ক মাসআলা আলোচনা করার ক্ষেত্রে সব সময় মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ, নাস্তিক, আশ‘আরী, খারিজী ও মুরজিয়াদের সমালোচনা করেন কেন? এ ফিরকাহগুলো তো অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের অনুসারীরাও মাটির সাথে মিশে গেছে। যেমন প্রবাদ রয়েছে যে, সময় তাকে খেয়েছে ও পান করেছে। তাদের মতবাদের প্রতি আহ্বানকারী কোন দায়ী/আহ্বায়ক অবশিষ্ট নেই। আল্লাহর সাহায্যে আমরা তাদের প্রতুত্তরে বলি যে, হ্যাঁ, এই ফিরকাহগুলো অতীতকালে ছিল। এগুলোর প্রবর্তকেরা ও অনুসারীরা অনেক যুগ আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা রয়েই গেছে। তাদের প্রভাবে প্রভাবিত অনুসারী বর্তমানকালেও রয়েছে। তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস চিন্তা চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং বিস্তৃতি লাভ করছে। এখনো রয়েছে সেগুলোর বিস্তৃতিকারী।

আ'শআরী আক্বীদাহ: সাধারণ মুসলিমদের মাঝে আশ‘আরী ফিরকাহর সাংগঠিক অস্তিত্ব রয়েছে।

মু'তাযিলা আক্বীদাহ: মু'তাযিলা আক্বীদাহ এখনো রয়েছে। বরং অনেক ইসলামী নামধারী ব্যক্তির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। শী'আদের সকল দল উপদল মু'তাযিলা আক্বীদাহর অনুসারী এমনকি যাঈদিয়্যাহরাও।

ইরজা আক্বীদাহ: মুরজিয়ারা মনে করে ঈমান হলো সমর্থন (অন্তরে বিশ্বাস) ও মৌখিক স্বীকৃতি। তাদের মতে আমল ঈমানের অন্তর্গত নয়। আহলুল কালাম বা যুক্তিবাদী বলে পরিচিতদের ইরজা থেকে এ প্রকারের ইরজা অধিক হালকা।

প্রত্যেক যুগেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত বিরোধী এসকল আক্বীদাহ-বিশ্বাস ছিল এবং প্রতিযুগেই এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা এসকল ভ্রান্তি থেকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহ সংরক্ষণ করেছেন।

সাউদী আরবের আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ লিল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ ২১৪৩৬ নং ফাতওয়া ৮ই ববিউস ছানী ১৪২১ হি.তে ইরজা আক্বীদাহ সম্পর্কে সতর্ক করেছে।

লাজনাহ দায়িমাহ বলা হয়ঃ মুরজিয়ারা ঈমান থেকে আমল বিচ্ছিন্ন করে। তারা বলে যে ঈমান হলো শুধু অন্তরের বিশ্বাস অথবা অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি। তাদের মতে আমল হলো ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্য শর্তমাত্র। ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে ও মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান বিশিষ্ট মুমিন বলে বিবেচিত হবে। এরপর তার আমল বা কাজকর্ম যাই হোক না কেন। চাই সে ওয়াজিব তরক করুক, আর নিষিদ্ধ কাজকর্ম সম্পাদন করুক না কেন। যদি সে জীবনে একটাও সৎ কাজ না করে তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকারী হবে। নিঃসন্দেহে এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সাথে সাংঘর্ষিক ও সুস্পষ্ট বাতিল মতবাদ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন যুগের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতই এমত পোষণ করেনি। এ মতবাদ মূলত ক্ষতি ও দুর্নীতির পথকে উন্মুক্ত করে। দেখুন (আত-তাহযির মিনাল ইরজা' ওয়া বা'যুল কুতুবিদ দাঈয়াহ লাহু ৮/৯

ওয়াহদাতুল ওজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) মতবাদ এখনও রয়েছে। ইবনু আরাবী আতত্বয়ী এর অনুসারী গোঁড়া সুফিরা হলো এ মতবাদে বিশ্বাসী ।

দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা সমালোচনা করি কোন বর্তমানে অস্তিত্বহীন কোন ফিরকাহ নিয়ে আলোচনা করি না। বরং এমন ফিরকাহদের বিষয়ে আলোকপাত করি যা বর্তমানের মুসলিমদের মাঝে বিদ্যমান আছে। এবিষয়টি ছাত্রদের নিকট গোপন নয়।

এসকল ফিরকাহ সম্পর্কে আলোচনা করাকে শুধু সে ব্যক্তিই খারাপ মনে করে যে বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না অথবা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা সংশয়ে ফেলে বাতিল আক্বীদাহগুলোর প্রচার করতে চায়। বরং ব্যক্তির উপর উচিত হলো অভিযোগের পূর্বে জেনে নেয়া। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো যাতে কলেবর বৃদ্ধি না পায়।

উল্লেখিত বাতিল ফিরকাগুলো যে বর্তমানেও রয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

ক. সাইয়িদ কুতুব "যিলালিল কুরআন" এর ৪নং খণ্ডের ২৩২৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আল-কুরআন আসমান যমীনের মত একটা বাহ্যিক সৃষ্টি। এটা মূলত খালক্বে কুরআন মতবাদ। জাহমিয়্যাহ ও অন্যান্যরাও এমত পোষণ করে

থাকে। যিলালিল কুরআনে কুরআনের নীচের আয়াতকে গানের সুরে ও গানের ছন্দে নাযিল বলেছেন। উদাহরণঃ সূরা শামছ, ফাজর, গাশি'আহ, ত্বরিক্ব ও ক্বিয়ামাহ।

আর সূরা আল-আ'লাতে আল্লাহকে ছনি' (নির্মাতা) বলেছেন। অথচ তাদের কথা থেকে আল্লাহ তা'আলা অনেক উচ্চে।

খ. তিনি যিলালিল কুরআনের ৬নং খণ্ডের ৪০০২ নং পৃষ্ঠায় (আয়াত) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা হলো সত্তাগত দিক থেকে একক সত্ত্বা। সুতরাং সত্তায় তার বাস্তবতা ছাড়া কোন বাস্তবতা নেই। তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে কোন প্রকার অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে যত অস্তিত্ব রয়েছে সবকিছুর অস্তিত্বই ঐ প্রকৃত অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল।

এ হলো ওয়াহদাতুল ওজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) এর আক্বীদাহ। আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল-উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন "আমি সূরা ইখলাসের ব্যাখ্যায় যিলালিল কুরআনে যা কিছু বলেছে তা পড়েছি। তিনি সেখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালা জামা'আতের আক্বীদাহ বিরোধী এক মারাত্মক কথা বলেছেন। তার তাফসীরে উল্লেখিত মত প্রমাণ করেছে যে, তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদের কথা বলেছেন। (বারআতু উলামায়িল উম্মাহ পৃ.৪২) মুহাদ্দিস্ শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন "সাইয়িদ কুতুব সুফিবাদীদের মত উল্লেখ করেছেন এর দ্বারা তিনি যে ওহদাতুল ওয়াজুদের কথা বলেছেন এ ছাড়া অন্য কিছু বুঝা যায় না। (বারাআতু উলামায়িলউম্মাহ পৃ.৩৭)

শায়খ রবী' আল হাদী আল মাদখালী কর্তৃক লিখিত "আল আ'ওয়াছ্বিম মিম্মা ফি কুতুবি সাইয়িদ কুত্বব মিনাল ক্বাওয়াছ্বিম" নামক কিতাবের ২য় সংস্করণ ১৪২১হিজরী এর ৩য় পৃষ্ঠায় শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) স্বহস্তে লিখিত ভূমিকায় বলেন,

"সাইয়িদ কুতুবের মতামত খণ্ডনে আমি যা কিছু বলেছি তা সব সত্য ও সঠিক।

ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা সম্পন্ন প্রত্যেক পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, তিনি ইসলামী বিষয়ের উসূল (মূলনীতি), ফুরু (শাখা প্রশাখা গত বিষয়ে) কিছু বুঝতেন না। হে আমার ভাই (শায়খ রবী') আল্লাহ তোমাকে যেন উত্তম প্রতিদান দান করেন, তার অজ্ঞতা, মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা বর্ণনা করার জন্য। (আল মাজাল্লা আস সালফিয়্যাহ ৭ম সংখ্য বর্ষ ১৪২২ হিজরীর ৪৬ পৃ. তে প্রকাশিত হয়েছে।

গ. মুহাম্মাদ ক্বুতুব বলেন, "লোকদেরকে নতুনভাবে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন। তবে তা এজন্য নয় যে, তারা মৌখিকভাবে লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলাকে অস্বীকার করেছে। বরং এজন্য যে, তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মূল দাবিকে অস্বীকার করেছে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মূল দাবি হলো 'আল্লাহর শরী'আহ অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করা'। (ওয়াক্বি'উনা আল মুআ'ছ্বির পৃ.২৯)

আমি বলি, এটা সর্বসাধারণকে কাফির বলার নামান্তর। নতুবা যারা আল্লাহর শরী'আহ দ্বারা বিচার কার্যপরিচালনা করে, আল্লাহর কিতাবই যাদের একমাত্র সংবিধান তাদেরকে পৃথক না করে তিনি কীভাবে এ হুকুম সাব্যস্ত করতে পারেন যে, সবাই আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে? তাদেরকে কীভাবে ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের সাথে তুলনা করতে পারে?

এরকম 'আমভাবে সকল মানুষকে একই হুকুমের অন্তর্গত করার ঘটনা ঐ সকল লেখকদের ক্ষেত্রে বারবার ঘটে থাকে। যেন তারা জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপে ইসলামী সালাফী আমলাকাহ রাষ্ট্র সম্পর্কে জানেই না। এরকমভাবে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে বসবাসকারী আহলুল হাদীছ ইত্যাদি মুসলিমদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা যেন জানেই না।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় যে তাদের মধ্যে যারা এ ইসলামী দেশ 'আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাহ আস-স'উদিয়্যা হতে বসবাস করে তাদের এমন ছড়িয়ে পড়ার দ্বারা শ্রোতাদের জন্য মারাত্মক ধোঁকা বিদ্যমান থাকে।

সহজ সরল পাঠকেরা মনে করে যে, পৃথিবীতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাণী উচ্চারণকারী, এই কালিমার দাবি পূরণকারী ও আল্লাহর শরী'আহ অনুযায়ী বিচার ফায়ছালাকারী কোন রাষ্ট্রই অবশিষ্ট নেই। আর সারা পৃথিবীর কোথাও তাওহীদপন্থী কোন দল বা সংগঠন পাওয়া যাবে না। (এটা তাদের ভুল ধারণা।)

তাদের এই ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও ভ্রান্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অধিকাংশ পাঠকেরা তাকফিরে পতিত হয়। সুতরাং ছাত্ররা যেন এধরণের বই পুস্তক থেকে সতর্ক থাকে। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সঠিক পথ প্রদান করুন।

ঘ. জনৈক দাঈ বলেন 'কৃতপাপের কথা প্রকাশ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক লোক তার সহপাঠী, সহকর্মী ও সমবয়সীদের সামনে প্রকাশ্যভাবে পাপের কথা আলোচনা করতে গর্ববোধ করে। সে খোলাখুলিভাবে পাপের কথা আলোচনা করতে থাকে যে, অমুক অমুক পাপ কাজ সে করেছে। পাপ কাজের তালিকা পেশ করতে থাকে। তার এই পাপ তাওবা ছাড়া মা'ফ করা হবে না। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে বলেছেন যে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না (প্রত্যেক উম্মাত ক্ষমা প্রাপ্ত)।

আমি বলব এ হাদীছের কোথায় রয়েছে যে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না? এরপর কথা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কে বলেছে যে প্রকাশ্যভাবে পাপের বর্ণনা প্রদানকারীর তাওবা কবুল হবে না?

সে কী আল্লাহর المشيئة বা ইচ্ছার অন্তর্গত থাকবে না যে আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাকে মা'ফ করবেন অথবা ইচ্ছে করলে আযাব দেবেন। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে, হ্যাঁ। খারিজী বা মু'তাজিলী সম্প্রদায়ের হলে ভিন্ন কথা।

এরপর এই দাঈ আরো বলেন 'ওদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু ও মারাত্মক হলো ঐ ব্যক্তি যে কিনা বলে আমার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে, আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছে বা আমার বিভিন্ন সফর রয়েছে। এভাবে সে পাপের বর্ণনা প্রদান করাতে পরিতৃপ্তি পায়। আবার অনেকে পাপ কাজের ধৃষ্ঠতার কথা রেকর্ড করে। তাদের কোন মর্যাদা নেই, তারা সবাই এসকল কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে গেছে। সে রেকর্ড করে কীভাবে একজন যুবতীকে ধোঁকা দিয়েছে! কীভাবে তার সাথে পাপ কাজ সম্পাদন করেছে ইত্যাদি!! এই কাজগুলো ইসলামে রিদ্দাহ বা ধর্ম ত্যাগের কাজ বলে গণ্য হয়। তাওবা না করে মারা গেলে ঐ ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

গায়ক ও গায়িকা যাদের ক্যাসেট কিছু যুবক-যুবতীদেরকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে তাদের প্রসঙ্গে বলেন 'আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে এই পাপকে যতটুকু খারাপ বলা হয় তা এর বাস্তবতা থেকে অনেক কমই বলা হয়। বাস্তবে এই পাপ খুবই মারাত্মক। আর নিঃসন্দেহে কোন পাপকে তুচ্ছ মনে করা বিশেষত যেসকল কবিরা গুনাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। সুতরাং আমি দৃঢ়চিত্তে একথা বলতে পারি যে, এদের এ কাজগুলো কুফুরী 'আশ- শাবাবু আস-ইলাহ ওয়া মুশকিলাত' নামক ক্যাসেট থেকে সংগৃহিত। সামনে ১৩২ নং টীকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আমি বলব: তাকফির (অন্যকে কাফির বলা), পাপের কথা, অবাধ্যাচরণের কথা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াকে হালকা (ছোট পাপ) মনে করা হয়। যা মানুষকে কুফুরির দিকে ঠেলে দেয়। কাবীরা গুনাহের কারণে তাকফির করা বড় দুঃসাহস ও আল্লাহভীতিহীনতা বুঝায়। এটা মূলত খারিজীদের পন্থা। তারা কাবীরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীকে কাফির বলে। কেননা তিনি পাপাচারের ব্যাপারে সংবাদ দেয়া, অবাধ্যচারীদের সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখা ইত্যাদি যা কিছু উল্লেখ করেছেন এগুলো সবই সম্ভাব্য বিষয়। উক্ত ব্যক্তি যে হালাল মনে করে এগুলো করছে এবিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। হতে পারে

সে অজ্ঞতাঃবশত এগুলো করছে। সুতরাং তাদেরকে কাফির না বলে আগে নছীহাহ-উপদেশ প্রদান করতে হবে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আহর কর্মপদ্ধতি।

হতে পারে সে ঠাট্টা বা হটকারিতামূলকভাবে হালকা মনে করে না। বরং যে ব্যক্তিই ছোট বা বড় কোন পাপ কাজ করে সে মূলত উক্ত কাজটাকে হালকা বা তুচ্ছ মনে করেই করে থাকে। তবে সে হঠকারিতামূলকভাবে হালকা মনে করে না। আছে কি কেউ নিষ্পাপ? আল্লাহই মহাজ্ঞানী।

অপর একজন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বলেন "একটু ভাবুন তো আমাদের সমাজের অশ্লীল কাজগুলো কি সাধারণ পাপই শুধু?"

বর্তমানে অনেক মানুষ মনে করে যে, সুদ অন্যান্য পাপের মত একটি সাধারণ পাপই মাত্র বা একটি কাবীরা গুনাহ। এমনিভাবে মাদকাসক্তি, ঘুষ এগুলো সাধারণ গুনাহ বা কাবিরা গুনাহ। না ভাইয়েরা, আমি এ বিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান করে দেখেছি। আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে আমাদের সমাজের অনেক লোক সুদকে হালাল মনে করে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আপনারা কি জানেন? যে বর্তমানে আমাদের দেশের সুদী ব্যাংকে কোটিপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে? প্রত্যেক কোটিপতি কি জানে যে সুদ হারাম?

কিন্তু এটা কি একটা পাপ হওয়া সত্ত্বেও তারা করছে? না আল্লাহর কসম।

বরং বর্তমানে পাপ কাজের বহুল প্রচারের কারণে এই সমস্যার উদ্রেক হয়েছে। অনেকেই এই কাবীরা গুনাহগুলোকে হালাল মনে করছে। (আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি)। 'আত-তাওহীদ আওওয়ালান' নামক ক্যাসেট থেকে।

তিনি কসমসহ যে উদাহরণ উল্লেখ করেছেন "বর্তমানে আমাদের সমাজে সুদ, মাদকাসক্তি ও ঘুষ ইত্যাদি যা সংঘটিত হয় সেগুলো কোন সাধারণ পাপ নয়। তার এই উদাহরণটিই বেশি মারাত্মক।

আমি পূর্বেই উদাহরণসহ উল্লেখ করেছি যে, উল্লেখিত পাপসমূহ সম্পাদনকারীকে নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত কাফির বলা যাবে না। তবে যে হালাল মনে করে উক্ত পাপ সম্পাদন করে। যদি স্পষ্টভাবে শোনা যায় যে, সে সুদ, ঘুষ, মাদকদ্রব্য ইত্যাদিকে হালাল মনে করে। নিশ্চিতভাবে একথাগুলো শোনা না গেলে কাউকে কাফির বলা যাবে না।

শুধুমাত্র এ সকল পাপকাজ করার কারণে কাউকে কাফির বলাই এই তাকফিরকারীর আল্লাহভীতি ও চিন্তা-ভাবনা শক্তির দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। এটা খারিজী ও মু'তাযিলাদের মতবাদ। তাদের প্রতি এবং যারা

তাদের মতবাদে বিশ্বাসীদের প্রতি উপদেশ হলো তাদের উচিত অন্যকে বলার পূর্বে এরকম বিপজ্জনক ব্যাখ্যা থেকে প্রত্যাবর্তন করা। কেননা বাতিল ও ভ্রান্ত পথে হাবু ডুবু খাওয়া থেকে হক্বের প্রতি ফিরে আসা উত্তম।

ঙ. তৃতীয়ত আক্বীদাহ বিষয়ক জনৈক ডক্টর, যিনি উপসাগরীয় দেশের একটি হোটেলে একটি প্রচার পত্র টাঙিয়ে ছিলেন। আর তা ছিল মূলত একটি মাসজিদের দেয়ালে। কিন্তু তিনি মাসজিদের মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। 'এই হোটেলে সকল প্রকার মদ ও পানীয় পাওয়া যায় অর্থাৎ এখানে মদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী পরিবেশন করা হয়। এটা মদ গ্রহণের সুস্পষ্ট আহ্বান। আর এর সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো মদ গ্রহণের সাথে সাথে নৃত্য ও উলঙ্গপনা। আমরা আল্লাহর নিকট এই কুফুরি থেকে আশ্রয় কামনা করি। (শারহুল 'আক্বীদাহ আত ত্বহাবিয়্যাহ খ.০২,পৃ. ২৭২ ক্যাসেট থেকে)।

তিনি তার গ্রন্থে বলেছেন "আমাদের পত্রিকাগুলোতে কুফুরি ও নাস্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে এবং আমাদের প্রচার মিডিয়ায় অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং টেলিভিশন ও রেডিওতে যিনার প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে। আর আমরা সুদকে বৈধ মনে করছি"।

এ বইটি বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তানে 'কাশফুল গুম্মাহ 'আন 'উলামাই আমেরিকায় "ওয়া'দু কিসিনজার "মিসরে হাক্বাইক্ব হাওলা আহদাছিল খালিজ" ইত্যাদি। আমি বলছি "আপনি লক্ষ্য করবেন লেখক সর্বোপরি একথায় দাবি করেছেন যে, আমরা সুদ (ঘুষ, মদ) কে জায়েয মনে করি। আল-হামদুলিল্লাহ, আমরা ও আমাদের সমাজ সুদকে জায়েয মনে করে না। আর প্রতিবেশি বিভিন্ন অঞ্চলে সুদ ছড়িয়ে পড়াকে কুফুরিও মনে করি না। বরং আল্লাহর কসম, ঐসকল দাঈ সুদ ও এর সাথে যে বিষয়াবলি উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সবই পাপ ও অবাধ্যতা কুফুরি নয়। বরং এগুলো এমন পাপ যেগুলো ব্যক্তির থেকে ঈমানকে পুরোপুরিভাবে দূর করে দেয় না। বরং ব্যক্তির ঈমানকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

যখন যিনাকারী যিনা করে তখন সে মুমিন থাকে না এবং চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৮২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৭, তিরমিযী হা/২৬২৫)

নিঃসন্দেহে, এখানে ঈমান না থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ ঈমান না থাকা। ইসলামী শরী'আ হতে এ রকম আরো অনেক নিদর্শন বিদ্যমান।

বর্তমানে অধিকাংশ লোক সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়েছে। এ সন্দেহ সংশয়ের মূল কারণ হলো সামালোচনার ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দের সমতা বজায় রাখা। কিছু যুবক এমত ব্যক্ত করে বই লিখেছে। একজন যুবক এ নিয়ে খুব উৎফুল্ল হয়েছে। যে রিসালার লিখক সমতা বজায় রাখাকে আবশ্যক বলেছেন আমি তার রিসালা (চিঠি) পড়েছি।

আর শায়খ রবী' ইবনে হাদী আল মাদখালী[৫১]-এর রিসালাহ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি। তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে সমতার দাবিদার লেখকের মতামত পরিপূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন। তাদের ভুল ভ্রান্তিকর বিশৃঙ্খল বাতিল মতামত বিশ্লেষণ করেছেন এবং মতামত খণ্ডনের ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ কি তা বর্ণনা দিয়েছেন।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের দীনের সূক্ষ জ্ঞান অর্জন করার তাওফিক্ব দান করেন। এসকল লোকদেরকে এবং ওদের অনুসারীদেরকে যেন হিদায়াত দান করেন।

সালাফী মানহাজ সম্পর্কে অবগত, সম্মানিত পাঠক ভ্রষ্ট 'আক্বীদাহবিশিষ্ট ইসলামী দাঈ এবং তাদের দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত যুবকদের এ উদাহরণ যারা তাদের সামনে উপস্থিত হয় ও তাদের বিকৃত আক্বীদাহ ও মতবাদ দ্বারা প্ররোচিত হয় এবং বর্তমান কালেও তাদের 'আক্বীদাহ বিশ্বাস ও ভ্রষ্টতা বাকী থাকা সত্ত্বেও কি আপনি বলবেন আমরা অতীতে অতিক্রান্ত বাতিল ফিরক্বাহ ও তাদের আচার আচরণ নিয়ে আলোচনা করি কেন?

[৫১] বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলকে সমালোচনার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি সম্বলিত গ্রন্থ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনসহ নতুন কভারে বইটির পুনঃমুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। এবই পড়ার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি।

প্রশ্ন-২০ : অনেক লোক বলে যে, "ইয়াহূদীদের সাথে আমাদের বিরোধ কোন ধর্মীয় বিরোধ নয়: কেননা আল-কুরআনুল ক্বারীমে তাদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করা ও আন্তরিক হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।" এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?[৫২]

---

[৫২] এটা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার মত। মাহমুদ আব্দুল হালিম কর্তৃক লিখিত 'আল-ইখওয়ানুল মুসলিমীন আহদাছুন ছুনিআতিত তারিখ' নামক কিতাবের ৪০৯ নং পৃষ্ঠায় দেখুন, ঠিক এমন মারাত্মক কথা বলেছে বিপথগামী, খারিজী মুহাম্মাদ আল-মিস'আরী ।

লক্ষ্য করুন, তাদের উভয়ের মাঝে আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও তাদের কথায় মিল রয়েছে! তারা ভালোর বিনিময়ে মন্দ গ্রহণ করেছে। 'তাওহীদের ভূমি, হারামাইনের ভূমি যেন কুফুরির ভূমি ও কাফিরদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। এর বাসিন্দারা কাফিরদের নিকট থেকে বিচার ফায়ছালায় সন্তুষ্ট হয়েছে'।

শারকুল আওসাত্ব নামক পত্রিকার ৬২৭০ তম সংখ্যা, রবিবার, ৮ এ রামাদ্বান হিজরী ১৪১৬ তে প্রকাশিত বক্তব্যে মিস'আরী বলেন, " সাউদী আরবের বর্তমান অবস্থা হলো যে, সেখানে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে প্রকাশ্যভাবে তাদের ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করতে দেওয়া হয় না।

লাজনা (তার লাজনাতুদ দিফা' আনিল হুকুকিশ শার'ইয়্যাহ আল মায'উমাহ" নামক কমিটি) ক্ষমতায় গেলে অচিরেই তা পরিবর্তিত হবে। সংখ্যালঘুদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করা অত্যাবশ্যক। এই অধিকার হলো চার্চে তাদের ধর্মকর্ম ও রীতিনীতি পালন করার অধিকার, তাদের ধর্মের বিশেষ রীতিতে বিবাহ-শাদী করার অধিকার ইত্যাদিসহ ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দু যে ধর্মেরই হোক না কেন। তিনি আরো বলেন যে, ইসলামী শরী'আতে চার্চস বানানো বৈধ। বিবিসি রবিবার, ২৯-০৬-১৪১৭ হি. তে তার ভয়েসে প্রচার করেছে।

উপস্থাপক বলেন, লন্ডনে অবস্থানকারী জিহাদী উপাধি ধারী সাউদী বিচ্ছিন্নতাবাদী মুহম্মাদ আল মিস'আরী চলতি মাসের শেষে শি'আ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণাা করার জন্য একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছেন।

অতঃপর মিস'আরীর কণ্ঠে প্রচারিত হয়, 'অচিরেই সেখানে একটি সমন্বয় সাধন করা হবে এবং সম্ভবত জোট বিস্তৃত করা হবে। আমরা এর জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি। এর যোগাযোগ ও মূল বন্ধন হলো পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাধ মিলিয়ে। এটা একটি ইসলামী আন্দোলন। এটা কোন সুন্নী

বা শী‘আ আন্দোলন নয়। ইসলামী আন্দোলন মূলত সুন্নী-শী‘আ সকল মুসলিমকে নিয়েই গঠিত হয়। এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন ইসলাম থেকেই বিচ্ছিন্ন হওয়া। এখানে সকল মুসলিম মুসলিম পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে। সুন্নী শী‘আ ইত্যাদির ঊর্দ্ধে উঠে মুসলিমদের ও সকল জনগণের অধিকার রক্ষায় কাজ করবে। ইসলামী রাষ্ট্র ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজক সহ সকল নাগরিকের যাবতীয় অধিকার রক্ষা করবে।

সুতরাং এই অর্থে আমাদের আন্দোলন হলো ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। এটা কোন দলীয় বা উপদলীয় আন্দোলন নয়। ইসলামের উপর এর চেয়ে বড় আঘাত ও দুঃসাহস আর কী হতে পারে?

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী (তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বের করে দাও। বুখারী হা/২৮৮৮, ২৯৯৭, ৪১৬৮) এর ব্যাপারে মিস‘আরীর আমল কোথায়?

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ‘জাযিরাতুল আরবে দু’টি দীন একত্রিত হবে না।’ ইয়াহইয়ার বর্ণনায় মুআত্তা খ. ০২, পৃ. ২৮০-২৮১ হা/১৮৬২ আবু মুস‘আবের বর্ণনায় আল-কুবরা লিল বাইহাকী খ.০৯ পৃ.২০৮।

এরকম সুস্পষ্ট হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি কি কখনো পরিচালক বা নেতা হওয়ার যোগ্য হতে পারে? হলেও তা শুধু ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তিপূজারীরই নেতা হতে পারে। আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও মুক্তি কামনা করছি।

সে যেন কবির কথারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি-

তাদের বাড়ি তো হলো সেই বাড়ি যেথায় আমি থাকি

তাদের জমিন তো সেই জমিন যেথায় আমি ঘুরি ফিরি।

‘রিয়াদ’ পত্রিকা তার সংখ্যা ১২১৮২, প্রকাশ বুধবার, ১৫ই শা‘বান ১৪২২হিজরীতে সাউদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী, শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায (رحمه الله) এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে। “বর্তমানে মুহাম্মাদ আল মিস‘আরী এবং সা‘দ আল ফাক্বীহ ও তাদের সমমনা যে সকল ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর দাওয়াত প্রচারক রয়েছে নিঃসন্দেহে তাদের কাজ মারাত্মক খারাপ। তারা খুবই অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলার পথের আহ্বায়ক। তাদের প্রচারিত বিষয়াবলি ও তদনুযায়ী ফায়ছালা করা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজীব। তাদের প্রচারণা কে ধ্বংস করা ও তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য না করা উচিত। তাদের সঠিক পথের হক্বের প্রতি/উপদেশও দিকনির্দেশন প্রদান করা ও এ বাতিল পথ

উত্তর : এটি একটি বিভ্রান্তিকর কথা। ইয়াহূদীরা কাফির। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফির বলেছেন,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيل

বানী ইসরা'ঈল সম্প্রদায়ের কাফিরদের উপর (আল্লাহর) লা'নত বর্ষিত হয়। *(সূরা আন মায়িদাহ ৫:৭৮)*

রছূলূল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষন করুন।[৫৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

কিতাবধারীদের মাঝে যারা কুফরি করে ও মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ী হবে; ওরাই হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি। *(সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮:৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

থেকে সতর্ক করা উচিত। কারো জন্য তাদেরকে এই অনিষ্টকর কাজে সাহায্য করা বৈধ হবে না।

মিস'আরী, ফাক্বীহ ও ইবনে লাদেন এবং প্রত্যেক যে ব্যক্তিই তাদের পথে চলে তাদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, তারা যেন আল্লাহর আযাব-গযবের কথা স্মরণ করে এ খারাপ পথ/ নিন্দনীয় পথ থেকে সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করে। যেন তারা তাদের অতীত কৃতকর্মের জন্য তাওবাহ করে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের তাওবা কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দেখুন ইবনে বায, মাজমু' ফাতাওয়া ০৯/১০০।

[৫৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪২৫, মুসলিম হা/৫৩১।

হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)*

সুতরাং তাদের সাথে আমাদের দীনী শত্রুতা রয়েছে। আর আমাদের জন্য তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে ভালবাসা জায়েয নয়। কেননা কুরআন এ সম্পর্কে আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যা পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলিতে উল্লেখ হয়েছে।

প্রশ্ন-২১ : পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ভুল ভ্রান্তির সমালোচনা করা ও জনগণকে সতর্ক করার জন্য মাসজিদে সেগুলো পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : পত্রিকা, ম্যাগাজিন জমা করে জনসমাবেশে পাঠ করা যাবে না। বরং পত্রিকা একত্রিত করে আলিম, বিদ্বান ও আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ এর সাথে পর্যালোচনার জন্য তাদের সামনে পাঠ করতে হবে।

আর পত্রিকা মাসজিদে নিয়ে সমালোচনা করাতে মূলত পত্রিকার খবরের প্রচারণাই করা হয়ে থাকে।[৫৪] অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কখনো কখনো এর দ্বারা মন্দ কাজের প্রবর্তককে খুশি করানো হয়ে থাকে। কেননা কিছু লোক খুশি হয় একারণে যে মানুষ তা নিয়ে আলোচনা করছে ও ছড়িয়ে

---

[৫৪] আমরা ভুলে যাব না যে, মাসজিদে ছবি আনয়নের দ্বারা মাসজিদের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা হয়। সাউদী আরবের সাবিক্ব প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ছবি ব্যবহারের বিধান: এ বিষয়ে ফাক্বীহগণ স্পষ্টভাবে বলেন,

সকল প্রাণীর ছবি উঠানো, ব্যবহার করা হারাম; চাই তা মসজিদে হোক বা বাহিরে হোক। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকটে মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়কে হেয়প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর ঘরে ছবি নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও মারাত্মক অপরাধ। আর হুলাতরত অবস্থায় ব্যাবহার করা বা বহন করা খুবই দুঃসাহসিক কাজ। আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি (মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলিশ শায়খ, ফাতওয়া ও রাসাঈল ১ /১৯৩)।

দিচ্ছে। কখনো কখনো তাদের মাঝে কিছু ঐ সকল মুনাফিক্ব ঢুকে পড়ে যারা মন্দ-অনিষ্টকর বিষয়ের প্রচার-প্রসার চায়।

এ কাজটি খুবই মারাত্মক এবং এটা কোনো সমাধানের পথ নয়। না, আল্লাহর কসম! এটা কোনো সমাধানের পথ নয়।

যে ব্যক্তি সাধারণ মুসলিম ও মুসলিমদের নেতার কল্যাণ কামনা করবে সে কখনো এ পথ অনুসরণ করবে না। এটা মূলত ভুল-ভ্রান্তিকে মাসজিদে একত্রিত করে প্রচার-প্রসার করা, এ কাজ ভ্রান্ত পথে টানে। যতদিন পর্যন্ত এ কাজ এভাবে করা হবে তা বাড়াবাড়িই করা হবে। সুতরাং যে চায় সে এভাবে করতে থাক।

অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা এসকল বিষয়াদি সম্পর্কে জানতই না অথচ তুমি তাদের সামনে ভ্রান্তির পথ উম্মোচন করছ, তারা যে মন্দ বিষয়ে অমনোযোগী ছিল তুমি প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছ।

প্রশ্ন-২২ : যদি কোন পত্রিকায় ভুল-ভ্রান্তি থাকে তাহলে কি আমরা তার প্রতিবাদ করতে পারবো? পারবো কি মানুষের নিকট বর্ণনা করতে?

উত্তর : পত্রিকার ভুল ভ্রান্তি এমনকি যে ভুল-ত্রুটিগুলো জনগণের সাথে সম্পৃক্ত তাও সংশোধন করার স্থান মাসজিদ নয়। কিন্তু যদি মাসজিদে অথবা খুতবায় বলে তাহলে নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ ছাড়াই এভাবে বলবে যে, লোকদের কি হলো তারা এমন এমন কাজ করছে। যেমনটি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন। এভাবে উল্লেখ করা উত্তম, এটা কল্যাণকর, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নয়।

পত্রিকার ভুল ভ্রান্তির ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের উপর প্রতিবাদ লিপি লিখে পাঠিয়ে দিন। এভাবেই সমাধান/প্রতিকার হতে পারে।[৫৫]

---

[৫৫] এটাই দাঈদের জন্য এসকল ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে এভাবে মতামত খণ্ডন ও পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সমাধান করাই সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ। পত্র

পক্ষান্তরে আপনি যদি পত্র-পত্রিকা জমা করে মাসজিদে বা খুতবায় উপস্থাপন করেন, মিম্বরের উপর পাঠ করেন। তাহলে তা যেন জনগণকে মন্দ পথসমূহ শিক্ষাদান, গর্হিত কাজের প্রসার ও সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রচারণা করার নামান্তর।

প্রশ্ন-২৩ : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে বলা হয় যে "তিনি জাহমিয়্যাহদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করেছেন" একথা কি সঠিক?

উত্তর : আমি এ সম্পর্কে জানি না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) জাহমিয়্যাহদের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। আমার জানা মতে তিনি কখনো জাহমিয়্যাহদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করেননি।[৫৬]

যোগাযোগ করা, গহির্ত কাজ সমূহের ব্যাপারে চুপ/নিরব থাকা উচিত নয়। শারীআ'হকে এভাবে সাহায্য ও রক্ষা করা ওয়াজিব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[৫৬] তিনি জাহমিয়্যাহদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করাকে জায়েয মনে করতেন না। তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, তিনি জাহমিয়্যাহদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করাকে জায়েয মনে করতেন না।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আস-সুন্নাহ নামক গ্রন্থে বলেন: আমি আমার পিতাকে বিদ'আতীদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রতুত্তরে বললেন, "জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা প্রমুখ বিদ'আতীদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করা জায়েয নয়"। তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জাহমিয়্যাহদের পেছনে ছ্বলাহ আদায় করার বিধান সম্পর্কে। তিনি বলেন: তাদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করা যাবে না। তাদের কোন মর্যাদা নেই। (ইবনু হানী, মাসাইলু আহমাদ ০১/৬৩ মাসআলা নং ৩১২)

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আত-ত্বব্বা' বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে আহমাদ ইবনে হাম্বাল সমীপে আরয করতে শুনলাম, সে বলল, "হে আবু আব্দুল্লাহ, যে ব্যক্তি মাদক সেবন করে আমি তার পেছনে ছ্বলাত আদায় করব কী?

তবে হ্যাঁ, শাসকের পেছনে ছ্বলাতের ক্ষেত্রে শাসক যদি এমন ইসলাম বিরোধী কাজ না করে যা কুফুরির পর্যায়ে পড়ে তাহলে সেই শাসকের ইমামতিতে ছ্বলাত আদায় করা জায়েয। সে আল্লাহভীরু হোক চাই ফাজির বা পাপাচারী হোক। আল কুফর আল বাওয়াহ বা প্রকাশ্য কুফুরী না করা পর্যন্ত শাসক ফাসিক্ব হলেও তার পেছনে ছ্বলাত করা যাবে।

ছাহাবায়ে কিরাম হাজ্জায ইবনে ইউসুফ ও অন্যান্য শাসকদের পেছনে ছ্বলাত আদায় করেছেন। তারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি 'শ্রবণ করা, আনুগত্য করা এবং আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়া' এর উপর আমল করে ফিতনাহ-ফাসাদ বিশৃঙ্খলা রোধ করার জন্যই তা করেছেন।[৫৭]

প্রশ্ন-২৪ : আমাদের নিকট আগত বিভিন্ন জামা'আতে যোগ দেওয়া, তাদেরকে সাহায্য করা ও প্রতিরক্ষা করার বিধান কী?

উত্তর : আল-হামদুলিল্লাহ। এদেশ (সউদি আরব) তাওহীদ, ইসলাম ও ইসলামী পতাকার ভিত্তিতে একটি একক জামা'আতের দেশ; এখানে শান্তি,

---

তিনি বললেন, না। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করলো: যারা ক্বুরআনকে মাখলুক্ব বলে তাদের পেছনে ছ্বলাহ আদায় করব কী?

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তোমাকে মুসলিম থেকেই মানা' করলাম আর তুমি কাফিরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছ? (আশ-শরী'আহ ৮৯)

[৫৭] লেখক হাফিযাহুল্লাহ এখানে 'আওফ ইবনে মালিক আল আশ'আরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছ্বহীহ মুসলিমে ১৮৫৫ নং তে বর্ণিত হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে কারো নেতা নিযুক্ত করা হয় তাহলে নেতার মধ্যে কোন পাপাচার পরিলক্ষিত হলে সে যেন তা অপছন্দ করে এবং নেতার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়।

নিরাপত্তা ও নানাবিদ কল্যাণ রয়েছে। আমরা একটিমাত্র জামা'আত, আমরা কোন বিভক্তি গ্রহণ করবো না।

দলাদলি যেসব দেশে বিদ্যমান যেথায় শান্তি ও নিরাপত্তা অনুপস্থিত। আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের দেশ অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্নতর। আল্লাহর অনেক নিয়ামত দ্বারা অনন্য। তাওহীদের পথে দাওয়াত, শিরক দূরীভূত হওয়া, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকা, যা ইমাম, মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

আমরা বলব না যে তা সর্বদিক থেকে পূর্ণ। তবে আল-হামদুলিল্লাহ তা কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে আল-আমরু বিল মা'রুফ ও আন নাহয়ূ 'আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ প্রদান করা); হুদুদ বা শারঈ দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দ্বারা বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে রয়েছে শারঈ বিচারালয়, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করণ ও বণ্টন ব্যবস্থা, অন্যান্য রাষ্ট্রের মত এসব ব্যাপারে কেউ অনাধিকার চর্চা করে না বা নাক গলায় না।

বুঝা গেলো, এদেশে আমরা এক জামা'আতে আবদ্ধ। আমাদের জামা'আত বিচ্ছিন্নকারী, ঐক্য বিনষ্টকারী, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী কোনো জামা'আত বা মতবাদকে আমরা গ্রহণ করব না। যদি আমরা ওগুলো গ্রহণ করি তাহলে তা আমাদের যুব সমাজের চিন্তা-চেতনাকে বিষাক্ত করবে ও আমাদের মাঝে শত্রুতা-বিবাদ সৃষ্টি করবে।[৫৮]

---

[৫৮] ইতোমধ্যে আমাদের অনেক যুবকের চিন্তা-চেতনা এসকল বিদ'আতী বিধ্বংসী মতবাদ ও দলাদলি দ্বারা বিষাক্ত হয়েছে। অনেক যুবকের মাঝে শত্রুতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বরং এক বাড়িতে (পরিবারে) দুর্ভাগ্যবান ভাইদের মাঝে দলাদলির শত্রুতা থাকে; একজন এই দলের সাথে সম্পৃক্ত তো তাই তিনি সেই দলের নীতির ভিত্তিতে বন্ধুত্ব স্থাপন ও শত্রুতা পোষণ করেন; অপর দিকে আরেকজন অন্য দলের সাথে যুক্ত তো তিনি সেই দলের মূলনীতির ভিত্তিতে শত্রুতা ও বন্ধুত্ব করে থাকেন। শুধু এতেই ক্ষান্ত নয়, বরং বিভিন্ন দল ও গ্রুপের প্রতি সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে দাঈদের মধ্যেও শত্রুতার প্রকাশ পেয়েছে।

এই দলগুলো আমাদের মাঝে প্রবেশ করলে[৫৯] আমরা বর্তমানে যে নিয়ামতরাজির মাঝে বসবাস করছি এগুলো সব বিদূরিত হয়ে যাবে। আমরা

আল্লাহ তা'আলা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর উপর রহম বর্ষণ করুন। তিনি বলেন,

বিদ'আত দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতার সাথে যুক্ত। আর সুন্নাহ জামা'আত বা ঐক্যের সাথে যুক্ত।

সুতরাং যেমনিভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয় ঠিক তেমনিভাবে আহলুল বিদ'আতি ওয়াল ফিরক্বাহ বলা যেতে পারে। (আল-ইসতিক্বমাহ ১/৪১)।

[৫৯] বর্তমানে বিভিন্ন দল উপদল; যেমন তাবলিগ, ইখওয়ান, ইখওয়ান ক্বুত্বিয়্যাহ, ইখওয়ান ক্বুত্বিয়্যাহ সুরুরিয়্যাহ এবং বিশেষভাবে স্মরণীয় হাদ্দাদিয়্যাহ (এ ফিরক্বা সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে) এ ফিরক্বাহগুলো আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে।

সালাফী 'আক্বীদাহ ও মানহাজের প্রতি সম্বন্ধনীয় দাঈদের যারা সুন্নাহর দ্বারাই পথনির্দেশনা গ্রহণ করেন তাদের জন্য ওয়াজিব হলো রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কিরামের মানহাজ বিরোধিদের মুক্বাবিলা করা। তাদেরকে ভণ্ড মতবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে কোন ক্ষমা না করা। বরং তাদের পথ সঙ্কুচিত করা ও তাদের মূলোৎপাটন করা ওয়াজিব। তাদের মুক্বাবিলা ও মূলোৎপাটন করতে হবে ক্বুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছ্বলিহীনের বুঝ অনুযায়ী, শারঈ 'ইলম প্রচার করা এবং জনগণকে তাওহীদ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে। যা এই ফিরক্বাগুলো অবহেলা করে।

তারা রাজনীতিতে লিপ্ত হয় এবং রাজনীতি জটিল করণে জনগণকে লিপ্ত করে। অনেকে দাবি করে যে তাদের মিশন হলো মানুষকে রক্ষা করা; পাপাচার থেকে মুক্ত করে মাসজিদে প্রবেশ করানো। আর 'আক্বীদাহগত দিক থেকে তাদের শিরকী অবস্থাতেই ছেড়ে দেয়া, তারা ক্ববর ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে, ক্ববরের পাশে ত্বওয়াফ করে, ক্ববর ওয়ালার নিকট পবিত্রতা কামনা করে।

আবার অনেকের মিশন হলো: নিজে নেতা সেজে 'আক্বীদাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জোট বাঁধে। তাদের মতে 'আক্বীদাহর দিকে লক্ষ্য করলে নাকি উম্মাহকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আপনি লক্ষ্য করবেন তাদের দলে কবর পূজারী, খারিজী, মু'তাযিলী, জাহমী, শী'আ সবাই রয়েছে। তাদের মতবাদ হলো ঐক্য করা। তাদের মিশন হলো দলে জনবৃদ্ধি ঘটানো। তাদের মূলনীতি হলো "আমরা সর্বজন স্বীকৃত বিষয়াবলিকে একত্রে বাস্তবায়ন করব।

এই দলগুলোকে চাই না তাদের মাঝে যে ভালো কল্যাণকর বিষয় রয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের নিকট তারচেয়ে বেশি রয়েছে। আর তাদের নিকট যে অনিষ্টকর বিষয়াবলি রয়েছে আমরা সেগুলো থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে চাই। আমাদের উচিত হবে মানুষের কল্যাণকে প্রকাশ করা, কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া।[৬০]

প্রশ্ন-২৫ : একদিকে একদল মানুষ কোন মাযহাব বা আলিমকে নিয়ে গোঁড়ামি করে। অন্যদিকে আরেকদল মাযহাব মেনে চলা বা কোন আলিমের অনুসরণ করাকে দেয়ালে নিক্ষেপ করার মত প্রত্যাখ্যান করে, ইমাম ও আলিমগণের দিকনির্দেশনা থেকে বিমুখ থাকে। এ ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী?

আর মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে একে অপরকে মা'যূর (গ্রহণযোগ্য কারণে অপারগ) মনে করব"।

আহলুস সুন্নাহ, আহলুল আছার, সালাফীগণের দায়িত্ব হলো এ দলগুলোর মুখোশ উম্মোচন করা, যারা দলগুলোর সাথে জড়িত তাদের দোষত্রুটি উদঘাটন করার মাধ্যমে উম্মাহকে সতর্ক করা ও মানুষের মনে তাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। তাদের সন্দেহ ও মারপ্যাঁচ শারঈয়্যাহর দলীল প্রমাণাদি দ্বারা অপনোদন করা। সালাফে ছ্বলিহীনদের রিদ্বওয়ানুল্লাহু 'আলাইহিম এর মানহাজের প্রতি দাওয়াত প্রদান করা।

যেভাবে আমাদের সালাফগণ আমাদের ক্বলবে আল-আক্বীদাহ আস-সালাফিয়্যাহর বীজ বপন করেছেন, ঠিক সেভাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ক্বলবে আল-আক্বীদাহ আস সালাফিয়্যাহর বীজ বপন করা।

[৬০] এটা হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে নিয়ামতরাজী দিয়েছেন তার বর্ণনা দেয়া, আল্লাহ তা'আলা বিশুদ্ধ তাওহীদী 'আক্বীদাহ দ্বারা যে আমাদেরকে সংরক্ষণ করেছেন তার বর্ণনা দেয়া। আল্লাহওয়ালা সালাফী 'আলিম ও বিচারকগণ আল্লাহর শারঈয়্যাহ অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করেন। যার কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলকেই তাদের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেন। ক্বুরআন-সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্য কোন সংবিধান গ্রহণ করেন না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।

উত্তর : হ্যাঁ, এ উভয় দলই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

একদল তাক্বলীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। এমনকি দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও তারা ব্যক্তির রায় নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, যা ঘৃণিত। এ কাজ কখনো কখনো কুফুরির দিকে নিয়ে যায়। আমরা আল্লাহর নিকট এ কাজ থেকে আশ্রয় কামনা করছি।[৬১]

দ্বিতীয় দল : যারা আলিমদের মতকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি ক্বুরআন সুন্নাহর অনূকুলে হলেও তারা আলিমদের মতামত গ্রহণ করে না।

প্রথম শ্রেণি হলো সীমালঙ্ঘনকারী আর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো শৈথিল্যবাদী।

আলিমদের ক্বওল বা মতামতে কল্যাণ নিহিত। বিশেষত সালাফে ছ্বলিহীন, ছাহাবী, তাবি'ঈন, চার ইমাম এবং যে সকল ফক্বীহদের ফিক্বহকে এই উম্মাহ ইসলামী ফিক্বহ বলে সাক্ষী দিয়েছেন, তাদের ফিক্বহ এর মধ্যে কল্যাণ বিদ্যমান। তাদের মতামত থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে। তবে চূড়ান্ত ফায়ছ্বলা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। বরং সেক্ষেত্রে আমরা দলীল গ্রহণের জন্য আদিষ্ট।

আলিমদের ক্বওল (রায়) ক্বুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই এবং তা গোঁড়ামির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা হলো সালাফে ছ্বলিহীনদের দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তাদের ফিক্বহের আলোকে আলোকিত হওয়া। এটাই কিতাবুল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ (হাদীছ) বুঝার অন্যতম মাধ্যম।

---

[৬১] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"যদি কেউ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাপারে গোঁড়ামি করে; যেমন ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ ও আবু হানিফা (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ ইমামদেরকে নিয়ে। আর মনে করে যে, নির্দিষ্ট ইমামের কথাই সঠিক, তারই অনুসরণ করা আবশ্যক, অন্যান্য ইমামকে নাকচ করে। যে এরূপ কাজ করে সে পথভ্রষ্ট, জাহিল। বরং সে কখনো কাফির বলে গণ্য হতে পারে। যখন কেউ এ বিশ্বাস করবে যে, তাদের মধ্যে একজন ইমামকেই অনুসরণ করা ওয়াজিব, অন্যদের নয়। তবে তাকে তওবা করতে হবে, আর তাওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে। মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২৪৮-২৪৯।

এক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা হলো এই যে, আমরা আলিম ও ফাক্বীহগণের যে মতামতগুলো কুরআন সুন্নাহর দলীলের অনুকূলে পাব তা গ্রহণ করব। আর যা দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হবে তা প্রত্যাখ্যান করব। ভুলের ক্ষেত্রে ইমামগণকে মা'যূর (বিশেষ কারণ বশত অপারগ) মনে করব। আমরা তাদের দুর্নাম করব না।

(এ সম্পর্কে) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد

যদি কোনো হাকিম/ ফায়ছ্বালাকারী ফায়ছ্বলা করার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে তাহলে তার ইজতিহাদ বা গবেষণা ঠিক হলে সে দু'টি প্রতিদান পাবে। আর যদি গবেষণায় ভুল করে তবে একটি ছাওয়াব পাবে।[৬২]

যে ব্যক্তির মাঝে ইজতিহাদের (গবেষণার) গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে রয়েছে তার ইজতিহাদগত ভুল ভ্রান্তি মার্জনীয়। আর মূর্খদের ও ছাত্রদের ইজতিহাদ অগ্রহণযোগ্য। এদের জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ নয়। এরা ইজতিহাদে ভুল করুক বা শুদ্ধ করুক সর্বাবস্থায় অনধিকার চর্চার কারণে পাপী বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-২৬ : অনেক লোকের, বিশেষত অনেক প্রাথমিক ছাত্রের মনে উদ্রেক হয় যে, ইলমী মাজলিসে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করলে, বেশি বেশি দলীল-প্রমাণ জানলে, সে এই 'ইলমের কতখানি তাবলীগ করেছে, কতটুকুই বা নিজে 'আমল করেছে এ ব্যাপারে বেশি জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তারা এই জিজ্ঞাসিত হওয়ার ভয়ে শারঈ 'ইলম অর্জন করা থেকে দূরে সরে যায়। এ সকল লোকদের ব্যাপারে আপনাদের দিকনির্দেশনা কী?

---

[৬২] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৩২৬।

উত্তর : এটা একটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। শয়তান তোমাকে বলে বেশি জ্ঞানার্জন করো না। বেশি জানলে বিপদ বাড়বে। তোমার জানাটা তোমার বিপক্ষেই দলীল হয়ে দাঁড়াবে। এর প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, আলিম উলামা থাকা সত্ত্বেও মূর্খতার উপর অবস্থান করা কি তোমার বিপক্ষে দলীল নয়? বরং ইলম, উলামা, দারস ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তোমার মূর্খতার উপর অবস্থান করা, 'ইলমী ক্লাসে অংশগ্রহণ না করা বেশি মারাত্মক।

কখনো কখনো হতে পারে যে তুমি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে পারছ না। এর কারণ হলো প্রকৃতিগত ভাবেই মানুষের আমলের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থাকে; তার কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকে।

এমতাবস্থায় সে যদি মাসজিদে আলিমদের আলোচনা অনুষ্ঠান ও ইলমী দারসে অংশগ্রহণ করে তাহলে আশা করা যায় যে সে সতর্ক হয়ে তার ভুল-ভ্রান্তি থেকে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসবে। এই মজলিসগুলোই হলো অন্তরের জন্য হায়াত স্বরূপ। সুতরাং শয়তান যেন তোমাকে এই সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা দ্বারা উপকারী 'ইলম অর্জন করা থেকে বিরত না রাখে।

প্রশ্ন-২৭ : ছাত্রদের ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে- এমন কতিপয় বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে তারা কোন কোন আলেমের সম্মানের হানি করছে; আবার কারো কারো ব্যাপারে অতিভক্তি দেখাচ্ছে। সম্মানিত শায়েখ! অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট করবেন। কারণ এই মাসআলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তাছাড়া বর্তমানে ছাত্রদের মাঝে এ সমস্যাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব, এ ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী?

উত্তর : একটা সময় ছিল যখন এদেশবাসী, আলিমদের আঁকড়ে থাকতো ফলে তারা যুবক হোক বা বৃদ্ধ প্রত্যেকেই সুন্দর ও সঠিক অবস্থানে থাকতো। কোনো বিদেশী মতবাদ তাদের কাছে আসতো না বলে তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। তারা তাদের আলিম, নেতা ও বিজ্ঞজনের প্রতি আস্থা রাখত। তারা এক

অভিন্ন জামা'আত ছিল। তাদের অবস্থান খুবই সুন্দর ছিল। এরপর একপর্যায়ে কিছু আগন্তুকের মাধ্যমে বৈদেশিক মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটল।[৬৩]

অথবা যুবকেরা পাঠ করে এমন কিছু বই-পুস্তক ও ম্যাগাজিন যার মাধ্যমে দলাদলি ঘটেছে।[৬৪] যে যুবকেরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে সালাফী মানহাজের (কর্মপন্থার) বিরোধিতা করে তারা এ সকল বিদেশী মতবাদে প্রভাবিত।

আর যে সকল দাঈ ও যুবকেরা এ সকল মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাদের আলিমদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, আল-হামদুলিল্লাহ তারাই সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর অটল রয়েছে।[৬৫]

সুতরাং এই দলাদলি ও ফিরকাবাজীর কারণ হলো এদেশীয় আলিমদেরকে বাদ দিয়ে[৬৬] বিদেশী সংশয়বাদী আলিম ও ভ্রষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে চিন্তা-চেতনা ও দাওয়াতের মানহাজ গ্রহণ করা।[৬৭]

---

[৬৩] যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমীন ফিরকাহ। যাদের মাধ্যমে খুব সহজেই আক্বীদাহগত বিপদ মুছীবত ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এমনিভাবে তাবলীগ জামা'আত ও অন্যান্যদল আমরা আল্লাহর নিকট এসকল দল থেকে মুক্তি চাই।

[৬৪] যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও এধরণের সংগঠনগুলোর বই-পুস্তক, ইখওয়ানুল ম্যাগাজিন যা আস-সুন্নাহ বলে নামকরণ করা হয়েছে, মূলত তা মধুর সাথে বিষের মিশ্রণ। এ আন্দোলনের পরিচালক ও তাদের বইপুস্তক সম্পর্কে সামনে আলোচনা আলোকপাত করা হবে।

[৬৫] সুন্নাহ আঁকড়ে ধারণকারী, আহলুল আছার সালাফীগণকে আহলুস সুন্নাহ বিরোধীরা মূর্খতাবশত মুতাশাদ্দিদ (কঠোরতাকারী), দালাল ও তোষামোদকারী ইত্যাদি বলে অপবাদ দেয়। সালাফগণকেও এইভাবে অপবাদ দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো আল হাশাবিয়্যাহ, আল মুজাস্‌সমাহ ইত্যাদি। আহলুল আছার বিরোধিতায় এটাই হলো বিদ'আতীদের আবহমান কালের অভ্যাস। (আল-ওয়াকীআহ ফি আহলিল আছার)

[৬৬] কেননা আমরা শক্তভাবে বিশ্বাস করি যে, এদেশের আলিমগণ (আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিফাযত করুন) আক্বীদাহ ও মানহাজগত দিক থেকে সালাফদের উত্তরসূরী। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সালাফী আলিম থাকলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে সালাফী আলিমদের সংখ্যা বেশি।

তারা আমাদের দেশের নিয়ামত; শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থায়িত্ব, শরী'আহ দ্বারা বিচার ফায়ছালা ও আরো কিছু কল্যাণকর বিষয় যা শুধু আমাদের দেশেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না এগুলোর বিলুপ্তি চায়। তারা আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে, আমাদের যুবকদেরকে দূরে সরাতে এবং আমাদের আলিমদের গ্রহণযোগ্যতা কমাতে চায়। তাদের পরিণাম অশুভ হোক। আমরা এ কাজ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আমাদের আলিম, দাঈ, যুবক এবং সাধারণ জনগণ সবার জন্য ঐ ভ্রান্ত দলাদলির ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত যে, আমরা ঐ সকল দলবাদী মতবাদ ও সংশয়পূর্ণ নীতি গ্রহণ করব না। যদিও তা হক্ব, কল্যাণ ও সুন্নাহর পোশাক পরিধান করে আসুক না কেন?

আমরা আমাদের অবস্থানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করি না। আলহামদুল্লিাহ।[৬৮]

---

[৬৭] উদাহরণ: মানহাজুল আম্বিয়া গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ সুরুর ইবনে না'ঈম যায়নুল আবিদীন। পাঠক ভ্রাতা ইনশাআল্লাহ আমরা অচিরেই এ কিতাব থেকে তার সন্দেহপূর্ণ আক্বীদাহগুলো উল্লেখ করব। মুহাম্মাদ আল মিস'আরী ও সা'দুল ফাক্বীহী এরা উভয়েই আল্লাহর নি'আমতের কুফুরী করে মুসলিম জামা'আত থেকে বের হয়ে কুফুরির দেশে পলায়ন করেছে। অতঃপর ভ্রান্তপথে আহ্বান করতে শুরু করেছে। এরপর পরস্পর লা'নাত দেওয়া ও জঘন্যভাবে সমালোচনা করা শুরু করেছে। আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে মুক্তি চাই। ইবনে লাদিন সেও কুফুরি করে মুসলিম জামা'আতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেছে। সে পৃথিবীতে বিদ্রোহ, ফিতনা বিশৃংখলা ছড়ায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে ও তার সমমনা লোকদেরকে ক্ষমা করুন।

[৬৮] এক ব্যক্তি হাসান বাছারী (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট এসে বলল: হে আবু সা'ঈদ আমি তোমার সাথে বিতর্ক করতে চাই। তার প্রতুত্তরে হাসান বাছারী (রহিমাহুল্লাহ) বললেন: তুমি আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। আমি নিশ্চিতভাবে আমার দীনের সত্যতার ব্যাপারে জানি। তোমার সাথে তো সেই ব্যক্তিই বিতর্ক করতে যাবে যে তার দীনের ব্যাপারে সন্দিহান। (আল লাল কাঈ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১২৮)

মা'ন ইবনে ঈসা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মালিক ইবনে আনাস (রহিমাহুল্লাহ) মাসজিদ থেকে থেকে বের হয়ে হাতের উপর ভর দিয়ে

আমরা বিশুদ্ধ মানহাজ ও বিশুদ্ধ আক্বীদার উপর রয়েছি। সুতরাং আমরা কেন বিদেশী অনুপ্রবেশকারী চিন্তা-চেতনা, আক্বীদা মানহাজ গ্রহণ করব এবং কেনইবা তা আমাদের যুবকদের মাঝে প্রচলন করব?

সুতরাং এসকল ফিরক্বাদের জন্য আবশ্যক হলো যাবতীয় বিদেশী চিন্তা-চেতনা পরিত্যাগ করে আমাদের নিকট যেসকল কল্যাণ,[৬৯] কাজ-কর্ম ও দাওয়াহ রয়েছে তা গ্রহণ করা।

হ্যাঁ, আমাদের ভুল-ত্রুটি রয়েছে। তবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মতবাদ, সালাফদের মানহাজ বিরোধী বিদেশী কোনো মতবাদ অথবা এদেশে অবস্থানকারী সংশয়বাদীদের মত ভ্রষ্টদের নিকট ধরণা দেওয়া ছাড়াই আমাদের ভুল আমাদের নিজেদের পক্ষেই সংশোধন করা সম্ভব।

বর্তমান সময়টা ফিতনার সময়, যতই সময় যাবে ফিতনা ততই প্রকট আকার ধারণ করবে। আপনাদের উচিত এ অবস্থা সম্পর্কে অনুধাবন করা। সন্দেহ সংশয়ের ব্যাপারে কান খোলা রাখা। সংশয়বাদী ও পথভ্রষ্টদের দিকনির্দেশনা না মানা। আমরা যে নি'আমতে বসবাস করছি ওরা চায় এই নিয়ামত দূরীভূত হোক, আমরা যেন অন্যান্য দেশের মত হয়ে যাই, যেথায়

বসেছিলেন। এমতাবস্থায় আবু হুরায়্যাহ নামক এক ব্যক্তি এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে মুরজিয়া হিসাবে পরিচিত ছিল। অপবাদিত ছিল। সে বলল: হে, আব্দুল্লাহ, আমি তোমাকে কিছু বলব তা শোন এবং তোমার সাথে বিতর্ক করব ও আমার সম্পর্কে জানাব। হাসান বাছরী (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, যদি তুমি আমার উপর বিজয়ী হও তাহলে কি হবে?

সে বলল: আমি তোমার উপর বিজয়ী হলে তুমি আমার ইত্তিবা' (অনুসরণ) করবে। হাসান বাছরী (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, এরপর অন্য কোন লোক এসে যদি আমাদের উভয়ের উপর বিজয়ী হয় তাহলে? সে বলল তাহলে আমরা উভয়েই তার অনুসরণ করব। হাসান বাছরী (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একক দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আর তোমাকে দেখছি এক দীন থেকে অন্য দীনে স্থানান্তরিত হচ্ছো (আশ-শরী'আহ ৬২)।

[৬৯] আমাদের নিকট যে কল্যাণ রয়েছে তাহলো ছুহীহ আক্বীদাহ, কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা দৃঢ় সালাফী মানহাজ যার উপর উম্মাহর সালাফে ছুলিহীন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

থাকবে ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-খারাবি অধিকার হরণ আক্বীদা বিধ্বংসী কাজ কারবার, শত্রুতা, দলাদলি।

আমি বলি একমাত্র তিন শ্রেণির লোকেরাই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আলিমদের বিরোধিতা করে।

(১) মুনাফিক্ব : যার নিফাক্বি সম্পর্কে জানা রয়েছে।

(২) ফাসিক্ব : আলিমগণ তাকে পাপাচার থেকে বারণ করলে সে আলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

(৩) ভ্রষ্ট দলবাদী : যেহেতু আলিমগণ তার ভ্রান্ত দলও মতের সাথে একমত পোষণ করে না। সুতরাং সে আলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

প্রশ্ন-২৮ : এ বক্তব্য সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি? আমি মুহাম্মাদ সুরুর ইবনে নায়েফ যায়নুল আবিদীনের 'মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ দাওয়াতি ইলাল্লাহ' নামক বইটি পড়েছি। সেখানে লেখক বলেছেন, "আমি 'আক্বীদাহর বই-পুস্তক দেখেছি। লক্ষ্য করেছি সেগুলো আমাদের যুগের আগে অন্য যুগে লিখিত। সেগুলো যে যুগে লেখা হয়েছিল সে যুগের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সেখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের যুগের সমস্যাগুলোর নতুনভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। বলা চলে, 'আক্বীদাহর বই সমূহের অনেক নিয়মে জড়তা রয়েছে। কেননা সেগুলো মূলত কতগুলো নস ও আহকামের সমষ্টি। আর এ কারণেই অধিকাংশ যুবক এ বই-পুস্তক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ কথায় আপনার মন্তব্য কী?[৭০]

---

[৭০] কিতাব মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর ১/০৮ লেখক মুহাম্মাদ সুরুর ইবনে নায়েফ যায়নুল আবিদীন। এই লোকটির লেখায় তার চিন্তা চেতনার বিচ্যুতি ও বিলাদুল হারামাইনের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা তার স্বহস্তে লেখা দ্বারা প্রমাণ পেশ ছাড়া কিছুই বলিনি। আপনার সমীপে তার কিছু মত পেশ করা হলো।

ক. আক্বীদাহর গ্রন্থের প্রতি বিদ্বেষমূলক উল্লেখিত প্রশ্নের নমুনা/উদাহরণ রয়েছে। আমরা অচিরেই এর পূর্ণ/বিস্তারিত জওয়াব পেশ করব।

খ. কাবীরা গুনাহের কারণে জালিম শাসক ও জনগণকে কাফির মনে করার দ্বারা খারিজী 'আক্বীদাহয় প্রবেশ করা।

শাসকদের ব্যাপারে তার আস-সুন্নাহ নামক পত্রিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা রয়েছে, যা কারো নিকট গোপন নয়। যেমন, জনগণকে কাফির বলা। তিনি তার মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ দাওয়াহ ইলাল্লাহর ১ম খণ্ডের ১৫৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন, যে লূত 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্বওম ঈমান আনা সত্ত্বেও তাদের শয়তানী কাজ পরিত্যাগ না করার কারণে তাদের ঈমান কোন উপকারে আসেনি।

তার ভাষায় এটা কোন বিস্ময়ের বিষয়ই নয় যে, লূত 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে সমকামিতা বিদ্যমান। কেননা তার জাতি যদিও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও শিরক না করার বিষয়ে তার কথায় সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু উক্ত পশুত্ব পাপ পরিহার না করার কারণে তাদের ঈমান কোন কাজে আসেনি। কাবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী উক্ত গুনাহকে হালাল মনে করলে ও শুধু গুনাহ সম্পাদন করার কারণেই এভাবে ব্যাপকভাবে তাকফির করে থাকে।

গ. সালাফী আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রতি তার বিদ্বেষ।

আপনি এখন যে প্রবন্ধ পড়তে যাচ্ছেন এতে সালাফী বিশেষত বড় আলিমদের কটাক্ষ, নিন্দা, কুৎসা ও হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

সরকারী সাহায্য শিরোনামে সে বলেছে 'আরেক প্রকার লোক আছে যারা সরকারী কাজে সাহায্য করতে আত্মনিয়োগ করে। তারা নেতাদের অবস্থানের আলোকে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করে।

সুতরাং যখনই নেতা আমেরিকা থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে তখন এই ভৃত্য তাদের একাজের বৈধতার পক্ষে দলীল প্রদানের জন্য আত্মনিয়োগ করে। আর যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদেরকে ন্যাক্কারজনক ভাবে শাস্তি প্রদান করে। নেতারা যখন ইরানের সাথে মতানৈক্য করত দাসও তখন ইরানের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতো। আর যখন মতানৈক্য মিটে গেল দাসও তখন বোবা হয়ে গেল এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ করা বন্ধ করে দিলেন। এই প্রকার লোকেরা মিথ্যা বলে, গোয়েন্দাগিরী করে, রিপোর্ট লিখে। নেতারা যা চায় তার সবই করে।

আলহামদুল্লিাহ। দাওয়াহ ও ইসলামী কাজকর্মের ব্যাপারে তারা পরিদর্শক। তাদের নথিপত্র থাকে। যদি তারা তা দীর্ঘায়িত করে তাহলে তাদেরকে গালি

দেয়। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। (মাজাল্লাতুস সুন্নাহ নামক ম্যাগাজিনে এভাবে আহলুস সুন্নাহকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়। আল- ফাওযান)

তারা দাবি করে যে তারা সুন্নাহর রক্ষক। এ শ্রেণির মানুষ আদ-দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহর কোনই ক্ষতি করে না।

আমার এই চিন্তাবলি তোমাদেরকে যেন ধোঁকায় ফেলে না দেয়। এই শায়খ প্রথা জালিমেরা সৃষ্টি করেছে। তাইতো সম্মানিত শায়খের মিশন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিভাগের বড় বড় পদের লোকদের মিশন অভিন্ন হয়। (মাজাল্লাতুস সুন্নাহ সংখ্যা ২৩ জিলহাজ্ব ১৪১২ হিজরী পৃষ্ঠা ২৯-৩০)

সম্মানিত পাঠক আপনার নিকট এই বিষয় গোপন নয় যে, দ্বিতীয় প্রকার বলে সৌদী আরবের আলিমদেরকে বুঝিয়েছেন। আর নেতার বলে সৌদী আরবের শাসকদেরকে বুঝিয়েছেন। এর প্রমাণ হলো তার এই কথা যে 'নেতারা যখন আমেরিকার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ভৃত্যরা তখন আত্মনিয়োগ করে এ কাজের বৈধতার পক্ষে দলীল অন্বেষণে।

সে বলেছে মূলত উপসাগরীয় যুদ্ধের সাহায্য চুক্তির ব্যাপারে। এখানে ভৃত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আলিমগণ। সে আমাদের আলিমগণকে মুনাফিক্ব বলে। তাহলে তাদের মর্যাদার কিইবা বাকি থাকে?

মাজাল্লাতুস সুন্নাহ ২৭তম সংখ্যা জমাদিউল উলা হিজরী ১৪১৩ এর ০২-০৩ পৃষ্ঠায় "উপনিবেশবাদীরা ও ভৃত্য" শিরোনামে বলেন বর্তমানে দাসত্বের অনেক স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর: যাদের সিংহাসনে আজ জর্জ বুশ সম্মানিত মেহমান হিসাবে পায়ের উপর পা রেখে বসে তো কাল আবার বসে বিল ক্লিন্টন।

দ্বিতীয় স্তর: আরব দেশের শাসক শ্রেণি। এরা মনে করে এদের মঙ্গল-ক্ষতি বুশের হাতে নির্ভরশীল।

আমি বলব, সে কীভাবে দাবি করতে পারল যে, এটা তাদের আক্বীদাহ? সে কি তাদের অন্তর বিদীর্ণ করে দেখেছে? নাকি তারা তাকে এ বিষয়ে বলেছে? (আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি) এটা মারাত্মক অপবাদ। ঐ প্রবন্ধে সে আরো বলেছে, এজন্যই তার তীর্থে গমনের মত তার (বুশের) নিকট গিয়ে নজরানা পেশ করে। লেখক যে শাসকদের কাফির মনে করে সে বিষয়ে একটু আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি। এটা তার দলীল ঐ প্রবন্ধে সে আরো বলতে থাকে।

তৃতীয় স্তর: শাসকদের অনুচর; মন্ত্রী, মন্ত্রীদের সেক্রেটারী, সেনা প্রধান, উপদেষ্টারা তারা তাদের নেতাদের সাথে মুনাফিকী করে। নেতাদের সামনে

খারাপ কাজগুলোকেও শোভনীয়ভাবে উপস্থাপন করে। তাদের কোন লজ্জা-শরম-হায়া, ব্যক্তিত্ববোধ কিছুই নেই।

চতুর্থ স্তর: মন্ত্রীদের বড় বড় কর্মকর্তা: অতীতে দাস প্রথা খুবই সহজ পদ্ধতি ছিল। দাসের সরাসরি মনিব থাকতো। আর বর্তমানে তা খুবই জটিল। আমি খুবই আশ্চর্যবোধ করি ঐ সকল লোকদেরকে দেখে, যারা মুখে তাওহীদের কথা বলে অথচ তারাই আবার দাসের দাস যাদের সর্বশেষ মনিব হলো খ্রিষ্টান।

আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার সমীপে আরয করছি সম্মানিত পাঠক, পরিচ্ছন্ন মনে তাক্বওয়ার সাথে জবাব দিন: সকল আলিমের মাঝে কারা তাওহীদ নিয়ে আলোচনা করে? উদাহরণত শায়খ ইবনে বায, মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন, সলিহ আল লাহিদান, আল-ফাওযান প্রমুখ বিশেষত আলিমেরা নন?

বর্তমানে কেউ কেউ তাদেরকে শাসকের দাস ও বুশের দাস বলে। রসূলুল্লাহ (ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যই বলেছেন,

إذا لم تستح فاصنع ما شئت

"তোমার লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো"। ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২৯৬ আবু মাসউদ আল বাদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।

এরপর বিষয় হলো সে তা পরস্পর বিরোধী অবস্থানে রয়েছে। সে জরুরতের সময় কাফিরদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করাকে হারাম মনে করে অথচ সে তাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের নিরাপত্তায় তাদের দেশে বসবাস, আমেরিকার কাফির আর লন্ডনের কাফির! বিনা প্রয়োজনেই সে যাদের ছায়ায় ও যাদের মাঝে বসবাস করে তাদের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ

তোমাদের মক্কার কাফিররা কি তাদের অপেক্ষা ভাল? না কি তোমাদের জন্য মুক্তির কোন ঘোষণা রয়েছে (আসমানী) কিতাবসমূহের মধ্যে ? *(সূরা ক্বমার আয়াত নং ৪৩)*

এই লোক কি তার এই কাজ দ্বারা লজ্জিত হয় না? নাকি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীছ "তুমি যদি লজ্জা না রাখ তাহলে যা ইচ্ছে তাই করো।" তার ক্ষেত্রে এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে? যার বাড়ি কাঁচ নির্মিত সে যেন অন্যকে পাথর না ছোঁড়ে।

উত্তর : অনেক লোক রয়েছে যারা আক্বীদা পাঠদান করা, সালাফে ছ্বলিহীনের বই পুস্তক পাঠ করা ও ইমামগণের রচনাবলী পাঠ করা থেকে লোকজনকে বিরত করে। তারা তাদের মত মূর্খ দাঈদের বই পুস্তকের প্রতি ফেরাতে চায়।

এ কথা যে বলেছে, সে ভ্রান্ত পথের দাঈ। আমরা আল্লাহর নিকট তার থেকে মুক্তি চাই। সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হলো নিজেরা এর থেকে সতর্ক থাকা ও অন্যকে সতর্ক করা।

আপনাদের নিকট উল্লেখ করছি যে "মুহাম্মাদ সুরুর এর অভিমত, 'আক্বীদার কিতাবগুলো শুধু কিছু নস আর কিছু আহকাম" শায়খ মুহাম্মাদ আমান আল জামী (আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফিক দান করুন) পূর্ণভাবে খণ্ডন করতঃ একটি ক্যাসেট ছেড়েছেন। আপনারা এই ক্যাসেট খুঁজে তা মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দিন যাতে পুরো মুসলিম বিশ্ব এই শয়তানি ও অনিষ্ট থেকে সতর্ক হতে পারে।

হ্যাঁ, বাস্তবেই, এই ক্যাসেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই মূল্যবান। আয় আল্লাহ, আমাদের শায়খ মুহাম্মাদ আমান আল-জামীকে তুমি উত্তম প্রতিদান প্রদান করো। তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করো।[৭১]

---

[৭১] ক্যাসেটের শিরোনাম হলো "উপদেশ দিয়ে কোন লাভ/উপকার নেই" উক্ত ক্যাসেটে শায়খ মুহাম্মাদ আল জামী বলেন: সর্বশেষ বাক্য "অধিকাংশ যুবক আমাদের হাতে থাকা আক্বীদাহর বই থেকে বিমুখ হচ্ছে" এটা একটা অপবাদ যা ইবনে বতুতার অপবাদের সাথে মিলপূর্ণ। ইবনে বতুতা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কে না দেখা সত্ত্বেও তার উপর অপবাদ আরোপ করেছিল। ইবনে বতুতা দাবি করেছে যে, একদা সে দামেস্কে প্রবেশ করে ইবন তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কে জুমু'আর খুতবা প্রদান করতে দেখলো। অতঃপর ইমাম মিম্বারের সিঁড়ি থেকে নেমে বললেন আমি যেভাবে মিম্বর থেকে অবতরণ করলাম/নীচে নামলাম আমাদের প্রতিপালকও এভাবে অবতরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর একদল আলিমকে নিয়োজিত রেখেছেন যারা ইবনে বতুতার অপবাদকে ঐতিহাসিক মিথ্যাচার বলে সাব্যস্ত করেছেন।

বাহজাতুল বাইতার "হায়াতু শায়খিল ইসলাম" (শায়খুল ইসলামের জীবনী তে প্রমাণ করেছেন যে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে বতুতার মাঝে কখনো সাক্ষাৎ ঘটেনি। ইবনে বতুতা কখনো ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কে দেখেনি।

সে যখন বাগদাদ ভ্রমণ করে তখন ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কারারুদ্ধ ছিলেন এবং অন্তরীণ অবস্থাতেই ইনতিকাল করেছেন। এই অপবাদ লেখকেরা ছড়িয়েছে। আক্বীদাহ সম্পর্কে আরোপিত বর্তমানের অপবাদগুলো খণ্ডন ও মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন। (টীকা লেখক)

আমি বলব, মুহাম্মাদ সুরুর যুবকদের 'আক্বীদাহর প্রতি আগ্রহ ও বিমুখতা মূল্যায়নের উপযোগী নয়। সে যোগ্য নয়, আলিম নয়, আক্বীদাহর পাঠক নয়, আক্বীদাহর শিক্ষক নয়, সে কীভাবে মূল্যায়ন করে? এটা কিসের মূল্যায়ন? বরং এটা নিছক মিথ্যাচার।

এই আত্মঅহংকারী মুহাম্মাদ সুরুরকে কখনো কি তার প্রতিবেশি হিযবুত তাহরীরের বিরোধিতা করতে শুনেছেন? আমাদের বই যদি উপযোগী না হয় তাহলে সে তাওহীদ বিষয়ে নতুন আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে মুসলিম যুবকদের গ্রহণ উপযোগী কোন বই প্রকাশ করেছে কী? তার দ্বারা এর কিছু করা সম্ভব হয়েছে?

হ্যাঁ, সে যদি ইলম অন্বেষী ও সংস্কারবাদী হতো তাহলে তা করত। কিন্তু এই ব্যক্তি (আল্লাহই ভালো জানেন) থেকে যা প্রকাশ পায় তার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে সালাফী 'আক্বীদাহ ও 'আক্বীদাহ সালাফীয়্যাহর অনুসারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

হে মুহাম্মাদ সুরুর, তুমি কিসের প্রতি আহ্বান করো? নাবীগণ ইসলামি আক্বীদাহর প্রতি আহ্বান করায়, কষ্ট প্রাপ্ত হয়েছেন। তুমি কিসের প্রতি আহ্বান করো? কোথায় সেই আক্বীদাহ যার প্রতি তুমি আহ্বান করো? বরং তুমি হলে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি পদস্থ শাসকদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাও। আর যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু পাও না তখন গালি-গালাজ, অভিসম্পাত করো ও অন্যকে কাফির বলো। এটাই কি সেই দাওয়াহ (আহ্বান)? এটাই কি ইসলাম? তুমি নিজেকে এবং তোমার মত ব্যক্তিকে যে আল্লাহর পথের দাঈ বলো। এই দাওয়াহ দ্বারা আল্লাহর পথে দাওয়াত আর দীনের পথে, আক্বীদাহর পথে হুকুম আহকামের পথে দাওয়াতের, কোন কিছু অর্জিত হয়েছে কি? না কিছুই হয়নি।

প্রশ্ন-২৯ : মুহাম্মাদ সুরুর তার "মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ্ দাওয়াতি ইলাল্লাহ" নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'ক্বওমে লূত যদি তাদের পাপে অব্যাহত থাকত, তবে লা ইলাহা ইলাল্লাহ বললেও তা তাদের কোন উপকারে আসত না'। এই মত খণ্ডনে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : তার ক্বওল/মত: "ক্বউমে লূত যতদিন সমকামিতায় লিপ্ত ছিল তাদের তাওহীদের স্বীকৃতি কোনো উপকারে আসেনি"।[৭২]

এটা একটা বাতিল কথা। নিঃসন্দেহে সমকামিতা একটা কাবীরা গুনাহ বা বড় পাপ। কিন্তু তা কুফুরির পর্যায়ে পৌঁছে না। কোনো ব্যক্তি শিরক থেকে তাওবা করে আর যদি শিরকে পতিত না হয়। কিন্তু তার দ্বারা লিওয়াত্ব বা সমকামিতা ঘটে থাকে তাহলে তার এই পাপকে কাবীরা গুনাহ বলে বিবেচিত হবে। এর কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না।

ক্বওমে লূত (লূত আলাইহিস সালাম্রে সম্প্রদায়) যদি তাওহীদ গ্রহণ করে এক আল্লাহর ইবাদত করত তার সাথে কাউকে শরীক বা অংশী স্থাপন না করত তাহলে সমকামিতার পাপে লিপ্ত/অবিরত থাকলেও ফাসিক বা

---

[৭২] সম্ভবত অনেক যুবকই একথার অর্থ বোঝে না। এর অর্থ হলো: কোন ব্যক্তি যদি অবিরত কাবীরা গুনাহ করতে থাকে এবং তা থেকে তাওবা না করে তাহলে ঈমান আনলেও তার ঈমান কোন উপকারে আসে না। ব্যক্তি যদি কাফির অবস্থায়ই যিনা, সমকামিতা ইত্যাদি গুনাহে অভ্যস্ত হয় এবং এ অবস্থাতেই ঈমান আনয়ন করে তাহলে যতদিন পর্যন্ত ঐ গুনাহ ত্যাগ না করে, ততদিন পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে আসবে না। অর্থাৎ কাবীরা গুনাহ ঈমানের প্রতিবন্ধক বা কাবিরা গুনাহ সম্পাদনকারী মুমিন নয়। এটা কাদের বিশ্বাস (আক্বীদাহ)? খারিজিদের আক্বীদাহ।

লণ্ডনে অবস্থানরত এই দাঈ বলেছে যে, সে এবং তার বন্ধুরা দাঈ। তারা কিসের দাঈ (কোন পথের দাঈ?) খারেজী আক্বীদাহর দিকে আহ্বানকারী। তারা খারেজী আক্বীদাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এই বিশ্বাস করা যে "কাবীরা গুনাহগার যদি তাওবা করার পূর্বেই মারা যায় তাহলে সে কাফির। ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না।" এটা খারিজীদের আক্বীদাহ। যারা 'আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য থেকে বের হয়ে তাকে কাফির বলেছিল।"

(মুহাম্মাদ ইবনে সুরুরের মতামত খণ্ডনে প্রদত্ত মুহাম্মাদ আমান আল-জামী (রহিমাহুল্লাহ) এর ক্যাসেট থেকে)।

কাবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হতো। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া বা আখিরাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন অথবা ক্ষমা করে দিতেন। এ পাপের কারণে তাদেরকে কাফির বলা হতো না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্য তিনি চান (সূরা আন নিসা ৪/৪৮, ১১৬)।

ছ্বহীহ হাদিছে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন যে সকল বান্দার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার নির্দেশ প্রদান করবেন।[৭৩] এগুলোর দ্বারা তাওহীদপন্থীদেরকে বুঝানো হয়।

যাদের পাপ রয়েছে তারা পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে। আযাব প্রাপ্ত হওয়ার পর তাদের তাওহীদ ও আক্বীদার কারণে জাহান্নাম থেকে বের করা

---

[৭৩] ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিছ আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ، قال : (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى : ((أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)) ، فيُخرجون قد إسودّوا، فيُلقون في نهر الحيا أو الحياة – شك مالك – فينبُتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية) . رقم (٢٢)

তিনি বলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত বাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নাম বাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে তাকে তাকে বের করো। তখন তাদেরকে এমতাবস্থায় বের করা হবে যে, তারা কালো বর্ণে পরিণত হয়েছে। এরপর হায়াতের নদী/জীবন নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তারা যেভাবে নালার কিনারায় বীজ অঙ্কুরিত হয় সেভাবে নতুন জীবন লাভ করবে। তুমি কি দেখনি যে তা হলুদ বর্ণে প্যাঁচযুক্ত গজায়। ছ্বহীহ বুখারী হা/২২।

হবে। তাওহীদপন্থী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিলে সে জাহান্নামে প্রবেশই করবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যার জন্য চান ক্ষমা করেন। *(সূরা আন নিসা ৪:৪৮)*

তাদের কথা মূর্খের কথা। মূর্খতা একটা মারাত্মক কষ্টদায়ক রোগ। আল্লাহর আশ্রয় চাই। বর্তমানের অনেক দাঈর এই সমস্যা রয়েছে; যারা মূর্খতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথে আহ্বান করে। তারা মূর্খতার কারণে ফিতনায় পতিত হয় ও মানুষকে বিনা কারণে কাফির বলে। তাওহীদ সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে নমনীয় থাকে।[৭৪] এই মূর্খের কাণ্ড দেখুন সে 'আক্বীদার বিষয়কে তুচ্ছভাবে

---

[৭৪] তাদের একজন বলেছে যে, সে তাওহীদ শিক্ষা গ্রহণ করাকে তুচ্ছ মনে করে। অথচ প্রত্যেক নাবী, রসূল 'আলাইহিমুস সালাম যুগ যুগ ধরে তাদের জাতিকে তাওহীদের দিকেই আহ্বান করেছেন।

তিনি 'হাকাযা ইলমুল 'আম্বিয়া' নামক গ্রন্থের ৪৩-৪৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন: নিশ্চয়ই তাওহীদ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক সাব্যস্ত করা এটা মহান ও ভিত্তিমূলক বিষয়। সকল নাবী, রসূল 'আলাইহিমুস সালাম এই এক পথের প্রতিই আহ্বান করেছেন এবং তা জটিলতা ও দূর্বোধ্যতা মুক্ত সুস্পষ্ট বিষয় যা সবাই বুঝতে পারে। দশ মিনিট ব্যাখ্যা করলেই যেকোন ব্যক্তিই সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়।

আমি বলব এ বিষয়টি যদি তাই হতো তাহলে সাইয়্যিদ কুত্বব, হাসানুল বান্না এবং তাদের দলের লোকেরা আক্বীদাহর ক্ষেত্রে যাদের পদস্খলন ঘটেছে তারা দশ মিনিট দূরে থাক দশ বছরেও বুঝতে সক্ষম হয়নি কেন?

যদি বিষয়টি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ধারাবাহিকভাবে রসূল প্রেরণ করেছিলেন্ কেন?

নূহ 'আলাইহিস সালাম তার ক্বওমকে কেন নয়শত পঞ্চাশ বছর যাবত দাওয়াত দিয়েছিলেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ তাদের সাথে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছে। (সূরা হুদ আয়াত ৪০)

কেন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তের বছর যাবত অবস্থান করে তাওহীদের দিকে আহ্বান করলেন? কেনইবা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক জুমু‘আর খুত্বাহ ও প্রত্যেক মাশওয়ারার সময় বারবার বলতেন,

شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

“সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব আবিষ্কৃত বিষয় আর প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী/ভ্রষ্টতা। (মুসলিম হা/৮৬৭)

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সল্লাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত আবস্থায়ও বলেছেন,

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

আল্লাহ তা‘আলা খ্রিষ্টানদের উপর লা‘নাত বর্ষণ করুন। তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ (সাজদার স্থল) বানিয়েছে। (বুখারী হা/১৩২৪, ১২৬৫)

এতদসত্ত্বেও আমরা একটা দলকে পাই যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনের যুদ্ধে যাওয়ার পথে বলেছিল,

اجعل لنا ,ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

তাদের যেমন যাতে –আনওয়াত্ব রয়েছে আপনি আমাদের জন্যও তেমনি যাতে আনওয়াত্ব নির্ধারণ করে দিন (ইবনু হিব্বান হা/৬৭০২)

ঐ সকল আরব যারা মক্কা বিজয়ের পর হুনায়ন আভিযানের পূর্বে দশ মিনিট বাদ দিলাম দশ দিন বা বিশদিন সময় পেয়েছিল তারাও কেন বুঝতে সক্ষম হলো না ?

সুতরাং দাঈ ও অন্যান্যদেরকে এ ব্যাপারে সর্তক থাকা উচিত যে, তাওহীদ শিক্ষা লাভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাস ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে তাওহীদ শেখাও। বারবার তাওহীদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

মহা সত্যবাদী নাবী মুহাম্মাদ্দ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার তাওহীদ নিয়ে বারবার আলোচনা করার গুরুত্ব বুঝায়। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يبعث الله على رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة دينها

“আল্লাহ প্রতি একশত বছর পর পর একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন যিনি এই উম্মাহর দীনকে সংস্কার করেন” (আবু দাউদ হা/৪২৯১, ফাতহুল বারী ১৩/২৯৫)

অথচ লিওয়াত্ব (সমকামিতা) কে মারাত্মক মনে করে। কোনটি বেশি মারাত্মক? শিরক নাকি লিওয়াত্ব? আমরা আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করি।

প্রশ্ন-৩০ : ‘মানহাজুল আম্বিয়া’ নামক পূর্বোক্ত কিতাবের ব্যাপারে অবস্থান কী হওয়া দরকার?

উত্তর : কিতাবে থাকা সমস্যাবলির সমাধান করতে হবে। উক্ত বই লাইব্রেরি থেকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাহ আস-সাঊদিয়্যাহ তে উক্ত বইয়ের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।[৭৫]

মানুষ কে তাওহীদ শেখানো এতই সহজ হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদ প্রেরণ করতেন না। দীন থেকে সবচেয়ে বেশি যে জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা হলো তাওহীদ ।

[৭৫] সম্মানিত শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে ২৯/১২/১৪১৩ হিজরীতে তায়েফ শহরে “আফাতুল লিসান” নামক শিরোনামের বক্তৃতানুষ্ঠানে মুহাম্মাদ সুরুর ইবনে যায়নুল আবিদীনের কথা ও আক্বীদাহর কিতাবের ক্ষেত্রে তার অবস্থান কী বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।

শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) উত্তরে বলেন, ‘তার কথা মারাত্মক ভুল। বিশুদ্ধ কথা হলো আক্বীদাহর কিতাবগুলো অন্তঃসারশূন্য নয়, নয় শুধু আল্লাহ বলেন ও তার রসূল বলেন। আল ক্বুরআন ও সুন্নাহকে অন্তঃসারশূন্য বলা তো ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হওয়ার নামান্তর। এটা খুবই দুর্বল ও শয়তানী কথা। বই বিক্রির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, “যদি বইয়ে এ কথা থাকে তাহলে উক্ত বই বিক্রি করা বৈধ নয়। বরং তা বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। (উল্লেখিত ক্যাসেট থেকে সংগৃহিত)

মুহাম্মাদ সুরুরের মত হাসান আত-তুরাবী বলেন, “বর্তমান যুগের ফিক্বহুল “আক্বীদাহর জন্য প্রাচীন কালের ‘আক্বীদাহ শাস্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নতুনভাবে সমাধান পেশ করতে হবে। সালাফদের প্রথাগত রীতি পরিত্যাগ করতে হবে।”

তিনি আরো বলেন, আমাদের উচিত উসূলুল ফিক্বহ (ফিক্বহ শাস্ত্রের মূলনীতি) এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। আমার মতে উসূলুল ফিক্বহের প্রতি বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, তা শুরু হয় ক্বুরআন দ্বারা। এর থেকে প্রকাশ পায় যে,

প্রশ্ন-৩১ : বর্তমানে ইসলামী সমাজকে জাহিলী সমাজ বলা কি জায়েয?

উত্তর : রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসাবে প্রেরণের মাধ্যমে সাধারণ জাহিলিয়্যাত বিদূরিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামী সমাজকে ব্যাপকভাবে জাহিল সমাজ বলা বৈধ নয়।[৭৬]

আমাদের জন্য নতুনভাবে ক্বুরআনের তাফসীর করা খুবই প্রয়োজন। যদি আপনারা তাফসীর গ্রন্থসমূহ পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে, সেগুলো তৎকালীন যুগে সংঘটিত ঘটনার সাথে যুক্ত। প্রত্যেক তাফসীরেই যে যুগে রচিত হয়েছে সে যুগের চিন্তা-চেতনার বর্ণনা বিদ্যমান। তবে শুধুমাত্র এ যুগেই আমরা বর্তমান যুগের বর্ণনা সম্বলিত কোন পূর্ণ তাফসীর পাই না। (আত-তুরাবী, তাজদীদুল ফিকরিল ইসলামী পৃ. ২৪-২৫ আদ-দার আস-সা'উদিয়্যাহ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৭ হি.।

আমি বলব, (তার এই কথার দ্বারা সে বলতে চাচ্ছে যে, সে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের পরিবর্তিত প্রবৃত্তির দ্বারা তাফসীর করতে হবে। বা তাফসীরে রদবদল করতে চায়। সে জানে না যে, তাফসীর নির্দিষ্ট উৎসের সাথে সীমাবদ্ধ। তাফসীরের উৎস সমূহ হলো:

১. ক্বুরআন দ্বারা ক্বুরআনের তাফসীর করা।

২. সুন্নাহ দ্বারা ক্বুরআনের তাফসীর করা।

৩. ছাহাবীদের ক্বওল বা মত দ্বারা ক্বুরআনের তাফসীর করা।

৪. ক্বুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ভাষা দ্বারা ক্বুরআনের তাফসীর করা।

ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত চারটি উৎসই শুধুমাত্র ক্বুরআনুল কারীমের তাফসীরের উৎস হতে পারে। যুগ, মতবাদ ও মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জ্ঞান গরীমাগত দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে উল্লেখিত চারটি উৎসের কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না।

[৭৬] মুসলিম সমাজকে ব্যাপকভাবে জাহিলী সমাজ বলা ইসলামী সমাজকে তাকফির করা বা কাফির সমাজ বলারই নামান্তর। অথচ সাইয়্যিদ ক্বুতুব এ কাজটি বারবার করেছেন। এখানে উদাহরণ হিসাবে তার মন্তব্য পেশ করা হলো: তিনি "মা'আলিম ফিত্ব ত্বরীক্ব" নামক গ্রন্থের ১০১ নং পৃষ্ঠায় বলেন" ইসলামী সমাজ দাবিদার যে সমাজগুলো হাকিমিয়্যাহ বা বিচার ফায়ছালার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে মানে না তারাও জাহিলী সমাজ বলে গণ্য হবে। উলুহিয়্যাত 'উবুদিয়্যাত এর ক্ষেত্রে এক আল্লাহকে মানলেও শুধু হাকিমিয়্যহ (বিচার ফায়ছালার) ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করায় তারা জহিলিয়্যাহ সমাজের আওতায় পতিত হয়।

এটা প্রমাণিত হলো যে ইসলাম এসকল সমাজকে একই সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছে। এই সমাজগুলো এবং এগুলোর নিয়ম-কানুনকে ইসলামী বলাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তিনি তার "আল 'আদালাহ আল ইজতিমাঈয়্যাহ " নামক গ্রন্থে "দীন ইসলাম অনুধাবনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এই বর্ণনার আলোকে যখন আমরা পুরো পৃথিবীকে পর্যালোচনা করি তখন এই দীনের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাই না। মানব জীবনে إفراد الله سبحانه بالحاكمية বা বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদপন্থীদের নিঃশেষের মাধ্যমে দীনও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। আমাদের উচিত এই বেদনাদায়ক বাস্তবতাকে স্বীকার করা এবং তা (জনগণের মাঝে) প্রকাশ করা; যাতে আমরা মুসলিম হতে ইচ্ছুক অধিকাংশ মানুষের ন্যায় নিরাশ না হই–বরং তারা কীভাবে মুসলিম হবেন তা (সেই পদ্ধতি) নিশ্চিত ভাবে জানা তাদের অধিকার।

সাইয়্যিদ কুত্বুব তার "যিলালিল কুরআনের" ২য় খণ্ডের ১০৫৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন, ইসলামের আগমনকালে মানবতার যে (বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল বর্তমানে সে অবস্থার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন নাযিলের সময় মানবতার যে অবস্থা ছিল আজ মানবতা সে অবস্থায় ফিরে গেছে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াতসহ দীন যে সময়ে আগমন করেছিল আজ মানবতা সে অবস্থায় অধঃপতিত হয়েছে। মানবতা সৃষ্টির দাসত্বে এবং বিভিন্ন ধর্মের জুলুম নির্যাতনে ফিরে গেছে। তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা তাওহীদ হতে পশ্চাদগমন করেছে।

বর্তমানে যদিও পৃথিবীর পূর্ব–পশ্চিম প্রান্তের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পুনরাবৃত্তি করে কিন্তু তারা এর তাৎপর্য অনুধাবন করে না। এরা মারাত্মক পাপী। ক্বিয়ামাতের দিন এরা কঠোর আযাবের সম্মুখীন হবে। কেননা এদের সামনে হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার এবং ইসলামে প্রবেশ করার পরে তারা সৃষ্টির দাসত্বে ফিরে গেছে।"

"মুহাম্মাদ সুরুর আলেমদেরকে এমন কথার দ্বারা কটাক্ষ করার ও অপবাদ দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে যে, সে বলেছে তারা দাসের দাসের দাসের দাস"।

সাইয়্যিদ কুত্বুব যে ব্যাপকভাবে ইসলামী সমাজকে কাফির সমাজ বলেছেন তা ইউসুফ আল ক্বারযাবীও স্বীকার করেছেন। ইউসুফ ক্বারযাবী তার "আওয়্যালিয়্যাতুল হারাকাত আল ইসলামিয়্যাহ গ্রন্থের ১১০ নং পৃষ্ঠায় বলেন, "সাইয়্যেদ কুত্বুব তার গবেষণার শেষ পর্যায়ে এমন কিছু বই পুস্তক প্রকাশ করেছে যেগুলো ইসলামী সমাজকে তাকফির করা, ইসলামী ব্যবস্থাপনার

তবে ব্যক্তি বিশেষ, দল বিশেষ (বাকি আছে) বলা যেতে পারে, তা বৈধ।

قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لبعض أصحابه : (إنك امرؤٌ فيك جاهلية)، وقال – صلى الله عليه وسلم – : (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة) .

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিশেষ ছাহাবীকে বলেছেন "তুমি এমন ব্যক্তি যার মাঝে জাহিলিয়্যাত বিদ্যমান।[৭৭] তিনি আরো বলেন,

---

প্রতি আহ্বানে বিলম্ব করা এবং সকল মানুষের উপর আক্রমণাত্মক জিহাদের ঘোষণা করার পানি সিঞ্চন করেছে। শাহীদের (সাইয়্যিদ ক্বুত্ববের) যিলালিল ক্বুরআন, মা'আলিম ফিত ত্বরীক্ব এবং আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদ্বারাহ নামক গ্রন্থে এর জ্বাজল্যময় প্রমাণাদি বিদ্যামান।

এমনিভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমীদের নেতা ফরীদ আব্দুল খালেক তার "আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন ফিমিযানিল হাক্ব নামক গ্রন্থের ১১৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন,

"পঞ্চাশের দশকের শেষে ও ষাটের দশকের শুরুতে ক্বানাত্বিরের কারাগারে অন্তরীণ থাকাবস্থায় ইখওয়ানুল মসলিমীনের কিছু যুবকের মাঝে তাকফিরী চিন্তার উদ্ভব হয়। তারা সাইয়্যিদ ক্বুত্ববের চিন্তা চেতনা ও তার লিখনি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তারা তার পুস্তকাদি থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করেছে যে, বর্তমান সমাজ জাহিলিয়্যাতের অবস্থায় রয়েছে। যারা আল্লাহ প্রদত্ত্ব বিধান ব্যতিরেকে অন্য বিধান দ্বারা বিচার ফায়ছালা করে তাদেরকে এবং সন্তুষ্টচিত্তে সে বিচার গ্রহীতাকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন।

[৭৭] ইমাম বুখারী ও অন্যান্য ইমামগণ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ওয়াছ্বিল ইবনে আল আহদ্বাব মা'রুফ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবু যার এর সাথে রাবযা নামক স্থানে সাক্ষাত করলাম তিনি এবং তার দাস হুল্লাহ (সুন্দর পোশাক বিশেষ) পরিধিত ছিলেন। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি প্রতুত্তরে বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে গালি দেয়ার সময় তার মাকে নিয়ে তিরস্কার করেছিলাম। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আবু যার, তুমি এমন ব্যক্তি যার মাঝে জাহিলী যুগের

আমার উম্মতের মাঝে চারটি জাহিলিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। তারা সেগুলো পরিত্যাগ করবে না। তারা বংশ মর্যাদা নিয়ে অহংকার করবে। বংশ মর্যাদা নিয়ে তিরস্কার করবে। তারকার দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করবে। মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করে কাঁদবে।[৭৮]

প্রশ্ন-৩২ : যারা বলে যে বর্তমানে ইসলামী উম্মাহ অনুপস্থিত, তাদের ব্যাপারে আপনার মতমত কী?

উত্তর : বর্তমানে উম্মাতে ইসলামী অনুপস্থিত"[৭৯] বলার দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র সমূহকে তাকফীর (কাফির বলা) করা হয়। কেননা এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বর্তমানে কোনো ইসলামী উম্মাহ নেই। এটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ বিরোধী। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله – تبارك وتعالى – وهم على ذلك

আমার উম্মাহর একটি দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদেরকে যারা বর্জন করবে অথবা যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। যতই ভ্রষ্টতা ,দলাদলি কুফুরী ছড়িয়ে পড়ুক না কেন অবশ্যই এই আত ত্বয়িফাহ আল মুসলিমাহ (ইসলামী দল) অব্যাহত থাকবে।

আল্‌হামদুলিল্লাহ, বর্তমানে উম্মাতে ইসলামী অনুপস্থিত নয়। তবে ইসলামী সমাজ অথবা আত ত্বয়িফাহ আল মানছুরাহ হওয়ার জন্য পূর্ণভাবে মা'ছিয়্যাত বা পাপমুক্ত হওয়া শর্ত নয়। কেননা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি

বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের জন্য বিশেষ নিয়ামত (ছ্বহীহ বুখারী ৩০)।

[৭৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৪৪।

[৭৯] বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত বর্তমানের কিছু দাঈ যারা স্ব-দাবিতে ইসলামী রেনেসাঁর নেতা তাদের জনৈক দাঈ তারিফ শহরে "আল উম্মাহ আল গায়িবাহ শীর্ষক আলোচনায় একথা বলেন"।

ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীদের যুগেও মা'ছিয়্যাত ছিল। তবে সে গুলোর বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করা হতো।

প্রশ্ন-৩৩ : আল কুত্বুবিয়্যাহ নামক কিতাবের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আপনি কি আমাদেরকে তা পাঠ করার জন্য নছীহত করবেন? সমালোচনা গ্রন্থ লেখা কি সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ অনুযায়ী সঠিক?

উত্তর : বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডন করা সালাফদের সুন্নাত-নীতি। সালাফগণ বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডনে অনেক কিতাব লিখেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হামবাল (রাহিমাহুল্লাহ) নাস্তিকমনা ও বিদ'আতীদের মতামত খণ্ডনে, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) দার্শনিক যুক্তিবাদী, সুফীবাদী ও কবর পূজারীদের মতামত খণ্ডনে, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) হক্বের উন্মোচন ও প্রচারের জন্য অনেক সমালোচনা গ্রন্থ লিখেছেন যাতে মুসলিম উম্মাহ পথভ্রষ্ট হয়ে বিপথগামী বিরুদ্ধবাদীদের অনুসরণ না করে। এগুলো মূলত উম্মাহর কল্যাণ কামিতারই বহিঃপ্রকাশ।

আল কুত্বুবিয়্যাহ ও অন্যান্য বই পুস্তকে যেটুকু সঠিক থাকবে তা গ্রহণ করতে হবে। যদি সমালোচক সমালোচনার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদী সমালোচিত ব্যক্তির মত তার বই, ক্যাসেট পৃষ্ঠা নং খণ্ড নং সহ হুবহু উল্লেখ করে মতামত খণ্ডন করে তবে তাতে সমস্যার কিছু নেই। এটা হতে হবে একমাত্র উম্মাহকে নছীহত প্রদানের উদ্দেশে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে খাটো করার উদ্দেশে নয়। আল কুত্বুবিয়্যাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে কারো উপর নিছক মিথ্যা আরোপ করা হয়নি। বরং বিরোধীদের কথাকে স্বশব্দে উল্লেখ করা হয়েছে, মনগড়াভাবে কাটছাট করে বা ভাব ঠিক রেখে বানিয়ে উল্লেখ করা হয়নি। ইবারত, শব্দ, খণ্ড, পৃষ্ঠা লাইন নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কিইবা সমস্যা?

আমাদের জন্য সাধারণ মানুষদের থেকে এ দোষগুলো গোপন রাখা সাধারণ জনগণকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। আমরা বলব, যুবক ও সাধারণ লোকদের হাত থেকে এসকল বই পুস্তক দূরে রাখুন। এগুলোতে রয়েছে লূহাওয়া (আগুন) ও ভুলভ্রান্তি। এগুলো মূলত উম্মাহকে

ধোঁকা দেওয়া। এ কাজ জায়েয নয়। অবশ্যই বর্ণনা করতে হবে ও নছীহাহ প্রদান করতে হবে। অবশ্যই সৎকাজের আদেশ সমালোচনা গ্রন্থ প্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে এ কাজকে কেউ কখনো খারাপ বলেনি। এর সমালোচনা ও করেনি। আল-হামদু লিল্লাহ। অবশ্যই বর্ণনা করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৪ : বর্তমানের কিছু যুবকের মাঝে আক্বীদাহ শিক্ষা করা, এ ব্যাপারে পড়াশুনা করা ও এর উপর গুরুত্ব প্রদানের প্রতি অনীহা ও বিমুখতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তাদেরকে অন্যান্য ব্যাপারে মশগূল থাকতে দেখা যাচ্ছে। এ জাতীয় যুবকদের ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী?

উত্তর : পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক। দরুদ বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার ও সকল সঙ্গী সাথীর উপর।

পরকথা হলো, আমি যুবকদেরকে এবং সকল মুসলিমকে উপদেশ প্রদান করি যেন তারা অন্যান্য বিষয় শেখার পূর্বেই আক্বীদা শেখার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে।[৮০] কেননা আক্বীদাই মূল। সকল আমল কবুল হওয়া ও না

---

[৮০] শায়খ তামিম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে এ মত (মানহাজ গ্রহণ করেছেন):

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দীন হলো কল্যাণ কামিতা। আমরা (ছাহাবীগণ) বললাম কার জন্য? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য ও সকল মুসলিম জন্য, সাধারণের জন্য। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৫)

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় দিক নির্দেশনা স্বরূপ বলেন, তাদেরকে প্রথমে যে বিষয়ের আহ্বান করবে তা হলো তারা যেন, আল্লাহর একত্ব-তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করে। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯৩৭)

হওয়া আক্বীদা (বিশ্বাস) এর বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। আক্বীদা যদি সকল নাবী-রসূল আলাইহিমুস সালামদের, বিশেষত শেষ নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাপ্ত ওহী অনুযায়ী বিশুদ্ধ হয় তাহলে সকল আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও আল্লাহ ও তার রসূলের শরী'আত অনুযায়ী হলেই মাত্র তা কবুল করা হয়। আর যদি আক্বীদা বাতিল ও ভ্রষ্ট হয়, যদি তা প্রতিষ্ঠিত হয় পার্থিব লাভ, বাপ-দাদার (পূর্ব পুরুষের) অন্ধ অনুকরণের উপর অথবা যদি আক্বীদা শিরকযুক্ত হয় তাহলে সকল আমল পরিত্যাজ্য হবে। যদিও উক্ত ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমল করুক না কেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুধু তারই সন্তুষ্টির জন্য ও তার রসূলের পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া ছাড়া কোনো আমল গ্রহণ করেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মুক্তি ও তার আমলের কবুল হওয়া কামনা করে এবং প্রকৃত মুসলিম হতে চায় তার উচিত হবে, আক্বীদার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া, ছ্বহীহ 'আক্বীদা ও আক্বীদা বিরোধী বিষয়াবলি সম্পর্কে জানা, যাতে তার আমল বিশুদ্ধ 'আক্বীদা অনুযায়ী হয়। তবে এটা একমাত্র আলেম ও বিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই সম্ভব, যারা উম্মাহর সালাফে ছ্বলিহীনের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছেন।[৮১]

আল্লাহ তা'আলা নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

'জেনে নাও যে তিনি আল্লাহ, এক ও একক। তিনি ভিন্ন আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তুমি তোমার গোনাহের জন্য ও মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো'। *(সূরা মুহাম্মাদ আয়াত ১৯)*

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন এভাবে,

باب العلم قبل القول والعمل

'কোনো কথা বলা বা কোনো কাজ করার পূর্বে সে সংক্রান্ত বিষয়ে ইলম অর্জনের অধ্যায়' (ছ্বহীহ বুখারী ১/৩৭)।

---

[৮১] তারা হলো, আহলুল 'ইলমগণ যাদেরকে উম্মাহর কল্যাণকামী, মানহাজে অটল ও একনিষ্ট বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে যেন কোন প্রবৃত্তিপূজারী ও ভ্রষ্টদল ফিরকাবাজ না হয়।

“তিনি فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ জেনে নাও যে তিনি আল্লাহ এক ও একক। তিনি ভিন্ন আর কোনো সত্য ইলাহ নাই। এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন (*সূরা মুহাম্মাদ আয়াত ১৯*)।

আল্লহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

‘মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে আছে। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়’। *(সূরা আল আছর)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি থেকে মুক্তিকে ৪টি মাসআলার উপর নির্ভরশীল করেছেন:

প্রথম মাসআলা : “ঈমান” অর্থাৎ ছহীহ আক্বীদা”।

দ্বিতীয় মাসআলা : বিশুদ্ধ আমল ও বিশুদ্ধ কথা : বিশুদ্ধ আমল ও বিশুদ্ধ কথা ঈমানের অংশ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য খাছ্বকে (বিশেষ বিষয়কে) আম (ব্যাপক বিষয়ের) উপর আতফ (পুনঃউল্লেখ) করেছেন। নতুবা আমল আগে থেকেই ঈমানের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

তৃতীয় মাসআলা : হক্ব বা সত্য পথের নছীহত প্রদান করবে অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সৎ কজের আদেশ প্রদান করে ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। যেহেতু মুসলিমরা “(আল-আমরু বিল মা'রুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার) সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ বিষয় থেকে বাধা প্রদান করা বিষয়ে আদিষ্ট; সুতরাং প্রথমে নিজেকে সংশোধন করে মানহাজ সম্পর্কে জেনে অপরকে সে পথে আহ্বান করবে।

চতুর্থ মাসআলা : একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়া। আল্লাহর পথে সৎকাজের আদেশ প্রদানে যে কষ্ট বিপদ-আপদ, মুছীবতের সম্মুখীন হবে সে ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করবে।

এই চারটি মাসআলার বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে কোনো মুসলিমের সৌভাগ্যবান হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও মানুষের মতামত, বৈশ্বিক বিষয় ইত্যাদির প্রতি তাওহীদ শেখার পরে মনোযোগ

দেবে; যাতে ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানতে পারে এবং মানুষকে বর্তমানে ঘূর্ণায়মান বিভিন্ন অহিতকর বিষয়, ভ্রান্ত আহ্বান থেকে সতর্ক করতে পারে। তবে এটা হতে হবে আল্লাহ তা'আলা ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান ও 'ইলমের অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পরে।

'আক্বীদাহ ও দীনী বিষয়ের 'ইলম ছাড়াই সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক কাজ-কর্মে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা ব্যক্তির কোনো উপকার হয় না। বরং অহেতুক কাজে সময় অপচয় করা হয় মাত্র। সে হক্ব ও বাত্বিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। অনেক 'আক্বীদা জ্ঞানহীন ব্যক্তি এসকল কাজে লিপ্ত হয়ে নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে। তাদের নিকট সুস্পষ্ট কোনো 'ইলম না থাকার কারণে তারা মানুষকে সংশয়ে ফেলে দেয়।[৮২]

তাদের নিকট ভালো মন্দ নিরূপণ করা, কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য নাকি পরিত্যাজ্য, কোন কাজ কীভাবে সমাধান করতে হবে এ সংক্রান্ত কোন 'ইলম নেই।

'আক্বীদা ও দীন সম্পর্কে বিশুদ্ধ 'ইলম না থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের অনেকের নিকট সন্দেহ-সংশয়ের অবতারণা ঘটে। তারা হক্বকে বাতিল এবং বাতিলকে হক্ব মনে করে।

প্রশ্ন-৩৫ : অনেক যুবক সালাফে ছ্বলিহীনের 'আক্বীদাহ বিশুদ্ধকারী বই-পুস্তক থেকে বিমুখ হয়েছে। যেমন ইবনু আবি আছিমের আস-সুন্নাহ নামক গ্রন্থ ও সালাফদের অন্যান্য গ্রন্থ, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ, সুন্নাত ও সুন্নাতপন্থীদের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা এবং বিদ'আত ও বিদ'আতীদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়। এগুলো ছেড়ে তারা কথিত চিন্তাবিদ ও দাঈদের বই-পুস্তক পাঠে মগ্ন হয়, যাদের লিখনি ও কথা-

---

[৮২] এটা বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনকারী দলবাদীরা যারা তাদের আলোচনা, বক্তৃতা, বাণী ও লিখনিতে বিভিন্ন মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি করে। আমরা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য হিদায়াত ও সঠিক দীনের উপর অটল থাকা কামনা করি।

বার্তায় সালাফদের বিরোধিতা রয়েছে। সুতরাং ঐ সকল যুবকদের ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী? তাদের আক্বীদাহ বিশুদ্ধ করতে সালাফদের কোন কোন বই পড়তে উপদেশ দিবেন?

উত্তর : আমরা যখন জানলাম যে ‘আক্বীদা শেখা ও শেখানো ওয়াজিব, তখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আমরা কোন কোন উৎস থেকে ‘আক্বীদা গ্রহণ করব? কাদের নিকট থেকে ‘আক্বীদার শিক্ষা গ্রহণ করব?

যে সকল উৎস থেকে তাওহীদ, ঈমান ও আক্বীদাহ গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম, হাদীছ ও সালাফগণের মানহাজ।

পবিত্র ক্বুরআন আক্বীদাহ, আক্বীদাহ বিরোধী বিষয় এবং এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টিকারী বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে।[৮৩] এমনিভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ, সীরাত, দাওয়াত এবং তার হাদীছসমূহও আক্বীদা বর্ণনা করেছে।[৮৪] অনুরূপভাবে সালাফে ছ্বলিহীন: ছাহাবী[৮৫], তাবি‘ঈ ও তাবি‘ঈ তাবি‘ঈগণও আক্বীদার কথা বর্ণনা করেছেন। তারা মানুষের জন্য ক্বুরআনের তাফসীর, হাদীছের ব্যাখ্যা ও আক্বীদাহর

---

[৮৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আর আপনার রব ভুলে যান না। *(সূরা মারইয়াম আয়াত নং ৬৪)।*

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। *(সূরা আল মায়িদাহ আয়াত নং ০৩)*

[৮৪] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট উজ্জ্বল দীনের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত ও দিনের মত স্বচ্ছ। একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তা থেকে বিচ্যুত হবে না (মুসতাদরাকে হাকিম ১/৯৫)।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি জিনিস রেখে গেলাম তোমরা এ দু’টি জিনিসের পর বিপথগামী হবে না: আল্লাহর কিতাব (আল ক্বুরআন), আমার সুন্নাহ (মুসতাদরাক হাকিম ১/৯৩)।

[৮৫] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা শুধু ইত্তিবা করো। বিদ‘আত করো না। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

ব্যাখ্যার প্রতি যত্নশীল হয়েছিলেন। সুতরাং বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ অন্বেষণের ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলের পর সালাফদের মতের প্রতি ফিরে যেতে হবে। সালাফদের মতামতগুলো তাফসীর গ্রন্থাবলি ও হাদীছের ভাষ্যগ্রন্থাবলিতে সংরক্ষিত রয়েছে। আরো স্বতন্ত্রভাবে আক্বীদাহর কিতাবাদিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

পরবর্তী প্রশ্ন: কাদের নিকট 'আক্বীদাহ গ্রহণ করব?

তাওহীদের অনুসারী, তাওহীদপন্থী আলিম যারা পূর্ণভাবে তাওহীদ পড়াশোনা করেছে ও সূক্ষ্মভাবে বুঝেছে তাদের নিকট থেকে তাওহীদ শিখতে হবে। আলহামদু লিল্লাহি তারা বিশেষত তাওহীদের এই দেশে বিদ্যমান রয়েছেন।[৮৬]

কেননা বিশেষভাবে এই দেশের আলিমগণ ব্যাপকভাবে সারা দুনিয়ার সঠিক পথে অটল মুসলিম আলিমদের আক্বীদাতুত তাওহীদ বিষয়ে অবদান রেখেছেন। তারা নিজেরা তাওহীদ পড়ে, অনুধাবন করে সাধারণ মানুষের জন্য তা স্পষ্ট করেন এবং মানুষকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেন। সুতরাং তাওহীদের পথে প্রত্যাবর্তন করতে হলে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ওয়ালা ঐ সকল আহলুত তাওহীদ ও উলামায়ে তাওহীদের নিকট থেকে তাওহীদ গ্রহণ করতে হবে।

আক্বীদাহর কিতাবাদি থেকে মুখ ফিরিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক বই-পুস্তক এবং ওখান থেকে আগত বিভিন্ন মতবাদ চিন্তা-ফিকিরের বই-পুস্তক পড়ার দ্বারা কোন ফায়দা হয় না। বরং এটা হলো যেমন বলা হয় ভীতিপ্রদ পাহাড়ের চূড়ায় উটের পরিত্যক্ত সামান্য কিছু গোস্তের মত, তা এত ওজন বিশিষ্ট নয় যে এমনিতেই গড়ে পড়বে অথবা আরোহণ করার পথও এত সহজ নয় যে কেউ আরোহণ করে তা আনবে। ঠিক এ বই-পুস্তকগুলো এমন যা দ্বারা অজ্ঞতা দূর হয় না এবং এর দ্বারা ইলমের উপকার হয় না।[৮৭] কিন্তু যারা তাওহীদ, 'আক্বীদাহ ও উলুমুশ-শারী'আ হতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পর অসার কথাবার্তায় লিপ্ত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাহরুম করেছেন। তারা বই-পুস্তক ও পত্রিকাদি বেফায়দা কথাবার্তা দ্বারা পূর্ণ করে।

---

[৮৬] এখানে উদ্দেশ্য হলো সউদী আরব।

[৮৭] আয় আল্লাহ আমাদের থেকে এগুলোকে দূরে রাখো এবং আমাদেরকে বেশি বেশি তাওহীদের ইলম দান করো ।

তাদের এই কথাবার্তায় উপকারের চেয়ে অপকার বেশি। সুতরাং উপকারী বিষয় পরিত্যাগ করে এসকল বই-পুস্তক, পত্রিকা পাঠ করা উচিত নয়। বিশেষত ছাত্র ও প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য এসকল লেখা পাঠে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এগুলো পাঠ করাতে মোটেও উপকার নেই। বরং শুধুই সময় নষ্ট হয়। এগুলো পাঠের কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনা বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং সময় নষ্ট করে।

অতএব, সকল মানুষের জন্য ওয়াজিব হলো, পাঠের জন্য উপকারি বই-পুস্তক পছন্দ করা। এমন বই-পুস্তক পছন্দ করা যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর জন্য সাহায্যকারী হয় এবং সালাফে ছলিহীনের বুঝের ব্যাখ্যাকারী হয়। ইলম হলো আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন, তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেছেন।

ইবনুল ক্বায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة هم أولو العرفان

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فلان

"ইলম হলো আল্লাহ যা কিছু বলেছেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেছেন, তার ছাহাবীরা যা বলেছেন, তারা হলেন প্রজ্ঞাবান। যা তোমাকে কুরআন-হাদীছের বক্তব্যের সাথে অমুকতমুকের মতপার্থক্যের দিকে ঠেলে দিবে, তা ইলম নয়"।[৮৮]

প্রশ্ন-৩৬ : যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ (আলেম-উলামার) ধারণকৃত (অডিও/ভিডিও) ইলমী দারস ও বিশ্বস্ত আলেমগণের চলমান দারস নিয়মিত গ্রহণ করা থেকে বিমুখ হয়েছে। তারা এ কাজকে গুরুত্বহীন ও কম উপকারী মনে করে বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় ঝুঁকে পড়েছে। তারা মনে করছে, যেহেতু উক্ত আলোচনা

---

[৮৮] (ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ কর্তৃক প্রসিদ্ধ ক্বছিদাহ। (আল ক্বছীদাহ আন নাওয়াবিয়্যাহ)।

সভাগুলোতে সমকালীন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাই সেগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ রকম যুবকদের প্রতি আপনার দিকনির্দেশনা কী?

উত্তর : এটা আগের মতই। 'আক্বীদাহ ও শারঈ বিষয়াবলির জ্ঞান ছাড়া কেবল সাধারণ লেকচার, সাংবাদিকতা ও চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রতি মনোনিবেশ করার দ্বারা শুধুই বিভ্রান্তি বিস্তৃতি লাভ করে। শুধু সময়ের অপচয়ই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে উদ্ভ্রান্ত হয়, কেননা সে উত্তম জিনিসের বিনিময়ে অনুত্তম জিনিস গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বপ্রথম উপকারী 'ইলম অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

'অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই' *(সূরা মুহাম্মাদ আয়াত ১৯)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ

'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে'। *(সূরা যুমার আয়াত ০৯)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল'। *(সূরা ফাত্বির আয়াত ২৮)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

'তুমি বল, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন'। *(সূরা ত্বহা আয়াত ১১৪)*

কুরআন-সুন্নাহর ‘ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী এরকম আরো অন্যান্য আয়াত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ‘ইলমই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে উপকারী ও কল্যাণকর। এই ‘ইলমই হচ্ছে সেই নূর (জ্যোতি), যার দ্বারা বান্দা জান্নাত ও সাফল্যের রাস্তা দেখতে পায়। আর দেখতে পায় দুনিয়ার পরিচ্ছন্ন পবিত্র জীবন ও পরকালীন সাফল্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً – فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً

‘হে লোক সকল! তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে আঁকড়ে ধরেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে তার পক্ষ হতে দয়া ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তার দিকে সরল পথ দেখাবেন’। *(সূরা আন নিসা আয়াত ১৭৪-১৭৫)*

আমরা প্রতি রাক‘আতেই সূরা আল ফাতিহা পাঠ করি। এ সূরাতেই তো এক মহান দু‘আ রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ – صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

‘আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন (নাবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণ): যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়’।

আল্লাহ যাদের উপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন তারা হলো যারা উপকারী ‘ইলম ও আমালে ছ্বলিহ উভয়টা সাধন করেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً

‘আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসাবে তারা হবে উত্তম’। *(সূরা আন নিসা ৪:৬৯)*

আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল ফাতিহাতে বলেন, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ তাদের পথ নয় যাদের উপর তুমি রাগান্বিত। তারা হলো যারা ‘ইলম অর্জন করেছে এবং আমল বর্জন করেছে। তিনি আরো বলেন, ولا الضالين ‘পথভ্রষ্টদের পথ নয়’। এরা হলো যারা আমল গ্রহণ করেছে এবং ‘ইলম বর্জন করেছে।

প্রথম শ্রেণি সুস্পষ্ট ‘ইলম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নাফরমানি করায় ক্রোধগ্রস্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণি ‘ইলম ছাড়াই আমল করার কারণে পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা যাদের উপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন একমাত্র তারাই মুক্তি লাভ করবে। তারা হলো উপকারী ‘ইলম ওয়ালা এবং উত্তম আমল সম্পাদনকারীগণ। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চিন্তা সর্বদা আমাদের মনে রাখা উচিত।

আর সমকালীন বিষয়াবলিতে মনোযোগ নিবিষ্ট করা ‘যাকে ফিক্বহুল ওয়াক্বি‘ বা ‘চলমান বিষয়ের জ্ঞান’ বলে- এটা হতে হবে শারঈ ফিক্বহ অর্জনের পর। মানুষ শারঈ ফিক্বহের আলোকেই সমকালীন বিষয়, বর্তমান বিশ্বে যা ঘুরপাক খাচ্ছে, তা, নতুন নতুন যে সকল মতবাদ আমদানী হচ্ছে, তার প্রতি দৃষ্টি দিবে। ব্যক্তি ভালো-মন্দ যাচাইয়ের জন্য শারঈ ‘ইলমের সামনে সেগুলো পেশ করবে। শারঈ ‘ইলম ছাড়া হক্ব-বাতিল, হিদায়াত ও ভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য নিরূপণে সে সক্ষম হবে না।[৮৯]

সুতরাং যে ব্যক্তি দীনী ‘ইলম ছাড়াই প্রথমে সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলিতে লিপ্ত হয়, সে এগুলোর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়। কেননা

---

[৮৯] উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় হাইয়াতু কিবারিল ‘উলামার ফাতওয়ার বিরোধিতা করায় ফিক্বহুল ওয়াক্বি‘ এর প্রবক্তাদের দোষ-ত্রুটি, অপারগতা ও প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়েছে। তারা ধারণা করেছে তাদের উস্কানি হালে পানি ফিরে পাবে। তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও চিন্তা-ফিকির অচিরেই চূড়ান্তে পৌঁছবে। কখনোই নয়। তা মোটেই সম্ভব নয়।

এ বিষয়গুলোতে যা কিছু ঘুরপাক খায় তার অধিকাংশই বাতিল, ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে মুক্তি চাই।

প্রশ্ন-৩৭ : গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্রসমূহে কিছু যুবক কথিত দীনী অভিনয় ও ইসলামী সংগীতের আয়োজন করে থাকে, এগুলোর হুকুম কী?

উত্তর : অভিনয়[৯০] আমি জায়েয মনে করি না। প্রথমত এতে উপস্থিতদেরকে মজিয়ে রাখা হয়।[৯১] কেননা তারা অভিনেতার অভিনয় দেখে দেখে হাসে।[৯২]

---

[৯০] শায়খ বাকর ইবনে যায়দ হাফিযাহুল্লাহ আত-তামছীল নামক কিতাবে বলেন "শুরু থেকে অভিনয় অমুসলিমদের নিকট ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক গবেষক এমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, অভিনয় মঞ্চ স্থাপন করা গ্রীক মূর্তিপূজকদের নিকটে 'ইবাদতের নিদর্শন হবে পরিগণিত হয় পৃ. ১৮।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) 'ইক্বতিদ্বা'উ ছ্বিরাতিল মুসতাক্বীম' নামক গ্রন্থের ১৯১ নং পৃষ্ঠায় 'ঈদুশ শা'আনীন' নামক খ্রিষ্টানদের ঈদ প্রসঙ্গে বলেন, তারা যায়তুনের বোরাক বের করে বলে যে, তা হলো ঈসা 'আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার প্রতিচিত্র।

শায়খ বাকর আবু যায়দ ও তার আত-তামছীল গ্রন্থের ২৭-২৮ নং পৃষ্ঠায় এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'আপনি যখন জানতে পারলেন যে উত্তম যুগের মুসলিমদের সাথে অভিনয়ের কোন সম্পর্ক নেই, এর আগমন ঘটেছে অধঃপতন যুগে; হিজরী চতুর্দশ শতকে। তারা এটাকে খেল-তামাশা ও বিনোদনের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে। এরপর তা খৃস্টানদের ইবাদত খানা থেকে বের হয়ে ক্রমশ বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী দল (যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমীন ফিরক্বাহ) এর মাঝে দীনী অভিনয়ের রূপ লাভ করেছে। আপনি যখন এটা জানলেন, অতএব জেনে নিন যে, ইসলামী শরী'আতের নিয়ম-নীতির আলোকে সম্মান ও মর্যাদার কথা হলো এগুলো প্রত্যাখান করতে হবে। সর্বজন জ্ঞাত যে, আমল দু'প্রকার। যথা; ইবাদত ও আদাত (অভ্যাসগত কাজ)

'ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলোঃ আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিষয়কে শরী'আতে ইবাদত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন শুধু সেগুলোই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। অন্য কোন কিছু ইবাদত হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে না।

আদাত বা অভ্যাসগত কাজের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, আল্লাহ তা'আলা যে সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করতে বলেছেন, শুধু সেগুলো অভ্যাস থেকে বারণ করা হবে। অন্য কোন অভ্যাস নিষিদ্ধ করা হবে না।

সুতরাং এর ভিত্তিতে আত-তামছীল আদ দীনী বা দীনী অভিনয় ইবাদত হিসাবে, অনুষ্ঠান হিসাবে, আনন্দ-মজা ও বিনোদনের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। আত-তামছীল আদ-দীনী বা দীন অভিনয়ের শারঈ কোন ভিত্তি নেই। বরং এটি একটি বিদ'আতী কাজ। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

যদি কোন ব্যক্তি আমাদের এই দীনে কোন কিছু বৃদ্ধি করে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত। ছুহীহ মুসলিম হা/১৭১৮

আপনি দেখতে পাবেন, অনেক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু দীনী অভিনয় গোষ্ঠী রয়েছে। এদের বাস্তবতা হলো এই অভিনয় গোষ্ঠিগুলো হলো আত-তামছিল আল-বিদ'ঈ বা বিদ'আতী অভিনয় গোষ্ঠী। আপনি মূলনীতি সম্পর্কে জেনেছেন এবং এও জেনেছেন যে ইসলামী শরী'আতে এরকম অভিনয়ের কোন শারঈ দলীল নেই। যেহেতু ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই সুতরাং এ কাজটি নব্য আবিষ্কার। দীনের মধ্যে প্রত্যেক নব আবিষ্কারই শরী'আহ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। অতএব ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী এর নাম হলো আত তামছিল আল বিদ'ঈ বা বিদ'আতী অভিনয়।

আর যদি অভিনয়কে অভ্যাসগত কাজ হিসাবে ধরা হয় তাহলে তা আল্লাহর শত্রু কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। অথচ যদি কোন অভ্যাস শুধু কাফিরদের অভ্যাস হিসাবে পরিচিত হয় তাহলে সে অভ্যাসের ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য অর্জন করার ব্যাপারে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে।"

আমি বলি, 'তাদের মত গ্রীষ্মকালীন সেন্টার সমূহে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আত-তামছিল আদ-দীনী' বা দীনী অভিনয় একটি পন্থা যা যুবকদেরকে প্রভাবিত করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম' তাদের এই কাজ শরী'আত অনুযায়ী প্রত্যাখ্যাত। দাওয়াতের ক্ষেত্রে শরী'আতের পন্থা সুনির্ধারিত। সুতরাং কারো জন্য এতে নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু যোগ করার কোন অবকাশ নেই। আমি কথা দীর্ঘায়িত করব না।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কে গুনাহ থেকে তাওবাহ করার নব পন্থা আবিষ্কার কারীর হুকুম কী জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাদের মতকে প্রত্যাখ্যান করেন।

যদি কেউ বলে যে দাওয়াতের পদ্ধতি সমূহ (বাকি আছে), তাহলে আমি বলব শরী'আত কী বান্দার কোন কল্যাণকে অবহেলা করে?

দেখুন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া এর কথায় এর জবাব রয়েছে। তিনি বলেন, মোটকথা শরী'আত কখনো কল্যাণকর বিষয়কে অবহেলা করে না। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের কল্যাণের জন্য দীনকে পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এমন একটা শরী'আতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন যার রাত-দিন উভয়ই সমান। একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ বিপথগামী হয় না।

আব্দুস সালাম বারজিস কর্তৃক লিখিত “আল-হুজাজ আল ক্ববিয়্যাহ আলা আন্না ওসাইলুদ দাওয়াতি তাওক্বিফিয়্যাহ” থেকে সংকলিত।

আমি বলি যখন বিরাট সংখ্যক লোক শারঈ পদ্ধতিতেই কুফুরী, ফুসুক্বী ও অবাধ্যচারিতা থেকে তাওবা করে তাহলে দাঈরা ইসলামী শরী'আতে বর্ণিত হয়নি এমন পন্থার আশ্রয় নেবে কেন?

যেহেতু আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শরী'আতে বর্ণিত পন্থায়ই যথেষ্ট, তা হলো অবাধ্যচারীদেরকে তাওবাহ করানো এবং পথভ্রষ্টদেরকে পথের দিশা প্রদান করা। দাঈরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীবর্গের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ নয়। ছাহাবীগণ 'ইলম অর্জন ও প্রচার প্রসার করতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে লোক সকল, তোমরা অচিরেই অনেক নতুন উদ্ভাবন করবে এবং তোমাদের জন্যও অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা হবে। যখন তোমরা ধর্মের নামে নতুন কোন বিষয় দেখবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কাজ হবে প্রথম যুগের বিষয়াবলির প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। তিনি আরো বলেন, তোমরা নব আবিষ্কৃত বিষয়াবলি থেকে সতর্ক থাকো, বাড়াবাড়ি (কোন বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করা) থেকে সতর্ক থাকো, অহেতুক বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে সতর্ক থাকো। তোমাদের জন্য করণীয় হলো প্রাচীন ধর্ম গ্রহণ করা। (ত্ববক্বাতুল হানাবিলাহ খ. ০১ পৃ. ৬৯-৭১)।

শায়খ আব্দুস সালাম বলেন, কোন বিষয়ের কল্যাণ পরিমাপ করা খুবই কঠিন কাজ। এমন হয় যে কোন দর্শক কোন কিছু দেখে কল্যাণকর মনে করে। অথচ বাস্তবে তা কল্যাণকর নয়। একারণেই মুজতাহিদগণ (উম্মাহর গবেষকগণ) যারা ন্যায়পরায়ণতা, শারঈ বিষয়াবলিতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কল্যাণের পরিমাপ নির্ধারণ করা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন।

কল্যাণ কামনা এবং প্রবৃত্তির প্রাধান্য পাওয়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য এ যোগ্যতা অর্জন করা অতিরিক্ত সতর্কতার বিষয়। কেননা অধিকাংশ সময়ই প্রবৃত্তি অনিষ্টের কাজকে ভালো হিসাবে উপস্থাপন করে এবং অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই মানুষ এর অনিষ্টের ক্ষেত্রে ধোঁকাগ্রস্ত হয়। এর উপকার থেকে ক্ষতিই বেশি। মুজতাহিদগণেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে মুকাল্লিদ এর পক্ষে কীভাবে সম্ভব যে, সে ধারণা করে বলে যে এতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। এটা মূলত দীনের উপর দুঃসাহসিকতা ও শারঈ বিষয়ে দলীল ছাড়াই আগ বাড়িয়ে বলা ছাড়া বৈ কিছু নয়।

সালাফী শায়খ হামুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আদ-দাওয়াহ ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে অভিনয়কে অন্তর্ভুক্ত করা রসূল রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনদের সুন্নাত নয়। বরং এটা বর্তমান কালের নব আবিষ্কৃত বিষয়ের অন্তর্গত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নব আবিষ্কৃত বিষয়াবলি থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো খবর দিয়েছেন যে, নব আবিষ্কৃত বিষয় মন্দ ও গোমরাহী (আল-হুজাজুল কউইয়া পৃ. ৪৫, ৫৫)।

[৯১] এর দ্বারা সময় নষ্ট করা হয়। মুসলিম তার সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। মুসলিমের জন্য উচিত সময়কে সংরক্ষণ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ও এর দ্বারা দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ হাসিল করা। আবু বারযা আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن : عمره فيمَ أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه، وعن جسمه فيمَ أبلاه

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন বান্দাকে তার বয়স কোথায় ব্যয় করেছে, সম্পদ কোথায় থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার শরীরকে কি কষ্ট দিয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বে বান্দার উভয় পা একটুও এগুবে না। ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৪১৭।

[৯২] অধিকাংশ অভিনয়ই মিথ্যা হয়ে থাকে। বলতে গেলে পুরোটাই মিথ্যা হয়ে থাকে। এ মিথ্যা হওয়ার কারণ হলো দর্শক-শ্রোতাকে প্রভাবিত করা ও তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

অথবা দর্শক-শ্রোতাকে হাসানো। এজন্য কল্পনাপ্রসূত আবিষ্কৃত বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া। যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে মারাত্মক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

فعن معاوية بن حيدة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
قال : ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له

মু'আবিআ ইবনে হায়দাহ রযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস। তার জন্য ধ্বংস। হাদীছটি হাসান। মুসনাদে আহমাদ ০৫/৩-৫ তিরমিযী হা/২৩১৫ হাকিম হা/৪৬ এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ('ইবনু মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: **إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل** নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা মর্যাদা সম্পন্ন কাজে অথবা রসিকতার কাজে কোথাও কোন কল্যাণ নিয়ে আসে না।)

আর যদি মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণের জন্য অথবা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে তাহলে তা আরোও মারাত্মক হারাম। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে মানুষকে হাসায় সে সর্বাবস্থায় শারঈ শাস্তির হক্বদার যে শাস্তি তাকে ঐ কাজ থেকে দূরে রাখবে। মাজমু' ফাতওয়া ৩২/২৫৬

কিচ্ছা-কাহিনী: "সালাফগণ কিচ্ছা-কাহিনী বলা ও কিচ্ছা কাহিনীর অনুষ্ঠানকে অপছন্দ করেছেন। তারা ঐ সকল অনুষ্ঠান থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এবং যারা কিচ্ছা-কাহিনী বলে ও এর অনুষ্ঠান করে তাদের সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে যুদ্ধ করেছেন।"

ইবনু আবু 'আছিম কর্তৃক লিখিত ও খালিদ আর রদাদী কর্তৃক সম্পাদিত "আল মুযাক্কির ওয়াত তাযকির ওয়ায যিক্‌র" নামক কিতাবের ২৬ নং পৃ. থেকে উৎকলিত।

ইবনু আবু 'আছিম ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে 'আলী রযিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ব্যক্তিকে কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি কী নাসিখ মানসুখ কাকে বলে জানো? সে বলল: না। আলী রযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছো এবং অন্যকেও ধ্বংস করেছ। (আল মুযাককির ওয়াত তাযকির পৃ. ৮২)

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন 'আমি মাসজিদে কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করাকে অপছন্দ করি। আমি কিচ্ছা বর্ণনাকারীদের মাজলিসে বসা বৈধ মনে করি না। কিচ্ছা-কাহিনীর রীতি বিদ'আত।

অধিকাংশ অভিনয় দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু বিনোদন দেওয়া ও উপস্থিত লোকদেরকে হতবুদ্ধি করে রাখা। এটা গেল একটা দিক।

দ্বিতীয় দিক হলো, যে লোকেরা অভিনয় করে তারা কেউ ইসলামের মর্যাদাবান ব্যক্তিদের চরিত্রে অভিনয় করে, এমনকি কখনো কখনো ছাহাবীদের চরিত্রেও অভিনয় করে। এভাবে অভিনয় করা তাদেরকে অমর্যাদা করার শামিল।[৯৩]

তুমি অনুভব করো বা নাই করো শিশু-তরুণ অথবা অনুপযুক্ত দৃশ্য সম্বলিত ব্যক্তি মুসলিম আলিম অথবা ছাহাবী চরিত্রে অভিনয় করে। এভাবে অভিনয় করা জায়েয নয়। পাপাচারী অথবা নিন্দিত ব্যক্তি এই রকম চরিত্রায়ন করার দ্বারা ইসলামী ব্যক্তিদেরকে খাটো করা হয়।

যদি কেউ তোমার হাঁটা-চলা, কথা বলার ধরণ ইত্যাদি নিয়ে অভিনয় করে তাহলে তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট হবে? নাকি মনে করবে যে তোমাকে খাটো-কটাক্ষ করা হচ্ছে। যদিও অভিনেতা এর দ্বারা দাবি করে যে তার

সালিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রযিআল্লাহু আনহুমা মাসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলছিলেন তোমাদের এই কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকারীর আওয়াজই আমাকে মাসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হলো গল্পকার ও অধিক প্রশ্নকারী। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'আপনি কি তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন? তিনি প্রতুত্তরে বলেছিলেন, না। ত্বরতূশি কর্তৃক রচিত 'বিদা' ওয়াল হাওয়াদিছ' নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। ইনশাআল্লাহ ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর ও টীকায় সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

[৯৩] অভিনয়ের অপর একটি নাম হলো মুহাকাতুন বা অনুকরণ। চাল-চলনে, নড়া-চড়ায় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনুসরণ করা। হাদীছে এরকম অনুকরণ করার নিন্দা করা হয়েছে। আয়িশা রযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

আমি পছন্দ করি না যে আমার এই এই বিষয় থাকা সত্ত্বেও আমি অপর ব্যক্তির অনুকরণ করব। হাদীছ ছ্বহীহ, মুসনাদে আহমাদ ০৬ হা/১৩৬-২০৬, তিরমিযী হা/২৫০৩।

উদ্দেশ্য ভালো। তবুও কোন ব্যক্তি বরদাশত করবে না যে কেউ তাকে কটাক্ষ করুক।

তৃতীয়ত : সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো অনেকে কাফিরের চরিত্রে অভিনয় করে যেমন আবু জাহল অথবা ফির'আউন ইত্যাদি চরিত্র ধারণ করে। এর দ্বারা নাকি তাদের উদ্দেশ্য হলো কাফিরদের মতামত খণ্ডন করা এবং বর্ণনা করা যে, জাহিলিয়্যাত কেমন ছিল। এরকম অভিনয় করা তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার নামান্তর। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক ও কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে বারণ করেছেন।[৯৪]

পোশাক-পরিচ্ছদে সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে এবং কথা বার্তায় (তাদের রীতি) সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে।

জ্ঞাতব্য : দাওয়াতের ক্ষেত্রে অভিনয়ের এই পদ্ধতি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সালাফে ছ্বলিহীন ও মুসলিমদের পদ্ধতি নয়।

এই অভিনয়গুলো মূলত বিভিন্ন কাফিরদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। আমাদের মাঝে ইসলামী দাওয়াতের নামে ছড়িয়ে পড়েছে। অভিনয়কে ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা বিশুদ্ধ নয়। ওয়া লিল্লাহিল

---

[৯৪] মুশরিক ও কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ অনেক হাদীছ রয়েছে তন্মধ্য হতে এখানে কিছু হাদীছ উল্লেখ করা হলো।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানের বিরোধিতা করো। ছ্বহীহ, ইবনু হিব্বান হা. ২১৮৬

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ

তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো। ছ্বহীহ, মুসলিম হা/ ২৫৯

তিনি ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

خَالِفُوا الْمَجُوس

তোমরা মূর্তিপূজকের বিরোধিতা করো। ছ্বহীহ, মুসলিম হা/ ২৬০

হামদ। দাওয়াতের পদ্ধতি সুনির্ধারিত এবং সে পদ্ধতি এ সকল পদ্ধতি থেকে সমৃদ্ধ ও অমুখাপেক্ষী।[৯৫]

এ অভিনয় ছাড়াই বিভিন্ন যুগে দাওয়াতে সফলতা ছিল। কেন এ পদ্ধতি এসেছে? এ পদ্ধতি মানুষের কোনই উপকার করতে পারেনি যা বুঝাবে যে এটা কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি। অভিনয় মোটেও কোন কিছুকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি। এ পদ্ধতিতে কোনই লাভ নেই বরং ক্ষতি আর ক্ষতি।

যদি কেউ বলে যে, মালাঈকা (ফেরেশতারা)ও তো মানুষের আকৃতি ধারণ করে?

মালাঈকা মানুষের আকৃতি ধারণ করেঃ এর কারণ হলো, মালাঈকা যদি তাদের স্ব আকৃতিতে মানুষের নিকট আগমন করে তাহলে মানুষ তাদেরকে দেখতে সক্ষম হবে না। এটা হয় মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যদি মালাঈকা তাদের প্রকৃত ছুরতে আগমন করে তাহলে মানুষ তাদেরকে সম্বোধন করতে, তাদের সাথে কথা বলতে ও তাকাতে সক্ষম হবে না।[৯৬]

মালাঈকা মানুষের আকৃতি ধারণের ক্ষেত্রে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে কোন কিছু করে না যেমনটি করে থাকে অভিনেতারা। মালাঈকা মানুষের আকৃতি ধারণ করে মানুষের কল্যাণের জন্যই। কেননা তাদের আকৃতি মানুষের আকৃতির মত নয়। কিন্তু মানুষ মানুষের নিকট কীভাবে স্বআকৃতির পরিবর্তন করতে পারে?

---

[৯৫] 'আল-হুজাজ আল ক্বউইয়াহ আলা আন্না ওসায়িলুদ দাওয়াতি তাওক্বিফিয়্যাহ' নামে শায়খ আব্দুস সালাম ইবনে বারজিস আলি আব্দুল কারীমের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বইটি খুবই ভালো। আপনারা এ বইটি পড়বেন।

[৯৬] মালাঈকা যে ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে তার কথা-বার্তা, চলাফেরা, ইত্যাদির অনুকরণ করে না। যেমনটি বর্তমানের অভিনেতারা করে থাকে। শায়খ আব্দুস সালাম বারজিস ওয়াফফাক্বকাল্লাহ ঈকাফুন নাবিল আলা হুকমিত তামছীল নামক গ্রন্থ দেখুন।

প্রশ্ন-৩৮ : যে সকল যুবকেরা তাদের মাজলিস সমূহে এদেশের শাসকদেরকে গালিগালাজ করে, অপবাদ দেয় তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী?

উত্তর : এটা সর্বজন বিদিত যে, তাদের এ কাজটি বাতিল। তারা হয়তো বা এর দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছে পোষণ করে অথবা তারা বিভ্রান্তিকর, ভ্রষ্ট দাওয়াত প্রদানকারীদের দ্বারা প্রভাবিত; তারা চায় আমরা যে নিয়ামতে বসবাস করছি তা বিদূরিত হয়ে যাক।

আমরা ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আমাদের শাসক-নেতাদের ব্যাপারে এবং আমরা যে কর্মপদ্ধতির উপর চলছি সে কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে অটল অবস্থানে রয়েছি। তবে হ্যাঁ এর অর্থ এই নয় যে, তা পূর্ণতা লাভ করেছে, আমাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। বরং আমাদের ত্রুটি আছে; তবে আমরা শারঈ পন্থায় সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সমাধান ও সংশোধনের চেষ্টা করছি। ইনশা আল্লাহ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও পাওয়া যেত, কেউ চুরি করেছে, কেউ যিনা করেছে এবং কেউ মদ পান করেছে; নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর শাস্তি কায়িম করতেন।

ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আমাদের মাঝেও যদি কারো উপর শাস্তি ওয়াজিবকারী কোন বিষয় প্রমাণিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শাস্তি কায়িম করা হয়। হত্যার ক্ষেত্রে ক্বিছ্বাছ্ব বাস্তবায়ন করা হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এতে অনেক কল্যাণ রয়েছে।[৯৭] আর মানুষের স্বভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটাই স্বাভাবিক।

আমরা আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন। আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমাদের চলার পথ সহজ করে দিবেন। আমাদের ঘাটতি তার ক্ষমা দ্বারা পূরণ করে দিবেন।

আমরা হোচট খাওয়া বা একটু পদস্খলন ঘটলেই তা নিয়ে শাসকদেরকে খাটো করতে/কটাক্ষ করতে শুরু করি। তাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করি।

---

[৯৭] এটা আমাদের দেশের আদালত সমূহে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যাকে অন্ধ করে দিয়েছে একমাত্র সে ব্যতীত, অথবা অন্তরের রোগগ্রস্ত ও প্রবৃত্তিবাদী ছাড়া অন্য কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না।

জনগণকে তাদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলি। এগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সালাফদের পন্থা নয়।[৯৮]

---

[৯৮] সম্মানিত শায়খ 'আব্দুল 'আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) তায়িফ শহরে ২৯ শে সফর ১৪১৩ হিজরীতে 'আফাতুল লিসান' শিরোনামে বক্তৃতা করেছিলেন। সেখানে তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এই উত্তরটি 'হুকুকুর র'ঈ ওয়ার রয়িইয়্যাহ' নামক পুস্তিকার শেষে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছ্বায়মিন (রহিমাহুল্লাহ) এর কিছু বক্তৃতা স্থান পেয়েছে। 'আব্দুল 'আযিয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এর বাণী নিয়ে "আল-মা'লুম মিন ওয়াজিবিল 'আলাক্বহ বাইনাল হাকিমি ওয়াল মাহকুম" নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে।

প্রশ্নকারী শায়খ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করে মিম্বারের উপর (মঞ্চে) শাসকদের সমালোচনা করা কী সালাফদের মানহাজ (কর্মপন্থা)? শাসকদেরকে উপদেশ প্রদানের নিয়ম কী?

শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) উত্তরে বলেন: জনগণের মাঝে শাসকদের ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে শুহরাত দেওয়া, এ ব্যাপারে মঞ্চে সমালোচনা-পর্যালোচনা করা সালাফদের মানহাজ নয়। কেননা এর দ্বারা অনুমানের ভিত্তিতে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে যার দ্বারা শুধু ক্ষতিই হয়, মোটেও কোন লাভ হয় না। বরং এক্ষেত্রে সালাফদের অনুসরণীয় রীতি হলো তাদের ও শাসকদের মাঝের বিষয়াবলিতে শাসককে উপদেশ দেওয়া, শাসকদের নিকট পত্র লেখা, যে আলিমগণ শাসকদের সাথে যোগাযোগ রাখে তাদের সাথে যোগাযোগ করা যাতে তারা শাসকদের দৃষ্টিকে কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে দেন।

দেখুন হুকুকুর র'ঈ ওয়ার রয়িয়্যাহ পৃ.২৭, আল-মা'লূম মিন ওয়াজিবিল 'আলাক্বহ বাইনাল হাকিমি ওয়াল মাহকুম পৃ. ২২

সম্মানিত শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছ্বায়মিন (রহিমাহুল্লাহ) হুকুকুর র'ঈ ওয়ার রয়িয়্যাহ নামক কিতাবের ১১ নং পৃষ্ঠায় বলেন,

প্রজার উপর শাসকের অধিকার সমূহ: তারা শাসকদেরকে নছীহত প্রদান করবে, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে, তারা কোন ভুল-ত্রুটি করে বসলে তাদের ভুল-ত্রুটিকে সমালোচনা করার ও তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার সিঁড়ি হিসাবে নিবে না। কেননা এর দ্বারা জনগণের মনে শাসকদের প্রতি ঘৃণা ও অপছন্দের উদ্রেক হয়। তাদের ভালো কাজগুলোও জনগণের নিকট অপছন্দনীয় হয়ে যায়। মানুষ তাদের কথা শ্রবণ করা ও তাদের আনুগত্য করা বর্জন করে।

প্রত্যেক উপদেশ দাতার জন্য, বিশেষত শাসকদেরকে উপদেশ প্রদানকারীর জন্য আবশ্যক হলো নছীহত প্রদানের ক্ষেত্রে হিকমাত অবলম্বন করা, আল্লাহর পথে হিকমাহ এবং উত্তম উপদেশের দ্বারা আহ্বান করবেন।

এই সম্মানিত আলিমগণ তাদের কথাকে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথপ্রদর্শন রীতি এবং সালাফে ছ্বলিহীনের অনুধাবন অনুযায়ী সমৃদ্ধ করেন।

এ বিষয়ে অনেকগুলো ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, তার সংকলিত মুসনাদের ০৩/৪০৪, ইবনু আবি 'আছিম তার 'আস-সুন্নাহ' নামক গ্রন্থের ১০৯৬, ইমাম হাকিম তার সংকলনকৃত মুসতাদরাকের ০৩/২৯০, হায়ছামী আল 'মাজমা' নামক গ্রন্থের ০৫/২২৯ -২৩০ "যে উপদেশ দিতে চায়" শিরোনামে 'ঈয়ায ইবনে গনাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 'ঈয়ায ইবনে গনাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُكَلِّمُهُ بِهَا عَلَانِيَةً، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، وَلْيُخْلِ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ وَالَّذِي لَهُ

যদি কারো নিকট শাসককে প্রদান করার মত কোন উপদেশ থাকে তাহলে সে যেন তা প্রকাশ্যভাবে প্রদান না করে, বরং সে যেন শাসকের হাত ধরে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে সংগোপনে তা প্রদান করে। শাসক যদি তার উপদেশ কবুল করে করলো, না করলেও উপদেশদাতা তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবে (হাদীছ হাসান, হাকিমের শব্দ বিন্যাস)।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) আবু ওয়ায়িল শাক্বীক্ব থেকে বর্ণিত ছ্বহীহ বুখারীর ৩০৯৪ ও ৬৬৭৫ নম্বর হাদীছে, ইমাম মুসলিম ২৯৮৯ নং হাদীছে বর্ণনা করেন (উসামাকে বলা হয়েছিল, যদি তুমি অমুকের নিকট আগমন করতে। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় যদি তুমি উছমানের নিকট গমন করে তার সাথে কথা বলতে। আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার সাথে আলোচনা করি না। বরং আমি তার সাথে নির্জনে আলোচনা করি। মুসলিমের বর্ণনায়, সমালোচনার দরজা উন্মুক্ত করার আগেই আমি তার সাথে আমার ও তার মাঝে কথা বলেছি।

হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুহাল্লাব বলেছেন: তারা উসামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে চেয়েছিল যেন তিনি উছমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে আলোচনা করেন; তিনি তার বিশেষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা ওয়ালিদ ইবনে 'উক্ববাহর বিষয়ে তার সাথে মতানৈক্য করেছিল। তার শরীরে মদের গন্ধ পাওয়া

গিয়েছিল। এখবরটি ছড়িয়ে পড়ল। সে ছিল উছমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর বৈপিত্রীয় ভাই। তিনি তাকে আমিল নিয়োগ দিয়েছিলেন। উসামা বলল, আমি বিশৃঙ্খলার দরজা খোলা ছাড়াই তার সাথে কথা বলেছি অর্থাৎ প্রকাশ্য ভাবে শাসকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার দরজা উন্মুক্ত করা ছাড়াই; যাতে মুসলিমদের ঐক্য বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।

ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উসামার উদ্দেশ্য হলো যে, তিনি শাসকের মন্দ দিক নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করার পরিণামের কথা ভেবে প্রকাশ্যে সমালোচনার দরজা উন্মুক্ত করেননি। বরং তিনি এ ব্যাপারে কোমল হয়ে গোপনে নছীহত প্রদান করেছেন। আর গোপনে প্রদেয় নছীহতই কবুল/গ্রহণ করার বেশি উপযোগী। ফাতহুল বারী খ.১৩ পৃ. ৫২

আমি বলব, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এর প্রতি লক্ষ্য করুন, খলক্বে ক্বুরআনের মাসআলায় (আল-ক্বুরআনুল কারীম কি আল্লাহর বাণী নাকি মাখলুক্ব এ সংক্রান্ত মাসআলা) তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হলো, টানা হেঁচড়া করা হলো এবং কারারুদ্ধ করা হলো এতদসত্ত্বেও তিনি ফাসিক্ব যালিম শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছেন বলে আমরা দুর্বল সূত্রেও কোন আছার (বর্ণনা) পাইনি। বরং তার ধৈর্য ও আনুগত্যে অটল থাকা এবং জামা'আহ আঁকড়ে ধরা বিষয়ে অনেক আছার পাওয়া যায়।

তিনি বলতেন হে আমীরুল মুমিনীন, সে কি তোষামোদ করে তা বলত নাকি কাপুরুষতাবশত বলত?

আমাদের জন্য সালাফে ছ্বলিহীনের মাঝে কি উত্তম আদর্শ নাই? নাকি আমরা তাদের থেকে বেশি জানি? আমরা তাদের থেকে বেশি সাহসী?

ইমাম ইবনু রজব আল হামবালী (রহিমাহুল্লাহ) 'জামি'উল উলুম ওয়াল হিকাম' নামক গ্রন্থে বলেন, মুসলিম নেতাদের জন্য উপদেশ প্রদানের পদ্ধতি হলো তাদেরকে হক্ব (সঠিক) বিষয়ে সাহায্য করা ও তাদের আনুগত্য করা, তাদের সে হক্ব কাজের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করা, দয়া ও কোমলতার সাথে তাদেরকে সতর্ক করা, তাদের তাওফিক্বের জন্য দুআ করা এবং অন্যদেরকে তাদের কল্যাণ কামনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। পৃ. ১১৩

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) 'রফ'উল আসাত্বিন ফি হুকমিল ইত্তিছ্বাল' নামক (পৃ. ৮১-৮২) গ্রন্থে বলেন, শাসকদের জন্য আনুগত্য করার বিষয়টি ক্বুরআনুলকারীম দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা তার ও তার রসূলে ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার পর শাসকদের আনুগত্য করাকে ফরয করেছেন। এ বিষয়ে অনেক মুতাওয়াতির হাদীছ রয়েছে যে, তাদের আনুগত্য করা ও তাদের যুলুম–নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মুসলিমদের আনুগত্য করতে, তাদেরকে ভালোবাসতে ও ঐক্য বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এটাই কাম্য।

মুসলিম শাসকদের সমালোচনা করা গিবাত ও পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত। শিরকের পর গিবাত ও পরনিন্দা সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ। বিশেষত গিবাত যদি হয়ে থাকে 'উলামা অথবা শাসকদের ক্ষেত্রে তাহলে তা আরো বেশি মারাত্মক। এর পেছনে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো অকল্যাণ অবধারিত হয়; ঐক্য বিনষ্ট হয়, শাসকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা তৈরি হয়, জনগণের অন্তরে হতাশা-নিরাশার সৃষ্টি হয়।[৯৯]

কিছু হাদীছে তাদের আনুগত্য করার বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ

যদিও তারা তোমার পিঠে প্রহার করে এবং তোমার ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৭। তিনি ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ

তোমরা তাদেরকে তাদের হক্ব (অধিকার) প্রদান করো এবং আল্লাহর নিকট তোমাদের অধিকার চাও। রিয়াযুস সালেহীন হা/৬৫৫।

[৯৯] আমাদের উলামা ও শাসকদের ব্যাপারে কিছু বুদ্ধিজীবী ও কথিত দাঈদের মনে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সরলমনা যুবকেরা তাদের দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে পথচ্যুত হয়েছে। তারা আমাদের রব্বানী উলামাদের যেমন আমাদের দেশের কিবারুল 'উলামা নিকট থেকে দূরে সরে গেছে। তাদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে যদি আপনি বলেন অমুক শায়খ এ কথা বলেছেন অথবা এই ফাতওয়া দিয়েছেন। তাহলে সে আপনার কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলবে উনারা রাষ্ট্রীয় আলিম, উনারা তোষামোদকারী!! অথবা বলবে উনাদের উপর রাষ্ট্রীয় অনেক চাপ রয়েছে!! আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতইনা সুন্দর অভিভাবক! শেষ যামানায় নিরেট আহমক্ব লোকও উম্মাহর বিষয়ে কথা বলবে।

প্রশ্ন-৩৯ : মুহাম্মাদ কুত্বুব ‘হাওলা তাত্বীক্বিশ শরী‘আহ’ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ বা উপাস্য নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন হাকিম বা বিচার ফায়ছালাকারী নেই” এই তাফসীর কি ছ্বহীহ?[১০০]

উত্তর : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। (সূরা আন নিসা আয়াত নং ৩৬)। তিনি আরো বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে। (সূরা আন নাহল ৩৬) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে। (সূরা আল-বাইয়িনাহ আয়াত নং ০৫)

আল্লাহ তা‘আলা তার খলীল ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আরো বলেন,

إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ – إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي

---

[১০০] উল্লেখিত কিতাবের দু’স্থানে দেখুন পৃ. নং ২০ ও ২১। তিনি ওয়াক্বি‘উনা আল-মু‘আছির নামক গ্রন্থেও একথা বলেছেন। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, ‘বর্তমান যুগের জাহিলিয়্যাত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মূল দাবিকেই প্রত্যাখ্যান করে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মূল দাবি হলো, শরী‘আহ দ্বারা বিচার ফায়ছালা করা এবং আল্লাহর পদ্ধতি মেনে চলা।’ পৃ. ৫৪

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা সেগুলোর ইবাদত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে (তিনি ব্যতীত) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘ্রই হেদায়াত দিবেন। *(সূরা যুখরুফ আয়াত* ২৬-২৭*)*

এটাই হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ। আল্লাহ আ'ল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

আমি জ্বীন এবং মানব জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। *(সূরা যারিয়াত আয়াত নং ৫১: ৫৬)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মানুষেরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আমি তাদের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'একত্বের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত '।[১০১]

সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলো সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, শুধু বিচার সংক্রান্ত নয়।

অতএব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিশুদ্ধ অর্থ হলো : আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহর জন্য ইবাদত করা। শরী'আহ দ্বারা বিচার ফায়ছালা করা এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ শুধু শরী'আহ দ্বারা বিচার ফায়ছালা করা নয়। বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে কিতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়ছালা করার চেয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। " ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা" এটাই বিশুদ্ধ তাফসীর।

লা-ইলাহর ইল্লাল্লাহর তাফসীরে বলা "আল্লাহ ছাড়া কোন ফয়ছালাকারী নেই" এই তাফসীর অপূর্ণাঙ্গ। এর দ্বারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না।

লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর তাফসীরে **لا خالق إلا الله** (আল্লাহ ছাড়া কোন খালিক্ব/ সৃষ্টিকর্তা নেই) বলা বিশুদ্ধ নয়। দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, এটা

[১০১] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৩৩৫, তিরমিযী হা/২৬০৬।

বাতিল তাফসীর; কেননা "আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই" এই স্বীকৃতি প্রদানের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসেনি। 'আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই' এ কথা মক্কার মুশরিকেরাও স্বীকার করতো। যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই' এটাই হতো তাহলে মক্কার মুশরিকেরাও তাওহীদবাদী বলে গণ্য হতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, ' আল্লাহ'। তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়? *(সূরা যুখরুফ আয়াত নং ৮৭)*

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যায় 'আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই' বলার অর্থ দাঁড়ায় আবু জাহল, আবু লাহাবেরা সবাই তাওহীদবাদী ।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাফসীরে একথা বলা যে, **لا معبود إلا الله** (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই) এটাও বাতিল। কেননা এর দ্বারা ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মূর্তি, কবর ইত্যাদি অনেক বাতিল মা'বুদ রয়েছে তাদের ইবাদত করাও কী আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্গত?

সুতরাং সবার জন্য হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাফসীরে একথা বলা ওয়াজিব যে লা-মা'বুদা বিল হাক্কি ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহু ছাড়া কোন হক্ব (সত্য) ইলাহ নেই।

আল্লাহ তা'আলা নিজেও বলেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ

এগুলো প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহই হলেন সর্বোচ্চ, সুমহান। *(সূরা লুক্বমান আয়াত নং ৩০)*

প্রশ্ন-৪০ : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াত কী জামা'আতুল ইখওয়ান, তাবলীগ জামা'আতের মত কোন দলীয় ইসলামী দাওয়াত? যারা কথায় ও লেখায় শায়খ এর দাওয়াতকে দলীয় দাওয়াত বলে তাদের প্রতি আপনার উপদেশ কী?

উত্তর : আমি বলব, উসূল (শরী'আতের মূলনীতি) ও ফুরু' (শাখা-প্রশাখাগত বিষয়) উভয় দিক থেকে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াত ছিল সালাফে ছ্বলিহীনের কর্মপন্থা অনুযায়ী।[১০২]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ছেড়ে অন্য কোন দল গঠন করা উদ্দেশ্য নয়।

আর ইখওয়ানুল মুসলিমীন, তাবলীগ বা এ রকম সকল[১০৩] দলের প্রতি আমাদের আহ্বান হলো: তারা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১০২] দেখুন, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর অনেক কিতাবাদি বিদ্যমান যেগুলো ছ্বহীহ আক্বীদাহ ও বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার; তাওহীদের বর্ণনা ও তাওহীদ বিধ্বংসী বিষয়াবলির বর্ণনায় ভরপুর। শায়খ এর সুরভিত জীবন চরিত মানুষদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করা ও আল্লাহ ব্যতীত বাকি সকল কিছুর ইবাদত ছাড়ার আহ্বানে কেটেছে। আর এটাই ছিল সকল নাবী-রসূলদের দাওয়াত।

সুতরাং আমরা বলব তাওহীদের প্রতি আহ্বানই হলো ইমাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াত যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এবং দেশকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ আমরা এখনো অটল রয়েছি, আমরা তার বারাকাতময় দাওয়াতের ছায়ায় বসবাস করছি।

[১০৩] ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দাওয়াতের ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন হলো, এর প্রতিষ্ঠাতা বা কোন অনুসারী আজ পর্যন্ত তাওহীদ ও বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহর বর্ণনা সম্বলিত কোন বই লিখেছে কী? হাসানুল বান্না কী আল্লাহর ইবাদতে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদত করার ও যাবতীয় শিরক বর্জন করার জন্য আহ্বান করেছে?

তারা কী গম্বুজ ভেঙ্গেছে? ভেঙ্গেছে কী কোন উঁচু কবর? আওলিয়া ও নেক বান্দাদের কবর দ্বারা ওসিলা গ্রহণ করা থেকে বারণ করেছে কী? তারা কী সুন্নাহ কায়িম করেছে?

উল্লেখিত কোন প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর নেই। বরং যে ব্যক্তি সালাফদের আক্বীদাহ সম্পর্কে জানে সে যদি সালাফদের আক্বীদাহর সাথে ইখওয়ানের দাওয়াত পর্যালোচনা করে এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার বই-পত্র পড়ে তাহলে দেখতে পাবে যে, তার দাওয়াত শিরক-বিদ'আত মূলোৎপাটনে ছিল না। বরং ছিল এর বিপরীত।

হাসানুল বান্না বলেন: আমি দামানহুরে হাছুফিয়্যাহদের সাহচর্য গ্রহণ করেছিলাম। প্রতি রাতে তাওবাহ মাসজিদে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতাম। ('মুযাক্কিরাতুদ দাওয়াতি ওয়াদ- দাঈয়াহ পৃষ্ঠা' নং ২৪) এটাই কি আক্বীদাহ পরিশুদ্ধ করার দাওয়াত?

তিনি উক্ত কিতাবে আরো বলেন, "আমি হাছুফিয়্যাহ ত্বরীকার অনুমতি দাতার নিকট সাইয়্যিদ আব্দুল ওয়াহহাব উপস্থিত হয়ে তার নিকট থেকে আল-হাছুফিয়্যাহ আশ-শাযিলিয়্যাহ অর্জন করেছি। তিনি আমাকে এর ওযীফার অনুমতি প্রদান করেন। পৃষ্ঠা নং২৪

তিনি বলেন, দামানহুরের দিনগুলো ছিল তাছাওউফের সাগরে ডুব দেয়ার দিন। সেই সময়টা কেটেছিল শুধু ইবাদত আর তাছাওউফের গভীরতায়। প্রাগুক্ত পৃ. ২৮

আমরা আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করি। আমরা দামানহুরে যে দিনগুলো কাটিয়েছি তার অনেকদিন আমরা কোন নিকটবর্তী কোন ওলীর যিয়ারত করার জন্য পরামর্শ করতাম। মাঝে মাঝে দুসুক্বীর যিয়ারত করতাম। আমরা ফযরের ছ্বলাতের পর পরই পায়ে হেঁটে রওয়ানা হতাম। প্রায় সকাল আটটার দিকে সেখানে পৌঁছে যেতাম। প্রায় তিন ঘণ্টায় বিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতাম। এরপর যিয়ারত করে জুমুআর ছ্বলাত আদায় করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম। অতঃপর দামানহুরে ফিরে আসতাম। পৃ. ৩০

তিনি কি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ শ্রবণ করেননি যে 'শুধু তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য বাহন বাঁধবে না। বুখারী হা/১১৩২, মুসলিম হা/১৩৯৭

হাসানুল বান্নাহ বলেন, আমরা মাঝে মাঝে 'ইযবাতুন নাওম' নামক স্থানের কবরস্থানে সফর করতাম যেখানে ঐ হাছুফিয়্যাহ ত্বরীকার বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা তাদের তাক্বওয়া ও সততার জন্য সুপরিচিত ছিল তাদের অন্যতম সাইয়িদ সিনজারের কবর রয়েছে। আমরা ওখানে পুরো একদিন কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছি। (তার বই 'মুযাকিরাতু-দ দাওয়াহ' পৃ. ৩০)

তিনি আরো বলেন 'আমাদের অভ্যাস ছিল যে, মাওকাবে প্রত্যেক রাতের অনুষ্ঠানের পর রবিউল আওয়ালের ১লা তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত

মাওলিদুর রসূল (রসূলের মিলাদ মাহফিল) পালন করতাম, আমরা পূর্ণ খুশি ও আনন্দের সাথে প্রচলিত দীর্ঘ কবিতাগুলো আবৃতি করতাম। পৃ. ৫২

কবিতার মধ্যে ছিল: এই হলো সেই বন্ধু যে বন্ধুদের সাথে উপস্থিত হয়েছে প্রত্যেকের অতীত ও বর্তমানের সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছে। "মাজমু' রসায়িলি হাসানিল বান্না" নামক বইয়ে 'আল উসূল আল 'ইশরুন শিরোনামে কিছু তা'লিম উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর পঞ্চদশ নিয়মে বলেন "দু'আ আল্লাহর কোন সৃষ্টির ওছীলার সাথে দু'আকে মিলানো মতানৈক্যপূর্ণ শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা। এটা কোন আক্বীদাহর মাসআলা সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। পৃ. ৩৯২।

আমি বলি এটা আর বলার প্রয়োজন নেই যে, এই ব্যক্তি হলো ছুফী, হাছ্বফী ও ক্ববরপূজারী যে কিনা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগফিরাত বা ক্ষমার ক্ষেত্রে পুরোপুরি খলিক্বের (আল্লাহ তায়ালার) গুণে গুণান্বিত্ব করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা থেকে অনেক উর্দ্ধে।

উক্ত কিতাবের "রসাইলুল 'আক্বা'ঈদ" এ রয়েছে "আল-আসমা ওয়াস ছ্বিফাত বিষয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়েছে যার কোন শেষ নেই অথচ তার ফলাফল একটাই তা হলো এ কাজ আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার উপর ছেড়ে দেয়া। ('মাযহাবুস সালাফি ওয়াল খলাফ ফিল আসমায়ি ওয়াছ্ব ছ্বিফাত' পৃ. ৪৫২)

আমি বলব, এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর উৎকৃষ্ট সালাফী মত পেয়েছি। ইমাম (রহিমাহুল্লাহ) মুফাওওয়াদ্বাহদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যারা 'ইলমুল মা'নাকে আল্লাহর উপর সমর্পণ করে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিদ'আতী। 'দারউ তা'আরুদ্বিল 'আক্বলি ওয়ান নাক্বলি' ১৬/২০১-২০৫ আল্লাহর উপর সমর্পণ করা: আমার জানা মতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন বুঝা ও গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন যাতে আমরা ক্বুরআন অনুধাবন করি ও হৃদয়ঙ্গম করি। এতদ্বসত্ত্বেও কুরআন বুঝা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কীভাবে জায়েয হতে পারে?

যার সামান্যতমও 'ইলম ও বিবেক আছে সে কি এরপরও বলবে যে, ইমাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াত ও তাদের বিদ'আতী মুজাদ্দিদের দাওয়াতের মাঝে কোন মিল আছে? বরং উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

ইমাম শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে 'মাজাল্লাতুল মাজাল্লাহর' সংখ্যা ৮০৬, তারিখ ২৫শে সফর ১৪১৬হিজরী ২৪ নং পৃষ্ঠায় ইখওয়ানুল

মুসলিমীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এখানে উক্ত প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হলো।

সম্মানিত শায়খ, কিছুদিন থেকে আল-মামলাকাহ আল-আরাবিয়্যাহ আস-সা'উদিয়্যাহতে ইখওয়ানুল মুসলিমের আন্দোলন ঢুকে পড়েছে। ছাত্রদের মাঝে তাদের ব্যাপক কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাদের আন্দোলনের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? মানহাজগত দিক থেকে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জাম'আহর সাথে তাদের কতটুকু মিল রয়েছে?

উত্তর : বিশিষ্ট আলিমগণ ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলনের সমালোচনা করেন; তাদের দাওয়াতে এক আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের প্রতি আহ্বান ও শিরক-বিদ'আত অস্বীকার করার কোন কর্মসূচী, কোন তৎপরতা নেই। বরং তাদের বিশেষ নিয়ম হলো আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ ও 'আক্বীদাহ ছ্বহীহাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। অথচ আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতিই হলো, আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ ও 'আক্বীদাহ ছ্বহীহাহর প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উচিত সালাফী দাওয়াতকে গুরুত্ব দেয়া; আল্লাহর একত্বের প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং কবর পূজা, মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখা, কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার (যেমন হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু), বাদাভী প্রমুখদের কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা) প্রতি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করা উচিত। এমনিভাবে সবকিছুর মূল, দীনের: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সর্বপ্রথম এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থের প্রতিই আহ্বান করেছেন।

অনেক বিদ্বান ইখওয়ানুল মুসলিমীনের এই দিকগুলো নিয়ে সমালোচনা করে; তাওহীদ এবং ইবাদতে ইখলাছ্বের প্রতি আহ্বানে অতৎপরতা ও জাহিলদের আবিষ্কৃত বিদ'আতী কাজ যেমন; মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ততা রাখা, মৃতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, মৃতের জন্য মান্নত করা, তাদের জন্য যবাই করা ইত্যাদি শিরকে আকবারের ক্ষেত্রেও বিরোধিতা না করা।

এমনিভাবে তাদের সমালোচনা করার আরেকটা কারণ হলো, তারা সুন্নাহ পালন ও হাদীছের প্রতি গুরুত্ব দেয় না।

তারা শারঈ হুকুম আহকাম নিরূপণের ক্ষেত্রে সালাফদের নীতিকে গুরুত্ব দেয় না। ইত্যাদি আরো অনেক কারণ বিদ্যমান। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট কামনা করি তিনি যেন তাদের তাওফিক্ব দান করেন।

জনৈক অভিযোগকারী আল্লামা ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এর ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সমালোচনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, সে শিষ্টাচারিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি বললেই চলে। আমি এখানে হুবহু তার শব্দে উল্লেখ করছি, অভিযোগকারী বলেছে "আমি আপনাকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, কিন্তু আমি আপনার মহত্ত্বের তিরস্কার করছি, এর কারণ হলো, আজকে আমি 'মাজাল্লাতুল মাজাল্লাহতে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ব্যাপারে আপনার ভাষায় মুখনিঃসৃত একটি বাণী প্রকাশিত হয়েছে, লেখক সেখানে লিখেছে "ইখওয়ানুল মুসলিমীন আক্বীদাহর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না। তারা মিলাদ মাহফিল করে এবং অনেক বিদ'আতী কাজ করে।" আমি এই কথার দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। কেননা আমি মিসরে অনেক বছর যাবত ইখওয়ানের সাথে কাজ করেছি। এই প্রবন্ধে যা কিছু লেখা রয়েছে তাদের আচার-আচরণে এরকম কোন কিছু দেখিনি বা শুনিনি।

সুতরাং আপনার মহানুভবতার নিকট আবেদন হলো, আপনি এই কথা শুধরিয়ে নিবেন।"

আল্লাহু আকবার!! জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে শায়খ যে কথা বলেছেন সে সেটা পরিবর্তন করতে বলছে। শায়খ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কী যাচাই বাছাই ছাড়াই কথা বলেন? সুবহানাল্লাহ!!

শায়খ ইমামুস সুন্নাহ (রহিমাহুল্লাহ) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, অনেক আলিম তাদের সম্পর্কে এমনটি বলেছেন। আমরা একদল শায়খের নিকট থেকে নকল করে বর্ণনা করেছি যে, শিরক সংক্রান্ত বিষয়াবলি, কবর ওয়ালার নিকট আহ্বান করা থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে তাদের কোন তৎপরতা নেই। সর্বাবস্থায় তাদের বই-পুস্তক ও কাজ-কর্মে এটা প্রতীয়মান। সুতরাং যে, ব্যক্তিই তাদের বই-পুস্তক পর্যালোচনা করবে তার সামনেই এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হবে। (১৪১৬ হিজরীতে ছ্বফর মাসে ত্বায়িফ নগরীতে অনুষ্ঠিত দারসের ক্যাসেট থেকে। রেকর্ড ধারণকারী ইহসান মুহাম্মাদ শারফুদ্দীন আল-হুলওয়ানী)।

আমি বলব, দেখুন এই প্রশ্নকারীর দুর্ব্যবহারে সাথে সাথে সে শায়খের ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে ও অপবাদ দিয়েছে।

প্রথমত: সে তার প্রশ্নের ভূমিকায় বলেছে (আমি আপনাকে ভালবাসি....কিন্তু) কাকে এধরণের কথা এ ধরণের কথা বলা যেতে পারে? সুন্নাহর ইমামদের ইমাম, সুন্নাহর সাহায্যকারী ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনকারীকে?

দ্বিত্বীয়ত: সে বলেছে (আমি পড়েছি....এবং আপনাদের ভাষায় লেখা হয়েছে) আলিমদের সাথে এটা একটা চরম বেয়াদবি। এর দ্বারা প্রকাশ

পেয়েছে যে, প্রশ্নকারী যুগে যুগে শায়খদের সাথে ছাত্রদের আদাব (শিষ্টাচারিতা) সম্পর্কে কিছুই পড়েনি, সে পড়েনি ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) তার শায়খ মালিক ইবনে আনাসের সাথে কেমন শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করতেন। সে জানে না নেতাদের নেতা, দীনের মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) এর সাথে কিরূপ শিষ্টাচারিতামূলক আচরণ করতেন। এরকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। এই প্রশ্নকারী ও এরকম যারা রয়েছে তাদের জন্য প্রশ্ন করার পূর্বে ত্বলব করার আদাব সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করা উচিত।

তার কথা: (আপনার কথা থেকে লেখা হয়েছে) একথায় ইমাম (রহিমাহুল্লাহ) এর অমনোযোগিতা বুঝিয়েছে। সে বুঝাতে চেয়েছে যে তার নিকট থেকে এমন কিছু লেখা হয় যা তিনি বিশ্বাস করেন না। অথবা তার থেকে এমন কিছু লেখা হয় যে বিষয়ে তার নিকট কোন জ্ঞান নেই।

তৃতীয়ত : প্রশ্নকারী বলেছে 'লিখক লিখেছে, "তারা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে এবং এরকম আরো অনেক বিদ'আত করে" প্রশ্নকারী তার সম্মানিত ইমামের সাথে বারবার অশিষ্ট আচরণ করার সাথে সাথে শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) এর উপর অপবাদ আরোপ করেছে। সে দাবি করেছে যে, লিখক নাকি লিখেছে যে "তারা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে এবং এরকম আরো অনেক বিদ'আত করে" আমি বলছি শায়খের উক্ত "আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমীন" নামক প্রবন্ধের কোথায় একথা লেখা আছে? যার দ্বারা এই প্রশ্নকারী চরম উত্তেজিত হয়েছে? সরলমনা পাঠকেরা একেবারে নির্বোধ নয় যে তুমি তার উপর মিথ্যারোপ করবে আর তারা ধরতে সক্ষম হবে না। তুমি বারবার প্রবন্ধটি পড়ে দেখ তো কোথায় এ কথা লেখা আছে?

কিন্তু সে তো হিদায়াত ও হক্ব গ্রহণ করা থেকে অন্ধ। আমরা আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করি।

(ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে একপর্যায়ে আল্লাহর নিকট মহা মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। বুখারী হা/ ৬০৯৪, মুসলিম হা/ ২৬০৬, ২৬০৭, তিরমিযী হা/১৯৭১

চতুর্থত : প্রশ্নকারীর মন্তব্য (আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি... কেননা আমি কাজ করেছি....অথচ তাদের থেকে এগুলোর কিছুই দেখতে পাইনি)।

আমি এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোককে এতটুকুই শুধু বলব, যে তুমি তাদের বই-পুস্তক পড়ে দেখো যেমনটি সম্মানিত শায়খও তোমার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন। আর যদি তোমার সময় সংকীর্ণতার কারণে পড়তে না পার তাহলে শায়খের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে পত্র সমূহ পড়ে নাও

ওয়া সাল্লাম ও সালাফে হিদায়াতের ক্ষেত্রে সালাফে ছ্বলিহীনের বুঝের সাথে তাদের মানহাজকে যাচাই করুক। যতটুকু এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে আলহামদুলিল্লাহ তা গ্রহণ করবে। আর যা এগুলোর বিপরীত হবে সেগুলো পরিত্যাগ করবে। এটাই হলো তাদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান।

তাহলে সংক্ষিপ্তাকারে পেয়ে যাবে যে, ইখওয়ান তাদের নেতা হাসানুল বান্নার নেতৃত্বে কি করেছে এবং তুমি যা জানো না তোমার জানার দ্বারাই ক্বওমের জানার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

অতঃপর যদি তুমি নিয়ম জানতে যে, (যে ব্যক্তি দলীল মুখস্থ করেছে সে যে ব্যক্তি দলীল মুখস্থ করেনি তার উপর প্রাধান্য পাবে), (অভিযোগ ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রাধান্য পাবে), (অধিক ছিক্বাহ গ্রহণ যোগ্য)। যদি এগুলোর সাথে যোগ করা হয় যে আলোচক তার যামানার আল-জারহু ওয়াতা'দীলের ইমাম। যিনি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারো সমালোচনা করেন না। যদি তুমি এটা জানতে এবং তোমার মনে থাকতো তাহলে তুমি যা পেশ করেছ তা পেশ করতে না।

পঞ্চমত : প্রশ্নকারীর ক্বওল (এজন্য আমি এই কথার সংশোধন কামনা করি।) সুবহানাল্লাহ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'ঊন। এটা কেমন দুঃসাহসিকতা?

সে এমন ব্যক্তির নিকট সংশোধন চেয়েছে তার যুগে হক্বের ক্ষেত্রে উম্মাতের প্রত্যাবর্তন স্থল। আল্লাহর কসম আমি শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) এর সমযোগী অনেক আলিম সম্পর্কে জানি যারা অনেক বড় বড় বিদ্বান, তাদের মধ্যে অনেকে হাইয়াতু কিবারিল উলামার সদস্য কিন্তু তারা শায়খ এর উপস্থিতিতে কোন মাসজিদে অথবা কোন মাজলিসে অনুমতি গ্রহণ করা ব্যতীত অথবা তিনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত খুতবা প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন। অথচ এটা কেমন ধৃষ্টতা যে তার নিকট থেকে এমন তলব করা হচ্ছে!!

ষষ্ঠত : শায়খ এর জবাবে এই অভিযোগকারীর অভিযোগ সমূলে উৎপাটন করার মত বিষয় বিদ্যমান। তিনি তার পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধকে জোরদার করে বলেছেন, প্রশ্নকারী এবং তার সমমনা যারা আছে তারা যেন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বই-পুস্তকে চোখ ফিরিয়ে নেয় তাহলেই যা আলোচনা করা হয়েছে তা দেখতে পাবে।

প্রশ্ন-৪১ : অনেকে আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছুরাহ এবং আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহের মাঝে পার্থক্য করে থাকে। এ রকম পার্থক্য করা কি ছ্বহীহ? আর যদি তাই হয় তা হলে কারা 'আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ' এবং কারা 'আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছুরাহ'?

উত্তর : তারা প্রত্যেক জিনিসকে ভাগ করতে চায়; এমনকি তারা মুসলিম, মুসলিমদের গুণাবলি ইত্যাদির মাঝেও পার্থক্য করতে চায়। তাদের এই মত যে, আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছুরাহ এবং আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তা ছ্বহীহ নয়। বরং যারাই আত-ত্বয়িফাহ আল মানছুরাহ তারাই আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ।[১০৪]

---

[১০৪] হাদীছ বিশারদ ইমামগণের অভিমত হলো: আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহই হলো আত্ ত্বয়িফাহ আল মানছুরাহ, তারাই হাদীছের অনুসারী, তারাই সুন্নাহ এবং ছাহাবীদের জামা'আতের অনুসারী, তারাই সালাফী। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক বিদ্বান এমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে তাদের কিছু মত উল্লেখ করা হলো:

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (وستفترق) "অচিরেই আমার উম্মাত বিভক্ত হবে"। হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, "তারা যদি হাদীছের অনুসারী না হয়ে থাকে তাহলে আমার জানা নাই কারা আহলুল হাদীছ।" হাকিম, 'মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীছ' পৃ. ০৩ ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত।

মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযীর ভূমিকায় আবিল ইউমন ইবনে আসাকিরের একটি মত উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, 'হাদীছের অনুসারীরা আনন্দের সাথে এ সুসংবাদ গ্রহণ করুক যে তারাই আল- ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ।' ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي

আমার উম্মাহর একটি দল থাকবে...তিরমিযী হা/২২২৯ উল্লেখ করার পর বলেন 'আমি ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) কে বলতে শুনেছি, ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আলী ইবনু মাদিনী (রহিমাহুল্লাহ) কে বলতে শুনেছি তারা হলো: আহলুল হাদীছ (أَهْلُ الحَدِيث)।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'খলক্বু আফ'আলিল 'ইবাদ' নামক গ্রন্থের ৬১ নং পৃষ্ঠায়,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً

প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য। নাজিয়াহ না হলে মানছুরাহ হতে পারবে না এবং মানছুরাহ না হলে নাজিয়াহ হতে পারবে না। একই জিনিসের দুইটি অবিচ্ছিন্ন গুণ।

এই পার্থক্যকরণ জাহিলদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অথবা আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছুরাহ আন-নাজিয়াহর যুবকদের মাঝে ফাটল সৃষ্টির জন্য কোন উদ্দেশ্য পরায়ণ ব্যক্তি করে থাকে।[১০৫]

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আবু সা'ঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, এরা হলো হাদীছে বর্ণিত সেই لا تزال طائفة من أمتي 'আমার উম্মাহর একটি দল থাকবে' সেই দল।

ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছুরাহ ও আল ফিরক্বাহ আন নাজিয়াহর মাঝে কোন পার্থক্য করেননি। বরং তিনি আল-আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়্যাহ নামক কিতাবের প্রারম্ভে বলেছেন, আল্লাহর প্রশংসা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ছ্বলাত ও সালাম পাঠের পর পরবর্তী কথা হলো, এটা কিয়ামাত পর্যন্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ আল-মানছুরাহর আক্বীদাহ। একই কথা উল্লেখ রয়েছে মাজমু' ফাতাওয়া ০৩/১২৯।

দলাদলি বিষয়ক হাদীছ উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন, তারাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, তারাই আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছুরাহ। মাজমু' ফাতওয়া ০৩/১৫৯। তিনি আরো বলেন, আমার কথা, আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ (এমন ফিরক্বাহ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন যে, তারা নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত) এর আক্বীদাহ হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও ছাহাবীদের আছার ভিত্তিক। যারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীদের অনুসরণ করে তারাই হলো আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ। মাজমু'উল ফাতওয়া। তিনি আরো বলেন, 'এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ হওয়ার সবচেয়ে বেশি হক্বদার হলো হাদীছ ও সুন্নাহর অনুসারীরা।' মাজমু'উল ফাতওয়া ৩/৩৪৭।

[১০৫] জনৈক স্ব-দাবিতে ইসলামী বিদ্বান নিজের সময় নষ্ট করে যুবকদের চিন্তা-চেতনায় ফাটল সৃষ্টি করার জন্য আত-তায়িফাহ আল মানছুরাহ ও আল ফিরকাহ আন নাজিয়াহ এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে কিতাব রচনা করেছে। কিন্তু সে সক্ষম হয়নি এবং সক্ষম হবেও না কখনোও।

প্রশ্ন-৪২ : যদি কোন ব্যক্তি 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'র (সম্পর্ক রাখা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা) মাসআলায় 'আল-ফিরকাহ আন-নাজিয়াহ' বা 'আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছুরাহ' এর বিরোধিতা করে অথবা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার মাসআলায় শাসকের বিরোধিতা করে; শাসক চাই সৎ হোক বা না হোক যিনি কোন অবাধ্যতা ও পাপাচারের আদেশ প্রদান করেন না। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি আক্বীদাহর বাকি মাসআলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সাথে একমত হলেও কি সে ফিরকাহ নাজিয়াহ থেকে বের হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি কোন বিষয়ে খিলাফ করে এবং বাকি অন্য বিষয়ে মুআফিক্ব হয় তাহলে সে যে বিষয়ে মতানৈক্য করবে সে বিষয়ে তাদের

সে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর নামে মিথ্যারোপ করে বলেছে যে, তিনি নাকি আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ আত ত্বয়িফাহ আল মানছুরাহর মাঝে পার্থক্য করেছেন! এই ফিরক্বাহর মত খণ্ডনে শায়খুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) এর পূর্বোক্ত ক্বওলই যথেষ্ট।

এখানেই শেষ নয়, শায়খ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এর সম্পর্কে অপবাদ আরোপ করার অপচেষ্টা করেছে। সে বলেছে তিনি নাকি আত-তায়িফাহ আল মানছুরাহ ও আল ফিরকাহ আন নাজিয়াহ এর মাঝে পার্থক্য করেছেন।

(শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হয়েছেন। তিনি আমাকে অঙ্গীকার দিয়েছেন যে এ বিষয়ে একটি টীকা লিখবেন) তার একটি বক্তৃতার ক্যাসেট থেকে নেয়া। আলহামদুল্লিাহ, এরপর শায়খ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে তিনি তার সাথে একমত হননি।

প্রশ্নকারী: আপনি কী আত-তায়িফাহ আল মানছুরাহ ও আল ফিরকাহ আন নাজিয়াহ এর মাঝে পার্থক্য করেন?

শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) উত্তরে বলেন: আত-তায়িফাহ আল মানছুরাহই হলো আল ফিরকাহ আন নাজিয়াহ। দুটো একই জিনিস। এর মাঝে কোন পার্থক্য নাই। এরা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, এরাই হলো সালাফী।

প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা বলল, অমুকে বলছে আপনি নাকি পার্থক্য করার বিষয়ে তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন? এটা কী ছ্বহীহ?

শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) জবাবে বলেন, না....না....। সে ভুল বলেছে (তার রেকর্ড ক্যাসেট থেকে)।

অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে মাসআলায় তাদের সাথে মিল থাকবে সে মাসআলায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এমতাবস্থায় সে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হবে। তার ক্ষেত্রে ‘এই প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে’ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকেই কুফুরী করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। বরং তারা তাদের বিরোধিতা অনুসারে মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে। কখনো মিল্লাত থেকে এমনটি হবে।

প্রশ্ন-৪৩ : যে ব্যক্তি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজকে মানুষের জন্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে তাকে কি কাফির বলা যাবে?

উত্তর : যারা কুফুরীর পথে আহ্বান করে তাদেরকে কাফির বলা হবে। আর তারা কুফুরী ও শিরকী কাজ বাদ রেখে যদি কোন পাপের পথে আহ্বান করে তাহলে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না।[১০৬] তবে এর কারণে তারা পাপী হবে।

---

[১০৬] ‘আশ-শাবাব আসইলাতুন ওয়া মুশকিলাতুন’ নামক ক্যাসেটে বলা হয়েছে যে, এখানে একটি সংগঠন রয়েছে যেখানে একজন অথবা কিছু সংখ্যক শিল্পী রয়েছে যারা পদচ্যুত যুবকদের মাঝে ক্যাসেট আদান প্রদান করে, যে ক্যাসেটগুলো নোংরামিতে ভরপূর। ক্যাসেটে যিনা, ব্যাভিচার ইত্যাদি বিষয়ে কথা আছে। তারা এগুলো নিয়ে গর্ববোধ করে। তারা আশা করে যে সকল মানুষ তাদের চরিত্র গ্রহণ করবে। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে আমি নিশ্চিত যে, এই কাজগুলো সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা খুব কমই বলা হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই পাপকে হালকা মনে করা বিশেষত যে পাপগুলোকে সর্বসম্মতক্রমে কাবীরাহ বা বড় পাপ বলা হয় সেগুলোকে হালকা মনে করা আল্লাহর সাথে কুফুরী করার শামিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিল্পীদের দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যেই হোক না কেন যারা যুবকদের মাঝে এ ধরণের ক্যাসেট বিনিময় করে তারা মূলত নিকৃষ্ট ব্যবসা করে থাকে। তারা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি তাদের সাথে লোকেরা দাবি করছে যে তারা এ সকল বিষয়ে আল্লাহর হারাম বিশ্বাস করে না। নিঃসন্দেহে তাদের এ কাজগুলো ইসলাম পরিত্যাগের নামান্তর। (আমি নিশ্চিতভাবে বলছি) ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার (টীকারের) জবাব হলো,

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

যদি কেউ কোন ব্যক্তি হিদায়াত বা পথ প্রদর্শন মূলক কাজে আহ্বান করে তাহলে আহূত ব্যক্তি আহ্বান অনুসারে সাড়া দিয়ে যে পরিমাণ ছাওয়াব পাবে। আহ্বানকারীও সে পরিমাণ ছাওয়াব পাবে। এতে কারো ছাওয়াব থেকে কোনকিছু কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে পাপের পথে আহ্বান করে তাহলে তার আহ্বান শুনে যে ব্যক্তি সেই পাপ সম্পাদন করবে তাহলে এর দ্বারা আহ্বানকারী ও পাপকাজ সম্পাদন কারী উভয়েই পাপী হবে। উভয়ের পাপের মাঝে কোন তারতম্য হবে না।[১০৭]

ক. অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বেখিয়ালে পাপকাজ করে থাকে। এ ব্যক্তি জানতে পারার সাথে সাথেই তাওবা করে এবং তার এই পদস্খলনের জন্য ইসতিগফার কামনা করে।

খ. ব্যক্তি হারাম স্বীকার করা স্বত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়না, শয়তানের ওয়াসওয়াসা অথবা নফসে আম্মারার ধোঁকায় পড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকাজ সম্পাদন করে থাকে। আর সে উক্ত হারাম কাজ করার সময় তার পাপকে তুচ্ছ মনে করে থাকে। নতুবা সে উক্ত কাজ করত না। এই ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না।

গ. পাপকে হালাল মনে করে এবং স্বীকার করে যে উক্ত কাজ করা বৈধ: যেমন যিনা হালাল, মদ হালাল ইত্যাদি। তাহলে নিঃসন্দেহে উক্ত ব্যক্তি কাফির ।

আমি এই লেকচারারকে বলব, তোমার পূর্বে আর কে একথা বলেছে যে পাপকে তুচ্ছ মনে করা কুফুরী এবং রিদ্দাহ বা ইসলাম পরিত্যাগ করার অন্তর্ভুক্ত?

বরং আমাদের দীন অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত হালাল না মনে করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কুফুরীর পর্যায়ে পড়বে না। আর হালাল মনে করলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে।

[১০৭] মুসলিম হা/২৬৭৪, আহমাদ ২/৩৯৭, আবু-দাউদ হা/৪৬০৯, তিরমিযী হা/২৬৭৪। প্রত্যেকেই আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

এতে করে তারা কিয়ামতের দিনে নিজেদের পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। তারা যা বহন করবে, তা কতইনা নিকৃষ্ট (সূরা আন-নাহল ২৫)।

প্রশ্ন-৪৪ : আক্বীদাহ ও মানহাজের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কী?

উত্তর : মানহাজ আক্বীদাহর তুলনায় ব্যাপকার্থক বিষয়। মানহাজ আক্বীদাহর ক্ষেত্রেও হতে পারে এবং আচার ব্যবহার, আখলাক্ব-চরিত্র, লেনদেন ইত্যাদি মুসলিম জীবনের প্রত্যেক দিক নিয়েই হতে পারে। মুসলিম যে পথে চলে থাকে তাকেই মানহাজ বলা হয়।

আক্বীদাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানের মূল বিষয়; উভয় শাহাদাতের অর্থ ও তাদের দাবিই হলো আক্বীদাহ।

প্রশ্ন-৪৫ : আলিমদের উপর যুবক ও সাধারণ মানুষদের জন্য দলাদলি ও ফিরকাবাজীর ভয়াবহতা আলোচনা করা কী ওয়াজিব?

উত্তর : হ্যাঁ। দলাদলি, বিভক্তি ও ফিরকাবাজীর ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য আলোচনা করা ওয়াজিব। যাতে সাধারণ মানুষ ধোঁকায় না পড়ে। বর্তমানে কত সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দল দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে তাদেরকে হক মনে করে।

সুতরাং আমাদের উপর ওয়াজিব হলো শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষদের জন্য দলাদলি-ফিরকাবাজীর ভয়াবহতা বর্ণনা করা। কেননা আলিমগণ চুপ থাকলে সাধারণ লোকেরা বলবে আলিমগণ হক সম্পর্কে জানে তারা এ ব্যাপারে নীরব রয়েছেন, এরপর এটাই ভ্রষ্টতা অনুপ্রবেশের কারণ হবে। সুতরাং এসকল কাজ ঘটলে তা থেকে সতর্ক করতে হবে। ছাত্রদের চেয়ে সাধারণ লোকদের উপর এর ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। কেননা সাধারণ জনগণ কোন বিষয়ে আলিমদের নীরবতা দেখলে মনে করে সে কাজটি সহীহ ও হক। নতুবা আলিমগণ তো আর নিরব-নিশ্চুপ থাকতো না।

প্রশ্ন-৪৬ : ফুটবল টুর্নামেন্ট ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা মূলক খেলা দেখার হুকুম কী?

উত্তর : মানুষের সময় খুবই মূল্যবান।[১০৮] খেলা দেখা বা অহেতুক কাজে নষ্ট করা জায়েয নয়। কেননা এ কাজগুলো আল্লাহ্‌র যিকির থেকে ভুলিয়ে রাখে।[১০৯] কখনো কখনো তাকে একজন খেলোয়াড় হতে প্ররোচিত

---

[১০৮] মুসলিমের উপর সময়কে গুরুত্ব দেয়া ওয়াজিব। সে যেন তার সময়, তার জীবনকে আল্লাহর যিকির, আল্লাহর আনুগত্য এবং উপকারী ইলম অর্জনে ব্যয় করে। আমাদের উচিত সর্বদা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীছকে স্মরণ রাখা। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছাহাবীকে উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বলেন, পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমত মনে করো; তোমার যৌবনকালকে বৃদ্ধ কাল আসার আগেই গনীমত মনে করো। তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতা আসার আগেই গনীমত মনে করো। তোমার ধন-সম্পদকে দারিদ্র্য আসার আগেই গনীমত মনে করো। তোমার অবসরকে ব্যস্ততা আসার আগেই গানিমাত মনে করো। তোমার হায়াতকে মৃত্যু আসার আগেই গনীমত মনে করো’। ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াআল্লাহু আনহুর হাদীছ থেকে গৃহীত। হাকিম (৪/৩০৬) একে বর্ণনা করে একে ছ্বহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

[১০৯] মানুষ অচিরেই ভালো-মন্দ সকলপ্রকার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, তার হিসাব গ্রহণ করা হবে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

করে। এভাবে ব্যক্তি গুরুত্ব ও মর্যাদার কাজ পরিত্যাগ করে বেফায়দা কাজে জড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-৪৭ : মানহাজ ছ্বহীহ হওয়ার উপর কী জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ভর করে?

উত্তর : হ্যাঁ, মানহাজ ছ্বহীহ হলে ব্যক্তি জান্নাতী হবে; ব্যক্তি যদি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর থাকে তাহলে ইনশা আল্লাহ জান্নাতী হবে। আর যদি ভ্রষ্টদের মানহাজের উপর থাকে তাহলে জাহান্নামের অঙ্গীকার প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১১০] সুতরাং মানহাজ ছ্বহীহ হওয়া বা না হওয়ার উপর জান্নাত-জাহান্নাম নির্ভর করে।

বলেন, কিয়ামাতের দিন চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বে কোন বান্দার পা এক ধাপও নড়তে পারবে না; তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে? তার যৌবনকাল কি কাজে কাটিয়েছে?....ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) মুআয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) আবু বারযাহ আল-আসলামী রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন হা/২৪১৭ তিরমিযীর বর্ণনায় যৌবনকালের পরিবর্তে রয়েছে 'তার শরীর সম্পর্কে' ছ্বহীহ আত তারগীব হা/১৬২।

[১১০] আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হলো সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্গত থাকবে। যদি মানহাজের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার উপর জান্নাত-জাহান্নাম নির্ভর না করে তাহলে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর: (আর অচিরেই আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সে দলটি কোন দল? রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বর্তমানে আমি এবং আমার ছাহাবীরা যে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, যে দল এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে) কিইবা ফায়দা অবশিষ্ট থাকে?

সুতরাং যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের দেখানো পথে চলবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে এর বিপরীত পথ চলবে সে শাস্তির অঙ্গীকারের অন্তর্গত হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের জানা অনুযায়ী হাদীছে বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত ৭২ ফিরকাহ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

প্রশ্ন-৪৮ : বিদ‘আতীদের বই-পুস্তক পড়া বা তাদের ক্যাসেট (অডিও-ভিডিও লেকচার) শোনার হুকুম কী?

উত্তর : বিদ‘আতীদের বই-পুস্তক পড়া ও তাদের ক্যাসেট শ্রবণ করা জায়েয নয়। তবে কেউ যদি তাদের মতামত খণ্ডন করা ও তাদের গোমরাহী থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাদের বই পড়ে অথবা ক্যাসেট শ্রবণ করে তাহলে তার জন্য জায়েয হবে। নবীণ শিক্ষার্থী, সাধারণ লোক ও যে ব্যক্তি তাদের মতামত খণ্ডন ও অবস্থা বর্ণনার নিয়াত ব্যতীত শুধু জানার উদ্দেশ্যে পড়ে তাদের জন্য এসকল বই-পুস্তক পড়া ও এই লোকদের আলোচনা শোনা জায়েয নয়। কেননা এর দ্বারা অনেকের অন্তর প্রভাবিত হবে। ঝুঁকে পড়বে তাদের প্রতি।[১১১]

হাদীছশাস্ত্রবিদদের মধ্যে কেউ একথা বলেনি যে তারা স্থায়ী জাহান্নামী হবে। সুতরাং আপনি চিন্তা করুন। তবে তার বিদ‘আত যদি কুফুরী পর্যায়ের বিদ‘আত হয়। অথবা তার ফিরকাহ যদি রিদ্দাহ বা দীন ত্যাগ করার পর্যায়ের হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আল্লাহই ভালো জানেন।

[১১১] প্রবৃত্তিবাদী ও বিদ‘আতীদের থেকে সতর্ক করার বিষয়ে সালাফদের নিকট থেকে অনেকগুলো আছার রয়েছে। হক্ব অন্বেষু সম্মানিত পাঠক আপনার অবগতির জন্য এখানে কিছু আছার উল্লেখ করা হলো: আবু ক্বিলাবাহ বলেন ‘তুমি, বিদ‘আতীর সাথে বসবে না, তাদের সাথে মিশবে না। তাদের সাথে বসলে অথবা তাদের সাথে চলাফেরা করলে তারা তোমাদেরকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করবে এবং তোমাদের জানা অনেক বিষয়ে তোমাদেরকে সংশয়ে ফেলে দেবে। (আল-লালকাঈ ১/১৩৪ ‘আল বিদা’ ওয়ান নাহয়্যু আনহা পৃ. ৫৫, আল-ই‘তিসাম ১/১৭২)।

ইবরাহীম নাখয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিদ‘আতীদের নিকট বসো না, তাদের সাথে কথা বলো না। আমি আশংকা করি যে তারা তোমাদের অন্তরকে প্রভাবিত করে ফেলবে। (‘আল-বিদা’ ওয়ান নাহয়্যু আনহা” পৃ. ৫৬, আল-ই‘তিছ্বাম ০১/১৭২)

আবু ক্বিলাবাহ বলেন, হে আইউব আস-সাখতিয়ানী, তোমার শ্রবণে প্রবৃত্তিবাদীদেরকে স্থান দিও না। আল-লালকাঈ ০১/১৩৪ ফুযাইল ইবনে ‘ইয়ায বলেন, রাস্তায় কোন বিদ‘আতী দেখতে পেলে অন্য রাস্তায় যাও। (আল-ইবানা ২/৪৭৬)

আবু যুরআহকে হারিছ ইবনে আসাদ আল মুহাসিবী এবং তার কিতাবাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি প্রশ্নকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

সুতরাং ভ্রান্তদের বই-পুস্তক পাঠ করা জায়েয নয়। তবে বিদ্বানদের জন্য তাদের মতামত খণ্ডন ও তাদের থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে পড়া জায়েয।

প্রশ্ন-৪৯ : বর্তমান যুগে আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ, আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছূরাহ কোনটি? তাদের গুণ এবং বৈশিষ্ট্যাবলি কী? কী?

উত্তর : আল-ফিরক্বাহ আন-নাজিয়াহ আল-মানছূরাহ বর্তমান যুগে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে ঐ ফিরক্বাহ, যে ফিরক্বাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة . قالوا: من هي؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي

তুমি এসকল বই-পুস্তক থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করো। এই বইগুলো বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার বই। তাকে বলা হলো এ বই-পুস্তকে তো অনেক জ্ঞান রয়েছে? আল্লাহর কিতাবে যার কোন শিক্ষা নেই, এতেও তার কোন শিক্ষা নেই। (মানুষ বিদ'আতের প্রতি দ্রুত ছুটে যায়। (আত-তাহযীব ০২/১১৭, তারিখে বাগদাদ ০৮/২১৫)

মুহাসিবী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে উত্তরে বলেন, তুমি তার অর্ধনমিত দৃষ্টি দেখে ধোঁকাগ্রস্থ হয়ো না। সে একজন খারাপ লোক তার সাথে কথা বলো না। তার কোন মর্যাদা নেই। অর্থাৎ সামনাসামনি তার চোখের সম্মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করার মতোও কিছু নেই। দেখুন পৃ. ৪৯

বিদ'আতীদের সাথে কাজ করা, তাদের বই-পড়া ও তাদের কথা শ্রবণ করার ব্যাপারে এই হলো সালাফদের মানহাজ। এর উপর তাদের ক্যাসেট শ্রবণ করাকে অনুমান করুন। ক্যাসেটের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলো আরো বেশি মারাত্মক। হায় আফসোস! যদি আমাদের এই মানহাজের যুবকেরা বিদ'আতী ও প্রবৃত্তিবাদীদের ক্যাসেট, বই-পুস্তক ইত্যাদি দ্বারা ধোঁকায় না পড়ত।

ইয়াহূদিরা ৭১ দলে ও খ্রিষ্টানেরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর অচিরেই আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি কোন দল? রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বর্তমানে আমি এবং আমার ছাহাবীরা যে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, যে দল এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[১১২] তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা, তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে অনন্তকাল। এটাই মহাসাফল্য (সূরা আত তাওবাহ ৯:১০০)।

এই ফিরকাহ তথা আল-ফিরকাহ আন-নাজিয়াহ আল-মানছ্বূরাহর কিছু গুণাবলী উল্লেখ করা হলো-

(১) তারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীগণ যে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারাও সে মতের উপর অটল থাকে।

(২) তারা হকের উপর ধৈর্য ধারণ করে।

(৩) বিরুদ্ধবাদীদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। আল্লাহর ক্ষেত্রে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك

---

[১১২] তিরমিযী হা/২৬৪১, হাকিম হা/১২৯, লালকাঈ হা/১০০, আজুররী 'আশ-শরী'আহ' নামক গ্রন্থে পৃ.২৬, আল-মারওয়াযী 'আস-সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে।

আমার উম্মাতের একটি দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের নিন্দা করবে কিংবা যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা এই মতের উপর অটল-অবিচল থাকবে।[১১৩]

(৪) তারা সালাফে ছ্বলিহীনকে ভালোবাসে, তাদের প্রশংসা করে, তাদের আছার ধারণ করে।

(৫) ছাহাবী বা পরবর্তী কোন ছালাফকেই তারা কটাক্ষ করে না।[১১৪]

ভ্রান্ত ফিরক্বাহ-এর আলামাত বা নিদর্শনসমূহ : তারা সালাফদেরকে এবং সালাফদের মানহাজকে অপছন্দ করে ও সালাফদের কর্মপন্থা থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করে।[১১৫]

---

[১১৩] মুসলিম হা/১৯২০।

[১১৪] ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবনে আলী আল-বারবাহারী তার শারহুস সুন্নাহ নামক কিতাবে বলেন, 'যখন তুমি কাউকে দেখবে যে সে আবু হুরায়রা, আনাস ইবনে মালিক ও উসাইদ ইবনে হুদ্বাইরকে ভালোবাসে তাহলে তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস করবে যে, সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী।

যদি তুমি কাউকে দেখ যে, সে আইউব, ইবনু আওন, ইউনুস ইবনে উবাইদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরিস আল-আওদী, শা'বী, মালিক ইবনে মিগওয়াল, ইয়াযিদ ইবনে যুরাই', মাআয ইবনে মুআয, ওয়াহাব ইবনে জারীর, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, হাম্মাদ ইবনে যায়দ, মালিক ইবনে আনাস, আউযা'ঈ ও যায়িদাহ ইবনে ক্বুদামাহকে ভালোবাসে তাহলে তুমি নিশ্চিত হও যে, সে সুন্নাহর অনুসারী।

যদি তুমি কাউকে দেখ যে, সে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, আহমাদ ইবনে নাসরকে ভালোবাসে, তাদেরকে ভালোভাবে স্মরণ করে ও তাদের মত অভিমত পোষণ করে তাহলে তুমি নিশ্চিত হও যে, সে সুন্নাহর অনুসারী। খালিদ আর-রদ্দাদী সম্পাদিত শারহুস সুন্নাহ পৃ নং ১২০-১২১

[১১৫] আল্লামা বারবাহারী শারহুস সুন্নাহর ১১৫ নং পৃ. তে বলেন, যদি তুমি কাউকে দেখ যে, সে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ছাহাবীর প্রতি কোন মন্দারোপ করছে তাহলে নিশ্চিত জেনে নাও যে, সে মন্দভাষী ও প্রবৃত্তিবাদী।

প্রশ্ন-৫০ : ছাত্র হয়ে শায়খকে পরামর্শ দেয়ার পদ্ধতি কী?

উত্তর : এর বিপরীত হওয়া উচিত। শায়খ (শিক্ষক) ছাত্রকে পরামর্শ-উপদেশ প্রদান করবেন। কেননা শায়খই বিভিন্ন বিষয় ছাত্রের চেয়ে ভালো জানেন। ছাত্র তার উস্তাযের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করতে থাকবে। অনেক সময় কোন সঠিক কাজও ছাত্রের কাছে বেঠিক মনে হতে পারে। যদি ছাত্রের মনে কোন বিষয়ে খটকা বাধে তাহলে সে আদবের সাথে তার শায়খকে জিজ্ঞেস করবে।[১১৬]

আর যদি শায়খ (শিক্ষক) ভ্রষ্ট বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী হয় তাহলে তার নিকট ইলম শিক্ষা করা জায়েয নয়। যদি হকপন্থি

পৃ. ১১৫–১১৬ তে বলেন, যদি কোন ব্যক্তিকে কোন আছারের নিন্দা করতে, আছার খণ্ডন করতে কিংবা আছার ছাড়া অন্য কিছু চায় বিধায় ইসলামের উপর অপবাদ দিচ্ছে তাহলে তুমি নিশ্চিত হও যে সে প্রবৃত্তিবাদী ও বিদ'আতী।

কুতাইবা ইবনে সা'ঈদ বলেন, যদি কাউকে আহলুল হাদীছ বা হাদীছ শাস্ত্রবিদদের ভালোবাসতে দেখেন তাহলে সে আহলুস সুন্নাহ তথা সুন্নাহর অনুসারী। আর যে ব্যক্তি হাদীছ শাস্ত্রবিদদের বিরোধিতা করে নিশ্চিত জেনে নাও যে সে বিদ'আতী। মুকাদ্দামাতু শিআরি আছ্বহাবিল হাদীছ পৃ. ০৭

আবু হাতিম আর-রাযী বলেন, 'বিদ'আতীদের পণ্ডিতেরা আহলুল আছার তথা আছারবিদদের সমালোচনায় লিপ্ত হয়। আল-লালকাঈ ০১/১৭৯

[১১৬] সালাফগণ তাদের শায়খদেরকে শ্রদ্ধা করতেন, তারা তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করতেন, তাদের সাথে শিষ্টাচার পূর্ণ আচরণ করতেন। এটা সবার উপর ওয়াজিব।

ইবনু আব্দিল বার (রহিমাহুল্লাহ) 'জামি'উল 'ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী' নামক গ্রন্থে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "আপনার উপর আলিমদের হক্ব (অধিকার) হলো, আপনি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিবেন, তার সামনে বসবেন কিন্তু আপনার হাত উঁচিয়ে তার প্রতি ইশারা করবেন না এবং তার প্রতি ভ্রু-কুটিও করবেন না এবং বলবেন না যে অমুকে আপনার এমতের সাথে মতানৈক্য করেছে। তার কাপড় ধরবেন না। তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন না। তিনি তো আপনার নিকট পাকা খেজুর বিশিষ্ট খেজুর গাছের ন্যায়। তার নিকট থেকে কিছু না কিছু আপনি পেতেই থাকবেন' (পৃ. ২৩১)।

শায়খের নিকট থেকে ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ছাত্র প্রশ্নের ছুরতে শায়খকে পরামর্শ দেবে। যেমন ছাত্র বলবে, উস্তাদ জ্বী, কেউ যদি এ কাজ করে তাহলে তার হুকুম কি হবে? ইনশাআল্লাহ, এরকমভাবে বলার দ্বারাই তিনি সতর্ক হবেন এবং প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৫১ : সম্মানিত শায়খ, প্রাথমিক ছাত্রদের প্রতি আপনার নছীহত কামনা করছি

উত্তর : প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, তারা এমন আলিমগণের নিকট 'ইলম অর্জন করবে যারা 'আক্বীদাহ, ইলম এবং কল্যাণকামীতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।[১১৭]

---

[১১৭] **জ্ঞাতব্য :** বর্তমানে ব্যাপকভাবে সবাইকে আলিম বলা হয়। আলিম শব্দ ব্যবহারের সীমারেখা নির্ধারণ করা উচিত। কেননা আলিম শব্দের সঠিক অর্থ না জানার কারণে অনেকে আলিম নয় এমন ব্যক্তিদেরকেও আলিমদের কাতারে গণ্য করে থাকে; তাদের নিকট থেকে ইলম বিষয়ক ফায়ছালা গ্রহণ করতে থাকে এভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অনেক সাধারণ মানুষ এবং বিশেষত শিক্ষার্থীরা মনে করে যে ব্যক্তিই বই রচনা করে, পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে অথবা লেকচার-বিবৃতি দেয় সেই আলিম।

বর্তমানে বাস্তবিক আলিমের সংখ্যা খুবই কম। শুধু কম নয় কমতর। এর কারণ হলো আলিমের অনেক গুণ রয়েছে যেগুলো বর্তমানে আলিম নামে পরিচিতদের অধিকাংশের মাঝেই নেই। যে ব্যক্তি বক্তৃতায় পটু সেই আলিম নয়, এমনিভাবে যে ব্যক্তিই বই পুস্তক লিখে, তাহক্বীক্ব করে অথবা পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে। অথচ দুঃখের বিষয় হলো আলিম বলা হলেই অনেক যুবক ও সাধারণ লোকের মাথায় এমনটি ভেসে উঠে।

হাফিয ইবনু রজব আল-হাম্বালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "বর্তমানে আমরা মারাত্মকভাবে মূর্খতায় নিমজ্জিত হচ্ছি। অনেক লোক মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগীয়) আলিমদের থেকে উত্তম মনে করে। এদের অনেকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে মনে করে যে ' সে মনে করে যে বক্তৃতা বিবৃতির

আধিক্যের কারণে উক্ত ব্যক্তি ছাহাবীসহ পূর্ববর্তী যুগের সকল আলিমদের চেয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিত।”

তিনি আরো বলেন, ‘মুতাআখখিরীন (পরবর্তী) অনেক লোক এই ফিতনায় পতিত হয়ে এমন ধারণা করতে লেগেছে যে, অধিক কথা (বক্তৃতা-বিবৃতি), বিতর্কে পারঙ্গমতা, দীনী মাসআলায় মতানৈক্য করা ইত্যাদিই হলো বিদগ্ধ আলিম নির্ণয়ের মাপকাঠি।”

আমি বলি, এই ছিল ইবনু রজব আল-হাম্বালী (রহিমাহুল্লাহ) এর যামানার কথা। তিনি যদি বর্তমান যামানার আলিম দাবিদারদের কাজ-কর্ম দেখতেন, যারা ক্যাসেট এবং বই-পুস্তক তাদের নিজেদের মতামত দ্বারা পূর্ণ করে। তারা সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত ক্যাসেট এবং মাসে মাসে প্রকাশিত বই-পুস্তক দ্বারা সাধারণ জনগণ ধোঁকায় পতিত হয়। তারা তাদেরকে আলিম ভেবে বসে।

ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যে বাগ্মীই আলিম নন। ‘বায়ানু ফাদ্বলি ইলমিস সালাফ আলা ইলমিল খলাফ’ (পৃ. ৩৮-৪০)।

বর্তমান যামানায় আলিম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধকে প্রাধান্য দেয়া দরকার এবং ইলম গ্রহণের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধের নিকট থেকে ইলম অর্জন করা শর্ত করা উচিত। কেননা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি জ্ঞান গরীমা-আক্বল-বুদ্ধিতে বেশি বিদগ্ধ হন এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

এ বিষয়ে ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মানুষেরা যতদিন পর্যন্ত ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের বয়ষ্ক ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্জন করাকে প্রাধান্য দেবে ততদিন পর্যন্ত তারা হক্বের উপর থাকবে। আর যখন তারা বয়স্কদেরকে বাদ দিয়ে তাদের চেয়ে কম বয়স্কদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

খত্বীব বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) সানাদ সহ ‘নছীহাতু আহলিল হাদীছ’ নামক গ্রন্থে ইবনু কুত্বায়বাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই আছারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, ‘যতদিন পর্যন্ত লোকদের শায়খ মাশায়িখ বয়োবৃদ্ধ লোক হবে, কোন অল্পবয়স্ক লোক হবে না ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।’ তিনি এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে এর কারণ হলো, বৃদ্ধের নিকট থেকে যৌবনের বিনোদন আকর্ষণ, তাড়াহুড়া, বোকামি কেটে যায় এবং অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন। তাই তার ইলমে সন্দেহ সংশয় প্রবেশ করে না, তার উপর প্রবৃত্তি প্রাধান্য পায় না, তিনি লোভ-লালসার দিকে ঝুঁকেন না এবং শয়তানও তাকে প্রাথমিকদের মত বিপথগামী করতে পারে না। আর প্রাথমিকদের ক্ষেত্রে লোভ-লালসা, ক্রোধ-কামনা, তাড়াহুড়া করার প্রবণতা

প্রাথমিক ছাত্রের জন্য উচিত মুখতাছার/সংক্ষিপ্ত কিতাবাদি চয়ন করে সেগুলো মুখস্থ করা এবং শায়খদের নিকট আস্তে আস্তে সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়ে নেয়া। বিশেষত মাদরাসা (স্কুল-কলেজ) শারঈ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম পড়ে নেয়া; মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের জন্য পাঠ্যক্রম স্তরে স্তরে বিন্যাস করা থাকায় ছাত্রদের জন্য তা খুবই উপকারী।

ছাত্র যদি কোন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য মাসজিদের ইলমী হালকায় শায়েখের কাছে উপস্থিত আবশ্যক। চাই হালকা ফিক্বহ, নাহু অথবা আক্বীদাহ যে বিষয়েই হোক না কেন।

বর্তমানের কিছু প্রাথমিক ছাত্র মুত্বাওয়াল বা বড় বড় গ্রন্থ দ্বারা পড়াশোনা শুরু করে অথবা তাদের কেউ কেউ বই কিনে বাসায় বসে বসে পড়তে বা অধ্যয়ন করতে থাকে (কোন আলিমের স্মরণাপন্ন হয় না), এমনটি করা ঠিক নয়। এটা কোন শিক্ষা নয়। বরং এটা এক প্রকার ধোঁকা। এর দ্বারা কেউ কেউ ইলম না থাকলেও ‘ইলমী বিষয়ে আলোচনা করে অথবা শারঈ বিষয়ে মাসলা-মাসায়িল প্রদান করে এবং ইলম ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অনুচিত কথা বলে। কোন ভিত্তি বা মূলনীতির উপর ‘ইলম অর্জন না করাই এর মূল কারণ।

সুতরাং আলিমদের হালাকায় (ইলমী অনুষ্ঠান) অংশগ্রহণ করা এবং ধৈর্যের সাথে ‘ইলম অর্জন করা অত্যাবশ্যক।

ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন-

ঘন্টা খানেকেরও জ্ঞানার্জন যে করেনি আস্বাদন

সে তো মূর্খতা পানে কাটিয়েছে তার সারাটি জীবন।

ইত্যাদি প্রবেশ করে যার কারণে তার প্রদেয় ফাতওয়া দ্বারা নিজে ধ্বংস হওয়ার এবং অপরকে ধ্বংস করার সম্ভাবনা থাকে' (পৃ. ৭)।

ইবনু আব্দিল বার (রহিমাহুল্লাহ) তার ‘জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহি' নামক গ্রন্থে "রূপক নয় বাস্তবিকভাবে কাকে ফক্বীহ বা আলিম বলার উপযুক্ত? এবং আলিমদের মধ্য থেকে কার জন্য ফাতওয়া প্রদান করা জায়েয?" একটি অধ্যায় বেঁধেছেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটা পড়ে নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন-৫২ : দাঈদের মর্যাদার কথা শ্রবণের পর জাগরণপ্রেমী কিছু যুবকের মাঝে দাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক চেতনা[১১৮] ও উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। এরপর অতিদ্রুতই এই উৎসাহ কেটে যায়। এ ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী?

---

[১১৮] অনেক দাঈ ও যুবকদের মুখে জাগরণ, যুব-জাগরণ অথবা ইসলামী জাগরণ বেশি বেশি শোনা যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মাতে ইসলামিয়্যাহ অবচেতন ছিল অথবা অনুপস্থিত ছিল উম্মাতে ইসলামিয়্যাহর কোন দাওয়াত ছিল না। এটা ছ্বহীহ নয়। কেননা মুসলিমগণ বিশেষত এদেশের মুসলিমগণ সর্বদা কল্যাণের উপর অটল ছিল। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছে বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين

আমার উম্মাহর একটি দল হক্বের উপর অটল থাকবে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا تجتمع أمتي على ضلالة

আমার উম্মাহ গোমরাহীর উপর ঐক্যমত পোষণ করবে না। কাশফুল খফা হাদীছ নং ২৯৯৯ তাযকিরাতুল মুহতাজ (পৃ. নং ৫১)।

উম্মাতে মুহাম্মাদী সবসময় জাগ্রতই ছিল এবং রব্বানী আলিমগণ সব যুগেই বর্তমান ছিলেন। কোন যুগই রব্বানী আলিমহীন ছিল না। আমরা যদি এর বিপরীত কথা বলি তাহলে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছকে অস্বীকার করা হবে। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে,

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس

আমার উম্মাহর একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর অটল থাকবে, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ক্বিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা মানুষের মাঝে দৃশ্যমান থাকবে (ছ্বহীহ মুসলিম ৩/১০৩৭, ১৫২৪)।

যারা জাগরণের কথা বলে এবং এর ইতিহাস বর্ণনা করে তারা মূলত মিসরে হাসানুল বান্নার হাতে ইখওয়ানুল মুসলিমীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করে। এর প্রমাণ হলো মুহাম্মাদ ক্বুত্বব ওয়াক্বি'উনা আল মু'আছির গ্রন্থের ৪০১ পৃষ্ঠায় বলেন, আমরা শুধু এই আন্দোলন সম্পর্কে পড়ে থাকি যে এই আন্দোলন একজন ব্যক্তির অন্তরে শুরু হয়েছে তিনি হলেন মিশরের হাসানুল

বান্নাহ আল্লাহ তা'আলা তাকে উজ্জ্বল আত্মা এবং আল্লাহর নৈকট্য দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহ তিনি বলেননি যে তিনি কোন প্রসিদ্ধ শায়খের নিকট 'ইলম অর্জন করেছেন যাতে লোকের তাকে আলিম না ভেবে বসে। বিবেকবান লোকেরা আলিম ছাড়া অন্য কোন লোকের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করে না। নির্বোধ লোকেরা প্রত্যেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও উচ্ছৃঙ্খল লোকদেরকেই বিশ্বাস করে থাকে। ৪০৩ নং পৃষ্ঠায় বলেছে ' এই উজ্জ্বল আন্দোলন হাসানুল বান্নার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। এরপর তিনি তা আল্লাহর পথের আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। সে সময় সারা বিশ্বে বিশেষত মিসরে এমনটা ঘটা ছিল সময়ের দাবি।

উল্লেখিত মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে প্রাথমিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কাজ-কর্ম গড়ে উঠেছিল প্রত্যাখ্যান-মতামত খণ্ডণের মাধ্যমে। এর স্বপক্ষে অনেক ইখওয়ানী নেতা-কর্মীর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। মুহাম্মাদ কুত্বুব 'আছ্ছহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ' নামে একটি বই লিখেছেন। প্রকাশক উক্ত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছে 'ইসলামী পুনর্জাগরণ ইসলামী বিশ্বে যে সাড়া ফেলেছে তা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে বড় ঘটনা।

মুহাম্মাদ কুত্বুব উক্ত কিতাবের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন, ইসলামী পুনর্জাগরণ আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত সময়েই সংঘটিত হয়েছে। যদি এই জাগরণ আকস্মিক বিষয়ই হতো তাহলে বিশ্বের সকল প্রান্তের লোকদেরকে একই সাথে কে জাগালো?

আমি বলব, 'নিঃসন্দেহে প্রত্যেক কাজ আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু এই বিশৃঙ্খল জাগরণে কোন উপকার বা কল্যাণ নাই। আর এতে আকস্মিকতার কিইবা আছে?

সে ৬৩ নং পৃষ্ঠায় বলেছে, ইমাম শহীদ (হাসানুল বান্না রহিমাহুল্লাহ) যখন এই জাগরণ নিয়ে আগমন করেন তখন আল্লাহ তা'আলা যাদের উপর রহমাত নাযিল করেছেন তারা ব্যতীত বাকি সবাই এ ব্যাপারে গাফলতিতে রয়েছে।

৯৬ নং পৃষ্ঠায় 'আন্দোলনের পদ্ধতির' শিরোনামে বলেন, বর্তমানে অনেক কর্ম-তৎপর জামা'আত আন্দোলনে অবশ্য পালনীয় পদ্ধতির ব্যাপারে মতপার্থক্য করে থাকে। অথচ ইমাম শহীদ (হাসানুল বান্না) এর পদ্ধতি উপর তার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন চলছিল। এখানে তারা জামা'আত ভিন্ন আর কোন জামা'আত ছিল না।

আমি বলব, সাউদী ও অন্যান্য দেশে ইসলামের শুরু থেকে আজ অবধি শীর্ষে অবস্থিত কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত সালাফী দাওয়াত কী তখন অনুপস্থিত ছিল? মুসলিমগণ এখনো পর্যন্ত এ দাওয়াতের ফলাফল ভোগ করছেন। অন্যান্য দাওয়াতের অনিষ্টের মত এ দাওয়াতে কোন অনিষ্ট নেই। অথচ সে এই দাওয়াতের অস্তিত্ব দেখতে পায়নি। এ প্রকার লোকদের ব্যাপারে কবি বলেন,

সত্য সেতো সূর্য যেন
সকল চক্ষু দেখে
কিন্তু সে ও আব্রু ঢাকে,
অন্ধকে দূরে রাখে

অপর একজন কবি বলেন,

রুগ্ন চক্ষু করে না বরদাশত
সূর্যালোক কোন কাল
রোগীর মুখে সুস্বাদু খাবার
সেটাও তো ভেজাল।

বাকর আবু যায়দ 'মু'জামুল মানাহী লাফযিয়্যাহ' নাম গ্রন্থের ২০৯ নং পৃষ্ঠায় 'ইসলামী পুনর্জাগরণ' শিরোনামে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করেননি। এটা একটা নতুন পরিভাষা। আমরা সালাফে ছ্বলিহীনদের থেকে এরকম কোন পরিভাষা দেখতে পাইনি। হিজরী পঞ্চদশ শতকে এসে খ্রিষ্টানদের চার্চে প্রত্যাবর্তনের পর এ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি প্রদান করেননি এমন কোন বিষয় দীনে সংযোজন করা জায়েয নয়।

দীন ইসলামে শারঈ পরিভাষাগুলো সুনির্দিষ্ট। যেমন; ইসলাম, ঈমান, ইহসান, তাক্বওয়া ইত্যাদি এবং এগুলোর প্রতি সম্বন্ধকৃত ব্যক্তি যথাক্রমে মুসলিম, মু'মিন, মুহসিন ও মুত্তাক্বী।

আমার জানা নাই এই الصحوةالإسلامية (ইসলামী পুনর্জাগরণ) এর প্রতি সম্বন্ধকৃত ব্যক্তিকে কী বলে সম্বন্ধ করা হবে صاحٍ নাকি? অন্য কিছু? (এখানেই তার বক্তব্য শেষ)।

উত্তর : الصحوة الإسلامية বা ইসলামী চেতনা/জাগরণ' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার আপত্তি রয়েছে; এ শব্দ যেখানে সেখানে ব্যবহার করা ঠিক নয়। পত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশ করা হয়েছে যে, মূলত এর দ্বারা প্রত্যেক যুগে অব্যাহত থাকা সৎ আলিমদের অবদানকে অস্বীকার করা হয়। আরো অস্বীকার করা হয় এই উম্মাহর অবশিষ্ট কল্যাণকর বিষয়কে। অস্বীকার করা হয় সে সকল কল্যাণকর বিষয়কে যা ক্বিয়মাত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে উদ্যম-আগ্রহ থাকা ভালো। মানুষের মাঝে ভালো কাজ করা দাওয়াত প্রদান করা ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা থাকে। তবে কারো জন্য জ্ঞানার্জন ছাড়াই সরাসরি দাওয়াতি কাজে প্রবেশ করা উচিত নয়। বরং দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করার পূর্বে ইলম অর্জন করা উচিত। যাতে সে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর পথে আহ্বান করার নিয়ম ও দাওয়াতের পন্থা সম্পর্কে জানতে পারে। সে যে কাজের প্রতি আহ্বান করবে সে বিষয়ে তার নিকট যেন জ্ঞান থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ }

বল, এটা আমার পথ, আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই। *(সূরা ইউসুফ ১২:১০৮)* অর্থাৎ ইলমের ভিত্তিতে।

সুতরাং মূর্খ ব্যক্তি দাওয়াত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। অবশ্যই তার নিকট ইখলাছ (একনিষ্ঠতা), ছ্বর- ধৈর্য-সহ্য এবং হিকমাত ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর দাওয়াতী পদ্ধতিসমূহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আনীত মানহাজ সম্পর্কে জানা।

দাওয়াতের প্রতি শুধু ভালোবাসা-শুধু আবেগ উদ্যম নিয়ে সরাসরি দাওয়াতী কার্জকর্মে প্রবেশ করার দ্বারা মূলত দাওয়াতকে নষ্ট করা হয়। এর দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। এর দ্বারা অনেক সমস্যার উদ্রেক হয়। মানুষ তাদের নিয়ে মুশকিলে পড়ে যায়। ব্যক্তির ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ-উদ্যম থাকলে সে ছাওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি সে দাওয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তার উচিত হবে প্রথমে ইলম অর্জন করা। যে ইলম অনুযায়ী প্রত্যেকেই দাওয়াতের জন্য উপযোগী হতে পারে।

মূর্খতার সাথে উদ্যম কোন উপকার করে না। বরং অপকারই করে থাকে।[১১৯]

প্রশ্ন-৫৩ : আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ বিরোধী মানহাজসমূহ থেকে সতর্ক করা কি ওয়াজিব?

উত্তর : জ্বী, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ বিরোধী মানহাজ সমূহ থেকে সতর্ক করা ওয়াজিব।[১২০] এটা আল্লাহর জন্য, তার রসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত।

আমরা অনিষ্টকর লোক ও ইসলামী মানহাজ বিরোধী মানহাজ ওয়ালাদের থেকে সতর্ক করব। মানুষের নিকট এই বিষয়াবলির ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করব এবং তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার জন্য উদ্বুদ্ধ করব। এ কাজ করা ওয়াজিব। আহলুল ইলম বা আলিমদের কিছু সংখ্যকের

---

[১১৯] দ্বিরার ইবনে আমর বলেছেন, 'সেই আল্লাহর কসম, মূর্খতার ভিত্তিতে কোন কাজ করা হলে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে' (আল ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্বক্বি ১/১৯)।

[১২০] এটাই সালাফদের মানহাজ। সালাফে ছ্বলিহীন (রহিমাহুমুল্লাহ) গণ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মানহাজ ওয়ালাদের থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। শুধু তাই নয় যারা ভ্রান্ত মানহাজের অনুসারীদের প্রশংসা করত অথবা তাদের বই-পুস্তককে মূল্যবান মনে করত তাদেরকে তাড়িয়ে দিতেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, তাদের পক্ষে ওকালতি করবে, তাদের প্রশংসা করবে, তাদের বই-পুস্তককে সম্মান করবে, তাদের সমালোচনা করাকে অপছন্দ করবে, তাদের পক্ষে ওযর আপত্তি পেশ করবে যে ওযর আপত্তি বা কথাগুলো একমাত্র মূর্খ ও মুনাফিক্বই বলে থাকে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া অত্যবশ্যক। এমনকি যার তাদের অবস্থার কথা অবগত হয়েও তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব; কেননা তাদের মুকাবিলা করা একটি বড় ওয়াজিব' (মাজমূ'উল ফাতওয়া ২/১৩২)।

উপর ওয়াজিব হলো মুক্তির জন্য সঠিক শারঈ পথ জনগণের জন্য স্পষ্ট করে দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা।

প্রশ্ন-৫৪ : কোনটি উত্তম? ‘ইলম অন্বেষণ করা নাকি দাওয়াহ ইলাল্লাহ তে (আল্লাহর পথে দাওয়াতে) আত্মনিয়োগ করা।

উত্তর : ‘ইলম অন্বেষণ সবার আগে। কেননা ইলম যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বানে সক্ষম হবে না। আর যদি ইলম ছাড়াও দাওয়াত দিয়ে থাকে তাহলে সে ভুল করবে।

দাঈ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ইলম অর্জন করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي }

বলো এই হলো আমার পথ। আমি স্পষ্ট জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর পথে আহ্বান করি এবং আমার অনুসারীরাও। (সূরা *ইউসুফ ১২:১০৮)*

তবে কিছু স্পষ্ট বিষয় রয়েছে যেগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষেরাও ডাকতে পারে। যেমন; ছ্বলাত কায়িমের প্রতি, জামা‘আত পরিত্যাগ করতে বারণ করতে, পরিবারবর্গ ও সন্তানাদিকে ছ্বলাতের আদেশ প্রদান করতে ইত্যাদি কাজ সাধারণ জনগণ, শিক্ষার্থী সবাই জানে।

কিন্তু কিছু বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে দীনী ফিক্বহ ও ইলম জানা অত্যাবশ্যক। যেমন হালাল-হারাম সংক্রান্ত, তাওহীদ-শিরক সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইলম থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন-৫৫ : বিভিন্ন দলীয় বই-পুস্তক অথবা এদেশে বহিরাগত জামা‘আত সমূহের ভুল-ত্রুটি বর্ণনা করার দ্বারা কী দাঈদের দাওয়াতী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বুঝায়?

উত্তর : না, এটা দাঈদের দাওয়াতী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা নয়।[১২১]

---

[১২১] সালাফী মানহাজের দাঈগণ বিদ‘আতী, ভ্রষ্ট, দলবাদী দাঈদের থেকে তাদের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক করা এমনকি প্রয়োজনে তাদের ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করাকেও দাঈদের পথরুদ্ধ করা মনে করে না। বরং বিদ‘আতী ও তাদের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক করাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজ মনে করে। সুন্নাহ এবং জারহু ওয়াত তা‘দীলের কিতাবাদিতে এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। সালাফী মানহাজের দাঈগণ বিদ‘আতী ও তাদের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে।

ইমাম শু‘বা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আসুন আমরা কিছুক্ষণ আল্লাহর ওয়াস্তে দোষ-ত্রুটি আলোচনা করি অর্থাৎ আল-জারহু ওয়াত তা‘দীল নিয়ে পর্যালোচনা করি। (শারহু ‘ইলালিত তিরমিযী খ. ০১ পৃষ্ঠা নং ৩৪৯, আল-কিফায়াহ পৃ. ৯১

শায়খ আবু যুর‘আহ আদ-দিমাশক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি মুসহির (রহিমাহুল্লাহ) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। ঐ ব্যক্তি ভুল ভ্রান্তি করত, বিকৃতভাবে লিখত। বর্ণনা কারী বলেন, মুসহির (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুসহিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করাকে গিবাত মনে করলেন না? তিনি প্রতুত্তরে বললেন না। (শারহু ইলালিত তিরমিযী খ. ০১ পৃষ্ঠা নং ৩৪৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবু তুরাব আন নাখশাবী আমার পিতার নিকট এলেন। আমার পিতা বর্ণনা করতে লাগলেন, অমুকে দ্ব‘ঈফ (দুর্বল), অমুকে ছীক্বাহ (গ্রহণযোগ্য) ইত্যাদি।

আবু তুরাব আমার পিতাকে বলল, হে শায়খ আলিমদের গিবাত করবেন না। আমার বাবা প্রতুত্তরে বললেন, তোমার জন্য আফসোস। এটা গিবাত নয়। বরং এটা হলো উম্মাহর জন্য নছীহত বা কল্যাণ কামনা। (শারহু ইলালিত তিরমিযী খ.০১ হা. ৩৪৯ আল-কিফায়াহ লিল খত্বীব পৃ. ৪৬)

কেননা তাদের বইগুলো দাওয়াতী বই নয়। এ পুস্তকাদি ও এ মতবাদগুলোর প্রতি আহ্বায় করা ‘ইলম, স্পষ্ট জ্ঞান ও হক্বের দিক থেকে আল্লাহর পথের দাঈ নয়।

সুতরাং আমরা এ বই-পুস্তকের অথবা এ সকল দাঈর ভুল-ক্রটি বর্ণনা করব। তাদের ভুল-ক্রটি বর্ণনা করা তাদের নিন্দা করার অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা উম্মাহর জন্য কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত।[১২২]

তা না করা হলে উম্মাহর মাঝে বাতিল মতবাদ অনুপ্রবেশ করে ঐক্য বিনষ্ট করবে। জামা'আত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে

আমি বলব, আমি বলব সংশয়ে পতিত লোকদের নিকট বিদ'আতী ও প্রবৃত্তিবাদীদের বই-পুস্তক নিয়ে সমালোচনা করা হলে তাদের মধ্যে যারা জীবিত তারা সতর্ক হয়।

[১২২] ব্যক্তির পর্যালোচনা করা যদি তার ‘আদালত (ন্যায়পরায়ণতা), তাওছিক্ব (গ্রহণযোগ্যতা) তার দ্বার অন্যরা ধোঁকায় পতিত হয় এরকম কোন বিষয়ে হয়ে থাকে বিশেষত যে ব্যক্তিদের প্রভাব ও ভক্ত রয়েছে। যেমন; বিভিন্ন আন্দোলনের নেতাদের ক্ষেত্রে তাদের ভুল-ক্রটি বর্ণনা আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ও জীবনী গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। যদি ব্যক্তির মাঝে বাস্তবেই এই ভুল-ক্রটি থেকে থাকে তাহলে তা বর্ণনা করাতে কোন সমস্যা নাই। বরং তাদের দোষ-ক্রটি বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো তাদের অবস্থা উল্লেখ করে লোকজনকে তাদের থেকে সতর্ক করা। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ক্রটি ছড়ানো উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এর প্রতি লক্ষ্য করুন, তাকে হুসাইন আল-কারাবিসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, সে বিদ'আতী। (তারীখু বাগদাদ খ. ০৮ পৃষ্ঠা নং ৬৬)

মুহাসিবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি রহিমহুল্লাহ বলেছিলেন, সে একজন মন্দলোক। তুমি তার সাথে কথা বলা বলবে না, তার কোন মর্যাদা নাই। এ বইয়ে এর আগেও এ বিষয়ে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

আবু যুর'আহ রহিমহুল্লাহকে হারিছ আল-মুহাসিবী ও তার বই-পুস্তক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তুমি এসকল বই পুস্তক থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে। এবইগুলো বিদ'আত ও ভ্রষ্ঠতায় পূর্ণ। তোমার কাজ হবে আছার (সুন্নাহকে) আঁকড়ে ধরা (আত-তাহযীব ২/১১৭)।

আঘাত করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো তাদের বই-পুস্তকে থাকা ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা যা দাওয়াতের নামে আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে।[১২৩]

---

[১২৩] বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, এই তাওহীদের দেশে কিছু যুবককে এ সকল সংশয়পূর্ণ, বিকৃত বই-পুস্তক গ্রহণ করতে দেখা যায়। তারা ভালোর বিনিময়ে মন্দ এবং মঙ্গলের বিনিময়ে অমঙ্গল গ্রহণ করে। কখনো কখনো তাদের কেউ কেউ আবুল আ'লা মওদুদী, মুহাম্মাদ সুরুর যায়নুল আবিদীন, হাসানুল বান্না, সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব, হাসান আত-তুরাবী, ছ্বলাহ আছ্বছ্বাবী, মুহাম্মাদ আহমাদ রাশিদ গংদের ও তাদের বই-পুস্তকের প্রশংসা করে থাকে।

যদি কেউ বলে, তুমি কেন সবাইকে একত্রে উল্লেখ করলে? উল্লেখিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ তো প্রসিদ্ধতায় এতদূর পৌছে গেছে যতদূর তুমি পৌঁছতে পারনি।

আমি আপত্তি উত্থাপনকারীর জবাবে বলব, হাক্ব বর্ণনা করা আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কারে প্রসিদ্ধি হাক্ব বর্ণনার প্রতিবন্ধক নয়। নেতিবাচক মানহাজ সমূহ থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ সুস্পষ্ট।

আপত্তি উত্থাপনকারীর প্রতি উল্লেখিত ব্যক্তিদের বই-পুস্তক থেকে তাদের পদস্খলনের দলীল পেশ করা হলো।

প্রথমত : মওদুদী সে তার রসাঈল-মাসাঈল নামক পুস্তিকার (প্রকাশ ১৩৫১ হিজরী) ৫৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করতেন যে দাজ্জাল তার যুগে অথবা তার নিকটবর্তী যুগে বের হবে। কিন্তু সাড়ে তেরশত বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও দাজ্জাল বের হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে তার (ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সেই ধারণা সঠিক ছিল না।

১৩৬২ হিজরীর পরবর্তী সংস্করণে আরো যোগ করে বলেছে, হাজার বছর....চলে গেছে দাজ্জাল এখনও বের হয়নি এটাই হলো বাস্তবতা।

এটা স্পষ্ট যে সে এর দ্বারা দাজ্জালের বের হওয়াকে অস্বীকার করেছে। অথচ এবিষয়ে অনেক মুতাওয়াতির ছ্বহীহ হাদীছ রয়েছে।

সে ৫৫ নং পৃষ্ঠায় বলেছে, দাজ্জাল সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এর সবই তার নিজস্ব মত, অনুমান এবং ধারণা মাত্র।

এটা কী দাজ্জালকে অস্বীকার করা এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যাচার নয়?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। *(সূরা আন-নাজম ৩-৪)*

আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে 'আলী আল বার-বাহারী বলেন, কোন আহলে ক্বিবলাকে (ক্বিবলার অনুসারীকে) ক্বুরআনের কোন আয়াত বা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীছকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কাফির বলা যাবে না। কিন্তু যদি সে এর কোন একটি করে বসে তাহলে তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেওয়া তোমার উপর ওয়াজিব। কেউ যদি উল্লেখিত কাজ দু'টির কোনটিই না করে এবং সে যদি ইসলামের কোন আমল না করে তাহলে সে প্রকৃত নয় বরং নামমাত্র মুমিন বা মুসলিম বলে গণ্য হবে। (ত্ববাক্বাতুল হানাবিলাহ খ. ০২ পৃ. ২৩)

মওদুদী তার 'আরবা'আতু মুসত্বলাহাতিল ক্বুরআন আল-আসাসিয়্যাহ' (ক্বুরআনের মৌলিক মূলনীতির পরিভাষা সমূহ) নামক গ্রন্থের ১৫৬ নং পৃষ্ঠায় বলেছে, আল্লাহ তা'আলা ' সূরাতুন নাছ্বরে' রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার দায়িত্ব (নবুওয়াতি দায়িত্ব) পালনে যে সকল ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা থেকে ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার জন্য আদেশ প্রদান করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট এই অপবাদ থেকে মুক্তি চাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা ক্বুরআনুল কারীমের অসংখ্য জায়গায় মনুষ্য জাতির সবচেয়ে বড় গুণ 'বান্দা বা দাস' হওয়ার গুণে তার রসূল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুণান্বিত করেছেন। এটা কি মওদুদীর জন্য যথেষ্ট নয়?

সে কি সেই তিন ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীছ দেখেনি? তারা রসূল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। রসূল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন জেনে রাখো, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি। আল হাদীছ।

মওদুদীর সুন্নাহ নিয়ে হঠকারিতা সর্বজন জ্ঞাত বিষয়। ভারত বর্ষের অনেক আহলুল হাদীছ 'আলিম তার ও তার ইসলাম যুক্ত নাম বিশিষ্ট ফিরকাহর ভ্রষ্ঠতাকে দলীলের আলোকে খণ্ডন করেছেন। তারা তাঁর ও তার কথিত ইসলামী দলের গোমরাহীগুলিকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

দ্বিতীয়ত : মুহাম্মাদ সুরুর ইবনে নাইফ ইবনে যায়নুল 'আবিদীন, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত আস সুন্নাহ ম্যাগাজিনের মালিক। সে তার ম্যাগাজিনকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দ্বারা পূর্ণ করেছে। সে এই ম্যাগাজিন দ্বারা শাসকদেরকে কাফির বলা, সাঊদী আরবের নেতা সালাফী রব্বানী আলিমদেরকে অপবাদ দেয়া এবং মা'ছিয়্যাতের কারণে তাকফির করার প্রতি

যুবকদেরকে উস্কে দিচ্ছে। সে নিজেই উক্ত কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এখানে আর দীর্ঘ আলোচনা করতে চাচ্ছি না। আপনি ২৮ নং প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট টীকায় দেখুন।

তৃতীয়ত : হাসানুল বান্না : এ সম্পর্কে ৪০ নং প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট টীকায় আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থত : সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব এ সম্পর্কে ১৯ ও ৩১ নং প্রশ্নের টীকায় দেখুন।

উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সমালোচনা ও কটাক্ষ করে সে তার "আল 'আদালাহ আল ইজতিমাঈয়্যাহ ফিল ইসলাম" নামক পূর্ণ করেছে। সে বলেছে যে, উছ্বমানের যুগের বাস্তব চিত্র হলো খিলাফাতে অধিষ্ঠিত অবস্থায় তাকে বার্ধক্যে পেয়ে বসলে পর্দার অন্তরাল থেকে মারওয়ান ইবনে হাকাম শাসনের চাবিকাঠি নাড়তে থাকে। সে অনেক ইসলামী বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করে। (পৃ. ২১৪ সপ্তম সংস্করণ)।

সে আরো বলেছে, "বায়তুল মাল থেকে তার জামাই হারিছ ইবনে হাকামকে দুই লক্ষ দিরহাম, একদিন যুবাইরকে সাত লক্ষ দিরহাম এবং ত্বলহাকে দুই লক্ষ দিরহাম প্রদান করেছিলেন। এবং মারওয়ান ইবনে হাকামকে আফ্রিকার খারাজের এক পঞ্চমাংশ বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন।

আমরা বলব, "ছাদ স্থাপনের আগে ভিত্তি ঠিক করো অর্থাৎ হুকুম সাব্যস্ত করার আগে দলীল পেশ করো।

তোমার এই মারাত্মক কথার উৎস কী?

সম্মানিত পাঠক, এই অপবাদ খণ্ডন বিষয়ে আবু বাকর আল ক্বাযী ইবনুল 'আরাবী কতৃক রচিত "আল 'আওয়াছ্বিম মিনাল ক্বওয়াছ্বিম" নামক গ্রন্থের ৬১-১৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব "আল আদালাহ" নামক পুস্তকের ২১৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন, উছমান আল্লাহর রহমাতের দিকে চলে গেছে (মৃত্যু বরণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে তার কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিশেষত শামে উমাইয়্যাহ রাষ্ট্র কায়িম করেছে এবং ইসলামের রূহের প্রতি কঠোর উমাইয়্যাহ রাজতন্ত্রের নিয়ম কানুন প্রণয়ন করেছে, যা ইসলামের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

তিনি ২৩৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আমরা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পূর্বের দুইজন শায়খের খিলাফতের বিস্তৃতির ভিত্তিতে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের প্রতি ঝুঁকি। আর মাঝখানে উছমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগ। যে যুগে মারওয়ান শাসন করত। এর কোন ভিত্তি ছিল না। এটা ছিল এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র।

বিস্তারিত জানার জন্য শায়খ রবি' ইবনে হাদী আল-মাদখালী কর্তৃক লিখিত " মাত্বা'ইনু সাইয়্যিদ কুত্বুব ফি আছ্বহাবি রসূলিল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম" নামক কিতাবে দেখুন।

সাইয়্যিদ কুত্বুব তার "মা'রিকাতুল ইসলামি ওয়ার রসমালিয়্যাহ" নামক বইয়ের ৬১ নং পৃষ্ঠায় বলেন, 'ইসলামেরই বিচার ফায়ছালা করা উচিত। কেননা ইসলামই হলো একক ইতিবাচক সৃষ্টিশীল 'আক্বীদাহ যা একইসাথে খৃষ্টবাদ ও কমিউনিজম থেকে গঠিত। যা মিশ্র ও পরিপূর্ণ। সকল উদ্দেশ্য একত্র করে অধিকন্তু ফায়ছালায় সমন্বয় সাধন-মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে ও ভারসাম্য বজায় রাখে।"

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) কে এ প্রবন্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেন, আমরা তাকে বলব, খ্রিষ্টানধর্ম বিকৃত ধর্ম, কমিউনিজম বাতিল ধর্ম এর কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে ইসলাম হলো এ দু'য়ের মিশ্রিত রূপ সে ব্যক্তি হয় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নতুবা খ্রিষ্টান ও কমিউনিষ্ট কাফিরদের দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত।

এই প্রবন্ধের জবাবে শায়খ ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনছ্বরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উল্লেখিত ব্যক্তির কথা ধর্মসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করার দাবি করে।

শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল আনছ্বারী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখিত প্রবন্ধের জবাবে বলেন, যে ব্যক্তি এই কথা বলেছে সে জীবিত থাকলে তাকে তাওবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হবে। তাওবাহ করলে ভালো নতুবা তাকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হিসাবে হত্যা করা হবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি ইতোমধ্যে মৃত্যু বরণ করে থাকে তাহলে তার একথা যে বাতিল তা বর্ণনা করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় আমরা তাকে কাফির বলব না। কেননা আমরা তার উপর হুজ্জাত (দলীল) কায়িম করতে পারিনি (আল 'আওয়াছিম মিম্মা ফি কুতুবি সাইয়্যিদ কুত্বুব মিনাল ক্বওয়াছিম পৃ. ২২ দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থ থেকে অত্র বিষয়গুলি সংকলিত করা হয়েছে)।

পঞ্চমত : হাসান আত-তুরাবী, সে তার কিতাব 'আদ-দীন ওয়াল ফান্ন প্রথম সংস্করণ প্রকাশ ১৪০৮হিজরী পৃষ্ঠা ৯১ তে বলেন দীন যেহেতু প্রতীকী প্রাকটিস এবং অদৃশ্য নিয়ে কাজ করা ও দুনিয়ার বাহ্যিক দিক কে অতিক্রম করা এবং স্থায়িত্বের বিষয়ে জানা। সুতরাং প্রত্যেক জিনিস থেকে দীন নিদর্শন গ্রহণ করে এবং সবকিছুকেই আল্লাহর পথের ওছীলা হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং শিল্প-কলা দীনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দীন এবং শিল্প কলার জন্য একই সাথে পথচলা সম্ভব। শিল্পী ঈমানের পথে হিদায়াত

করতে পারে। তার ঈমান তাকে আরো দক্ষ শিল্প-কলাবিদ হিসাবে গড়ে তুলবে।” (এটা যে ভ্রান্ত কথা তা বলার প্রয়োজন নাই)।

তুরাবী উক্ত বইয়ের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন, ‘ইসলামী শিল্প-কলা আরবদেশে প্রথম ধাপেই রেনেসাঁ পর্যায়ে যেতে পারেনি। বিশেষত সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য কবিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু যখন ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র সমূহ আরব দেশে ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল এবং হিজাযে ইসলামিক ফাউন্ডেশান প্রতিষ্ঠার পর লোকজন অবসর পেল । তাদের জীবন ও সুযোগ সুবিধা প্রসারিত হলো; সঙ্গীত, বিনোদন এবং মিউজিক্যাল যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে পড়ল। অনেক তাবি‘ঈ ও আলিমও যে গান শুনতেন এ বিষয়ে বর্ণনা আছে’।

সম্মানিত পাঠক, চিন্তা করে দেখুন সে কীভাবে গান বিনোদনের গুণকীর্তন করছে এবং তাবি‘ঈ ও আলিমদেরকে অপবাদ দিচ্ছে যে তারাও নাকি গান শুনতেন। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তুরাবীর প্রাপ্য অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করুন।

উক্ত বইয়ের ১০৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন, সুতরাং ছবি আঁকা, জিনিসপত্র বা দৃশ্যের চিত্র তৈরি করাতে কোন সমস্যা নাই। ভালো ও সুন্দর সুন্দর কথার দ্বারা কবিতা, বীরত্বপূর্ণ কবিতা (যুদ্ধের ময়দানে অনুপ্রেরণা দায়ক) নাটক অথবা গান তৈরি করাতে কোন সমস্যা নাই। বিষয় মন্দ না হলে সম্বোধন মূলক, গল্পমূলক ইত্যাদি বিষয় গদ্য তৈরি করাতে কোন সমস্যা নাই। কোন দৃশ্য বা শ্রাব্য শিল্প-কলা যদি নিষিদ্ধ চরিত্রের দ্বারা না হয় তাহলে এমন গান, অভিনয়, সংগীতে কোন সমস্যা নাই। এমনিভাবে পরিকল্পিত শিল্প-কলা যেমন; নাট্যমঞ্চে অভিনয় করা অথবা ব্যাপক উদ্দেশ্য রেখে পরিকল্পিত ভাবে নির্মিত সিনেমা, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে কোন সমস্যা নাই’।

এটা দীনের উপর কতবড় ধৃষ্টতা! আমরা আল্লাহর নিকট মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি। গান, সংগীত, নৃত্য, নাট্য অভিনয়, সিনেমা ইত্যাদিকে বৈধ মনে করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।

আয় আল্লাহ তুমি মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্টকারীকে হিদায়াত দান করো। আমীন।

সম্মানিত পাঠক, যদি মানুষকে সতর্ক করার জন্য এই ব্যক্তি এবং এই শ্রেণির লোকদের ভুল-ভ্রান্তি, বিচ্যুতি-ভ্রষ্টতা বর্ণনা করা ওয়াজিব না হতো; যাতে লোকজন এদেরকে চিনতে পেরে, এদের থেকে সতর্ক হয়, এদের দ্বারা ধোঁকায় পতিত না হয় ইত্যাদি তাহলে আমি এসকল রুগ্ন দুর্বল কথা বর্ণনা করে আপনার কান ভারী করতাম না।

তুরাবী উক্ত কিতাবের ১১০ নং পৃষ্ঠায় বলেছে, শিল্প-কলাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বর্জন করা ওয়াজিব। কেননা শিল্প-কলার দ্বারা অনেকে বিপথগামী হয়। সুতরাং এর দ্বারা যারা হিদায়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য হিদায়াত গ্রহণ করা সম্ভব হবে। যে ব্যক্তি এটাকে উপেক্ষা করবে অর্থাৎ শিল্প-কলাকে উপেক্ষা করলো, সে যেন আল্লাহর পথে বিনোদনমূলক ফিতনা এবং পাপাচারের প্রতি আহ্বায়কদেরকে বর্জন করলো। আর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো। সে যেন আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বানের এবং ইবাদত করার সুন্দর থেকে সুন্দরতর এক প্রশস্তপথ উন্মুক্ত করলো।

শিল্প-কলার প্রতি তুরাবীর এই প্রকাশ্য দাওয়াত এবং যে ব্যক্তি শিল্প-কলাকে উপেক্ষা করবে তার থেকে সতর্ক করার প্রতি লক্ষ্য করুন। তার মতে, "যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো সে একটা পথ উন্মুক্ত করলো যা তার জন্য যথেষ্ট হবে, প্রকারান্তরে সে আল্লাহর পথে দাওয়াতেরই একটা প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করলো।"

এই হলো ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অবস্থা তারা অভিনয়, বিদ'আতী সুফিদের অভিনয়, মিথ্যাচার এবং ধোঁকাবাজী সব কিছুকে জায়েয মনে করে। তাদের দাবিতে দাওয়াতের কল্যাণের স্বার্থে এগুলো সবই বৈধ। ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে চেনার ও এটা একটা আলামাত যে তাদের মতে 'উদ্দেশ্য ওছীলাকে (মাধ্যমকে) দোষ-ত্রুটি থেকে অব্যহতি দেয়।

তাদের কে চেনার অন্যতম আলামাত হলো গ্রীষ্মকালীনকেন্দ্র, ভূ-ভ্রমণ ও তাবু স্থাপন ইত্যাদি। এগুলো হলো ইখওয়ান প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার পরিকল্পনাকৃত। প্রমাণ হলো 'মুযাককিরাতুদ দাওয়াহ ওয়াদ দাঈয়াহ' নামক গ্রন্থের ২৭০ নং পৃষ্ঠায় হাসানুল বান্নার মত; তিনি বলেন, আমি এ ফিরক্বাহগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেছি তাদের মাঝে দাওয়াহ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। তারা তাদের প্রথম দলের প্রতি আগ্রহী। আমি নিজ হাতে প্রথম দল স্থাপন করেছি। আমি তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে সবসময় লেগে থাকি।

সম্মানিত পাঠক, এই গ্রীষ্মকালীন সফর সমূহে কি ঘটে জানেন? হাসানুল বান্না তার "মুযাককিরা" নামক গ্রন্থের ২৮০ নং পৃষ্ঠায় বলেন, তৎপরতার দিক সমূহ" শিরোনামে বলেন, গ্রীষ্মকালীন সফর বিভাগ: এই সফর সমূহের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, (ক) সদস্যদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া। (খ) পরস্পর পরিচিত হওয়া। (গ) দাওয়াহ ছড়িয়ে দেয়া। (ঘ) প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার ভ্রমণ সমূহকে গ্রীষ্মকালীন অনুমতির মাসে এবং তারা শর্তারোপ করে যে ইখওয়ান সদস্যদের সবার নিকট সফর করার পোশাক এবং সামরিক প্রশিক্ষণ থাকে।

হাসানুল বান্নার কথা চলছিল। সে বলেছে গ্রীষ্মকালিন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সামরিক প্রশিক্ষণশালা। মুক্ত আবহাওয়ায় শারীরিক অনুশীলন, এবং রোমান ব্যায়াম করা। অংশগ্রহণকারী ইখওয়াকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। এখানে অংশগ্রহণের জন্য শর্ত হলো প্রত্যেক ভাইয়ের নিকট পর্যটকের পোশাক এবং গ্রীষ্মকালীন সেন্টার সমূহের তাবুতে রাত্রীতে প্রতিরক্ষা, আক্রমণ এবং আকস্মিক আক্রমন বিষয়েয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

যেমন তারা পর্বত আরোহনের প্রশিক্ষণ দেয় এবং দাবি করে যে, তারা যে কোন সময় যে কোন স্থানে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে! তারা বিস্ফোরণ করা ও গুপ্তহত্যাকে জিহাদ মনে করে।" (তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করে এবং মূর্তিপূজকদেরকে ছেড়ে দেয়।)

সম্মানিত পাঠক, হাসানুল বান্না কতৃক আবিষ্কৃত গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্র, সামরিক প্রশিক্ষণশালা এবং তাবু (যেগুলো আপনি কোনদিন অংশগ্রহণ করেছেন অথবা আপনার ছেলেরা অংশগ্রহণ করেছে অথবা আপনি আর্থিকভাবে তাদেরকে সাহায্য করেন) এগুলো সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হতে চান তাহলে দেখুন হাসানুল বান্না এ সম্পর্কে কি বলেছে। "(বর্ণনাকারী বলেন) আমাকে তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি কোন এক রাতে ফজরের পূর্বে পালাক্রমে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। এসময় তিনি তাবু সমূহ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তাবুগুলো ছিল ছাহাবীদের নামে নামকরণকৃত। যেমন; খীমাহ আবু বাকর, খীমাহ আবু উবাইদাহ, খীমাহ খালিদ, খীমাহ আবু ওয়াক্কাছ্ব ইত্যাদি। (আল মুযাক্কিরাত পৃষ্ঠা নং ২৮৯)

আমি বলব, 'আক্বীদাহর ক্ষেত্রে এবং আম্বিয়া 'আলাইহিমুস সালামদের কে কটাক্ষসূচক বিদ'আতীদের এই সকল কথাবার্তা নকল করার পরেও যে ব্যক্তি তাদেরকে সম্মান-মর্যাদা করবে, তাদের বই পুস্তককে মূল্যবান মনে করবে, তাদের পক্ষে ওকালতি করবে তাহলে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। তার কোন মর্যাদা থাকবে না।

এটাই হলো সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে বিদ'আতীদের সাথে সম্বন্ধ করবে,অথবা তাদের প্রতিরক্ষা করবে,অথবা তাদের প্রশংসা করবে, তাদের বই-পুস্তককে মূল্যবান মনে করবে, অথবা তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, অথবা তাদের সমালোচনা করাকে অপছন্দ করবে, অথবা তাদের পক্ষে ওকালতি করবে তাকে শাস্তি দেয়া উচিত। বরং প্রত্যেক যে ব্যক্তিই বিদ'আতীদের অবস্থা জানার পরেও তাদের মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে সাহায্য

প্রশ্ন-৫৬ : কোন ব্যক্তির সমালোচনা করা এবং সমালোচনা করার সময় তার নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ কী? কোন বিশেষ দাঈর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা কী ফিতনার অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : ভুল-ত্রুটি বর্ণনা করতে হবে। সঠিক বিষয় থেকে বেঠিক বিষয় পৃথক করে বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলাতে কোন ফায়দা নেই। বরং এতে ক্ষতি বিদ্যমান। আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করি না। আমরা মানুষের জন্য শুধু ভুল-শুদ্ধ বর্ণনা করি। যাতে তারা সঠিকটা গ্রহণ করে আর বেঠিকটা বর্জন করে। এর দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা বা তাকে খাটো করা উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব খাটো করার নিয়তে ভুল-ত্রুটি আলোচনা করে সে আলোচক প্রবৃত্তিপূজারী। আর যে ব্যক্তি মানুষের হক্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে করে থাকে সে উম্মাহর কল্যাণকামী।

যদি প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তির নাম উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে যাতে সাধারণ মানুষ পরিচয় জেনে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে তাহলে এভাবে নাম উল্লেখ করাতে দোষের কিছু নেই। বরং এতে সমূহ কল্যাণ বিদ্যমান।

মুহাদ্দিসগণ সমালোচিত রাবীদের নাম উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন যে অমুক, অমুক, অমুক মিথ্যাবাদী। অমুকের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, অমুকে মুদাল্লিস ইত্যাদি। তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পিছনে পড়া নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো সত্য বর্ণনা করা। যাতে মানুষেরা এ লোকদেরকে চিনতে পারে এবং তাদের বর্ণিত হাদীছগুলো ত্রুটিযুক্ত জেনে সেগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে এবং তাদের থেকে সতকর্তা অবলম্বন করে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্যই ধর্তব্যের বিষয়। উদ্দেশ্য যদি হয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে কটাক্ষ করা তাহলে তা প্রবৃত্তিপূজার অন্তর্ভুক্ত, তা জায়েয নয়।

করবে না তাকেই শাস্তি দেয়া ওয়াজিব। কেননা বিদ'আতীদের মুক্বাবিলা করা সবচেয়ে বড় ওয়াজিব। মাজমু' ফাতওয়া খ.০২ পৃ.১৩২

ইবনু 'আওন বলেন, আমাদের মতে বিদ'আতীর নিকট যে বসে সে বিদ'আতী ব্যক্তির চেয়েও বেশি মারাত্মক। আল-ইবানাহ খ.০২ পৃ. ৪৭৩।

সুফইয়ান ছাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আতীর সাথে চলাফেরা করে আমাদের নিকট সেও বিদ'আতী বলে গণ্য।

আর যদি উদ্দেশ্য হয় হক্ব বর্ণনা করা এবং সৃষ্টির কল্যাণ করা তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। ওয়াল হামদুলিল্লাহ।[১২৪]

প্রশ্ন-৫৭ : আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী মানহাজসমূহ ও সে সকল মানহাজের দাঈদের থেকে সতর্ক করার দ্বারা কি মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা বুঝায়?

উত্তর : আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী মানহাজ সমূহ থেকে সতর্ক করা মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা নয় বরং ঐক্য স্থাপন করা বুঝায়।[১২৫] মূলত সালাফদের মানহাজ বিরোধী মানহাজগুলোই মুসলিমদের জামা'আতের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে।

---

[১২৪] ইবনুল মুবারাক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল-মু'আল্লা ইবনে হিলালেন নিকট কোন হাদীছ উল্লেখ করা হলে তিনি উক্ত হাদীছের রাবীদের মাঝে কেউ মিথ্যাবাদী থাকলে তা উল্লেখ করতেন। জনৈক সুফী তাকে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, তুমি গীবত করছ? তিনি বললেন, চুপ করো। যদি আমরা বর্ণনা না করি তাহলে হাক্ব এবং বাতিলের মাঝে কীভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা যাবে? (আল-কিফায়াহ পৃ. ০৯)

[১২৫] সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করা সুন্নাহ কায়িম করা এবং সুন্নাহর প্রতি আহ্বান করার দ্বারা অতীতে কোন দিন মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা আসেনি এবং ভবিষ্যতেও আসবে না। এমনি ভাবে বিদ'আতী এবং প্রবৃত্তিবাদীদের থেকে সতর্ক করার দ্বারাও মুসলিমদের জামা'আতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হয় না। বরং এসবই মুসলিমদের ঐক্য বজায় রাখা বলে বিবেচিত হয়।

এর দলীল হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম (ব্যাপক) ভাবে তার ছাহাবীদেরকে খারিজীদের থেকে সতর্ক করেছেন। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হাদীছ ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

বিদ'আতী এবং প্রবৃত্তিবাদীদের ব্যাপারে নিরব থাকা সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ নয়। অনেকে বলে তোমরা আলিমদের গিবাত করো না। কখনো কখনো বলে 'আলিমদের গোস্ত খুবই বিষাক্ত'। কখনো বলে 'জনগণকে সংশয়ে ফেলো না'। কখনো বলে, 'মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না'। আমরা যেন আমাদের তীব্র বিরোধী শত্রুদের মুক্বাবিলায় একাত্ম হই। কখনো কখনো মিষ্টি ভাষায় বলে এবং এটা বেশি বেশি শোনা যায় ' তোমর

তোমাদের ভাইদের সমালোচনা করছ /মতামত খণ্ডন করছ আর কাফির, মুশরিক ও ধর্মনিরেপেক্ষবাদীদেরকে ছেড়ে দিচ্ছ? অথবা এরকম বাক্য বলে থাকে। একথাগুলো সত্য কিন্তু এর দ্বারা তাদের মতলব খারাপ। বরং একথাগুলোর দ্বারাই তারা মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়। এরা মূলত আমাদের শত্রু। ঘরের শত্রু বাইরের শত্রুর চেয়ে বেশি মারাত্মক। "আর-রদ্দু 'আলাল মুখালিফ মিন উছুলিল ইসলাম' নামক গ্রন্থের ৮৭ নং পৃষ্ঠায় শায়খ বাকর আবু যায়দ বলেন, আলিমগণ শক্তিবান। প্রত্যেকেই তার শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী ইসলামের ভালোর তরে কাজ করে। সবাই শত্রুদের থেকে ইসলামকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। তাদের কেউ নাস্তিকদের মতামত খণ্ডন করে, কেউ বিদ'আতীদের সূক্ষ্ম বিদ'আতের ম্যারপ্যাচ উদঘাটন করে, কেউবা ফাসিক্ব-ফুজ্জারদের মতামত খণ্ডন করে থাকে। কেউবা দূর্লভ কোন বিষয়ের মতামত খণ্ডন করে থাকে। মোটকথা প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা ও কার্যক্ষমতা অনুযায়ী এ কাজগুলো করে থাকে। তিনি ৭৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন, বিরোধীদের থেকে নিশ্চুপ থাকা এবং সৎ লোকদের থেকে দূরে অবস্থান করার দ্বারা দীন-দুনিয়া উভয় প্রকার ক্ষতি হয়ে থাকে।

(ক) আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের চেয়ে আহলুল বিদ'আহ ওয়াদ্ব দ্বলালাহর মর্যাদা উচ্চ হয়।

(খ) সন্দেহ-সংশয় ছাড়িয়ে পড়ে।

(গ) বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহর মাঝে তাদের সন্দেহ-সংশয় প্রবেশ করে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠিত 'আক্বীদাহকে তার অবস্থান থেকে দূরীভূত করে। এভাবে 'আক্বীদাহকে দুর্বল করে ফেলা হয়।

(ঙ) সমাজে এবং মঞ্চে বাতিলপন্থি লোকেরা প্রকাশ পায়।

(চ) সুন্নাত ও বিদ'আত, সৎ-অসৎ এর মাঝের পার্থক্য দূর হয়ে যায়।

(ছ) লোকজন বাতিল কাজে তৃপ্তি পায়।

(জ) ইসলামের শান-শওকত নষ্ট হয়ে যায়।

(ঝ) আক্রমণকারীরা আলিমদের অবাধ্যাচরণ করে। এবং তাদের নছীহতকে ভয় পায়।

সম্মানিত পাঠক উল্লেখিত বইটি পড়ে নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। বিদ'আত-প্রবৃত্তিবাদীদের মতামত খণ্ডন ও তাদের থেকে সতর্ক করতে অনেক উত্তম ফলাফল বিদ্যমান।

বাকর আবু যায়দ হাফিযাহুল্লাহ বলেন, বিরোধীদের মতামত খণ্ডন দ্বারা শরী'আতের চাহিদা পূরণ করা হয় এবং তাতে উত্তম ফলাফল বিদ্যমান যা

প্রশ্ন-৫৮ : কিছু লোক নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে ত্রুটিমুক্ত মনে করে এবং তাদের ব্যাপারে গোঁড়ামি করে। -আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত দান করুন-। তাদের ব্যাপারে আপনার নছীহত কী?

উত্তর : যে ব্যক্তির নিকটই হক্ব থাকুক না কেন হক্বের অনুসরণ করা ওয়াজিব।[১২৬] হক্ব বিরোধী লোকের ইত্তিবা' (অনুসরণ) করা জায়েয নয়।[১২৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان

"আমি ঐ লোকদেরকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হই যারা সানাদ এবং সানাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানার পরেও সুফইয়ানের রায়ের[১২৮] অনুসরণ করে!

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

মুসলিমদের জীবনে সাফল্য বয়ে আনে। যেমন; নিরবতা থেকে সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়, সুন্নাহর প্রচার-প্রসার করা, মৃত সুন্নাত সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা, সুন্নাহর প্রতি আমল করা অথবা এর প্রতি দাওয়াত দেয়ার মাদ্যমে সফলতা আসে। এমনিভাবে বিরোধীদের মতামত খণ্ডন করা, তাদেরকে নছীহত করা, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধীদের থেকে প্রাঙ্গনকে মুক্ত করা, যারা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীতা করে, বিদ'আত ও পাপাচার করে, আর মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়। (আর-রদ্দু 'আলাল মুখালিফ পৃ. ৮৩)।

[১২৬] ইমাম আওযাঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা সুন্নাহর তালে ঘূর্ণীয়মান থাকব। (আল-লালকাঈ ১ / ৬৪ ক্রমিক ৪৭)।

[১২৭] যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ছুবীহ বলেন, আমি আবু বকর ইবনে 'ঈয়াশ কে বলতে শুনেছি, তাকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আবু বাকার সুন্নী কে? তিনি প্রতুত্তরে বললেন, সুন্নী হলো তারা যাদের সামনে তুমি প্রবৃত্তি বিষয়ে আলোচনা করলে তারা তা নিয়ে গোঁড়ামী করে না। (আল-লালকাঈ ১/৬৫ ক্রমিক ৫৩)।

[১২৮] ফাতহুল মাজীদ শরহে কিতাবুত তাওহীদ পৃ. ৩৮৬।

অতএব যারা তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে। (সূরা *আন নূর আয়াত নং ৬৩)*

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول : قال الله، وتقولون : قال أبو بكر وعمر

“ তোমাদের উপর আকাশ থেকে কংকর বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বলছি, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন’ আর তোমরা বলছ, আবু বকর, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন?[১২৯]

যদি নাবীদের পরে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিদেরকে দলীল ছাড়া ইত্তিবা‘ করার ক্ষেত্রে এরকম সতর্কবার্তা ও শাস্তির ঘোষণা আসে তাহলে কীভাবে ওদের আনুগত্য করা যেতে পারে যাদের ফাঁকা বুলি ছাড়া কোন ইলম-মর্যাদা কিছুই নাই?

---

[১২৯] শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাবুত তাওহীদে ‘আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত বিষয়কে কোন আলিম বা শাসক নিষিদ্ধ করলে যে ব্যক্তি তাদের আনুগত্য করে তার সম্পর্কিত’ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীছটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে ০১/৩৩৭।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি তারা অচিরেই ধ্বংস হবে, আমি বলছি, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর তারা বলছে, আবু বাকর, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নিষেধ করেছে” আহমাদ শাকির (রহিমাহুল্লাহ) এই বর্ণনাকে ছহিহ বলেছেন। হাদীছ নং ৩১২১। ইমাম খতিব ‘আল ফাক্বিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ’ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৪৫ নং পৃষ্ঠায় সংকলন করেছেন।

প্রশ্ন-৫৯ : বিদ'আতী, বিধ্বংসী চেতনালালনকারী ও ভ্রান্ত 'আক্বীদায় বিশ্বাসী লোকদের সাথে যুবকেরা কীভাবে কাজ করতে পারে?

উত্তর : যুবকেরা বিদ'আতী, ভ্রান্ত আক্বীদাহ ও বিধ্বংসী চেতনার লোকদের থেকে এবং তাদের বই-পুস্তক থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে। তারা 'ইলম ও নিরাপদ 'আক্বীদাহ বিশিষ্ট লোকদের নিকট বসবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে।

বিদ'আতী ও বিধ্বংসী চিন্তা চেতনার লোকদের ব্যাপারে করণীয় হলো যুবকেরা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। বিদ'আতী ও বিধ্বংসী মতবাদের লোকেরা যুবকদের অনিষ্ট সাধন করে। তারা তাদের মাঝে ভ্রান্ত আক্বীদাহ, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বীজ বপন করে। ছাত্রের মাঝে শিক্ষকের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। ভ্রষ্ট শিক্ষক যুবকদেরকে বিপথগামী করে। পক্ষান্তরে একজন সরল পথের অনুসারী শিক্ষক তার ছাত্র এবং যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। সুতরাং শিক্ষকদের প্রভাব অপরিসীম। আমাদেরকে এসকল বিষয়কে উপেক্ষা করা উচিত হবে না।[১৩০]

---

[১৩০] আল্লাহ তা'আলা আমাদের শায়খকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিদ'আতীদের সাথে মুসলিম যুবকদের আচরণবিধি বিষয়ক মানহাজ বর্ণনা করেছেন, তাহলো তাদের থেকে ও তাদের বই থেকে দূরে থাকা। যদি শায়খ বর্তমানের সমতাবাদী ও একদল দাঈর মত বলতেন যে, 'আমরা তাদের ভালোটুকু গ্রহণ করব এবং মন্দটুকু প্রত্যাখ্যান করব' তাহলে যুবসমাজ বিভ্রান্ত হতো, সালাফী মানহাজ বিনষ্ট হতো ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আক্বীদাহ কলুষিত হতো। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি প্রতি যুগে প্রত্যেক দেশে সালাফী মানহাজে অটল এমন কিছু ব্যক্তি রাখেন, যারা এর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করে, এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কা না করে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জাতির সামনে উপস্থাপন করে। বিস্তারিত দেখুন প্রশ্ন নং ১৯

প্রশ্ন-৬০ : শাসকদের নছীহত বা কল্যাণকামিতার শারঈ পদ্ধতি কী?

উত্তর : অনেকভাবে শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা যেতে পারে। তাদের মুক্তি ও হিদায়াতে অটল থাকার জন্য দু'আ করা। শাসকদের কল্যাণার্থে দু'আ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।[১৩১] বিশেষত দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময় ও স্থানে দু'আ করা।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) তা'আলা বলেন, যদি কবুল হওয়ার বিশেষ কোন দু'আ থাকতো তাহলে আমি শাসকদের জন্যই সেই দু'আ করতাম।[১৩২] কেননা শাসকের উপকারে পুরো সমাজের উপকার এবং শাসকের ক্ষতিতে পুরো সমাজের ক্ষতি নিহিত।

---

[১৩১] ইমাম মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনে আলী আল বারবাহারী 'শারহুস সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে বলেন, তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে শাসকের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করতে দেখ তাহলে নিশ্চিত জেনে নাও যে সে প্রবৃত্তিবাদী। আর যদি কোন ব্যক্তিকে শাসকদের কল্যাণে দু'আ করতে দেখ তাহলে নিশ্চিত জেনে নাও যে, সে সুন্নাহর অনুসারী। ইনশাআল্লাহ। পৃ.১১৬ তাহকীক আবু ইয়াসির খালিদ আর-রদাদী।

সালাফে ছ্বলিহীন শাসকদের পক্ষে দু'আ করেছেন এ ব্যাপারে অনেক আছার রয়েছে। ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এর প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি বলেন, যদি আমার একটিই মাত্র কবুল যোগ্য দু'আ থাকতো তাহলে আমি তা শাসকের কল্যাণেই ব্যয় করতাম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা কীভাবে হে, আবু আলী ? তিনি প্রতুত্তরে বললেন, যদি আমি নিজের জন্য দু'আ করি তাহলে তা শুধু আমার নিজেরই উপকার করবে। আমার ছাড়া অন্য কারো উপকারে আসবে না। পক্ষান্তরে আমি যদি শাসকের জন্য দু'আ করি তাহলে এর দ্বারা শাসকের দেশের এবং সকল জনগণের উপকার হবে। (হিলইয়াতুল আওলিয়া খ.৮ পৃ. ৯১)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্‌বাল (রহিমাহুল্লাহ) তার পুত্র আব্দুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) কে চিঠির মাধ্যমে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমীরুল মু'মিনীনের স্থায়িত্ব কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাকে অটল রাখেন, তাকে সাহায্যে-সহযোগিতা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল কাজে সক্ষম। (আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ), কিতাবুস-সুন্নাহ খ. ০১ পৃ. ১৪০; যাহাবী, আস-সিয়ার ১১/৩৮৭)।

[১৩২] মাজমু'উল ফাতওয়া খ. ২৮, পৃ.৩৯১; কাশশাফুল ক্বিনা' খ. ০১ পৃ.১৪০

শাসকের জন্য কল্যাণকামিতার আরো ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন চাকুরিজীবীদের উপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ পালন করা, সমাজে সংঘটিত কোন মন্দ ও অশ্লীল কাজ সম্পর্কে শাসকগণ অনবগত থাকলে সে ব্যাপরে তাদেরকে অবগত করা। তবে অবশ্যই এই উপদেশ প্রদান উপদেশদাতা ও গ্রহীতার মাঝে গোপনে সংঘটিত হতে হবে।[১৩৩]

মঞ্চে ময়দানে বা প্রকাশ্যভাবে নছীহত প্রদান করা যাবে না। কেননা এ পদ্ধতিতে অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে এবং শাসক ও জনগণের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। মঞ্চে ময়দানে বা জনসম্মুখে শাসকদের সমালোচনা করা নছীহত প্রদানের পন্থা নয়। এর দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। বরং অকল্যাণই বৃদ্ধি পায়।[১৩৪]

---

[১৩৩] এটাই হলো শাসকদেরকে উপদেশ প্রদান করার আদর্শপন্থা। রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেন,

من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذه بيده وليخل به؛

فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له

যদি কারো নিকট শাসককে প্রদান করার জন্য কোন উপদেশ থাকে তাহলে সে যেন তা প্রকাশ্যে জনসম্মুখে না বলে। বরং সে যেন শাসকের হাত ধরে সংগোপনে বলে। যদি শাসক তার উপদেশ গ্রহণ করে তো ভালো। না করলে ও সে তার নিজের দায়িত্ব পালন করলো। (হাসান, হাকিম)।

[১৩৪] প্রকাশ্যে উপদেশ প্রদান করাতে সমূহ ক্ষতি বিদ্যমান।

(ক) লৌকিকতার বহিঃপ্রকাশ: প্রকাশ্যে উপদেশ প্রদান করলে লৌকিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর এটা সর্বজন জ্ঞাত বিষয়, যে লৌকিকতার পরিণাম স্বরূপ পুরো আমলটাই বরবাদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে গোপন আমল কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

(খ) উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ্য নছীহা-উপদেশ গ্রহণের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। কেননা সে দেখতে পায় যে এটা, তার জন্য উপদেশ নয়। বরং নিন্দাবাদ।

(গ) মঞ্চে ময়দানে প্রকাশ্যে শাসকের সমালোচনাকারী তাদের বাস্তব দোষত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করলেও এর দ্বারা জনগণকে শাসকের উপর উস্কে দেয়া হয়। কখনো কখনো এর দ্বারা সৎকাজেও জনগণকে শাসকদের নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্য করা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এটা মূলত

শাসকদেরকে উপদেশ প্রদানের পদ্ধতি হলো আপনি ব্যক্তিগতভাবে, লিখনির মাধ্যমে অথবা শাসকদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে গোপনে তাদেরকে নছীহত প্রদান করবেন।

বর্তমানে শাসকদের জন্য নছীহত লিখে তা জনগণের হাতে হাতে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তা নছীহার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও আমরা এটাকে নছীহত (উপদেশ) বলছি মূলত এটা ফাদ্বীহাত বা দুর্নাম। এর দ্বারা বিবিধ অকল্যাণ হয়ে থাকে। শত্রুরা আনন্দ পায় এবং প্রবৃত্তিবাদীরা এর দ্বারা অনধিকার চর্চার অবকাশ পায়।

প্রশ্ন-৬১ : আল-হামদুলিল্লাহ সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের দিকে দাওয়াত প্রদান ও তা আঁকড়ে ধরার প্রতি আহ্বান বর্তমানে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তবে কিছু লোক বলছে যে, এই দাওয়াত মূলত মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির দাওয়াত, যাতে মুসলিমেরা তাদের প্রকৃত শত্রু থেকে গাফিল থেকে নিজেরা পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয়। তাদের এ কথা কী ছ্বহীহ? এ ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী?

উত্তর : এটা বাস্তবতা বিরোধী কথা। কেননা তাওহীদের প্রতি আহ্বান এবং সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজই মূলত মুসলিমদেরকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا

খারিজীদের মানহাজ। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যার সেই ফিতনা এভাবেই ঘটেছিল। সুন্নাহ সম্পর্কে কিছু লোক সাধারণ জনগণকে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে ধোঁকা দিল। এর পর সেই মর্মান্তিক অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটল। সুতরাং যুবক বা জনসাধারণকে এই নষ্ট মানহাজে দীক্ষা দেয়া জায়েয নয়। এই নষ্ট শয়তানী মানহাজ মানুষকে ধ্বংসের প্রতি ঠেলে দেয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার দ্বারা ঐ মানহাজের মুকাবিলা করতে হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো। *(সূরা আল-আম্বিয়া ৯২)*।

সুতরাং কোন মুসলিমের জন্য তাওহীদ ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়। আর যদি তারা সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধী অন্য কোন মানহাজ গ্রহণ করে তাহলে তারা দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর এটাই বর্তমানের বাস্তবতা।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদ ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের প্রতি আহ্বান করছে সেই মূলত ঐক্যের প্রতি আহ্বান করছে। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীতে আহ্বান করছে সে মূলত দলাদলি ও বিভক্তির প্রতিই আহ্বান করছে।[১৩৫]

---

[১৩৫] তাবলীগ জামা'আত ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলের মতে তাওহীদের পথে দাওয়াত হলো, দল ও ফিরকাবাজী দাওয়াত, যা মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে। তাওহীদের দিকে দাওয়াত করাকে তাদের দাওয়াতের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়াতে সন্তুষ্ট হয় না। যদি কেউ তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করে তাহলে তারা সে দা'ঈর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং জনগণকে তার (তাওহীদের) দাওয়াত কবুল করতে বারণ করে ।

উসতায মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ আল আহমাদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। শায়খ হামূদ আত তুওয়াইজিরী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আল ক্বওলুন বালীগ ফিত তাহযীর মিন জামা আতিত তাবলীগ' নামক গ্রন্থের ৪৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, উসতায় মুহাম্মদ বলেন, আমীর (তাবলীগী ফিরকাহর আমীর) আমাকে অনুরোধ করলেন, যেন আমি আছর ছ্বলাতের পর হাজীদের কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করি। আমি ছিলাম তাবলীগ জামা'আতে নতুন ব্যক্তি। আমীর তার বিশেষ সাহায্যকারীর মাধ্যমে আমাকে কিছু বিষয়ে সতর্ক করলেন। তার সেই সহকারী আমাকে বলল "আপনার নছীহার ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস পরিহার করতে হবে; সে বিষয় তিনটি উল্লেখ করলো। এর দ্বারা

প্রশ্ন-৬২ : সালাফিয়্যাহ কী? সালাফী মানহাজের উপর চলা এবং তা আঁকড়ে ধরা কী সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব?

উত্তর : সালাফিয়্যাহ হলো আক্বীদাহ-বিশ্বাস বোধ ও জীবন চলার পথে সালাফে ছ্বলিহীনের তথা ছাহাবা, তাবিঈন ও ফযীলতপ্রাপ্ত যুগের মানহাজের

উদ্দেশ্য হলো শিরক ও বিদ'আত বিষয়ে কথা না বলা। কেননা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়ার পতন হওয়ার মুল কারণ নাকি উল্লেখিত বিষয়াবলিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া।

আমি বলব এরকম আরো অনেক উপমা রয়েছে। উল্লেখিত কিতাবে দেখুন অনেক আজব আজব ঘটনা পেয়ে যাবেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন ফিরকাহ: এ ফিরকাহ আত-তাজমী' বা একত্র করণ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর পরিধিতে বিদ'আতী, প্রবৃত্তিবাদী, রাফিয়ী, জাহমী, মুতাযিলী, খারিজী, কবরপূজারী, সুফীবাদী এমনকি ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

এর প্রমাণ: হাসানুল বান্না বলেছে "ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের কোন ধর্মীয় দ্বন্দ্ব নেই। কেননা পবিত্র কুরআনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে" (মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, আল ইখওয়ানুল মুসলিমীন আহদাছুন ছনা আতিত তারীখ খ. ০১ পৃ. ৪০৯)

শায়খ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটা একটা শয়তানী কথা। ইয়াহুদীরা মুমিনদের বড় শত্রু। মানব জাতির মাঝে তারা সবচেয়ে অনিষ্টকর। তারা মুমিনদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে বড়ই কঠোর। এই প্রবন্ধটি ভুল, জুলমে ভরপুর ও মন্দ।

শায়খ আরো বলেন, সে যদি বলে ইসলাম ও ইয়াহুদী বাদের মাঝে কোন শত্রুতা নাই তাহলে তা কুফুরী ও রিদ্দাহ বা ধর্ম পরিত্যাগ করা অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল আওয়াছ্বিম মিম্মা ফি কুতুবি সাইয়্যিদ ক্বুতুব মিনাল ক্বওয়াছ্বিম পৃ.৬৫-৬৬)

খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে ইখওয়ান কর্মী জাবির রযাক্ব তার "হাসানুল বান্না বি আক্বলামি তালামিযাতিহী ওয়া সু'আছিরীছি নামক গ্রন্থের ১৮৮নং পৃষ্ঠায় ড. হাসমান হাতহুত আল ইখওয়ানবীর তুমাতুত তা'আচ্ছুব শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখ করেছেন 'প্রত্যেক বোধসম্পন্ন মুসলিম ও ক্বিবত্বী তার দাওয়াত সত্যায়ন করেছে।' যারা দাবি করে তিনি খ্রিষ্টানদের শত্রু ছিলেন তাদের সমীপে এই ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে, প্রয়াত ক্বিবতী নেতা প্রফেসর।

উপর চলা। সকল মুসলিমের জন্য সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর জীবন পরিচালনা করা ওয়াজিব।[১৩৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

---

[১৩৬] বর্তমানে কিছু লোক যেমন মনে করে যে প্রচলিত অন্যান্য দল বা সংগঠনের মত সালাফিয়্যাহ ও একটি দল বা সংগঠন। বাস্তবায় সালাফিয়্যাহ তেমন কোন দল দবা সংগঠনে নয়। বরং মানহাজে সালাফিয়্যাহ হলো সালাফে ছ্বলিহীনের প্রতি সম্বন্ধ করা ও তাদের মানহাজ অনুসরণ করা। যেমনটি আমাদের শায়খ বর্ণনা করেছেন। সালাফে ছ্বলিহীন হলেন ছাহাবীগণ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم –؛ أَبَرَّ الناس قلوبًا، وأغزرهم علماً، وأقلّهم تكلّفًا

তোমাদের কেউ যদি অন্য কাউকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে ছাহাবীগণ মৃত্যু বরণ করেছেন তাদেরকে আদর্শ হিসবে গ্রহণ করে। তারা অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে সৎব্যক্তি। ইলম/জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে বিদগ্ধ। এবং আমলের দিক থেকে অকৃত্রিম। (জামি'উ বায়ানিল ইলমি ও ফাদ্বলিহী, পৃ.৪১৯, মিশকাতুল মাছ্বাবীহ খ.০১, পৃ.২৭ হা.১৯৩)

আল-লাজনাতুদ দাইমাহ এর ফাতাওয়া: 'সালাফিয়্যাহ হলো সালাফে ছ্বলিহীনের প্রতি সম্বন্ধকৃত। আর সালাফে ছ্বলিহীন হলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীগণ এবং প্রথম তিন যুগের ইমামগণ (রহিমাহুমুল্লাহ)। আর সালাফী হলো, যারা সালাফে ছ্বলিহীনের পদ্ধতির উপর চলে, কিতাবুল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুন্নাহর অনুসরণ করে, সে পথে দাওয়াত দেয় এবং এর উপর আমল করে। আর উল্লেখিত কাজ-কর্ম যারাই সম্পাদন করে তারা সবাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (ফাতওয়া-লাজনাহ দায়িমাহ ২/১৬৫. ফাতাওয়া নং ১৩৬১)।

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা, তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে (সূরা আত-তাওবাহ ৯/১০০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না *(সূরা হাশর ৫৯:১০)।*

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

"তোমাদের উপর ওয়াজিব হলো আমার সুন্নাত এবং আমার মৃত্যুর পর আমার ছাহাবায়ে কিরামের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। আর তোমরা ধর্মের নামে নব আবিষ্কৃত বিষয়াবলি থেকে সতর্ক থাকবে কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।"[১৩৭]

প্রশ্ন-৬৩ : বর্তমানে একটি নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন ব্যক্তি বিদ'আত প্রকাশ করলে তার বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত এবং সে কোন আলিম বা মুফতীর শরণাপন্ন না হয়ে নিজে নিজের বিদ'আত নিয়ে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিদ'আতী বলা যাবে না। এ ব্যাপারে সালাফদের মানহাজ কী?

---

[১৩৭] সকল সূত্রে ছ্বহীহ, মুসনাদ-ই-আহমাদ ৪/১২৬, তিরামিযী ২৬৭৬, হাকীম, হা/৯৬, বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ হা/১০২। (আল-ইরওয়া-হা/২৪৫৫, শায়খ আলবানী এ হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন-অনুবাদক)।

উত্তর : বিদ‘আত[১৩৮] হলো কিতাবুল্লাহ ও রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের কোন দলীল ছাড়াই দীনের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

‘যদি কেউ আমাদের দীনের মধ্যে কোন কিছু সংযোজন করে যা এর মধ্যে ছিল না তা প্রত্যাখ্যাত’।[১৩৯]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

‘তোমরা দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত নতুন নতুন বিষয় থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা প্রত্যেক নবাবিষ্কারই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই হলো জাহান্নাম।[১৪০]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ

‘তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না’। *(সূরা আল-আরাফ আয়াত নং-০৩)*

সুতরাং বিদ‘আত হলো দীনের মধ্যে কোন কিছু নতুন আবিষ্কার করা। বিদ‘আতকে কোন ব্যক্তি বিশেষের মত বা প্রবৃত্তির দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যাবে

---

[১৩৮] বিদ‘আত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পূর্ব নমুনা ছাড়াই কোন কিছু আবিষ্কার করা। পরিভাষায় বিদ‘আত বলা হয়, দীনের নামে নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি যে পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা ইবাদত আল্লাহর নিকট বেশি কবুল হবে মনে করা হয়। (আল ই‘তিছ্বাম ১/৫০)।

[১৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৫০, মুসলিম হা/১৭১৮

[১৪০] হাকিম ১/৯৭, নাসাঈ হা/১৫৭৭।

না। শারঈ কোন বিষয় কোন ব্যক্তি বিশেষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না; বরং প্রত্যাবর্তন করে কিতাবুল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের দিকে। লোকজন যে কাজকে চেনে সেটাই সুন্নাত আর যে কাজকে চেনে না সেটাই বিদ'আত- বিষয়টা এমন নয়। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি কোন কাজকে সুন্নাত বললেই সেটা সুন্নাত হয়ে যায় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কারো কোন চিন্তা-চেতনা ও মতামতের মুখাপেক্ষী করেননি। বরং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ ওহী দ্বারা সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। সুন্নাত হলো দীনী যে সকল বিষয় রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন। পক্ষান্তরে বিদ'আত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে আসেননি এমন কোন কথা ও কাজ যা দীনের নামে চালিয়ে দেয়া হয়। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাচাই বাছাই করা ছাড়া কারো জন্য কোন কাজকে সুন্নাত অথবা বিদ'আত বলার অবকাশ নাই।

যদি কেউ অজ্ঞতাবশত হক্ব মনে করে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন কাজ করে এবং তার নিকট বর্ণনা করার মত কেউ না থাকে তাহলে সে মা'যুর বা ওযরগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু সে তার কাজের বাস্তবতার কারণে বিদ'আতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার কাজটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে। আমাদের যুবকেরা যারা এই মানহাজের উপর চলে এবং কোন বিষয়ে তাদের মনগড়া (প্রবৃত্তির আলোকে) হুকুম সাব্যস্ত করে তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ হলো তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ইলম ছাড়া দীন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কথা না বলে। জাহিল বা মূর্খের জন্য হালাল-হারাম, সুন্নাত-বিদ'আত, হিদায়াত-ভ্রষ্টতা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলা জায়েয নয়। ইলম ছাড়া উল্লেখিত বিষয়াবলি সম্পর্কে কথা বলা শিরকের নামান্তর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأَثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالا تَعْلَمُونَ

'বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ– যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি

এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না’ (সূরা আল আ’রাফ ৭/৩৩)।

আল্লাহ তা’আলা ইলম ছাড়া তার সম্পর্কে কিছু বলাকে শিরকের সাথে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা একাজের ভয়াবহতা আন্দাজ করা যায়। আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা অন্য কারো ব্যাপারে মিথ্যা বলার মত নয়। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

‘যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঘর বানিয়ে নেয়’।[১৪১]

প্রশ্ন-৬৪ : আমাদের আশেপাশে বসবাসরত কেউ যদি সালাফে ছ্বলিহীনের মূলনীতির বিরোধিতা করে এবং অন্যান্য মানহাজের সাহায্য করে। অন্য মানহাজের প্রতিষ্ঠাতা বা চিন্তাবিদদের প্রশংসা করে। তাহলে সাধারণ জনগণকে তার থেকে সতর্ক করার জন্য এবং তার দ্বারা যাতে ধোঁকায় পতিত না হয় এ উদ্দেশ্যে কি তাকে সেই মানহাজের দিকে সম্বন্ধ করা ওয়াজিব হবে?

উত্তর : যদি কেউ সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের বিরোধিতা করে অন্য মানহাজ বা সেই মানহাজের অনুসারীদের প্রশংসা করে তাহলে সে ব্যক্তি সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ্ব বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। তাকে ছ্বহীহ মানহাজের দিকে দা’ওয়াত দেওয়া ওয়াজীব। যদি সে হক্বের প্রতি ফিরে আসে ভালো নতুবা তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

আমার ধারণা মতে ইনশাআল্লাহ তাওহীদ ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দেশে এমন কোন ব্যক্তি নাই। তবে মাঝে মাঝে কেউ কেউ অজ্ঞতা বশত; বিরোধী মানহাজের কোন কোন ব্যক্তি

---

[১৪১] ছ্বহীহ, বুখারী হা/১১০, মুসলিম হা/৩।

সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে। এর পর তার সামনে হক্ব বর্ণনা করা হলে সে তা আল্লাহর ইচ্ছায় গ্রহণ করে।

আমার ওছীয়ত হলো, কেউ যেন কোন ব্যক্তিকে মানহাজ বিরোধী বলতে অথবা তাড়িয়ে দিতে তাড়াহুড়ো না করে।[১৪২]

প্রশ্ন-৬৫ : যদি কারো নিকট হক না পৌঁছা অবস্থায় সে অজ্ঞতাবশত ইবাদতের নিয়্যাতে কোন বিদ'আত করে তাহলে কি সে প্রতিদান পাবে? তার উক্ত আমল কি কবুল হবে?

উত্তর : তার কৃত আমল শরী'আত স্বীকৃত না হওয়ায় সে কোন ছাওয়াব পাবে না। তবে জাহালত বা মূর্খতাবশত বিদ'আত সংঘটিত হওয়ায় সে গুনাহগার হবে না (আল্লাহই সবচেয়ে বড় জ্ঞানী)।

---

[১৪২] ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) তা'আলা বলেন যদি কেউ তাদের (বিদ'আতী ও মানহাজ বিরোধীদের) ব্যাপারে না জেনে সুধারণা পোষণ করে তাহলে তাকে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানানো হবে। এরপর ও যদি সে তাদেরকে পরিহার না করে তাহলে তাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে। যদি কেউ তাদের কথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শরী'আতের সাথে মেলানোর চেষ্টা করে তাহলে তো সে তাদের নেতা। কেননা যদি সে প্রকৃত মেধাবীই হতো তাহলে তার নিজের মিথ্যাচার সম্পর্কে বুঝতে পারত। মাজমু ফাতওয়া খ. ০২ পৃ.১৩৩ শায়খ বাবার আবু যায়দ বলেন যে ব্যক্তিই কোন বিদ'আতীকে সমর্থন করতে অথবা তাকে সম্মান করবে, অথবা তার বই পুস্তককে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তা মুসলিমদের মাঝে প্রচার করবে এবং তার ও বই পুস্তকের অতি প্রশংসা করে বইয়ে থাকা বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে দেবে, উক্ত ব্যক্তির আক্বীদাগত মতানৈক্য ও ভ্রষ্টতা-সংশয় সম্পর্কে বর্ণনা করে তাহলে সে উগ্র বলে গণ্য হবে এবং তার এ অনিষ্টকর কাজ পুরোপুরি বন্ধ করা ওয়াজিব। যাতে তা অন্য মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে না পড়ে। (হাজরুল মুবতাদি', পৃ.৪৮)।

প্রশ্ন-৬৬ : বর্তমানের কিছু ছাত্রের মাঝে আল্লাহভীরুতার নামে বাড়াবাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে। তা হলো এই যে, তারা যদি নছীহত প্রদানকারী কোন আলিম বা ছাত্রকে বিদ'আতী অথবা বিদ'আতীদের মানহাজের হাকীকত বা বাস্তব অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে, তাদের ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন করতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে দীনের প্রতিরক্ষা ও সন্দেহ সংশয়বাদী ফিরকাবাজদের মুখোশ উন্মোচন করতে বিদ'আতী ব্যক্তি মৃত হলেও তার নাম উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করতে দেখে তাহলে তারা তা হারাম গীবত মনে করে, এ ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী?

উত্তর : এক্ষেত্রে নিয়ম হলো ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করার পর তা থেকে সতর্ক করা। যদি জনগণকে বিদ'আতীদের ধোঁকা প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাদের নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয়, বিশেষত ভ্রান্ত আক্বীদাহ মানহাজ সম্পন্ন যে ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধ (লোকজন যাদেরকে ভালো মনে করে) তাদের নাম উল্লেখ করা ও তাদের মানহাজ থেকে সতর্ক করাতে কোন সমস্যা নাই। ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীলের আলিমগণ রাবীদের সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের দোষ ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। তবে তা তাদের ব্যক্তিত্বকে খাটো করার উদ্দেশ্যে করেন নি বরং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনার জন্যই করেছেন। যাতে উম্মাহ ঐ সকল রাবীদের থেকে দীন বিরোধী রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যাচার স্বরূপ কোন কিছু গ্রহণ না করে। তবে এক্ষেত্রে ১ম মূলনীতি হলো যদি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে নাম উল্লেখ ছাড়াই শুধু দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে আমভাবে সতর্ক করা হবে। আর যদি জনগণকে সতর্ক করার জন্য ব্যক্তির আর যদি জনগণকে সতর্ক করার জন্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় তাহলে তা আল্লাহ, তার কিতাব, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামিতার অন্তর্ভুক্ত হবে। বিশেষত উক্ত ব্যক্তি যদি জনগণের মাঝে তৎপর হয়ে থাকে; জনগণ তাকে ভালো মনে করে তার বই-পুস্তক ও রেকর্ড গ্রহণ করে তাহলে তার নাম উল্লেখ করে সতর্ক করা ছাড়া উপায় নাই। কেননা তার ব্যাপারে নিরব থাকা জনগণের জন্য খুবই ক্ষতিকর সুতরাং তার ব্যক্তিত্বকে খাটো বা কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং আল্লাহ তার কিতাব তার রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলিম নেতৃবর্গ এবং সাধারণ জনগণের কল্যাণার্থে তার মুখোশ উম্মোচন করা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন-৬৭ : ঐ ব্যক্তির হুকুম কী, যে কোন আলিম বা দা'ঈকে ভালোবাসে। আর বলে, আমি তাকে খুব ভালোবাসি, আমি কখনও তার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুনতে চাই না। তার কথা দলীল বিরোধী হলেও আমি গ্রহণ করি। কেননা আমাদের শায়খ আমাদের থেকে দলীল প্রমাণ ভালো বোঝেন

উত্তর : এটি ঘৃণ্য, নিন্দিত গোঁড়ামীপূর্ণ (অন্ধঅনুকরণ)। (ইসলামে এ কাজ) জায়েয নয়।[১৪৩]

আল-হামদুলিল্লাহ আমরা আলিম ও দাঈগণকে ভালোবাসি। কিন্তু তাদের কেউ কোন মাসআলায় ভুল করলে আমরা তা দলীল প্রমানসহ বর্ণনা করি। দলীল সহ মতামত খণ্ডন করার দ্বারা মহব্বত ভালোবাসার কোন ত্রুটি হয় না। মর্যাদা ও ব্যাক্তিত্বকেও খাটো করা হয় না।

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ما مِنَّا إلا رادٌّ ومردودٌ عليه؛ إلا صاحب هذا القبر

[১৪৩] মুহাম্মাদ সুলতান আল-খুজানদী তার 'হালিল মুসলিম মুলযামুন বিইত্তিবায়ি মাযহাবিম মু'আইয়্যান মিজাল মাযাহিবিল আরবা'আহ' বা মুসলিমদের উপর কি ৪ মাযহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করা ওয়াজিব? নামক গ্রন্থে মোল্লা আলী আল-ক্বারী আল হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) এর থেকে উল্লেখ করেন"

মুসলিম উম্মাহর কোন ব্যাক্তির জন হানাফী, মালিকী শাফিঈ বা হাম্বালী হওয়া ওয়াজিব নয়। বরং আলিম নন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হলো কোন আহলুয যিকির বা আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া। আর প্রসিদ্ধ ৪ ইমাম আহলুয যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে। বলা হয়ে থাকে যে ব্যক্তি আলিমের অনুসরণ করবে সে মৃত্যু পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার জন্য আদিষ্ট। (পৃ. ৫৮, তাহকীক : আল-হেলালী)

আমি বলেছি : শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট থেকে এরকম একটি মত রয়েছে। (৩৫নং প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য)

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন "কারো সামনে সুন্নাহ স্পষ্ট হয়ে গেলে কোন ব্যক্তির কথায় তার জন্য সুন্নাহকে পরিত্যাগ করা জায়েয নয় (ইবনুল ক্বইয়্যিম, ই'লামুল মুওয়াক্বিঈন ১/৭)।

একমাত্র এই কবরবাসী অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আমাদের প্রত্যেকের মতামতই খণ্ডনযোগ্য ।[১৪৪]

আমরা যদি কোন আলিম বা বিদ্বানের মতামত খণ্ডন করি তাহলে এর অর্থ এই নয় যে আমরা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করছি বা তার সম্মানহানী করছি। আমরা শুধু হক্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে তাদের দালীলিক পর্যালোচনা করি। এই জন্য জনৈক আলিম তার সহযোগীদের সমালোচনা করার সময় বলতেন "অমুক ব্যক্তি আমাদের বন্ধু তবে হক্ব আমাদের নিকট তার চেয়েও ঘনিষ্টতর বন্ধু। এটাই সমালোচনার ছ্বহীহ পদ্ধতি ।[১৪৫]

কোন আলিম কোন মাসআলায় ভুল করলে তার মতামত খণ্ডন করাকে আপনারা শত্রুতা পোষণ বা মানহানী করণ মনে করবেন না। বরং প্রত্যেক যুগেই পরস্পর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ আলিমগণও একে অপরের মতামত খণ্ডন করেছেন। আমাদের জন্য কোন আলিমের ভুল শুদ্ধ সবই অন্ধের মত গ্রহণ করা জায়িজ নয়। বরং এটা তা তা'আছছুব বা অন্ধ অনুকরণের শামিল।

একমাত্র রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এমন ব্যক্তি যার প্রত্যেক কথাই গ্রহণযোগ্য, কোন কথা অগ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ হলো তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দাঈ। তিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেননি। আর অন্য দাঈ বা আলিমের অবস্থা হলো তারা ভুলও করেন আবার সঠিকও করেন। উম্মাহর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিবর্গ, মুজতাহীদিনদের অবস্থাও এমনই তারা ভুলও করেন আবার সঠিক মতেও উপনিত হন।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আমাদের কেউই নিষ্পাপ নয়।

আমাদের এটা জানা উচিত। কোন ব্যক্তির মহব্বতে ভুল, বিষয়ে সাপোর্ট করা উচিত নয়। আমাদের উপর ওয়াজিব হলো ভুল সম্পর্কে বর্ণনা করা।

---

[১৪৪] (আলবানী, ছিফাতু ছ্বলাতিন নাবিইয়িন ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃ. ২৬ টীকা নং ০৩ প্রকাশনায়, আল মাকতাবাতুল ইসলামী হিজরী ১৪০৩। এবং আজলূনী এটি বর্ণনা করেছেন কাশফুল পৃ. ১৯৬১)

[১৪৫] আবু ইসমাঈল আল হিরাবীর মতমত খণ্ডনে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযি্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এ কথা বলেন, (মাদারিজুস-সালিকীন ৩/৩৯৪)।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (দীন হলো কল্যাণ কামিতা। আমরা (সাহাবীগণ বললাম) কার জন্য? তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ, তার কিতাব, তার রসূল, মুসলিম নেতৃবর্গ ও মুসলিম জনসাধারণের জন্য।[১৪৬]

ভুল উল্লেখ করা সকলের জন্য কল্যাণ কামিতার শামিল। পক্ষান্তরে ভুল ত্রুটি উল্লেখ না করা নছীহত বা কল্যাণকামিতার নীতি বিরুদ্ধ।

প্রশ্ন-৬৮ : আসমা ওয়াস ছিফাত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্বন্ধীয় মাসআলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ বিরোধী শায়খের নিকট ইলম অর্জন করার হুকুম কী?

উত্তর : আক্বীদাহ ও ইলম উভয় দিক থেকে বিশুদ্ধ মানহাজের উপর অটল শিক্ষা চয়ন করাই উচিত। কিন্তু যদি এমন পাওয়া না যায় বরং এমন কাউকে পাওয়া যায় যিনি নাহু ছরফ অথবা আক্বীদাহর সাথে সম্পর্কহীন কোন বিষয়ে সুপণ্ডিত তাহলে তার নিকট উক্ত বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করা দূষণীয় নয়। তবে 'আক্বীদাহ শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আক্বীদাহবিদগণের নিকটই শিখতে হবে।

প্রশ্ন-৬৯ : আশ'আরী (الأشاعرة), মু'তাযিলাহ (المعتزلة) ও তাদের সমআক্বীদাহ সম্পন্নদেরকে কাফির বলা যাবে কী? আক্বীদাহ, ফিক্বহ ও তাফসীর বিষয়ে তাদের শায়খদের মারপ্যাঁচ সম্পর্কে জানা থাকলেও কি উক্ত শায়খদের নিকট ইলম অর্জন করা জায়েয হবে?

উত্তর : জেনে শুনে হক্বের বিরোধীতা না করা পর্যন্ত তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। যে ব্যক্তি তাবীল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) করে অথবা অজ্ঞতা বশত

---

[১৪৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৪।

হক্বের বিরোধিতা করে তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং বলতে হবে এটা ভুল এটা গোমরাহী ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি তার তাবীলকে হক্ব মনে করে অথবা কোন ব্যক্তিকে হক্বকানী মনে করে তার তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুকরণ করে, অথবা মূর্খতা বশত কোন কাজ করে বসে তাহলে এদের কাউকেই কাফির বলা যাবে না। বরং ভুল (خطأ) বা পথভ্রষ্ট (ضلال) বলা হবে।

‘আক্বীদাহ ছাড়া অন্যান্য যে শাস্ত্রে তারা পারঙ্গম তা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাতে কোন সমস্যা নাই। অর্থাৎ প্রকাশ্য বিদ‘আতী না হলে তাদের নিকট থেকে ফিক্বাহ, নাহু, ইলমুল হাদীছ গ্রহণ করা যাবে।

তবে তাদের থেকে উত্তম কাউকে যদি পাওয়া যায় তাহলে তার নিকট শিক্ষাগ্রহণ করা ওয়াজিব। আর যদি তাদেরকে ছাড়া ফিক্বহ, ভাষাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অন্য কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে তাদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করা যাবে। আর ‘আক্বীদাহ শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আক্বীদাহ সম্পন্ন শায়খদের নিকটই শিক্ষা লাভ করতে হবে।

প্রশ্ন নং ৭০ : যদি কোন ছাত্র বিদ‘আতী কথা বলে, বিদ‘আতের প্রতি আহ্বান করে এবং সে ফিক্বহ ও হাদীছের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়, তাহলে কি তার বিদ‘আতের প্রতি আহ্বানের কারণে ইলম ও হাদীছ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে? তার দ্বারা কি একেবারেই দলিল গ্রহণ করা যাবে না?

উত্তর : জ্বী, তার উপর কোন আস্থা রাখা যাবে না। যদি প্রকাশ্য বিদ‘আতী হয় তাহলে তার উপর আস্থা রাখা যাবে না এবং তার ছাত্রত্বও গ্রহণ করা যাবে না। কেননা ছাত্ররা শায়খ-উসতাযের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং বিদ‘আতীদের থেকে দূরে অবস্থান করা ওয়াজীব। সালাফগণ বিদ‘আতীদের নিকট বসা, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের সান্নিধ্যে

যাওয়া থেকে বারণ করতেন। যাতে তাদের সাথে চলাফেরার কারণে তাদের অনিষ্ট এদের মাঝেও সংক্রমিত না হয়।[১৪৭]

প্রশ্ন-৭১ : মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে দীনী বিষয়ে বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়েছে। দলাদলি, ফিরকাবাজী বৃদ্ধি পেয়েছে। আর প্রত্যেক ফিরকাহ ও দলই দাবি করছে যে, তাদের দল ও মানহাজই ছ্বহীহ ও অবশ্যপালনীয় মানহাজ। এ নিয়ে মুসলিমগণ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে যে কোন দল হক্ব এবং তারা কোন দলের অনুসারী হবেন?

উত্তরঃ দলাদলি দীন বহির্ভূত বিষয়। কেননা দীন আমাদেরকে তাওহীদের আক্বীদাহ ও ইত্তিবা'উর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

[১৪৭] প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর অনুগামী/অনুকরণকারী হয়। বলা হয় অতিরিক্ত কথা জাদুকেও পরাক্রান্ত করে। বেশি চূর্ণকরার দ্বারা ঢালাইও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বন্ধুত্ব- সাহচর্য লেনদেন ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে। আবু যর আল হিরাবী ক্বাযী আবু বকর ইবনে ত্বইয়িবের নিকট বারবার যাতায়াতের ফলে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আশ'আরী মতবাদ গ্রহণ করে। (দেখুন তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১১০৪-১১০৫, আস-সিয়ার ১৭/৫৫৭-৫৫৯)।

ইমরান ইবনে হাত্তানের প্রতি লক্ষ্য করুন। যিনি একদল ছাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন কিন্তু খারিজীদের সাথে উঠা-বসার ফলে তিনি খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেন। ইয়া'ক্বুব ইবনে শায়বাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমরান ইবনে হাত্তান খারিজী মতবাদ গ্রহণ করার কারণ হলো তিনি খারিজী মতবাদে দীক্ষিত তার চাচাতো বোন কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ তে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বিয়ে করেন। কিন্তু ফলাফল দাঁড়ায় উল্টো। তিনি ফিরিয়ে আনার বিপরীতে নিজেই খারিজী মতবাদে দীক্ষিত হোন। (তাহযীবুত তাহযীব ৮/১১৩)

সাহচর্যের মাধ্যমে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট কথা হলো রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে। সুতরাং ব্যক্তিকে দেখো সে কার সাথে বন্ধুত্ব করে।" (সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছ্বহীহাহ ৯২৭)।

ভিত্তিতে একক জামা'আত ও অভিন্ন উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমারই ' ইবাদত করো। *(সূরা আম্বিয়াহ: ৯২)*

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا

তোমরা একত্রভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো। *(সূরা আলে ইমরান:১০৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবেন। *(সূরা আল আনআম: ১৫৯)*

মতানৈক্য ও দল বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে এই হলো শাস্তির হুমকি। সুতরাং আমাদের দীন হলো জামা'আত মহব্বত ও ঐক্যের দীন। দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা আমাদের দীনের অন্তর্গত নয়। দীন আমাদেরকে একক জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

"এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য দেয়ালের গাঁথুনির ন্যায় যার একাংশ অপরাংশকে বেঁধে রাখে।[১৪৮]

---

[১৪৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩১৪।

সুতরাং আমাদের জন্য তাওহীদ ও রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতী মানহাজের ভিত্তিতে দীন ইসলামের পথে ঐক্যবদ্ধ থাকা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'নিশ্চয়ই আমার সরল পথ এটাই। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর। এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ কর না। তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। এসব বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন। যেন তোমরা (ভ্রান্ত পথগুলি হতে) মুক্ত থাকো'।

বর্তমানের এই দল-জামা'আতগুলো ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত নয়। বরং ইসলাম দলাদলিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে এবং তাওহীদের আক্বীদাহর ভিত্তিতে ঐক্যের উপর চলার নির্দেশ প্রদান করে।[১৪৯]

---

[১৪৯]. বর্তমানের দলগুলোর মতে, তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়া, শিরক উৎখাত করা, কবরের মিনারগুলো ভেঙ্গে ফেলা, বিদ'আত এবং কুরআন সুন্নাহ বিরোধীদের মতামত খণ্ডন করা এর সবই দলাদলি! তাদের মতে এগুলো ঐক্য নয়। তারা কী জানে না যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ দ্বারা তার নাবীর হাতে এই বিশৃঙ্খল জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন। চিন্তা-ফিকিরে সক্ষম বিচক্ষণ লোকেরা কোথায়? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একইসাথে কী মানুষের মাঝে পার্থক্যকারী ছিলেন না? ছ্বহীহ বুখারীতে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত, মালাইকাদের ভাষায়, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ তিনি মুমিন ও কাফির এবং হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেন। (হাদীছ নং ৬৮৫২)

প্রশ্ন-৭২ : বিশেষ করে সাউদী ‘আরবে সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধী কোন মানহাজ রয়েছে কী? যদি থেকে থাকে তাহলে সেই মানহাজের সাথে ও এর দাঈদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে?

উত্তর : আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের এই দেশ, সউদী আরবে সালাফে ছ্বলিহীনদের মানহাজ বিরোধী কোন মানহাজ নাই। এদেশ পুরোপুরি সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের অনুসারী। তবে মাঝে মাঝে কতিপয় বহিরাগত ব্যক্তির কিছু (সালাফগণের বিরোধী) মানহাজের আমদানি করে থাকে।[১৫০]

কখনও কখনও আমাদের কিছু যুবক তাদের মানহাজ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত ঐলোকদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের যুবকদের প্রতি আমার ওছীয়ত হলো তারা যেন এধরণের দাঈদের থেকে সতর্ক থাকে। তারা যেন বিকৃত আক্বীদাহ সম্পন্ন, জ্ঞান-গরীমার স্তর ও শিক্ষক সম্পর্কে জানা যায় না এমন দাঈদেরকে কোনরূপ অবকাশ না দেয়। আরবী প্রবাদ রয়েছে “সর্বহারা ব্যক্তি তোমায় কিছুই দিতে পারবে না।”

এই দেশ এক সময় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রাম স্বতন্ত্র শাসনের অধীন ছিল। গ্রামগুলো পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল।

আল্লাহ তা‘আলা শায়খুল ইসলাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) কে প্রেরণের মাধ্যমে এদেশ ও দেশবাসীদের উপর রহমাত নাযিল করলেন। শায়খ লোকজনকে শিরক, বিদ‘আত এবং কুসংস্কার পরিত্যাগ করে তাওহীদ বা একত্বের ভিত্তিতে ছ্বহীহ দীনে ফিরে আসার দাওয়াত প্রদান করলেন।

---

[১৫০] এর উদাহরণ হলো ক্বছিম প্রদেশের মুহাম্মাদ সুরুর ইবনে নাইফ যায়নুল আবিদীন, আছীর প্রদেশের আব্দুর রহীম আত-ত্বহহান, মুহাম্মাদ ক্বুত্বব এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অন্যান্য নেতা কর্মীরা। সাউদী শাসকবর্গ তাদের সাথে সদাচরণ করেছেন। বিনিময়ে তারা তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ দ্বারা আমাদের কিছু যুবককে বিভ্রান্ত করেছে। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তাদের জন্য হিদায়াত কামনা করছি। আয় আল্লাহ, আমাদেরকে সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর অটল রাখো। আমীন। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামিতার জন্যই আমরা তাদের মুখোশ উম্মোচন করি। যাতে সাধারণ জনগণ তাদের বক্তৃতা ও বই-পুস্তক দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত না হয়।

আল্লাহ তা‘আলা আলি সা‘উদ শাসক পরিবারের উপরও রহমাত নাযিল করলেন। তারা একটা গ্রামেরই মাত্র শাসন করত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের মর্যাদা সুমন্নত করলেন; তারা শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াতকে সাহায্য করলো। ফলে এ জিহাদে ইলম ও তরবারীর জিহাদ সমন্বিত হলো এবং আল-হামদুলিল্লাহ একপর্যায়ে পুরো দেশ শান্তি-শৃঙ্খলার চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। দেশ থেকে সকল প্রকার জাহিলী অভ্যাস-রীতি-নীতি, অন্ধ অনুকরণ, শিরক, বিদ‘আত এবং কুসংস্কার বিদূরিত হলো। পুরো দেশ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। দেশবাসী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। সকল গ্রাম-শহর, নগর-বন্দর এক রাষ্ট্রের অধীনে অভিন্ন উম্মাহতে (জাতিতে) পরিণত হলো।[১৫১]

---

[১৫১] আমরা বর্তমানে সাউদী আরবে যে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তায় বসবাস করছি তার তা পুরোপুরি আল্লাহর রহমাত এবং এ এর প্রতিষ্ঠাতা (রহিমাহুল্লাহ) এর শারঈ বিন্যাস ও কিতাবুল্লাহ-সুন্নাতে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়িমে দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। পরবর্তী শাসকগণও এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। আয় আল্লাহ, আমাদের দীন, শান্তি-শৃঙ্খলা, এবং আমাদের নেতৃবৃন্দকে হিফাযত করুন। আমীন।।

আমাদের সমাজ ও এর শান্তি-শৃংখলা বিরোধী মানহাজের লোকদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে। সালাফে ছ্বলিহীনের আক্বীদাহ বিরোধী লোকেরা আমাদের কিছু যুবকের মাঝে তাদের বিধ্বংসী আক্বীদাহ-বিশ্বাসের বিষ প্রবেশ করাচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলো আমাদের কিছু যুবক তাদের আহ্বানে সাড়াও দিচ্ছে! তারা যে মতবাদ-মতাদর্শ অনুপ্রবেশ ঘটানোর অপচেষ্টা করছে তা হলো;

(ক) তাকফিরী মতবাদ বা শাসকদেরকে কাফির বলার মতবাদ। তারা শাসকদেরকে ত্বগূত বা আল্লাহদ্রোহী বলে জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

(খ) সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আলিমদেরকে অপবাদ দেয়া। এমন ভাষায় তাদের সমালোচনা করা যা থেকে তারা মুক্ত। যেমন; তাদেরকে ‘দরবারী আলিম, হায়িয নিফাসের আলিম, আমলা, শাসকদের গোলাম, বাস্তবতাবোধহীন, মসনদী আলিম (চেয়ারের আলিম) বলা। এমনকি উসামা ইবনে লাদিন ও তার সমমনা কেউ কেউ তো আলিমদেরকে কাফির পর্যন্ত বলে।

আপনারা ভুলে যাবেন না যে শত্রুরা নির্মূল হয়ে যায়নি। বরং তারা ওৎ পেতে বসে আছে। তারা এই সমাজের মাঝে ভাঙন সৃষ্টি করতে চায়।

কিছু যুবকেরা যে নতুন নতুন মতাদর্শ গ্রহণ করেছে তারা সেগুলো বিস্তৃতি ঘটানোর মাধ্যমে এই সমাজকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন তাদেরকে সংশোধন করে দেন। তাদেরকে হিদায়াত দান করেন। তারা শুধু আমাদের ক্ষতিই করতে চায়। হে আল্লাহর বান্দাগণ, কেন তারা এরকম করে? আমরা সবাই কি অভিন্ন জামা'আতের অনুসারী নই? আমরা তাওহীদের (একত্বের) দীনের বা আক্বীদাতুত তাওহীদের অনুসারী নই? আমরা কি শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করছি না? আমরা এর অধিক আর কি চাই? আমরা কেন অনুপ্রবেশকারী মতবাদ-মতাদর্শ গ্রহণ করব? কেন গ্রহণ করব নাম-পরিচয়, ধর্ম ও ইলম সম্পর্কে জানা যায় না এমন ব্যক্তির কথা? কেন তাদের ভ্রান্ত কথায় আমাদের ছ্বহীহ আক্বীদাহ ও ছ্বহীহ মানহাজকে পরিত্যাগ করব? ভাইয়েরা আপনারা এসকল দলাদলি থেকে সতর্ক থাকুন এবং আপনাদের ভাই-বেরাদর সন্তানদেরকে সতর্ক করুন।

আমরা এক মানহাজ ও এক আক্বীদাহর ভিত্তিতে এক অভিন্ন উম্মাহ। ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আমাদের দেশ এমন একটি দেশ যেখানে আল্লাহর শরী'আত দ্বারা বিচার ফায়ছ্বলা করা হয়ে থাকে।

আমি বলছি না যে আমরা সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। তবে ত্রুটির মাত্রা খুবই কম। আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রসূলিল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা পরিচালিত। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পুরো দেশই ইসলামি দেশ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মানহাজও একই।

সুতরাং আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ ও আক্বীদাহ পরিত্যাগ করে কেন এই সকল মতবাদ মতাদর্শ গ্রহণ করতে যাব? তাদের সকল দলের অবস্থা হলো একদল অপর দলের বিরোধিতা করে। আমরা কেন

(গ) তাদের স্ব-উদ্ভাবিত পন্থায় জিহাদ করা। কাফির, ত্বগূত ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সংক্রান্ত দলীল প্রমাণাদির অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মুসলিম-কাফির নির্বিশেষে সকল শাসকদের বিরূদ্ধে বিশৃঙ্খলা উসকে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা।

তাদের কথায় আমাদের বাপ-দাদা, পূর্বসূরীগণ এবং আমাদের প্রজন্ম এবং আমাদের দেশ যে ছ্বহীহ মানহাজ ও ছ্বহীহ আক্বীদাহর উপর ছিল তা তাদের কথায় পরিত্যাগ করব? এটা কী নিয়ামত সমূহের কুফুরী করা বা অস্বীকার করা নয়?

আমরা কেন আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করি না? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে *(সূরা আলে ইমরান ৩/১০৩)।*

গত রাতের সাথে আজ রাত এবং গত দিনের সাথে আজ দিন কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ। আমাদের উচিত হলো ইতিহাস উদঘাটন করে এবং (পূর্বসূরীদের) জীবন চরিত পড়ে জেনে নেওয়া যে আমরা আগে কি ছিলাম আর বর্তমানে কিসে পরিণত হয়েছি?

প্রশ্ন-৭৩ : কতিপয় দাঈ এদেশ এবং এদেশের আলিমগণের সমালোচনায় উঠে পড়ে লেগেছে। তারা বলে 'এ দেশের আলিমেরা দরবারী ও তোষামোদী আলিম। তারা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না।' একই সাথে তারা কিছু রাষ্ট্রের ইসলাম বাস্তবায়নের দাবির কারণে সেসকল রাষ্ট্রের প্রশংসা করে। তারা ঐ সকল রাষ্ট্রের ইসলাম বিরোধিতা দেখতে পায় না। এমনিভাবে তারা কতিপয় দাঈ, বিদ'আতী ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ বিরোধীর প্রশংসা করে থাকে। তাদের দাবি খণ্ডনে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আমি মুসলিমদের জন্য বিশেষত এদেশবাসী মুসলিমদের জন্য মঙ্গল, কল্যাণ ও সম্প্রীতি-সঙ্গতিকেই ভালোবাসি।

আমি আল্লাহর উপর কারো পরিশুদ্ধতা বর্ণনা করছি না। আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের সমাজ সবচেয়ে উত্তম সমাজ। ওয়া লিল্লাহিল হামদ, শাসকবর্গ, আলিমগণ এবং প্রজাবর্গ সর্বদিক থেকেই এদেশ উত্তম। আমরা বলছি না যে, তারা কামিল বা পরিপূর্ণ। তবে ইনসাফের দাবি হলো আমরা আমাদের প্রতি আল্লাহর রহমাতকে অস্বীকার করব না। কেননা তা অকৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আমাদের আলিমগণ ও শাসকগণ হক্ব পথে রয়েছেন। তারা সমাজতন্ত্র, পুণর্জাগরণ, ইসলাম বিরোধী মানহাজ সমূহের অনুসারী নন। তাদের আক্বীদাহ যাবতীয় শিরক থেকে মুক্ত এবং তাওহীদের ভিত্তিতে ইসলামে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের আক্বীদাহ হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ। ওয়া লিল্লাহিল হামদ, তাদের আক্বীদাহ শিরক মুক্ত। তারা শারঈ হাদ্দ বা দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করেন। সৎকাজের নির্দেশ প্রদান করেন এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করেন। তারা কিতাবুল্লাহ দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করেন। প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক শহরে শারঈ বিচারালয় স্থাপন করেন; যেথায় জনগণ আল্লাহর শা'রীআহ অনুযায়ী বিচার গ্রহণ করে থাকে।

ভুল-ত্রুটি রয়েছে, তবে এর চেয়ে কল্যাণের পাল্লাই ভারি। সুতরাং আমাদের উপর ওয়াজিব হলো তাদের জন্য নছীহত প্রদান করা, তাদের তাওফিক্ব ও হিদায়াতের জন্য দু'আ করা, গোপনে তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা ও তাদের নিকট হক পৌছানো।

আমরা কি চাই যে এ সমাজ ভেঙ্গে যাক? এ সমাজে হানা-হানি ছড়িয়ে পড়ুক? আমরা কি চাই এ সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা হারিয়ে যাক? আমরা কি চাই জনগণ তার জান-মাল, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পরিবারের ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হোক? আমরা কি এই নিয়ামতরাজীর বিলুপ্তি কামনা করি?

হে আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে ভয় করুন। তাক্বওয়া অর্জন করুন। ভ্রষ্ট দাঈরা যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুতো খুঁজে বেড়ায় তাদের ধোঁকায় পতিত হবেন না। যারা নিজেরা চালুনির মত ছিদ্রযুক্ত হয়েও সূচের ছিদ্রের সমালোচনা করে।

আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। কেননা এটাই দীন, এটাই যিম্মাদারী; এ ব্যাপারে আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করা হলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন। *(সূরা ইবরাহীম আয়াত নং ০৭)*

আপনারা এই দেশের সাথে অন্য দেশের পরিমাপ করে দেখুন। বিবেকের সাথে তুলনা করলে অন্য রাষ্ট্র ও এ রাষ্ট্রের মাঝের পার্থক্য আপনার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। আপনি বুঝতে পারবেন তাদের এই বিরোধিতার মূল কারণ কী।

এর কারণ হলো এই দেশ কল্যাণের উপর রয়েছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ। এই দেশ তো সেই দেশ যেথায় রয়েছে রয়েছে ছ্বহীহ 'আক্বীদাহ, যেথায় কিতাবুল্লাহ দ্বারা বিচার ফায়ছালা করা হয়। যেথায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ বিদ্যমান। এগুলো মহা নিয়ামত। কোন কল্যাণকামী মুসলিমের জন্য এসকল নিয়ামতকে অস্বীকার করা বা না শুকরি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করা শোভা পায় না।[১৫২]

---

[১৫২] যারা এই তাওহীদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুখ বেঁকিয়ে কথা বলে তারা কোথায়? পুরো পৃথিবীতে কি এ রাষ্ট্রের মত কোন রাষ্ট্র আছে কী?

তোমাদের ভাবী রাষ্ট্র কী সেই রাষ্ট্র যা ইবরাহীমী তরীকার স্মারক হিসাবে ইবরাহীমী গম্বুজ নির্মাণ করে? নাকি যার আধ্যাতিক নেতা বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে নতুন ধর্ম আবিষ্কারের জন্য আহ্বান করে? (ইতোমধ্যে তারা এরকম সমন্বিত ধর্মের উদ্ভব করেছে। কিন্তু তাওহীদী রাষ্ট্র তাদের সাথে যোগদান করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।) নাকি সেই রাষ্ট্র হবে আশ'আরী-মাতুরিদী সুফী রাষ্ট্র?

তোমরা নিজেরাই কথা ও কাজে পরস্পর বিরোধিতায় লিপ্ত। তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করো যে "তোমরা কেন কাফির ও ধর্মনিরপেক্ষদেরকে ছেড়ে আহলে ইসলাম ও দাঈদের সমালোচনা করো?"

দুইভাবে এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া যেতে পারে।

(ক) মুসলিমদের মধ্যে যারা ক্বুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের বিরোধিতা করে একমাত্র তাদেরই মতামত খণ্ডণ করা হয়। আক্বীদাহ রক্ষা করার জন্য এহেন সমালোচনা করা ওয়াজিব।

(খ) প্রত্যেকের জন্য সকল বিষয়ের মতামত খণ্ডণ করা আবশ্যক নয়। প্রত্যেকেই তার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী বিরুদ্ধাবাদীদের মতামত খণ্ডন করবে। কেউ ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মতামত খণ্ডন করবে। কেউ কাফিরদের মতামত খণ্ডন করবে। এমনিভাবে একে অপরের সমন্বয়েই মুসলিমগণ পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেকের শক্তি সামর্থ এক সমান নয়।

“আপনারা কেন সাউদী রাষ্ট্রর প্রতিই বক্রাঙ্গুলি প্রদর্শন করছেন? আপনারা কি লক্ষপাত করছেন না যে আপনারাই অমঙ্গলের দরজা উন্মুক্ত করছেন?

তাওহীদী রাষ্টের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাওহীদী রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়ানো এবং আরোপিত অপবাদ ও সমস্যাবলি দূর করা ওয়াজিব। ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছেই সুতরাং আপনার উপর ওয়াজিব হলো কিতাবুল্লাহ-সুন্নাতে রসূলিল্লাহ এবং সালাফে ছ্বলিহীন ও বর্তমান যুগের উত্তম আলিমদের প্রদর্শিত শারঈ পন্থায় বা সংশোধন করবেন। কেউ মা‘ছুম বা নিষ্পাপ নয়। কাউকেই মা‘ছুম বলা যাবে না। বরং প্রত্যেকেই ত্রুটি-বিচ্যুতিকারী এবং প্রত্যেকেই মুযনিব বা পাপী, গুনাহগার।

আপনারা কতদিন পর্যন্ত এ সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাবেন? খারিজী রাষ্ট্র কায়িমের পূর্ব পর্যন্ত? নাকি সুফিবাদী শিরকী রাষ্ট্র কায়িমের মাধ্যমে? বাতিল বিষয়ে ঘুরপাক করার চেয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। (সূরা যুমার আয়াত নং ৫৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ == ... إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে -----তোমাদের রবের পক্ষ থেকে । (সূরা যুমার আয়াত নং ৫৫) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

প্রশ্ন-৭৪ : বর্তমানে উচ্চ উলামা পরিষদের উপর গালিগালাজ ও অপবাদের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে কাফির, ফাসিক্ব পর্যন্ত বলা হচ্ছে। বিশেষত বিস্ফোরণের ব্যাপারে উচ্চ উলামা পরিষদের কিছু ফাতওয়া প্রকাশ পাওয়ার পর এ গালিগালাজের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বলে যে "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" বা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন এবং তার জন্যই ঘৃণা পোষণের আমাদের আলেম-উলামার দুর্বলতা রয়েছে। উল্লেখিত বিষয়ে আমরা আপনার দিকনির্দেশনা কামনা করছি। যে যুবকেরা এহেন কথা বলে তাদের মতামত খণ্ডনের বিধান কী?

উত্তর : মূর্খের উপর ওয়াজিব হলো ইলম ছাড়া কোন কথা না বলে মৌনতা অবলম্বন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ– যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না। *(সূরা আল আ'রাফ আয়াত নং ৩৩)*

জাহিলের জন্য ইলম ছাড়া ইলম সংক্রান্ত কোন মাসআলায় কথা বলা উচিত নয়। বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সমূহে যেমন; তাকফীর বা কাউকে কাফির ঘোষণা করা। এমনিভাবে গীবাত শেকায়েত করা। শাসকবর্গের এবং

তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরক্বান আয়াত নং ৭০)

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لله أشد فرحاً بتوبة عبده، حين يتوب

কোন বান্দা তাওবাহ করলে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৪৭।

আলিম সমাজের গীবাত করা গীবাতের সবচেয়ে মারাত্মক প্রকার।[১৫৩] আমরা আল্লাহর নিকট এ প্রকার গীবাত করা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি। এভাবে গীবাত করা জায়েয নয়।

---

[১৫৩] যে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলিমগণের উপর অপবাদ আরোপ করে সে যদি তাওবাহ না করে তাহলে তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। আলিমগণ হলেন নাবীগণের ওয়ারিছ (উত্তরাধিকারী)। যদি আমরা আমাদের প্রবীণ আলিমগণকে আঁকড়ে না ধরি, তাদেরকে সম্মান না করি, তাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন না করি তাহলে কার নিকট থেকে ইলম অর্জন করব? আমরা কি মূর্খ নেতাদের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করব? যাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর দিয়েছেন? আমাদের শায়খ হাফিযাহুল্লাহ অচিরেই এপ্রসঙ্গে আলোচনা করবেন।

সম্মানিত শায়খ ছ্বলিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলিশ শায়খ বলেন, প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য ইলম ছাড়া কোন কিছু বলা, দলীল ছাড়া কোন কিছু করা ও বলার দুঃসাহসিকতা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব। বিশেষত 'আক্বীদাহ, ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসাইল, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে ইলম ও দলীল ছাড়া কোন কিছু বলা থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকা অত্যাবশ্যক। উম্মাহর মাঝে হক্ব থেকে পদচ্যুতির সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটে থাকে মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে। উছমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে যে খারিজীদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তাদের পদচ্যুতির মূল কারণ ছিল (তাদের দৃষ্টিতে) উছমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ওয়াজিবকৃত বিষয় বাস্তবায়ন করেননি। (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের কেউ কেউ তাকে কে কাফির বলত। আবার তাদেও কেউ কেউ তাকে হত্যা করা ওয়াজিব মতে করত। তারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কেও কেউ কেউ কাফির বলত। একই ভাবে মুসলিম নেতাদেরকে ও তাদের (খারিজীদের) বিরোধিতা কারীদেরকে কাফির বলেছে।

তাকফীর: তাকফীর অর্থ হলো কারো ব্যাপারে এই হুকুম সাব্যস্ত করা যে সে দীন থেকে বের হয়ে গেছে অথবা মুরতাদ হয়ে গেছে। শারঈ অকাট্য দলীল ব্যতিরেকে মুসলিম বলে পরিচিত কোন ব্যক্তিকে মুরতাদ বলা জায়েয নয়। প্রশ্নকারী যেমনটি উল্লেখ করেছেন যে তারা বলে "উচ্চ উলামা পরিষদ কাফির" তাদের এই কথা খুবই মারাত্মক। কেননা উচ্চ উলামা পরিষদই হক্ব বর্ণনা করে। যদি কোন অভিযোগকারী হক্ব বর্ণনা করার অপরাধে তাদের উপর অপবাদ দেয় অথবা তাদেরকে কাফির বলে তাহলে তার এই আচরণ বুঝায় না যে সে হক্বের উপর রয়েছে। বরং এর দ্বারা সে নিজের উপরই যুলুম

এ কাজগুলো মূলত আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ (রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক ও পর্যালোচকদের) এবং যে আলিমগণ শারঈ হুকুম আহকাম বর্ণনা করেন তাদের কাজ। সাধারণ জনগণ ও প্রাথমিক ও ছাত্রদের জন্য এহেন কাজ জায়েয নয়।

আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা ‘আলা বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

আর যখন তাদের কাছে শান্তি কিংবা ভীতিজনক কোন বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রাসূলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার রহমত না হতো, তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে। *(সূরা আন নিসা আয়াত নং ৮৩)*

সুতরাং জিহ্বাকে এসকল মাসআলা থেকে সংযত রাখা ওয়াজিব। বিশেষত তাকফীর ও আল অলা ওয়াল বারাআহ সংক্রান্ত বিষয়ে।

করে। তাকে গ্রেফতার করে শাসকদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অতীতে শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমিন (রহিমাহুমাল্লাহ) তা‘আলা গণের সময়ে এ মাসআলাগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সে সময় এ মাসআলাগুলো বারবার উত্থাপিত হয়েছে। আমরা ভয় পাচ্ছি, আল্লাহ না করুন, যদি এই তাকফীরী ধারা অব্যাহত থাকে এবং খারিজীরা ও তাদের আক্বীদাহ মতবাদ জনগণের মাঝে অবশিষ্ট থাকে তাহলে তো তাদেরকে সতর্ক না করা হলে তাদের মাঝে খারিজীদের ভ্রষ্ট অভ্যাস-আচরণ থেকেই যাবে। অথচ তারা তা বুঝতেই পারবে না। সুতরাং আমাদের সবার উপর ওয়াজিব হলো হক্ব বর্ণনা করা, জনগণকে হক্ব গ্রহণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করা এবং নাবীগণের ওয়ারিছ আলিমদের সমালোচনা করা থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা। (আল-ফাতাওয়া আল-মুহিম্মাহ ফি তাবছীরিল উম্মাহ)।

মানুষ কখনও কখনও ভুলবশত অন্যের উপর দ্বলালাহ (ভ্রষ্টতা) ও কুফুরির হুকুম লাগায়। ফলে সেই হুকুম তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। কেননা কোন মানুষ যদি তার কোন ভাইকে হে কাফির, অথবা হে ফাসিক্ব, বলে সম্বোধন করে এবং উক্ত সম্বোধিত ব্যক্তি যদি কাফির বা ফাসিক্ব না হয় তাহলে সেই হুকুম সম্বোধনকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি।[১৫৪]

এ কাজ খুবই বিপজ্জনক। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে তার উপর ওয়াজিব হলো নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে সকল কর্মকর্তা ও আলিমগণকে এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয় তাদের জন্য হুকুম সাব্যস্ত করার পূর্বে পুংখানু পুংখানু ভাবে অনুসন্ধান করা ওয়াজিব।

কোন সাধারণ লোক অথবা প্রাথমিক ছাত্রের জন্য কারো উপর কাফির, ফাসিক্ব ইত্যাদি হুকুম আরোপ করার অধিকার নাই। তারা হুকুম সাব্যস্ত করতে গেলে মূর্খতা বশত এমন ব্যক্তিকে কাফির, ফাসিক্ব ইত্যাদি বলে বসবে যে ব্যক্তি বাস্তবে এমন নয়। তাহলে এর দ্বারা উক্ত হুকুম সাব্যস্তকারীই সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুসলিম ব্যক্তির জন্য অহেতুক কথা-বার্তা থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করা ওয়াজিব।[১৫৫]

---

[১৫৪] ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বুখারীর ৫৭৫৩ নং তে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

"যদি কেউ তার ভাইকে হে কাফির, বলে তাহলে তাদের দুজনের যে কোন একজন সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। ছ্বহীহ বুখারী হাদীছ নং ৫৭৫৩।

[১৫৫] মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো জীবন দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে বান্দার মর্যাদা বুলন্দকারী শারঈ ইলম অর্জনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। (সূরা আল মুজাদালাহ আয়াত নং ১১)

সাধারণ মুসলিমদের জন্য শারঈ হুকুম আহকাম নিরূপণ করতে গিয়ে ভুল বা শুদ্ধ করা, শাসকবর্গের ও আলিমগণের মান-সম্মান, ইয্যত-সম্ভ্রমের সমালোচনা করা, তাদের উপর কুফুরির ফাতওয়া আরোপ করা খুবই মারাত্মক। অথচ এর দ্বারা তাদের কোনই ক্ষতি হয় না। বরং হুকুম আরোপকারীই ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আলিমগণের মৃত্যুর মাধ্যমেই 'ইলম উঠিয়ে নেওয়ার কার্য সাধিত হয়। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ মুসলিমে উল্লেখ করেন, আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথে বের হয় আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ করে দেন। ইলম আলিমকে শরী'আতের বিরোধিতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং শয়ত্বানের পথ সমূহ থেকে রক্ষা করে।

ইবনুল ক্বসিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাকে বলতে শুনেছি " নিশ্চয়ই অনেক সম্প্রদায় ইলম বিনষ্ট করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে এবং তরবারীর দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদী থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করত তাহলে ইলম তাদেরকে (এই পদস্খলন থেকে) রক্ষা করত।

ইমাম ওহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ' ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট অবস্থান রত অবস্থায় আমি নফল ছ্বলাতে দাঁড়ালে তিনি বললেন "তুমি যে কাজে লিপ্ত হলে তার থেকে যে কাজ পরিত্যাগ করলে (অর্থাৎ ইলম অর্জন) তা ই উত্তম। (মিফতাহু দারিস সা'আদাহ খ. ০১ পৃ. ১১৯-১২০)

মু'আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন তোমাদের উপর করণীয় হলো ইলম অর্জন করা। কেননা ইলম অন্বেষণ করা ইবাদত। ইলম শিক্ষা লাভ করা উত্তম আমল। ইলমের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপর ব্যয় করা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। যে ব্যক্তি ইলম জানে না তাকে ইলম শেখানো ছাদাকাহর অন্তর্ভুক্ত। ইলম নিয়ে গবেষণা করা সংগ্রাম সমতুল্য। ইলম নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা তাসবীহ (আল্লাহর গুণকীর্তন করা) সমতুল্য। (আদ-দায়লামী ২/৪১; ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়া ৪/৪২)।

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

আল্লাহ বান্দাদের নিকট থেকে ইলম একেবারে সমূলে উঠিয়ে নেন না। বরং তিনি আলিমগণকে কবয করার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেন। এক পর্যায়ে যখন আর কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকে না, তখন জনগণ মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে। মূর্খরা কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে ইলম ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করে এর দ্বারা তারা নিজেরা বিপথগামী হয় এবং অপরকে বিপথগামী করে।[১৫৬]

আল্লাহর কসম এটাই বর্তমানের বাস্তবতা যে, মূর্খ নেতারা ইলম ছাড়াই শরী'আহ সংক্রান্ত বিষয়ে কথা-বার্তা বলে, জনগণকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং ভাষণ-বক্তৃতা প্রদান করে। তাদের নিকট তো ইলম বা ফিক্বহের কিছুই নাই। বরং তাদের নিকট রয়েছে বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা, অমুক তমুকে বলেছে ইত্যাদি। তারা অমুক তমুকের অসার কথা দ্বারা জনগণকে বেফায়দা কাজে লিপ্ত করে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকজন মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এরাই হলো তার বাস্তব রূপ।[১৫৭]

---

[১৫৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০০।

[১৫৭] আস সুন্নাহ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী তাদের এক ব্যক্তি তার 'আম্মা বা'দু আল ওয়াজহুল আওয়াল' শিরোনাম যুক্ত ক্যাসেটে বলেন, কোথা থেকে শুরু করব? কীভাবে শুরু করব? হে আমার রক্ত, আমাকে সাহায্য করো। হে আমার প্রাণ, তুমি আমার পক্ষে দাঁড়াও। হে রক্ত, তুমি আমায় রক্ষা করো। এই হলো তাদের মূর্খতা ও বিশৃঙ্খলার অবস্থা। আপনি যদি বিলাদুল হারামাইন, সাউদী আরবের (আল্লাহ এদেশকে হিফাযত করুন) কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকেও জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কার নিকট প্রার্থনা করবে? কার নিকট দু'আ করবে? বিপদ- আফাত ও মুছীবতের সময় কার নিকট সাহায্য-সহযোগিতা ও ত্রাণ কামনা করবে? ইত্যাদি। তাহলে সে নির্দ্বিধায় বলবে 'আল্লাহর নিকট'।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর তাওহীদ, একত্ব সম্পর্কে জানা মানুষের কতই না প্রয়োজন।

বড় পরিতাপের বিষয় হলো লোকজন তাদেরকে আলিম বলে অভিহিত করে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অথচ আপনি যদি তাদেরকে নব সংঘটিত কোন সমস্যা অথবা শারঈ হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তারা আপনাকে কোন ছুহীহ বা বিশুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে না। কেননা তারা এই ইলমকে ইলমই মনে করে না। তাদের মতে ইলম রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং তাদের ভাষায় কথিত ফিক্বহুল ওয়াক্বি' বা বাস্তব ফিক্বহ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা ইলম থেকে মাহরুম বা বঞ্চিত থেকে যায়। আল 'ইয়াযু বিল্লাহ। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রশ্ন-৭৫: কিছু ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর জনৈক ছাত্রের ফাতওয়ায় কিছু মুসলিম অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে, এর বিধান কী?

উত্তর: আমার ধারণা মতে কোন মুসলিম কখনও অমুসলিমের বন্ধুত্ব-অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তোমরা অপরের বন্ধুত্ব-অভিভাবকত্ব গ্রহণের বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছ। আর যদি বাস্তবেই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাহলে হয় সে জাহিল (মূর্খ) নতুবা মুসলিমই নয় বরং মুনাফিক্ব। মুসলিম ব্যক্তি কখনও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না।

তবে অনেক কাজ রয়েছে যেগুলোকে তোমরা বন্ধুত্ব মনে করো কিন্তু বাস্তবে সেগুলো বন্ধুত্ব নয়। যেমন কাফিরদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা। তাদেরকে উপঢৌকন দেয়া। তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা ইত্যাদি জায়েয। এ কাজগুলো বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো দুনিয়াবী লেনদেন ও কল্যাণকর কাজের বিনিময় মাত্র। যেমন কাফিরকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ

এ লোকেরা যারা নিজেদেরকে নেতা, মুরুব্বী ও দাঈ হিসাবে পরিচয় দেয় তাদের কারণে এ প্রয়োজন তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাওহীদ শেখার প্রতি কীভাবে তাদের মনোযোগ ফিরতে পারে। তাদের বাণী ও লেকচারগুলো তাওহীদকে অবজ্ঞা করে। তারা এ বিষয়টাকে খুব হালকা মনে করে এবং জনগণকে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন ২৯ নং প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট টীকায়।

দেয়া। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাতের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইক্বিত্ব আল-লাইছীকে মদীনার পথপ্রদর্শক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অথচ সে তখনও কাফির ছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল রাস্তা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার দ্বারা ফায়দা হাসিল করা।

এমনিভাবে প্রয়োজন হলে মুসলিম ব্যক্তির জন্যও কাফিরের শ্রমিক হিসাবে কাজ করা বৈধ। কেননা এর দ্বারা তো শুধু সেবার বিনিময়ই উদ্দেশ্য। এগুলো মাহাব্বাত-ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত নয়। পিতা কাফির হলেও সন্তানের জন্য তার সাথে সদাচার করা ওয়াজিব। এটাও মহাব্বতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো সৎ কাজের বিনিময় মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ}

তুমি পাবে না আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন জাতিকে, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে- হোক না সে তাদের পিতা। (সূরা আল মুজাদালাহ আয়াত নং ২২)

কিন্তু তাদের সদাচরণ করা হবে এটা দুনিয়াবী কল্যাণকর কাজ এবং পিতার অনুগ্রহের বিনিময়। এমনিভাবে মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে সংঘটিত সন্ধি ও নিরাপত্তা চুক্তি বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে কতিপয় জাহিল ব্যক্তি বন্ধুত্ব বলে ধারণা করে। অথচ তা বন্ধুত্ব নয়।[১৫৮]

---

[১৫৮] যারা নিজেদেরকে দাঈ, পরামর্শদাতা ও নেতা হিসাবে দাঁড় করাতে চান, কাফেরদের সাথে চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের ভূমিকা কী? তাদের সাথে লেনদেন বিষয়ে বিভিন্ন দলীল ও নবীজীবনীর ব্যাপারে তাদের অবস্থান কী?

তারা দুই ধরনের: হয় তারা মূর্খ, না হয় এসব ব্যাপারে তারা জ্ঞান রাখেন। মূর্খ হলে নেতৃত্বে যাওয়ার আগে তাদের শিখে নেয়া জরূরী। আর জ্ঞানী হলে তাদেরকে আমরা বলবো, আল্লাহকে ভয় করুন, জনগণকে হক্ব টা বলুন। প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।

যদি মুসলিমগণ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তা মুকাবিলা করার জন্য কাফিরদের দ্বারস্থ হয় তাহলে এটাকে বন্ধুত্ব বলা হবে না এবং এটা চাটুকারিতার অন্তর্ভুক্তও হবে না। বরং এটা মুদারাহ বা দ্বারস্থ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। মুদাহানাহ বা চাটুকারিতা ও মুদারাহ বা দ্বারস্থ হওয়ার মাঝে পার্থক্য হলো: আল মুদারাহ জায়েয আর আল মুদাহানাহ জায়েয নয়। কেননা মুদারাহ হলো যদি কোন মুসলিম অথবা মুসলিমদের উপর বিপদ-আপদ পতিত হয় এবং সে তা দূর করতে চেষ্টা করে এবং কাফিরেরা সেই বিপদ দূর করিয়ে দেয়। এটা মুদাহানাহ বা তোষামোদী এবং বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করার জন্য ফিক্বহ বা সূক্ষ্ম ইলমের প্রয়োজন। ইলম ছাড়াই কাফিরদের সাথে সকল কাজকে মু'আলাত বা বন্ধুত্ব-অভিভাবকত্ব বলে তাফসীর করা ভুল ও মূর্খতা। এ কাজ জনগণকে ধোঁকা-প্ররোচনা দেয়ার শামিল।

সারকথা : আহলে ইলম ফক্বীহগণ ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করতে পারবে না। কোন প্রাথমিক ছাত্র এবং ইসলাম সম্পর্কে অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি এ ব্যাপারে নাক গলাতে পারবে না। তারা তো আন্দাজে কথা বলে, হারামকে হালাল বানায় এবং হালালকে হারাম বানায়। জনগণের উপর অপবাদ আরোপ করে। তারা শারঈ হুকুম না জেনেই বলে যে এটা মুওয়ালাত বা বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটা বরং ব্যক্তির নিজের জন্যই বড় ক্ষতিকর। কেননা সে ইলম ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলছে।[১৫৯]

---

[১৫৯] আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ইলম ছাড়া কথা বলা খুবই মারাত্মক এবং ভয়াবহ পাপ। এ পাপ শিরকের চেয়েও বড় পাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ– যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না। (সূরা আল-আ'রাফ আয়াত নং ৩৩)

প্রশ্ন-৭৬ : কাফিরদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তাদেরকে ধন-সম্পদ উপহার দেয়ার বিধান কী?

উত্তর : মুসলিম উম্মাহর কল্যাণার্থে হলে তাদের ক্ষতি/অনিষ্ঠ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য উপহার দেয়া জায়েয। বরং যে সকল কাফির থেকে আশা করা যায় যে উপহার উপঢৌকন দিলে তার মুসলিমদের থেকে যুলম অত্যাচারের হাত গুটিয়ে নিবে তাদের অন্তর আকর্ষণ করার জন্য যাকাত তহবিল থেকে ধন-সম্পদ উপহার দেয়া যেতে পারে।

যদি কাফিরদের অন্তর আকর্ষণ করে অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ফরয যাকাত দেয়া জায়েয হয় তাহলে তাদের নির্যাতন থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা জায়েয হবে না কেন? অনেক মূর্খ এ কাজকে মুওয়াওলাত বা বন্ধুত্ব-অভিভাবকত্ব বলে অথচ এটা বাস্তবে মুওওয়ালাত নয়। বরং তাদের ক্ষতি- অনিষ্ট থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার জন্য এটা দ্বারস্থ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-৭৭ : বর্তমানে কিছু পত্রিকায় আমেরিকান পণ্য বর্জন করার কথা লেখা হচ্ছে এবং আলিমগণও এসব পণ্য বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছেন। তারা বলছেন, “আমেরিকান পণ্য বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরযে আইন এবং এসব পণ্যের কেনা-বেচা হারাম। যে ব্যক্তি এসব পণ্যের বেচা-কেনা করবে সে কাবীরাহ গুনাহগার হবে। সে ব্যক্তি যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইয়াহূদী খ্রিষ্টানদের সাহায্যকারী বিবেচিত হবে। মুহতারাম শায়খ,

---

এ আয়াতে অপেক্ষাকৃত ছোট গুনাহের পর তার চেয়েও বড় গুনাহের আলোচনা বিন্যস্ত রয়েছে।

আল্লাহর সাথে শিরক স্থাপন করা বড় পাপ কিন্তু উল্লেখিত অপেক্ষাকৃত বড় পাপের ধারাবাহিকতায় শিরকের পরে যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে বানিয়ে কথা বলে তার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ হলো আল্লাহর ব্যাপারে বানিয়ে কথা বলার দ্বারা ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সাথে শরীক বা সমকক্ষ দাবিদারই হয় না বরং নব শরী‘আতের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক হয়ে যায়। না‘উযুবিল্লাহ।

আমি আপনার নিকট থেকে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা কামনা করছি? এসব পণ্য বর্জন করলে কি নেকী হবে?

উত্তর : তাদের এই আহ্বান বিশুদ্ধ নয়। মুসলিম দেশসমূহে আমেরিকান পণ্য তো বিক্রি হয়। কিন্তু আলিমগণ তো কখনো তা হারাম বলে ফাতওয়া দেননি। রাষ্ট্রীয়ভাবে শাসকদের পক্ষ থেকে বর্জনের আহ্বান না আসা পর্যন্ত কোন পণ্য বর্জন করা হবে না। কিন্তু যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন দেশকে বয়কটের ঘোষণা আসে তাহলে তাদেরকে বর্জন করা ওয়াজিব।

শুধু জনগণ নিজেদের পক্ষ থেকে কোন পণ্য নিষিদ্ধ বলে ফাতওয়া দিতে পারবে না। কেননা এটা আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়কে হারাম ঘোষণা করার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-৭৮ : সম্মানিত শায়খ, আপনারা এদেশের সালাফী আলিম (ওয়া লিল্লাহিল হামদ), শাসকদেরকে উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আপনাদের মানহাজ শরী'আত সম্মত, ঠিক যেমনভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর কাউকে পরিশুদ্ধ ঘোষণা করব না। তবে কিছু লোককে পাওয়া যায়, যারা শরী'আত পরিপন্থী কর্মকাণ্ড ঘটা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা না করার কারণে আপনাদের দোষারোপ করে। কেউ কেউ বলে যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আপনাদের উপর চাপ রয়েছে। তাদের জন্য আপনি কিছু উপদেশ প্রদান করবেন কি?

উত্তর : নিঃসন্দেহে শাসকবর্গও অন্য সাধারণ ব্যক্তিদের মত মানুষ। তারা নিষ্পাপ নন। তাদেরকে উপদেশ দেয়া ওয়াজিব।[১৬০] কিন্তু মঞ্চে

---

[১৬০] ইবনু আবি আছিম (রহিমাহুল্লাহ), তার আস-সুন্নাহ নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫০২ নং পৃষ্ঠায় বলেন, প্রজাদের জন্য শাসকদের প্রতি উপদেশ প্রদান করা যে ওয়াজিব এ বিষয়ে অনেক হাদীছ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীছ হলো, যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির অন্তর তিনটি অভ্যাসের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করে না।

(ক) ইখলাছ বা একনিষ্টতার সাথে আল্লাহর জন্য ইবাদত করা।

ময়দানে তাদের ভুল-ত্রুটি আলোচনা করা,[১৬১] বরং এগুলো হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তা শাসকদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তা আরো বেশি খারাপ বলে গণ্য হবে। কেননা এর কারণে ফিতনার উদ্ভব ঘটে, মুসলিমদের ঐক্য বিছিন্ন হয় এবং দা'ওয়াহর কাজ বাধাগ্রস্থ হয়।[১৬২]

সুতরাং প্রচারণা ও শোরগোল বাদ দিয়ে গোপন ও নিরাপদ পন্থায় তাদের নিকট নছীহত পৌছানো ওয়াজিব। "এদেশের আলিমগণের বাস্তব অবস্থা হলো তারা নছীহত প্রদান করেন না।" অথবা "তারা তাদের কাজে অপারগ" ইত্যাদি।[১৬৩]

(খ) শাসকদের কল্যান কামনা করা

(গ) মুসলিম জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা ইসলামের দাওয়াত এসকল বিষয়কে একত্রিত করে। শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ), বলেন এ হাদীছের সানাদ ছ্বহীহ ।

[১৬১] দীন সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা ফিতনাবাজ দাঈরা যা করে থাকে।

সম্মানিত শায়খ ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মঞ্চে ময়দানে নেতৃবৃন্দকে গালি গালাজ করা কোন সংশোধনের পদ্ধতি নয়। বরং সংশোধনের পদ্ধতি হলো তাদের জন্য হিদায়াত ও তাওফিকের দু'আ করা এবং নিয়্যাত পরিশুদ্ধ করা এতদ্ব্যতীত কল্যাণ সাধিত হয় না। তাদেরকে অভিশস্পাত করা ইসলাম স্বীকৃত নয়। (আব্দুল মালিক রমদ্বানী আল-জাযাইরি সংকলিত ফাতাওয়াল 'উলামাউল আকাবির পৃ. ৬৫)

[১৬২] এর দ্বারা সৎ কাজেও শাসকদের কথা শ্রবণ ও আনুগত্য না করা রক্তপাত ঘটানোর প্রতি উৎসাহ দেয়। যেমনটি ঘটেছিল উছমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর যামানায়। খারিজীরা যখন প্রকাশ্যভাবে 'উছমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে গালি গালাজ করতে শুরু করেছিল তখনই তার হত্যার মত বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের যথোপযুক্ত 'আযাব প্রদান করুন।

[১৬৩] মাহমুদ হাদ্দাদ আল মিসরীয় প্রতি সম্বন্ধকৃত ফিরক্বায়ে হাদ্দাদ থেকে আলিমগণের প্রতি আরো নানাবিধ অপবাদ শুনে থাকি।

এই ফিরকাহ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বলানীর ব্যাপারে অপবাদ দেয়া শুরু করেছে। এমনিভাবে ইমাম নাববী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাপারেও তারা প্রকাশ্যভাবে অপবাদ দেয়। এর উপর পরীক্ষা নেয়। তাদের বিরুদ্ধাচরী মাত্রই বিদ'আতী বলে ফাতওয়া দেয়। এমনকি তারা ইমাম ইবনে বায, আল ফাওযান, আল-লাহীদান, আলবানী (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখকেও অপবাদ

দেয়। তাদের একজন তায়িফ নগরীতে গ্রীষ্মকালে ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট ইবনু 'আছিম (রহিমাহুল্লাহ) এর আস-সুন্নাহ নামক গ্রন্থ পাঠ করত। এর পর হঠাৎ সে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দিল। তাকে এর কারণ জিজ্ঞসা করা হলে সে বলল, 'আমরা তো ইবনে বাযের ভুল ধরার জন্যই তার ক্লাসে উপস্থিত হতাম'!!

আমি বলব সুউচ্চ ঝাণ্ডা, স্থির পর্বত, সুন্নাহর সাহায্যকারী এবং বিদ'আতীদের মূলোৎপাটনকারীদের বিরুদ্ধে তারা কীইবা দলিল কায়িম করবে? আল্লাহ তা'আলা কি বিদ'আত ও বিদ'আতীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন না।

যারা লোকজনকে 'আল-আক্বীদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ' পড়ার জন্য উপদেশ দেয় তাদের সম্পর্কে মাহমুদ আল হাদ্দাদ বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর বর্তমান অনেক সদস্য আক্বীদাতুত ত্বহাবী ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়ার পরামর্শ দেয়।

আমি (টীকা লেখক) বলছি, যারা এই কিতাব পড়ার পরামর্শ দেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইবনে বায। এমনকি তিনি মাসজিদে তার ছাত্রদেরকে এই কিতাব পড়ান। তারা শায়খ আলবানীর তাহকীক করারও বিরোধিতা করে। দেখুন তার কিতাব 'আক্বীদাতু ইবনি আবি হাতিম ওয়া আবি যুরআহ'

আল্লাহ বিদ'আতীদের লাঞ্ছিত করুন, তারা তাদের পক্ষে যা পায় তা গ্রহণ করে এবং বিপক্ষে যা পায় তা বর্জন করে। হাদ্দাদের আচরণ পরস্পর বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন; সে 'ইহইয়াউ উলুমিদ দীন' গ্রন্থের হাদীছ তাখরীজ করেছে, আর এ কিতাবের মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বজন বিদিত কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে কোথাও সতর্ক করেনি, কোন টীকা-টিপ্পনি যোগ করেনি, অস্পষ্ট স্থানসমূহ স্পষ্ট করেনি এমনকি কোন প্রকারই সংস্কারই করেনি।

তার অনুসারীদের অনেকে আলিম-উলামার নিন্দায় লিপ্ত হয়। তারা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। তারা বলেছে যে, তিনি নাকি মুরজিয়াদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন! তাদের ভাষায়, 'ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) ' কিতাবুল ঈমানে' বলেছেন, 'ইরজা' হলো শাব্দিক বিদ'আত। হাদ্দাদ এর ব্যাখ্যায় বলেছে, এর অর্থ হলো তা প্রকৃত বিদ'আত নয়। (বিস্তারিত দেখুন 'আক্বীদাতু আবি হাতিম ওয়া আবি যুরআহ আর-রাযাইন, পৃষ্ঠা নং ৮৯-৯০)

তার পদস্খলন এতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার দ্বারা ধোঁকাগ্রস্তদের সামনে তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো। হাদ্দাদ তাদের নিকট আসার পূর্বে যদি তারা তার প্রকৃতরূপ জানত তাহলে ইবনে হাজার, ইমাম নববী, ইবনে হাযম, ইমাম শাওকানী ও ইমাম আলবানী প্রমুখকে বিদ'আতী বলার দুঃসাহিকতা প্রদর্শন করত না।

মাহমুদ আল-হাদ্দাদ বিদ'আতীদের বই-পুস্তক পাঠ করা এমনকি ওগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও বৈধ মনে করে না। এটা ভালো দিক তবে, হক্ব থেকে মুখ বিমুখ হয়ে বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী বিদ'আতী ও ইজতিহাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুন্নাহর অনুসারী ও খাদেমের অনিচ্ছাকৃত ভাবে বিদআতে যুক্ত হওয়া এদুটোর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মাহমুদ আল হাদ্দাদ বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ'আত, বিদআতের স্থল, বিদ'আতীর কিতাবাদি এককথায় বিদ'আত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী হতে পারবে না। ('আক্বীদাতু আবি হাতিম ওয়া আবি যুরআহ' জাম'উল হাদ্দাদ পৃ. নং ১০৫)

এই হলো, তার অবস্থা যে 'সে ইবনে বায কর্তৃক 'আক্বীদাতুত ত্বহাবী' এর দারস প্রদান করাকে অপছন্দ ও অপ্রয়োজনীয় মনে করত, শায়খ আলবানীর তাহকীক করা অপছন্দ করেছে; অথচ ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছ্বইদুল খাতির নামক গ্রন্থের সারসংক্ষেপ করেছে।

হাদ্দাদের মানহাজ পর্যালোচনা:

এখানে দু'টি বিষয় গভীরভাবে লক্ষণীয়-

১. তার জন্য ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) এর কিতাব পড়া কীভাবে বৈধ হতে পারে; অথচ সে নিজেই 'ছ্বইদুল খাত্বির' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল-মুক্বতানী আল-আত্বির" এর ভূমিকায় ইবনুল জাওযী সম্পর্কে বলেছে, 'সে একজন জাহমী'। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না?! তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়। (সূরা আস সফ আয়াত নং ২-৩)

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না? আল-বাক্বারা ৪৪

২. 'ছ্বইদুল খত্বির' একটি নিকৃষ্টতর গ্রন্থ, যে গ্রন্থ সম্পর্কে সকল মানুষকে সতর্ক করা অত্যাবশ্যক–তাহলে তুমি নিজের জন্য কীভাবে এই কিতাব পাঠ করা ও এর পিছনে সময় ব্যয় করা বৈধ মনে করো? তুমি এ মাধ্যমে লোকজনকে ধোঁকা দিচ্ছ! তুমি কি এভাবে সকল বিদ'আতী ও তাদের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক করো? যখন কোন ব্যক্তি এই কিতাবের উপর তোমার নাম দেখবে সে মনে করবে, 'এটাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর কিতাব' অথচ এই কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহ বলেছেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছাহাবীগণ বলেছেন এরকম কোন কথা নেই।

নিশ্চই হাদ্দাদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা ইমাম ইবনু হাজার, ইমাম নববী (রহিমাহুমাল্লাহ) ও তাদের মত অন্য সকল আলিমের প্রতি রহম করে না।

'আক্বীদাতু আবি হাতিম' নামক গ্রন্থেও ১০৬ নং পৃষ্ঠায় সে "ইমাম ও ইয়ারহামুহুল্লাহ" *আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন* বলার বিরোধিতা করেছে। তার ভাষায় ' বিদ'আতীদের নেতাদের ও সুন্নী উপাধি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি তাদেরকে ইমাম অভিধা প্রদান করা হচ্ছে ও নামের শেষে "ইয়ারহামুহুল্লাহ" *আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন* যোগ করা হচ্ছে।

আলিম-উলামা সম্পর্কে এ ব্যক্তি ও এর সমমনাদের ধৃষ্টতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা তাদেরকে গালি-গালাজ করে। আলী ইবনুল হাসান ইবনু আসাকির (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে সে মন্তব্য করেছে, ' সে পাক্কা জাহমী'। দেখুন তার তাহকীক 'আল-জামি' আলা হিফযিল ইলম' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২১২ তে।

আমি বলব, হাদ্দাদ কর্তৃক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহকে কটাক্ষ করা, শায়খ ইবনে বায, উছাইমিন, ফাওযান প্রমুখের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা এবং তারা যে 'আল- আক্বীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ' ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়ার পরামর্শ দেন এর বিরোধিতা করা তার চরমপন্থী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। সে দাবি করে, এভাবে নাকি সে ইসলামী আক্বীদাহকে যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় থেকে হেফাযত করে। সুবহানাল্লাহ!

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তার সমালোচনা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি অথচ বিপরীতে বিদ'আতী, শিরকে লিপ্ত ও কুসংস্কারে লিপ্তরা মুক্তি পেয়েছে! তাহলে এটা কেমন ইসলামী আক্বীদাহর প্রতি আগ্রহ?

তার সমালোচনা থেকে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' নিরাপদ, যাদের উদ্ভট আচরণে পুরো মিসর অতীষ্ট। তাদের সমালোচনায় সে কিছু বলেছে বলে কোন প্রমাণ নাই। তাদের ব্যাপারে কোন কিতাব প্রকাশ করা দূরের কথা কোন প্রবন্ধ এমনকি দৈনিক পত্রিকায় দু'-এক ছত্রও লিখেনি। দীর্ঘদিন

এটা তাদের এক অভিনব পন্থা। তারা এর দ্বারা উলামা, যুব সমাজ ও সাধারণ জনগণের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়। যাতে বিশৃঙ্খলাকারীদের জন্য অনিষ্ঠের ক্ষেত্র তৈরি করা সহজ হয়। কেননা আলিমদের ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে জনসাধারনের নিকট থেকে আলিমদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে যাবে এবং আহলুস সুন্নাহ বিরোধীদের বিষ ছাড়ানোর জন্য মোক্ষম সুযোগ তৈরি হবে।

আমি বিশ্বাস করি তাদের এই মতবাদ ধোঁকা প্রবঞ্চনাপূর্ণ অনুপ্রবেশকারী মতবাদ। তাদের বিষয় বস্তুও অপরিচিত। সুতরাং মুসলিমদের জন্য এই মতবাদ ও মতাদর্শীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ওয়াজিব।

প্রশ্ন-৭৯ : উচ্চ উলামা পরিষদকে হেয় প্রতিপন্ন করা তাদেরকে তোষামোদকারী ও চাকর বলা কি ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : মুসলিম উম্মাহর আলিমদেরকে সম্মান করা ওয়াজিব। কেননা তারা নাবীদের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা

মিসরে অবস্থানকালীন কিংবা তাদের কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপত্তার জন্য বিলাদুল হারামাইনের শান্তি-সুখ-নিরাপত্তার দিনগুলোতে কখনোই সে তাদের সম্পর্কে কিছু লিখেনি।

কবরপূজারীরা তার সমালোচনা থেকে নিরাপদ। তার দেশে মাজারব্যবসা জমজমাট; সেখানে মানুষ প্রকাশ্যে কবর তাওয়াফ করে, ছুঁয়ে ধন্য বোধ করে, ওলী-আওলিয়াদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে–কেউ তাদের প্রতিরোধ করে না। সুফীরা, মিলাদপন্থীরা তার সমালোচনা থেকে নিরাপদ। তাকফীরী খারিজীরা তার সমালোচনা থেকে নিরাপদ।

তাবলীগ-জামা'আত তার সমালোচনা থেকে নিরাপদ। এভাবে সে আরো অনেক বাতিলগোষ্ঠীর থেকে নীরব। তার পক্ষে কী অসম্ভব ছিল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ও এর দাঈগণের সমালোচনা থেকে নীরব থাকা, যারা শিরক, বিদ'আত ও যাবতীয় পাপাচার ও বিদ'আতীদের থেকে উম্মাহকে সতর্ক করে?

প্রকারান্তরে তাদের অবস্থান, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারিত্ব এবং তাদের বহনকৃত ইলমকেই হেয়প্রতিপন্ন করা।

যে ব্যক্তি আলিমগণকেই হেয় প্রতিপন্ন করে সে সাধারণ মুসলিমদেরকে আরো বেশি অবজ্ঞা করে। আলিমগণের ইলম, মর্যাদাগত অবস্থান, ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণার্থে পালনকৃত দায়িত্বের কারণে তাদেরকে সম্মান করা ওয়াজিব। যদি আলিমগণকেই আঁকড়ে না ধরা হয় তাহলে কাকে আঁকড়ে ধরা হবে? আলিমদের থেকে সাধারণ মুসলিমদের আস্থা বিনষ্ট হয়ে গেলে তারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও শারঈ হুকুম-আহকামের বর্ণনা গ্রহণ করার জন্য কার দ্বারস্থ হবে? এমনটা হলে তো বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে এবং উম্মাহর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

কোন আলিম যদি ইজতিহাদ বা গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে তাহলে তিনি দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি ভুল সিদ্ধান্তেও উপনিত হন তাহলেও একটা ছাওয়াব পাবেন এবং তার উক্ত ভুল মাফ বলে গণ্য হবে।

যে ব্যক্তিই আলিমগণকে অবজ্ঞা করে সে শাস্তির হক্বদার হয়ে যায়।[১৬৪]

---

[১৬৪] ইবনু আসাকির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলিমগণের গোস্ত বিষাক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের হেয়প্রতিপন্ন কারীদেরকে অপমানিত করেন, এটা সর্বজন জ্ঞাত বিষয়। যারা তাদের উপর অপবাদ আরোপ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তিনি বলেন, আলিমগণের গোস্ত বিষাক্ত। যারা আলিমগণের মর্যাদাহানি করে তাদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর আদত বা চিরন্তন রীতি সকলের জানা। তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা বড়ই মারত্মক। তাদের প্রতি জোর-জবরদস্তি, জুলম-অত্যাচার করা নিকৃষ্ট কাজ। আলিম ও সালাফে ছ্বলিহীনের অনুসরণ করা ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী ও উত্তম গুণ।

আল্লাহ তা'আলা আলিমগণের সচ্চরিত্রের প্রশংসায় বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন

অতীত ও বর্তমান কালের ইতিহাস এ ব্যাপারে খুব ভালো। বিশেষত তা যদি হয়ে থাকে ঐ সকল আলিমগণের ক্ষেত্রে যাদের উপর মুসলিমদের বিচার-আচার বা শাসনকার্য ন্যস্ত যেমন বিচারকগণ ও উচ্চ উলামা পরিষদ।[১৬৫]

বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। (সূরা আল-হাশর আয়াত নং ১০)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিদের গীবত করা ও তাদের গালমন্দ করাকে মারাত্মক পাপ বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে। (সূরা আন-নূর আয়াত নং ৬৩) 'তাবয়িনু কিযবিল মুফতারা পৃ. ২৭-২৯

[১৬৫] বর্তমানে মুসলিমগন একদল দা'ঈদের দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছেন। তারা (দা'ঈ'রা) সূক্ষ্ম ভাষায় উচ্চ উলামা পরিষদকে অপবাদ দেয়। তবে তারা সূক্ষ্মভাষায় অপবাদ আরোপ করলেও জ্ঞানী লোকেরা তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে।

তাদের মুখোশ উম্মোচনের লক্ষ্যে এখানে তাদের বই এবং লেকচার থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। 'হাকীক্বাতুত তাতররুফ' নামক ক্যাসেটের বক্তা বলেন, 'আলিম এবং দাঈগণকে একথা বলা ওয়াজিব যে, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। আপনার অন্যের অনুমতি বা নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেদের ভূমিকা পালন করুন, উম্মাহকে দিকনির্দেশনা পেশ করুন।"

তিনি কাউকে বাদ না দিয়েই আম ভাবে একথা বলেছেন। তিনি সাউদী আরবের মত একটা শান্তিপূর্ণ ইসলামী দেশে এমন কথা বলেছেন। আপনি ভেবে দেখুন; তার কথার উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

অতঃপর তিনি এমন কথা বলেছেন যা দ্বারা তার মূল উদ্দেশ্য আপনার নিকট উদ্ভাসিত হয়ে যায়। "বর্তমানে রাষ্ট্রের দীনী পদসমূহ কিছু দল বা গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে; যারা তোষামোদি ও ধোঁকাবাজীতে পারঙ্গম। তারা নামে ইসলাম ও মুসলিমদের পরামর্শদাতা রাজকীয় অফিসার। পক্ষান্তরে বাস্তবতা হলো মাত্র দু'টি মাসআলা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা নাই।

ক) কখন রমাদ্বান মাস শুরু হলো এবং কখন শেষ হলো তার প্রচারণা করা।

খ) যাদেরকে তারা চরমপন্থী বলে তাদের উপর আক্রমণ করা।"

তিনি "আশ শারীত্ব আল-ইসলামী মা লাহু ওয়ামা 'আলাইহি" শিরোনামের ক্যাসেটে বলেন, "আলিমগণ যদি রাজনৈতিক সমস্যাবলির সমাধানে বক্তব্য পেশ না করেন তাহলে তাদের কিইবা মূল্য থাকে? জনগণ রাজনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের প্রতিই বেশি মুখাপেক্ষী।" তিনি এ কথার দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন আলিমগণের করণীয় হলো তারা যেন জণগনকে রাজনৈতিক কার্যাবলি ও অনর্থক কথা বার্তায় লিপ্ত করেন। অথচ সেই কাজ মুসলিম উম্মাহর কোনই কল্যাণ বা উপকারে আসে না।

সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষকে তাওহীদ বা একত্বের প্রতি দা'ওয়াত দেয়া। তাদেরকে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়াবলি শেখানো। মানুষের এগুলোই বেশি প্রয়োজন। অন্তসারশূন্য, বিশৃঙ্খলপূর্ণ রাজনীতির কোনই প্রয়োজন নাই। তাদের রাজনীতি তো দীনী (ধর্ম সংক্রান্ত) বিষয়াবলির ব্যাপারে অজ্ঞ থাকতে শেখায়। যদি অধিকাংশ মানুষ তাওহীদ এবং ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে তাহলে এমন নাম সর্বস্ব রাজনীতির কিইবা উপকার রয়েছে?

উক্ত ক্যাসেটের বক্তা আরো বলেন, "আপনি কি চান যে, আলিম উলামারা শুধু যবাই করা, শিকার করা কুরবানী করা, হায়েয নিফাস, ওযু-গোসল এবং মোযার উপর মাসাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই সীমাবদ্ধ থাক?"

তিনি উল্লেখিত ইবাদতসমূহ এবং এগুলোর হকুম আহকাম সম্পর্কে জানাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছেন। অথবা এগুলোর শারঈ হকুম সম্পর্কে সঠিক ভাবে না জানলে ইবাদত কীভাবে করবে? এই ব্যক্তি ও এর সমমনাদেরকে আমি বলব "এর দায়ভার শুধু তোমাদেরই নয়। তোমাদের পূর্বপসূরীরাও তোমাদের মতই ছিল। যেমন: আমর ইবনে উবাইদ আল-মু'তাযিলী যিনি কিনা ইমাম হাসান বাছারী (রাহিমাহুল্লাহ) কে নিয়ে বিদ্রুপ করতেন। তিনি বলতেন "ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের পট্টি পড়ার নিয়ম ছাড়া হাসান তোমাদেরকে আর কিইবা শিখিয়েছে?"

সম্মানিত পাঠক, আপনার জ্ঞাতার্থে আরো উপমা পেশ করছি,

"ফাফিররু ইলাল্লাহ" বা আল্লাহর দিকে প্রত্যেবর্তন করো নামক ক্যাসেটে বক্তা বলেন " আলিমগণের প্রতি আমাদের বক্তব্য হলো....আমরা একই বিষয়ে বার বার তিরস্কার করব না। বিশেষত যিনি নির্দিষ্ট যুদ্ধ ক্ষেত্রে বসবাস করছেন, এমন কিছু বিশেষ অবস্থানে রয়েছেন যেখানে মোসাহেবী-তোষামোদি করা আবশ্যক। অথবা এরকম অন্য কোন কঠিন অবস্থানে

রয়েছেন। ভাইসব, আমাদের আলিমগণের প্রতি এতটুকু মর্যাদাবোধই যথেষ্ট যে, আমরা তাদের সব কাজকে সৎকাজ মনে করব না। আমরা বলব না যে তারা মা'ছুম বা নিষ্পাপ। তাদের জন্য তো, এটাই যথেষ্ট যে, তারা ইলম অর্জনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছেন আমাদেরকে ইবাদত, 'আক্বীদাহ এবং লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করছেন। কিন্তু আমরা বলব হ্যাঁ বাস্তবতা বুঝার ক্ষেত্রে তাদের কিছু ক্রুটি বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাদের যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে আমরা তা সম্পূর্ণ করব। তাদের উপর আমাদের কোন মর্যাদা বা প্রাধান্য নেই। কিন্তু আমরা এমন কিছু ঘটনার মধ্যে বেড়ে উঠেছি যা তাদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। আমরা এমন কিছু বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি যা তারা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আলিমগণকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমরা তাদের অপূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করব। তাদের নিকট বাস্তবতা বর্ণনা করব। আমরা যেহেতু প্রথম শ্রেণির ছাত্র সুতরাং আমাদের উপরই মূল দায়িত্ব ন্যাস্ত। আলিমগণের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ দায়িত্ব অর্পণ করতে শুরু করেছেন। সুতরাং আপনারা চিন্তা ফিকির করে দেখুন কে তাদের উত্তরসূরী হবে? চিন্তা করুন কে হবে?"

এটা হলো তাদের ফিকহুল ওয়াকি' বা বাস্তব ফিক্বহ। তাদের কেউ কেউ তো এ বিষয়ে ফিক্বহুল ওয়াকি' নামক কিতাব ও রচনা করে ফেলেছেন। আল্লামা নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) দু'টি ক্যাসেটের দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা উক্ত বইয়ের সমালোচনা করেছেন। উক্ত ফিক্বহুল ওয়াকি" কিতাবের লেখক আগামী সংস্করণ থেকে শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) নির্দেশিত ভুল-ক্রটিগুলো সংশোধনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখনো তা করেননি।

লোকজন উক্ত বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অথচ তা পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লণ্ডন রেডিও ইত্যাদির ফিক্বহ। (বিস্তারিত জানতে ৩ নং প্রশ্নের টীকায় দেখুন)

সম্মানিত পাঠক ভেবে দেখুন তারা সবাই একই ভঙ্গিমায় একই ভাষায় কথা বলছে যদিও একজন সাউদী আরবের পশ্চিম প্রান্তে এবং অপর জন উত্তর প্রান্তে অবস্থান করুক না কেন।

এই শ্রেণির লোক অনেক রয়েছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

এই ব্যক্তি ও এর সমমনা বিশৃঙ্খলাকারী ও ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা আমাদের উচ্চ উলামা পরিষদ, যেমন ইবনে বায, উছায়ামিন, আল ফাওয়ান, আল লাহিদান, আল গিদাইয়ান (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখের বিরোধিতা করতে চায়। ফিক্বহল ওয়াক্বি বা বাস্তব ফিক্বহের প্রবক্তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন হলো "বাস্তব ফিক্বহ সম্পর্কে কে বেশি অবগত? বাস্তবতা উপলব্ধির ব্যাপারে, কারা

প্রশ্ন-৮০ : যে ব্যক্তি বলে যে, "এই দেশ (সাউদী আরব) দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং দাঈদের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে" তাদের প্রতি আপনার উপদেশ কী?

উত্তর : সাউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকেই দীন এবং দীনদার লোকদেরকে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ নীতির উপর অটল রয়েছে। সর্বত্র মুসলিমদের সাহায্যার্থে ধন-সম্পদ ব্যায় করে। মাসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। দাঈদেরকে প্রেরণ করে। বই পুস্তক মুদ্রণ করে বিশেষত কুরআনুল কারীম মুদ্রণ করে। 'ইলমী সেন্টার ও শারঈ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। শরী'আত অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করে। প্রত্যেক দেশে সৎকাজের আদেশ প্রদান করে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে। উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ই দীন এবং দীনদার লোকদেরকে সাহায্য করার স্পষ্ট দলীল/প্রমাণ। তবে উল্লেখিত এই খিদমাতগুলোই মুনাফিক্ব ও অনিষ্টকর লোকদের মাথা ব্যাথার মূল কারণ। আল্লাহ তার দীনকে সাহায্য করেন যদিও মুশরিক ও বিরুদ্ধবাদীরা অপছন্দ করুক না কেন?[১৬৬]

বেশি উপযুক্ত? তোমরা নাকি উচ্চ উলামা পরিষদ? জালিমদের জুলমের মুকাবিলা করার জন্য আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয বলার ব্যাপারে তোমরা সঠিক ছিলে নাকি উচ্চ উলামা পরিষদ? তোমরা যে তোমাদের বিভিন্ন সভা সমাবেশে উচ্চ উলামা পরিষদের স্বীকৃতির বিরোধিতা করেছিলে তা কী ভোলার ভান করেছ? তোমরা কি ভেবেছে তোমাদের ধূর্তামি কেউ বুঝে না?

[১৬৬] আমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত রাজীর উদাহরণ হলো: অন্যান্য দেশের ন্যায় সাঊদী 'আরবে কোন কবরপূজা নাই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হয় না।

এই রাষ্ট্র সারা দেশেই দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ চালু রেখেছে। মাসজিদ সমূহে চালু রয়েছে তাহফীযুল ক্বুরআন বা ক্বুরআন মুখস্থ করার বিভিন্ন কোর্স। এই নিয়ামত সমূহকে অস্বীকার করে গোলযোগ করা উচিত হবে না।

তারা বলে "এই দেশ দাঈদের পথকে সংকীর্ণ করে" এর উত্তর হলো, জ্বী, এই দেশ ভ্রান্ত ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধী লোকদের পথ সংকীর্ণ করে। আল্লাহ তা'আলা শাসকদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ভ্রান্ত পথের দাঈদের পথকে সংকীর্ণ করা শাসকদের উপর ওয়াজিব। যদি তারা এই ওয়াজিব দায়িত্ব পালন না

আমরা বলব না যে এই দেশ সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ এর কোন ত্রুটি নাই। প্রত্যেকেরই ভুল-ত্রুটি রয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ রাষ্ট্রকে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে সাহায্য করেন। আমীন।

যে ব্যক্তি প্রশ্নোক্ত কথা বলে সে যদি নিজের প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে তার মাঝেই অনেক সমালোচনা করা ও অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা থেকে বিরত রাখত। ইনশাআল্লাহ। আমরা হক্ব বর্ণনা করি, আমাদের উপর কারো পক্ষ থেকে কোন চাপ নাই। আল-হামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন-৮১ : বর্তমানের কিছু যুবক মনে করে { وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ } (তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না) এর অর্থ হলো ঐ সকল লোক যারা মঞ্চে এবং জনসম্মুখে শাসকদের দোষত্রুটি আলোচনা করে অথবা অডিও ক্যাসেটে সমালোচনা করে এবং তারা আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহয়ু আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধকে শুধু প্রকাশ্যে শাসকদের দোষত্রুটি আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ গণ্য করে। শায়খ আপনার নিকট আমরা আবেদন করছি, আপনি তাদেরকে ছ্বহীহ মানহাজের পথনির্দেশিকা প্রদান করুন, এই আয়াতের ছ্বহীহ অর্থ বর্ণনা করুন এবং যারা প্রকাশ্যভাবে শাসকদের সমালোচনা করে তাদের বিধান বর্ণনা করুন

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

করে তাহলে বিরোধী মানহাজের সংমিশ্রণে 'আক্বীদাহ বিনষ্ট হয়ে যেত। ঐ দাঈরা হলো সুফীবাদ, রাফিযী মতবাদ, তাবলীগী মতবাদ, ইখওয়ানুল মুসলিমীন মতবাদ, রাজনীতি ও তাকফীরী মতবাদ ইত্যাদির প্রতি আহ্বায়ক। যদি তাদেরকে ক্ষমা করা হয় তাহলে দেশের অবস্থা কি হবে? আমরা আল্লাহর নিকট শান্তি ও মুক্তি কামনা করি।

তারা প্রতিবেশি বিভিন্ন দেশে শারঈ নিয়মহীন বাক স্বাধীনতার দ্বারা যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তারা এখানে ও কী তা করতে চায়?

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ }

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। (সূরা *আল-মায়িদাহ আয়াত নং ৫৪)*

আয়াতটি প্রত্যেক মুরতাদকে হত্যা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হক্ব কথা বলা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, সৎ কাজের আদেশ দান করা এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা সবই আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর উপদেশ দান, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা মানুষের কারণে বা মানুষের ভয়ে পরিত্যাগ করেনি। বরং এ কাজগুলো আল্লাহর পথে দাওয়াত ও কল্যাণের জন্যই করেছে। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। *(সূরা আন নাহল আয়াত নং ১২৫)*

আল্লাহ তাবারাকা তা'আলা মূসা ও তার ভাই হারুন 'আলাইহিমাস সালামকে ফির'আউনের নিকট প্রেরণের সময় নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

{ فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى }

তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। *(সূরা ত্বহা আয়াত নং ৪৪)*

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

{ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ }

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। *(সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ১৫৯)*

শাসকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এটা হতে পারে সামনাসামনি/ সরাসরি অথবা লিখনির মাধ্যমে অথবা তাদের সাথে যোগাযোগ করে বর্ণনা করার দ্বারা। এর সবই হতে নম্রতা ও শিষ্টাচারিতার দ্বারা।

মঞ্চে অথবা সাধারণ জনসভায় শাসকদের নিন্দা করা নছীহাতের অন্তর্গত নয়। বরং তা অপবাদ দুর্নাম এবং শাসক ও জনগণের মাঝে ফিতনা ও শত্রুতার ক্ষেত্র স্বরূপ। এর পরিণামে ধারাবাহিকভাবে অনেক অনিষ্ট হয়ে থাকে কখনো কখনো শাসকেরা এ কাজ-কর্মের কারণে আহলুল ‘ইলম ও দাঈদের উপর আক্রমণ করে বসে। সুতরাং এ কাজগুলোকে যে পরিমাণ কল্যাণকর মনে করা হয় তার চেয়ে বেশিই অকল্যাণকর।

অতঃপর যদি সাধারণ জনগণের নিকট গিয়ে অমুকে এই এই কাজ করেছে তাহলে অবশ্যই এই কাজ দুর্নাম বলে গণ্য হবে নছীহার অন্তর্ভুক্ত হবে না। নাবী ছ্বল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তা‘আলা আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।[১৬৭] রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিষয়ে সতর্ক করার ইচ্ছা পোষণ করলে নির্দিষ্ট ক্বওম বা জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলতেন না বরং তিনি বলেছেন, জনগণের কি হলো তারা এই এই কথা বলছে।[১৬৮] কেননা স্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করার দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়ে থাকে। কখনো কখনো উপকার তো হয়ই না বরং ব্যক্তি বা সমাজের বহুগুণ অপকার হয়ে থাকে।

নছীহত প্রদানের পদ্ধতি সর্বজন জ্ঞাত। আহলুন নছীহত বা উপদেশ প্রদানকারীদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো যেন তাদের ইলম-প্রজ্ঞার এমন স্তরে অবস্থান করা যার দ্বার উপকার ও অপকারের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে

---

[১৬৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯

[১৬৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০১

পারে এবং পরিণাম সম্পর্কে সম্পর্কে দূরদর্শী হয় কখনো কখনো মন্দ কাজের ইনকার বা প্রত্যাখ্যান মন্দ কাজের দ্বারা করা হয়ে থাকে। যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন।[১৬৯] যদি শারঈ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে ইনকার/প্রত্যাখ্যান করা/ মতামত খণ্ডন করা হয় তাহলে প্রত্যাখ্যান করাটাই মন্দ হয়ে যায় এবং এর ফলশ্রুতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। একই ভাবে শারঈ পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্য কোন পদ্ধতিতে নছীহত প্রদান করা হলে আমরা সেটাকে নছীহত নয় বরং ফাদ্বীহাত (লাঞ্ছনা) ও তাশহীর (দোষ ছড়িয়ে দেয়া), ইছারাত (বিদ্রোহ) ও ফিতনা সৃষ্টিকর বলে থাকি।

প্রশ্ন-৮২ : ছ্বলাতে ক্বুনুত্ব (ক্বুনুত্বে নাযিলা) পাঠ করার জন্য কি শাসকদের অনুমতি নেয়া অত্যাবশ্যক?

উত্তর : ছ্বলাত একটি ইবাদত। আহলে ইলমদের ফাতওয়া ব্যতিরেকে এতে কোন কিছু সংযোজন করা জায়েয নয়। তারাই নির্ধারণ করবে কখন ক্বুনুত্ব পড়া জায়েয এবং কখন ক্বুনুত্ব পড়া না জায়েয। ছ্বলাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা জায়েয নয়।

---

[১৬৯] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন "বলা হয় তোমার সৎ কাজের আদেশ প্রদান যেন সৎ মাধ্যমে হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান যেন অসৎ পন্থায় না হয়।

সুফিয়ান আছ-ছাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, ব্যক্তির মাঝে তিনটি গুণ নাই সে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে না। (ক) যে বিষয়ের আদেশ প্রদান করবে এবং যে বিষয় থেকে বারণ করবে উক্ত বিষয়ে আন্তরিক হবে।

(খ) যে বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা থেকে বারণ করবে উক্ত বিষয়ে ন্যায় পরায়ন হতে হবে।

(গ) যে বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা থেকে বারণ করবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলিম হতে হবে (ইবনু তাইমিয়া, রিসালাতুল আমরি বিল মা'রুফ ওয়ান নাহয়ি আনিল মুনকার, পৃ. ৭, ১৯)।

যখন আহলুল ‘ইলমদের নিকট থেকে কুনুত্ব পাঠ করার ফাতওয়া প্রকাশিত হলে শাসক সে ফাতওয়া জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেন। আহলে ইলমদের ফাতওয়া না দেওয়া পর্যন্ত ইমামগণ কুনুত্ব পড়বে না।

প্রশ্ন-৮৩ : যেহেতু মুজাহিদদের প্রথম ফোটা রক্তের সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, সেহেতু শাসকদের অনুমতি ব্যতিরেকে জিহাদে গমন করার বিধান কী? শাসকের অনুমতি ছাড়া জিহাদে যোগদানকারী কি শহীদ বলে গণ্য হবে?

উত্তর : শাসক ও পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করে[১৭০] গমন করলে সে ব্যক্তি অবাধ্যচারী বলে গণ্য হবে।

---

[১৭০] এই প্রশ্ন ও পূর্বোক্ত প্রশ্নে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে মুসলিম ব্যক্তির জন্য শাসকের নিকট থেকে অনুমতি নেয়া ওয়াজিব। কেননা সে তো শাসকের নিকট বায়‘আত প্রদান করেছে সুতরাং সে কীভাবে শাসকের অনুমতি ও তার আনুগত্য ছাড়া বের হতে পারে? আমাদের জন্য আমাদের সালাফে ছ্বলিহীনের মধ্যে উত্তম আদর্শ বিদ্যমান।

ইমাম আবু বাকার মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালিদ আত্ ত্বরতূশী ‘আল-হাওয়াদিছ ওয়াল বিদা” পৃ. নং ১০৯ তে বলেন, যে তামীম আদ-দারী রযি‘আল্লাহু উমার ইবনুল খত্তাব রযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘আমাকে আল্লাহর নিকট দু‘আ করা, কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা এবং মানুষকে উপদেশ প্রদান করার অনুমতি প্রদান করুন।

উমার ইবনুল খত্তাব রযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতুত্তরে বললেন: না।

দাওয়াত ও নছীহত প্রদানের ক্ষেত্রেও তামীম আদ-দারী রযিয়াল্লাহু আনহু উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অন্যান্য বিষয়াবলি অনুমতি ছাড়া কীভাবে হতে পারে? বরং সেক্ষেত্রে শাসকের অনুমতি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বর্তমানে কিছু লোক ছ্বলাতে দু‘আয়ে কুনুত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে শাসকের অনুমতি গ্রহণ করাকে অস্বীকার করে বলে, ‘এমনকি কুনুত্ব পড়ার ক্ষেত্রেও শাসকদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। নতুবা আমরা খারিজী হয়ে যাব?

প্রশ্ন-৮৪ : মুহতারাম শায়খ জামা'আত আঁকড়ে ধরা এবং ইমামের নির্দেশনা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে সংক্ষিপ্তাকারে নির্দেশনা দিবেন কি?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে হক্বের উপর অটল থাকতে এবং দলাদলি ও মতবিরোধ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تفرَّقُوا }

তোমরা একত্রিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে-ইমরান আয়াত নং-১০৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট হিদায়াত আসার পর মতানৈক্য করে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। *(সূরা আলে ইমরান আয়াত নং, ১০৫)*

মুসলিম উম্মাহর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তা সংশোধনের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

আমি বলব, তাদের এই মন্তব্য নিছক ঠাট্টা-বিদ্রুপ। আল্লাহর অবাধ্যচরণ নয় এমন বিষয়ে যারা মানুষদেরকে শাসকের বিরোধিতা না করতে ও তাদের নিষেধ-অনুমতি মেনে চলতে আহ্বান করে তাদের প্রতি এই কটাক্ষ করা হয়। কেননা এধরণের মন্তব্যের মাধ্যমে সে আল্লাহর কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধিতা করে যদি তার নিকট ইলম থাকতো তাহলে এভাবে কটাক্ষ করত না।

بالْعَدْلِ وَأَقْسطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালোবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। *(সূরা আল হুজুরাত ৯-১০)*

এটা সর্বজন জ্ঞাত বিষয় যে, সৎ নেতার নেতৃত্ব ছাড়া মুমিনদের মাঝে ঐক্য ও জামা'আত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।সৎ মুসলিম নেতা জালিমকে প্রতিরোধ করবেন এবং মাযলুমের প্রতি ইনসাফ কায়িম করবেন। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। উল্লেখিত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলে সে রাষ্ট্র ইসলামী শরী'আতের বিধিবিধান বাস্তবায়িত হবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে। এই জন্যই ইমাম (মুসলিম উম্মাহর এক অভিন্ন নেতা) নির্ধারণ করা ওয়াজিব মর্মে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলিমগণের মাঝে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে।[১৭১]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর ইমাম নির্বাচন/নিযুক্ত না করা পর্যন্ত ছাহাবীগণ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর লাশ দাফনে মনোনিবেশ করেননি। আবু বকর সিদ্দীক (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

---

[১৭১] শাসক ফসিক্ব বা পাপাচারী হলেও তার আনুগত্য করতে হবে। কেননা পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম আহকাম কায়িম করা, শারঈ বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা আল্লাহর নিকট অন্যান্য আদেশ অমান্য করা এবং জনগণকে বিশৃঙ্খলায় ছেড়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, "পৃথিবীবাসীর জন্য ৪০ দিন সকালে বৃষ্টির পানি লাভ করা থেকে পৃথিবীতে একটি হদ (শরী'আত নির্ধারিত কোন কাজের দণ্ডবিধি) বাস্তবায়িত হওয়া উত্তম। (সিলাসিলাতুল আহাদিছিছ ছ্বহীহাহ, হা/২৩১)।

এর, হাতে বায়‘আত গ্রহণের পরেই তারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাশের দাফন-কাফন করেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে মোটেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন-৮৫ : মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি কী?

উত্তর : মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হলো:

(ক) আক্বীদাহ বিশুদ্ধ করণ: আক্বীদাহ যেন শিরকমুক্ত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ }

তোমাদের এই দীন তো একই দীন। আর আমি তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমার তাক্বওয়া অবলম্বন কর। *(সূরা আল মু’মিনুন আয়াত নং ৫২)*

বিশুদ্ধ আক্বীদাহ আন্তরিক ভালোবাসার সৃষ্টি করে, এবং হিংসা বিদ্বেষ বিদূরিত করে। পক্ষান্তরে আক্বীদাহ ও মা’বুদ ভিন্ন ভিন্ন হলে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে। কেননা প্রত্যেক আক্বীদাহ বিশ্বাস ও মা’বুদের অনুসারীরা নিজেদের আক্বীদাহ ও মা‘বুদ সমূহকে সত্য-সঠিক এবং বাকিগুলোকে বাতিল মনে করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }

বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? *(সূরা ইউসুফ আয়াত ৩৯)*

আক্বীদাহ গত মতানৈক্য মতপার্থক্য ও মতবিরোধের কারণেই জাহিলী যুগের আরব সমাজ বিক্ষিপ্ত ও মর্যাদাহীন দুর্বল জাতি ছিল। এরপর তারাই

যখন ইসলামে প্রবেশ করে তাদের আক্বীদাহ সংশোধন করলো তারা ঐক্যমতে উপনীত হলো এবং এক অভিন্ন দেশের নাগরিকে পরিণত হলো।

(খ) মুসলিম নেতার নির্দেশ শ্রবণ ও মান্য করণ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، إن أُمِّر عليكم عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً

আমি তোমাদেরকে তাক্বওয়া অর্জন করা এবং তোমাদের জন্য কোন হাবশী গোলামকেও নেতা নিয়োগ দেয়া হলে তার নির্দেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ওছীয়ত করছি। কেননা তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতানৈক্য লক্ষ্য করবে।[১৭২]

শাসকদের পাপাচারকে কেন্দ্র করে অনেক মতানৈক্য হয়ে থাকে।

(গ) মতানৈক্য ও মতবিরোধের মূল্যেৎপাটনের জন্য কুরআন-সুন্নাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করণ।

আল্লাহ আ'আলা বলেন,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করো যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। *(সূরা আন নিসা ৫৯)*

সুতরাং কোন ব্যক্তির মতামত বা অভ্যাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না।

(ঘ) গোত্র বা সমাজের সদস্যদের মাঝে মতানৈক্য মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তা সংশোধন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১৭২] ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৭৭৬ হাকিম ১/৯৬

{ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ }

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও। (*সূরা* আল আনফাল ১)

(ঙ) দেশদ্রোহী ও খারিজীদেরকে হত্যা করা: যদি তারা সশস্ত্র হয় এবং মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে চায় অথবা মুসলিম সমাজে ভাঙন সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي }

অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। (সূরা আল হুজুরাত আয়াত নং ৯)

এজন্যই আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি ত্বলিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দেশদ্রোহী ও খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তার উক্ত কাজকে মহৎ কাজ বলে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-৮৬ : ঐক্য গঠন এবং নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে হক্বদার ব্যক্তি কে?

উত্তর : সাধারণ মুসলিমদের উপর যাদের নির্দেশনা শ্রবণ ও আনুগত্যের হক্ব রয়েছে তারাই উলুল আমর। তারা হলেন শাসকবর্গ এবং আলিমগণ। আল্লাহর অবাধ্যতামূলক নির্দেশের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। *(সূরা আন নিসা, আয়াত নং ৫৯)।*

উলুল আমরগণের আনুগত্যের মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মতানৈক্য ও মতবিরোধ দূরীভূত হয়। পরিনন্দুক এবং মুনাফিকদের অনুগত্য করা জায়েয নয়।[১৭৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ }

হে নাবী, আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির এবং মুনাফিকদের অনুসরণ করো না। *(সূরা আহযাব আয়াত নং ১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী লাঞ্ছিত। পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখোর, ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধীদের। *(সূরা আল ক্বলাম আয়াত নং ১০-১২)*

---

[১৭৩] এই আনুগত্য বর্তমানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর আনুগত্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা তাদের নেতা ও দলপতির হাতে বায়'আত গ্রহণের পর শাসকের আনুগত্য পরিত্যাগ করলেও দলীয় নেতার আনুগত্য বর্জন করে না। অনেকে আবার এই দলীয় বিদ'আতী বাই'আতের প্রচার-প্রসার করে থাকে।

'ইসলাম ও ফিরকাবাজী' ক্যাসেটের বক্তা বলেন, কিছু ইসলামী জামা'আত যে বায়'আত নেয় আমি যতটুকু দেখেছি, এটা এক বিশেষ ধরণের ইজতিহাদ বা গবেষণা বলে মনে হয়েছে। আমার মনে এ বায়'আত কারো উপর ওয়াজিব নয়। তাদের কিছু কাজ-কারবার আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়েছে। কেননা এটা মান্নত করার মত আবশ্যক নয় এমন কাজকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া। আমার মতে তাদের কিছু কাজ মাকরুহে তানযিহী।

প্রশ্ন-৮৭ : সাধারণ জনগণের অন্তরে শাসকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কি ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : সাধারণ জনগণের অন্তরে শাসকদের ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা চোগলখোর লোকদের কাজঃ যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে চায়।[১৭৪]

---

[১৭৪] এরা হলো ঐ শ্রেণির লোক যারা নিজেরা আনুগত্য পরিহার করুক বা না করুক ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ করার জন্য জনগণকে প্ররোচনা দেয়। ইসলামী বিদ্বানগণ এ প্রকার লোকদেরকে "আল-ক্ব'দীয়্যাহ" মতবাদের অনুসারী বলেছেন। ইবনু হাজার আল-'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) ভ্রষ্ট ফিরকাহ সমূহের পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে এ ফিরকাহ প্রসঙ্গে বলেন, আল- ক্ব'দীয়্যাহ "ফিরকাহ হলো ঐ সকল লোক যারা সরাসরি ইমামদের আনুগত্য পরিহার করেনা কিন্তু অন্যদের নিকট ইমামদের আনুগত্য পরিহার করাকে শোভনীয় ভাবে উপস্থাপন করে। (হাদইউস সারি মুক্বাদাদামা ফাতহুল বারী পৃ. ৪৫৯)

"আল-ক্ব' দীয়্যাহ" প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ক্ব' দীয়্যাহ খারিজী হলো ঐ সকল লোক করা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে না। তবে তাদের সাধ্যানুযায়ী তারা শাসকদের বিরোধিতা করে, লোকজনকে তাদের মতের দিকে আহ্বান করে এবং জনগণকে শাসকের আনুগত্য পরিত্যাগ করার প্রতি প্ররোচিত করে। (তাযিবুত তাহযীব খ. ০৮ পৃ. ১১৪)

"আল-ক্ব'দীয়্যাহ" হলো একটি খারিজী ফিরকাহ। সুতরাং আপনারা মনে করবেন না যে শাসকের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে শুধু তারাই খারেজী"।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) "হাদইউস সারী" নামক গ্রন্থের ৪৬০ নং পৃষ্ঠায় আক্বীদাহগত দিক থেকে নিন্দিত ও সমালোচিত কিছু ব্যক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি উক্ত আলোচনায় ইমরান ইবনে হাওয়ানে সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ক্বদীয়্যাহ খারিজী ছিলেন।

ক্ব'দীয়্যাহ সম্পদায় অন্যান্য খরিজীদের থেকে বেশী মারাত্মক। কেননা শাসকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা জনসাধারণের মাঝে তাদের ব্যাপারে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানো বেশি প্রভাব সম্পন্ন হয়। বিশেষত যদি কোন বাগ্মী ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহর মুখোশ পরে মানুষকে ধোঁকা দেয়, তাহলে তা আরো বেশি মারাত্মক হয়।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মুনাফিকেরাও নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিম সমাজ তথা ছাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার জন্য এ রকম অপচেষ্টা চালাতো।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন"

{ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا }

যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আছে তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না যতক্ষণ না তারা সরে যায়। *(সূরা আল-মুনাফিকুন ৭)*

সুতরাং শাসক ও প্রজার মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টির অপতৎপরতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মুনাফিকদের কাজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন.

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ }

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। *(সূরা আল-বাক্বারাহ আয়াত নং ১১)*

মুসলিম শাসক এবং জনগণের জন্য কল্যাণ কামীগণ এর বিপরীত। তারা প্রচেষ্টা করেন শাসক এবং প্রজার পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে, ঐক্য সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং সকল প্রকার মতানৈক্য মতপার্থক্য থেকে নিরাপদ থাকতে।

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) "মাসাইলুল ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)" নামক গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আয যঈফ (রহিমাহুল্লাহ)র প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন যে ক্বা'দিয়্যাহ খারিজীরা অন্যান্য খারিজীদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট। পৃ. ২৭১।

প্রশ্ন-৮৮ : শাসকদের ব্যাপারে দাঈ এবং ছাত্রদের উপর ওয়াজিব কী? কী?

উত্তর : আল্লাহর পথের দাঈদের উপর ওয়াজিব হলো, যারা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে, সমাজে হিংসা বিদ্বেষ ছড়াতে চায় এবং মুসলিম শাসক ও জনগণের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে প্রচেষ্টা করা। আর তাদের উপর ওয়াজিব হলো মুসলিম জনগণকে ঐক্য, সংহতি, ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। এমনি ভাবে কোনরূপ প্রচারণা ও কঠোরতা ছাড়াই গোপনে তাদেরকে হক্বের ক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা।[১৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى }

তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে *(সূরা আত ত্বহা আয়াত ৪৪)।*

---

[১৭৫] সমাজের জন্য এই দিকনির্দেশনা প্রদান: সমাজের জন্য এই দিকনির্দেশনা জুম'আর খুত্ববা এবং সাধারণ সমাবেশে হওয়া উচিত; যাতে জন সমাবেশ বেশি হতে পারে, এবং এর উপকারিতা ব্যাপক হয়। উক্ত বক্তব্য কখনোই শাসকদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হওয়া যাবে না।

এমনিভাবে বিদ্যালয়গুলোর প্রত্যেক শিক্ষা স্তরেই এই দিকনির্দেশনা প্রদান করা উচিত। শিশুদেরকে শাসকদের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান বোধ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে লালন পালন করা উচিত। তাদেরকে শাসকবর্গের নিন্দা বা কুৎসা শিখানো উচিত নয়। কেননা শাসকের কুৎসা করার দ্বারা তার কথা শ্রবণ ও আনুগত্য না করার প্রতি ঠেলে দেয়। যদি এমন হতে থাকে তাহলে বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা ফাসাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আপনাদের উচিত ঐ সকল দাঈদের স্মরণাপন্ন হওয়া যারা কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে যুবকদেরকে ছ্বহীহ মানহাজের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রশ্ন-৮৯ : বায়'আত গ্রহণ করা কি ওয়াজিব, নাকি মুস্তাহাব, নাকি মুবাহ? জামা'আতবদ্ধ থাকা, ইমামের নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করার ক্ষেত্রে বায়'আতের অবস্থান কী?

উত্তর : কুরআনুল কারীম এবং সুন্নাতুন নাবী ছ্বল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভিত্তিতে ইমাম যদি তার পদে অধিষ্ঠিত হয় তাহলে তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করা ওয়াজিব।[১৭৬]

আলিম এবং শাসকবর্গের মধ্য থেকে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ যারা তারা বায়'আত প্রদান করবেন। বাকী প্রজাগণ তাদের অনুগামী হবেন। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের বায়'আত প্রদানের দ্বারা সকল প্রজার জন্য উক্ত ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং সকল প্রজার নিকট থেকে বায়'আত তলব করা হবে না। কেননা মুসলিম জাতি এক অভিন্ন জামা'আতের অনুসারী এবং আলিম নেতাগণ তাদের সকলের প্রতিনিধি।[১৭৭]

---

[১৭৬] ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমামগণকে তাদের পদে অধিষ্ঠিত করা এবং তাদের নিকট বায়'আত গ্রহণ করা বিষয়ে সবচেয়ে বড় দলীল হলো ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ এবং ইবনু হিব্বান (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ছাহাবী হারিছ আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট থেকে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছটি হলো "যদি কোন ব্যক্তি জামা'আতের ইমাম না থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বলে গণ্য হবে। ছাহাবীগণ মারা গেলে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব এবং নেতার আনুগত্য করার বিষয়টিকে সকল বিষয়ের উপর প্রধান্য দিতেন। এমনকি ছাহাবীগণ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর তার দাফন-কাফনের পূর্বে খলীফা নির্বাচন করাকে প্রাধান্য দেন। (ইমাম শাওকানী, আস সাইলুন জাররার ৪/ ৫০৪)

[১৭৭] ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাই'আতে পদ্ধতি হলো আহলুল ওয়াল আকদ একত্রিত হয়ে বায়'আত নির্বাচনের ভিত্তিতেই ইমাম নির্বাচন চূড়ান্ত হবে। সকল প্রজার জন্য উক্ত ইমামের অনুগত্য করা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। কারো জন্য হক্ব বিষয়ে তার, বিরোধিতা করা জায়েয হবে না।

ইমামাত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বায়'আত প্রদানে সক্ষমতা সম্পন্ন সকল ব্যক্তির জন্য বাই'আতে অংশগ্রহণ করা শর্ত নয়। এমনিভাবে নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সকলকে বায়'আতকারীর আনুগত্য করাও শর্তের

অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসলিমদের ইজমা'র ভিত্তিতে এ দু'টি শর্তের কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই। (আস-সাইলুল জাররার ৪/৫১১-১৩)

কারো কারো মুখ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বলতে শোনা যায় যে, খুলাফায়ে রাশিদার যুগে যে রকম ভাবে সকল মুসলিমের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বায়'আত অনুষ্ঠিত হতো সে রকম বায়'আত ব্যতিরেকে মুসলিমদের জাতীয় নেতা নির্বাচিত হতে পারে না।

ইনশা আল্লাহ আমরা আল্লাহর তাওফীক্বে তাদের এই সন্দেহ খণ্ডন করে বলতে পারি: ছাহাবায়ে কিরামের ও তারিয়ীগনের যুগের মত একক ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যদি কেউ আনুগত্য বর্জন করে নতুন দল গঠন করার অপচেষ্টা চালায় তাহলে তাকে উক্ত কাজ থেকে তাওবাহ করতে বলা হবে যদি তাওবাহ না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

যখন ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল, ইসলামী ভূমি সম্প্রসারিত হলো, ইসলামী রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব বৃদ্ধি পেল। তখন দেখা গেল যে বিভিন্ন প্রান্তে স্বতন্ত্র নেতৃত্ব গড়ে উঠল যাদের একজনের পক্ষে অপর প্রান্তে একই সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ইমাম বা নেতার সংখ্যাধিক্য হওয়াতে কোন সমস্যা নই। প্রত্যেক অঞ্চলের বাসিন্দারা তাদের এলাকার শাসকের আনুগত্য করবে। এবং স্ব স্ব ইমামের আনুগত্য বর্জন করলে শারঈ সেই দণ্ডবিধি কায়িম হবে। পক্ষান্তরে এক ইমামের অঞ্চলের অধিবাসী যদি অন্য ইমামের আনুগত্য না করে তাহলে তার উপর শাস্তি আরোপিত হবে না।

আপনি এ মাসআলা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করুন। কেননা শারঈ মূলনীতি এবং দলীল প্রমাণাদির দাবি এমনটিই। এর বিপরীতে যা কিছু বলা হয় তা পরিহার করুন। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগের নেতৃত্ব এবং বর্তমান কালের নেতৃত্বের মাঝের পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যে ব্যক্তি এই পার্থক্যকে অস্বীকার করে সে হতভম্ভ। তার যেহেতু সে দলীল প্রমাণাদি বোঝে না সুতরাং সে তার সাথে দলীল প্রমাণাদির দ্বারা কথা বলার হুক্বদার নয়। (আস-সাইলুল জাররার ৪/৫১২)।

আরেকটা সন্দেহ দেখা যায় যে "জনগণের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি ছাড়া কোন নেতৃত্ব হতে পারে না।" শুধু দুই শ্রেণির লোক ছাড়া অন্যকেউ এরকম কথা বলতে পারে না।

ক) সুন্নাহ সম্পর্কে জহিল বা মূর্খ:

ব্যক্তির নিকট বিশুদ্ধ বিষয় বর্ণনা করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে যেন তিনি তার অন্তরকে প্রসারিত করে দেন।

খ) প্রবৃত্তিবাদী: হক্ব সম্পর্কে জানার পরেও অবাধ্যচরণ করে:

এই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কিছু বলার কোন পদ্ধতি নাই।

আল্লাহর সাহায্যে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ লোকজনের জ্ঞাতার্থে এই সন্দেহ-সংশয় খণ্ডনে বলতে পারি যে, খিলাফত কিছু বিষয় নিয়ে গঠিত হয়। যথা;

ক) সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করার মাধ্যমে যেমনটি প্রথম খালীফা আবু বাকার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

খ) প্রথম নেতা পরবর্তী নেতা হিসাবে কাউকে নির্ধারণ করার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করা। যেমনটি উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল আবু বাকার (রা) উমার (রা) এর ব্যাপারে, অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।

গ) নেতার পরবর্তী নেতা নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করা। যেন তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে ইমাম নির্বাচন করেন। যেমনটি উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আসহাবুশ শুরার ক্ষেত্রে করেছিলেন। অতঃপর উছমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হলে তারা আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

ঘ) সংখ্যাধিক্য ও শক্তি সামর্থ্যের দ্বারা যেমনটি বানী উমাইয়্যাহ ও অন্যান্য যুগে ঘটেছিল। বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকাবস্থায় স্পেনে উমাইয়্যাহ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম উম্মাহর মাঝে হুমাইদ আত-ত্ববিল, শু'বা, ছাওরী, হাম্মদ ইবনে সালামাহ, ইসমাইল ইবনে ঈয়াশ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক, ইবনু 'উয়াইনাহ, ইয়াহইয়া আল ক্বত্তান, এবং লাইছ ইবনে সা'দ প্রমুখ আলিম বিদ্যমান ছিলেন। অথচ উল্লেখিত বিদ্বানগণের কেউই স্পেনের খিলাফত অথবা সেখানের খলীফার হাতে বায়'আত গ্রহণ করাকে বাতিল বলেননি।

আমরা ভুলে যাব না "সকল জনগণের সন্তুষ্টি ছাড়া ইমাম নিযুক্ত করা বৈধ নয়" এই শর্তের দ্বারা আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার মৃত্যুর পরে নিযুক্ত খলীফা হাসান ইবনে আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। কেননা তাদের বাই'আতে পুরো উম্মাহ একত্রিত হয়নি। সুতরাং আপনি এ বিষয়টি ভেবে চিন্তে দেখুন (এ শর্তটি কতইনা মারাত্মক খারাপ)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের নিকট সুন্নাহর মূলনীতি হলো:

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীগণ যে মানহাজের উপর অটল ছিল তা আঁকড়ে ধরা, তাদের অনুসরণ অনুকরণ করা, ইমামগণ সৎ বা পাপাচারী যাই হোক না কেন তাদের নির্দেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা।

এই হলো এই উম্মাতের সালাফে ছ্বলিহীনের অবস্থা। খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর এবং অন্যান্য মুসলিম শাসকগণের বায়‘আত এমনই ছিল। ইসলামের বাই‘আতের পদ্ধতি কাফির রাষ্টসমূহে এবং তাদের

যদি কেউ খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হয় জনগণ একত্রিত হয়ে তাকে মেনে নেবে এবং তাকে খলীফা হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে কেউ যদি সশস্ত্র আক্রমণে পরাজিত করে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হয় তাহলে সে তার পদে অটল থাকবে। কোন ব্যক্তির জন্য তাদের নিন্দা করা অথবা তাদের সাথে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করার অবকাশ নাই। যদি কোন খলীফার বৈধতার ব্যাপারে জন স্বীকৃতি ও সন্তুষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে উক্ত খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ যদি আনুগত্য থেকে বের যায় এবং যুদ্ধ বিগ্রহই করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি যেন সকল মুসলিমের ঐক্যে ফাটল ধরালো এবং রসলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের বিরোধিতা করলো। সে যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় তাহলে জাহিলিয়্যাতের উপর মৃত্যু হয়েছে বলে গণ্য হবে। (লালকাঈ, উসূলু ই’ তিক্বাদিস সুন্নাহ)

শায়খুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সকল মাযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন শহর বা দেশের উপর বিজয়ী হয় তাহলে যেখানে সর্ব বিষয়ে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি এমনটি না হতো তাহলে পৃথিবী অটল থাকতো না। কেননা লোকজন ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর অনেক আগের কাল থেকে আজ অবধি কোন ইমামের ব্যাপারে ঐক্যমতে উপনীত হয়নি। তারা আলিমগণের কারো নিকট থেকেই একথা শোনেননি যে, এই বিধান কেবল ইমামে আ‘যম তথা মহান শাসকের জন্য খাস। (আদ-দুরারুস সানিইয়াহ ৭/২৩৯)।

ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা সকলকেই ইমামের নির্দেশ শ্রবণ করা, আনুগত্য করার প্রতি নাছিহাহ প্রদান করি। একইভাবে শাসকদের কোন পাপাচারের কারণে বায়‘আত পরিত্যাগ করা বৈধ হবে না। কেননা এটা খরিজীদের কাজ এবং এটা ভুল পদ্ধতি। আর বাস্তবতায় এটা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে ফাটল ধরানো। আনুগত্য পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি এ কাজের প্রতি আহ্বান করবে তার ক্ষেত্রে শরী‘আতের বিধান হলো তাকে হত্যা করতে হবে। শাসকগণ যদি কারো ব্যাপারে এহেন কাজে লিপ্ত থাকার বিষয় নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন তাহলে মুসলিম সমাজে ফিতনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় তাদেরকে কাঠোর হস্তে দমন করা ওয়াজিব। (আল-ফাতাওয়া আল-মুহিম্মাহ ফি তাবছীরিল উম্মাহ)।

অনুচর আরব রাষ্ট্রসমূহে সংঘটিত কথিত নির্বাচনের পদ্ধতি নয়। তাদের নির্বাচনের ভিত্তিই হলো পরস্পরে দরকষাকষি, মিথ্যারোপ-গালিগালাজ এবং আত্মবিশুদ্ধতার প্রচারের উপর স্থাপিত। আর ইসলামী বায়‘আত সংঘটিত হয় ঐক্য এবং বন্ধুত্বের মাধ্যমে। আর ইসলামী বাই‘আতের দ্বারা দরকষাকষি, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জনদুর্ভোগ এবং রক্তপাত ছাড়াই শান্তি-নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন-৯০ : কোন হারাম বা পাপাচারমূলক কাজ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে শাসকবর্গের সাথে মতবিরোধ করা অথবা বিরোধিতা করার হুকুম কী?

উত্তর : হারাম বা পাপাচার মূলক কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে মুসলিম শাসকদের বিরোধিতা করা হারাম, খুবই মারাত্মক হারাম। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয়ে থাকে।[১৭৮]

---

[১৭৮] ইমাম ইসমাঈল ইবনে ইযাহ ইয়া আল-মুযানী (রহিমাহুল্লাহ) তার শারহুস সুন্নাহ নামক গ্রন্থে বলেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজে শাসকের আনুগত্য করতে হবে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজে আনুগত্য বর্জন করতে হবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, তারা যদি যুলম করে অথবা পাপাচার করে এবং আমাদের পক্ষে মৌনতা অবলম্বন করা সম্ভব না হয় তাহলে কীভাবে কি করব?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো: আমরা মতাবিরোধ ও মতানেক্যপূর্ণ বিষয়গুলো কুরআন সুন্নাহর নিকট সমর্পণ করব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول }

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর (সূরা আন নিসা ৫৯) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা পাপাচার ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ }

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের উলুল আমর বা কর্তা ব্যক্তিদের। *(সূরা আন নিসা আয়াত নং ৫৯)*

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني

যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করলো সে যেন আমারই আনুগত্য করলো পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নেতার অবাধ্য হলো সে যেন আমারই বিরোধী হলো।[১৭৯]

শাসকদের অবাধ্যচরণ করার দ্বারা উম্মাহর ঐক্য শৃঙ্খলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মাতনৈক্য মতাবিরোধ ছড়িয়ে পড়ে, ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয় এবং শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ }

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের উলুল আমর বা কর্তা ব্যক্তিদের। *(সূরা আন নিসা আয়াত নং ৫৯)*

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 'যদিও তারা তোমাদের সম্পদ গ্রাস করে এবং তোমার পিঠে আঘাত ও করে তবুও তুমি তাদের নির্দেশ শ্রবণ করো এবং আনুগ্যত করো। (ফাতহুল বারী খ. ০৮.পৃ. ১৩)

আক্বীদাতুত ত্বাহাবিয়্যাহর ভাষ্যকার ৩৮১ নং পৃষ্ঠায় বলেন "যুলম অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাদের আনুগত্য করার কারণ হলো আনুগত্য বর্জন করলে যে ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয় তা তাদের জুলম অত্যাচারের চেয়ে অনেকগুন বেশি। বরং তাদের যুলম অত্যাচারের ধৈর্য ধারণ করলে পাপ মাফ হয়ে যায় এবং ছাওয়াব পাওয়া যায়। কেননা আমাদের আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণেই আল্লাহ তা 'আলা তাদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা আমল অনুপাতে প্রতিদান পাব। আমাদের কাজ হলো তাওবাহ (আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন করা), ইসতিগফার করা (আল্লাহর নিকট কৃত অপরাধের ক্ষমতা প্রার্থনা করা) এবং নিজের কাজ-কর্ম সংশোধন করা।

[১৭৯] ছ্বহীহ ইবনু আবী 'আছিম 'আস সুন্নাহ পৃ. ১০৬৫-১০৬৮)

শাসকের নিকট বায়'আত গ্রহণের দাবি হচ্ছে সৎকাজে তার আনুগত্য করা, আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার অর্থ হলো কৃত অঙ্গীককারের খিয়ানত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ }

তোমরা আল্লাহর অঙ্গিকার করে থাকলে তা পূরণ করো *(সূরা আন নাহল ৯১)।*

অঙ্গীকারের খিয়ানত করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন-৯১ : শাসকদের আনুগত্যে ফাটল সৃষ্টি করা ও তাদের অনুমতি ছাড়া সংস্থা ও প্রকল্প তৈরি করার হুকুম কী?

উত্তর : কোন প্রজার জন্য শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে উম্মাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন সংগঠন বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয নয়। কেননা এর দ্বারা আনুগত্য পরিত্যাগ করা, তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করা এবং তাদের কল্যাণমূলক কাজের অবাধ্যতা হওয়া বুঝায়। এর ধারাবাহিকতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রের নানাবিধ ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রশ্ন-৯২ : সাধারণ লোকজনের নিকট জুলুম-অত্যাচারের বিপক্ষে বিচার চাওয়া কি প্রজ্ঞার মধ্যে পড়ে? এক্ষেত্রে ছ্বহীহ পদ্ধতি কী?

উত্তর : অত্যাচার ও জুলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ একমাত্র শাসক এবং তাদের প্রতিনিধিদের নিকটই হওয়া উচিত। তাদেরকে ছাড়া অন্য কোন সাধারণ ব্যক্তির দারস্থ হওয়া বিচার ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির বিপরীত। এর দ্বারা প্রকারান্তরে শাসকের যোগ্যতার ব্যাপারে মতবিরোধ করা

হয়ে থাকে। সুতরাং শাসক ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজেকে জনগণের এহেন প্রত্যাবর্তন স্থলে পরিণত করা জায়েয নয়। কেননা এটা আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক কারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً }

আর যে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসাবে তা খুবই মন্দ। *(সূরা আন নিসা আয়াত ১১৫)।*

ইসলামে বিশৃঙ্খলার কোন স্থান নাই। বিশৃঙ্খলা হলো কাফির ও মুনাফিকদের কাজ। ইসলামী জীবনব্যবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

প্রশ্ন-৯৩ : 'আক্বীদাহ ও মানহাজের ইখতিলাফ সত্ত্বেও কি ঐক্য সম্ভব?

উত্তর : মানহাজ ও আক্বীদাহগত দ্বন্দ্ব থাকলে ঐক্য সম্ভব নয়। এর সবচেয়ে বড় বাস্তব প্রমাণ হলো আরব জাতি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে যুদ্ধরত ছিল। এরপর তারা যখন ইসালামে প্রবেশ করলো এবং তাওহীদের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হলো তাদের আক্বীদাহ মানহাজ অভিন্ন হয়ে গেল, তাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তাদের রাষ্ট্র কায়িম হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এবিষয়টি উল্লেখ করে বলেন,

{وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً}

আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। *(সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ১০৩)*

আল্লাহ তা'আলা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন,

{ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

যদি তুমি যমীনে যা আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন করেছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। *(সূরা আল-আনফাল আয়াত নং ৬৩)*

আল্লাহ তা'আলা কখনো কাফির-মুরতাদ এবং ভ্রষ্ট ফিরকাহ সমূহের অনুসারীদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেন না।[১৮০]

আল্লাহ তা'আলা শুধু মুমিন-মুওয়াহহিদ (বিশ্বাসী ও একত্বী) গণের অন্তরেই ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আক্বীদাহ মানহাজা বিরোধী কাফির ও মুনাফিক্বদের ব্যাপারে বলেন,

{ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ }

তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ অথচ তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এজন্য যে তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। *(সূরা আল হাশর আয়াত নং ১৪)*

আল্লাহ তা 'আলা আরো বলেন,

---

[১৮০] বর্তমানের বিভিন্ন দল ও ফিরকাহর আবস্থাও একইরূপ তারা বইপত্র মতবাদ এবং সবদিক থেকে ভিন্ন। মূলত আক্বীদাহ গত মিল থাকলেই আন্তরিক ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, এছাড়া সম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "রুহ সমূহ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যের ন্যায়, যদি পরস্পর পরিচিতি লাভ করে তাহলে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। আর যদি অপরিচিত হয় তাহলে শত্রুতা সৃষ্টি হয় (ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৫৮)।

{ ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك }

কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারী রয়ে গেছে। তবে যাদেরকে তোমার রব দয়া করেছেন। *(সূরা হুদ- আয়াত ১১৮)*

আল্লাহ যাদের উপর রহম করেছেন তারা হলেন; যারা মতানৈক্য পরিহার করে ছ্বহীহ আক্বীদাহ ও মানহাজের অনুসরণ করে।

সুতরাং ভ্রষ্ট আক্বীদাহ এবং বিরোধী মানহাজসহ ঐক্যের জন্য যারা চেষ্টা করে তারা মূলত অসম্ভব সাধনে মত্ত রয়েছে। কেননা দু'টি বিপরীতমুখী বস্তু একত্রিত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং তাওহীদ বা একত্বের কালিমা ছাড়া ঐক্য ও আত্মিক মিল সম্ভব নয়।[১৮১] তাওহীদের প্রকৃত অর্থ জানা, এর দাবি অনুযায়ী প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বপ্রকার আমল যথারীতি পালন করার দ্বারাই কেবল সে ইপ্সিত ঐক্য সাধিত হতে পারে; কেবল মৌখিক বুলি আওড়িয়ে এর দাবির উল্টা আমল করার দ্বারা নয়।

---

[১৮১] বর্তমানে ইখওয়ান এবং সমমনা যে দলগুলো ভ্রষ্ট আক্বীদাহ এবং মানহাজগত বিরোধ সহ ঐক্য গড়ার চেষ্টা করছে। তারা তো তাদের দলে রাফিযী, জাহমীয়া, আশ'আরী, খারিজী, মু'তাযিলী এমনিভাবে খ্রিষ্টানদেরকেও একত্রিত করে। আপনারা ভুলে যাবেন না।

সম্মানিত পাঠক আপনি পড়েছেন, ইতোপূর্বে এ বইয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কিছু বিদ্বানের মতামত অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তারা তাওহীদের পথে আহ্বান করা এবং শিরক থেকে সতর্ক করাকে গুরুত্ব দেন না। ঠিক একই অবস্থা হলো তাবলীগ জামা'আত ফিরকাহর। ইখওয়ানীদের মধ্যে ইখওয়ানী এবং কুত্বী ইখওয়ানীদের মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

প্রশ্ন-৯৪ : দলাদলির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও ঐক্য গড়া সম্ভব কি? কোন মূলনীতির উপর ঐক্য গঠন করা ওয়াজিব?

উত্তর : দলাদলি রেখে ঐক্য গড়া সম্ভব নয়। কেননা সকল দল পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। আর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু একত্র করণ বড়ই দূরূহ ব্যাপার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفرَّقُوا }

তোমরা একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে, ধরো এবং পরস্পরে বিছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ১০৩)*

আল্লাহ তা'আলা দলাদলি থেকে বারণ করেছেন এবং এক অভিন্ন দলে এক্য গড়তে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

জেনে রেখো, আল্লাহর দলই সফলকাম। *(সূরা আল-মুজাদালাহ আয়াত নং ২২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً }

তোমাদের এই উম্মাহ একক উম্মাহ। *(সূরা আল-মু'মিনুন ৫২)*

সুতরাং সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধী দল, ফিরকাহ এবং জামা'আতগুলোর কোনই ভিত্তি নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ }

যারা দীনে বিভক্তি সৃষ্টি করে এবং দলাদলি করে তুমি কোন বিষয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। *সূরা আল-আন'আম আয়াত নং* **১৫৯**

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহর ৭৩ ফিরকাহ হতে বিভক্ত হওয়ার বিষয়ে বলেন,

(كلها في النار إلا واحدة)، وقال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)

"প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে শুধু একটি ফিরকাহ ছাড়া। (তারা হলো) বর্তমানে আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর রয়েছি এর উপর যারা থাকবে।[১৮২]

সুতরাং এই একটি ফিরকাহ ছাড়া মুক্তি প্রাপ্ত আর কোন ফিরকাহ নেই; যাদের মানহাজ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীগণের মানহাজ। মুক্তি প্রাপ্ত সেই একক ফিরকাহ ব্যতীত যত ফিরকাহ রয়েছে সবই উম্মাহর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে। ঐক্য স্থাপন করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ }

আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়। (সূরা বাকারাহ আয়াত নং ১৩৭)

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ উম্মাহর পূর্ববর্তীগণ যে কল্যাণ সাধন করেছেন তা বাদ দিয়ে পরবর্তীগণ কোন কল্যাণ সাধন করতে পারবে না।[১৮৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ }

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা, তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ। *(সূরা তাওবাহ আয়াত নং ১০০)*

---

[১৮২] হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯৩।

[১৮৩] অত্র আছারটি ওয়াহ্হব ইবনে কায়সান হতে বর্ণিত। আর ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) তার থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন আত-তামহীদ (১০/২৩)।

সুতরাং আমাদের কোন করণীয় হলো সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা।

প্রশ্ন-৯৫ : আত্মহত্যামূলক আক্রমণ করা কি জায়েয? এ কাজ ছ্বহীহ হওয়ার জন্য কোন শর্ত বা পদ্ধতি আছে কি?

উত্তর : লা-হাওলা ওয়ালা কু্বওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আত্মহত্যা কেন?[১৮৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً }

হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।আর যে ঐ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন ও

---

[১৮৪] মুহাদ্দিছ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বর্তমান কালের আত্মহত্যামূলক আক্রমণকে শরী'আহ আল ইসলামিয়্যাহ মোটেও সমর্থন করে না। এটা পুরোপুরি হারাম বা নিষিদ্ধ। ক্ষেত্র বিশেষে সে সকল পাপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যে পাপ সম্পাদন করলে পাপীর জন্য চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত হয়ে যায়। এসকল আত্মহত্যামূলক কাজ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যাত করলেও তা কবুল হবে না।

আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছায়মিন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বর্তমানে কিছু লোক আত্মহত্যামূলক যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে যেমন, বিষ্ফোরক যন্ত্র শরীরে বহন করে কাফিরদের মাঝে গমন করে বিষ্ফোরণ ঘটায়। এটা মূলত আত্মহত্যা। আমরা আল্লাহর নিকট এ কাজ থেকে আশ্রয় চাই। (দেখুন আল ফাতওয়া আল মুহিম্মাহ ফি তাবছিরীল উম্মাহ)।

অন্যায়ভাবে, আমি অচিরেই তাকে আগুনে প্রবেশ করাব। আর সেটি হবে আল্লাহর উপর সহজ। *(সূরা আন- নিসা আয়াত নং ২৯-৩০)*

সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য আত্মহত্যা করা জায়েয নয়। বরং নিজেকে যথা সম্ভব সংরক্ষিত রাখবে। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ-ক্বিতাল থেকে বিরত থাকবেন। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তাকে শহীদ বলা যাবে না।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কোন এক যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি খুব বীরবিক্রমে লড়াই করছিল। ছাহাবীগণ তার খুব প্রশংসা করছিল। তারা বলছিল "অমুক ব্যক্তি আজকে যত বালা-মুছীবতের সম্মুখীন হয়েছে আমরা কেউ তত বালা-মুছীবতের সম্মুখীন হইনি। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন সে জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীদের নিকট বিষয়টি কষ্টদায়ক মনে হলো; 'এটা কীভাবে সম্ভব যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে দেখা মাত্রই তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করলো অথচ সেই কিনা জাহান্নামে যাবে! অতঃপর জনৈক ছাহাবী তাকে গোপনে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলেন যে সে অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে আছে। পরিশেষে দেখতে পেলেন যে সে তার তরবারির ধারালো অংশ যমিনের উপর স্থাপন করে নিজেই তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো।

এহেন দৃষ্টে ছাহাবী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছেন। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাওয়া বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না।[১৮৫] সে এত আমল থাকা সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে কেন? কারণ হলো সে ধৈর্য ধারণ না করে আত্মহত্যা করেছে।

সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য আত্মহত্যা করা জায়েয নয়। এমনিভাবে প্রাণহানীর ঝুঁকি রয়েছে এরকম কোন কাজে অগ্রসর হওয়াও জায়েয নয়। তবে জিহাদ চলাকালীন সময়ে অধিক কল্যাণের কথা ভেবে মুসলিম শাসক নির্দেশ প্রদান করলে তা জায়েয হবে।

---

[১৮৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৪২,৩৯৬৬ শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীছের মূলভাব উল্লেখ করেছেন। শব্দ উল্লেখ করেননি।

প্রশ্ন-৯৬ : কাফির রাষ্ট্রে গুপ্তহত্যা চালানো অথবা বিষ্ফোরক দ্বারা তাদের সরকারী স্থাপনা সমূহ উড়িয়ে দেয়া কি জরুরী? এ কাজগুলো কি জিহাদী কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : বিশৃংখলা সৃষ্টি করা এবং বিধ্বংসী কার্যক্রম পরিচালনা করা জায়েয নয়। এর দ্বারা মুসলিমদের নানাবিধ ক্ষতি সাধিত হয়। মুসলিমগণ গণহত্যা ও দেশান্তরিত হওয়ার শিকার হন। মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ থাকলে একমাত্র জিহাদের ময়দানে কাফিরদের মুখোমুখি হওয়া ও তাদের মুক্বাবিলা করা জায়েয। যেমনভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। বিধ্বংসী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার দ্বারা মুসলিমদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়।[১৮৬]

হিজরাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন তিনি কাফিরদের থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে আদিষ্ট ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও এবং ছ্বলাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর? (*সূরা* আন নিসা আয়াত নং ৭৭)

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে আদিষ্ট ছিলেন। কেননা তখন মুসলিমদের নিকট কাফিরদের বিরুদ্ধে

---

[১৮৬] এই বিশৃঙ্খলাসমূহ ফিতনা ও বিপদ আপদের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মূলত মূর্খতার পরিণামে সৃষ্টি হয়। ইসলাম বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসেনি। বরং ইসলাম আল্লাহর পথের দাওয়াত, হক্বের বর্ণনা এবং মানুষকে সতর্ক করার আহ্বান নিয়ে এসেছে। ইলম-প্রজ্ঞা এবং বিবেক-বিবেচনাহীন লোকেরাই শুধু মনে করে যে, প্রত্যেক কাফিরকেই হত্যা করা ওয়াজিব। ইলমহীন এই লোকের দাওয়াত প্রদান করার মত সামর্থ না থাকায় এহেন পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তাদের এসকল কাজকর্ম দ্বারা মূলত অপরের উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত করা হয়। তাদের দ্বারা কৃত এ কাজ মূলত তাদের কাজ নয় বরং তারা শত্রুদেরই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে। শায়খ আব্দুল আযীয আলি শায়খ (আল-ফাতওয়া আল মুহিম্মাহ ফি তাবছীরিল উম্মাহ)।

ক্বিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রাম করার মত সামর্থ ছিল না। যদি তারা একজন কাফিরকেও হত্যা করত তাহলে কাফিরেরা সকল মুসলিমকে হত্যা করত। মুসলিমদের মূলোৎপাটন করত। কেননা তারা মুসলিমদের থেকে শক্তিশালী ছিল। তারাই ছিল সে সময়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন। বর্তমানে যে সকল বিশৃঙ্খলা ও বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করছেন এবং শুনছেন এগুলো আল্লাহর পথে দাওয়াত অথবা জিহাদের কোন পদ্ধতি নয়।

বর্তমানের বাস্তবতা হলো এর দ্বারা মুসলিমগণ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করলেন তার নিকট সৈন্যবাহিনী এবং আনছার বা সাহায্যকারীগণ প্রস্তুত ছিল তখন তিনি জিহাদের জন্য আদিষ্ট হলেন।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ছাহাবীগণ যখন মাক্কায় ছিলেন তখন কি তারা কাফিরদের মালিকানাধীন কোন সম্পদ ধ্বংস সাধন করেছেন?

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারেও আদিষ্ট ছিলেন। আর জিহাদ, ক্বিতাল, প্রতিরোধ ইত্যাদি মদীনা হতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফরয হয়।

প্রশ্ন-৯৭ : কাফিরদের দ্বারা মুসলিম উম্মাহর যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ ও তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আছ্ব ছ'ব ইবনে জুছামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীছকে নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং স্থাপনাদিতে বিস্ফোরণের পক্ষের দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে কি?

উত্তর : পর্যায়ক্রমে কাফিরদের মালিকানাধীন ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা, তাদের দূর্গসমূহ ধ্বংস করা, সন্তানাদিকে হত্যা করা ইত্যাদি জিহাদের ক্ষেত্রে (জায়েয)।[১৮৭] জিহাদ এবং শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কারো জন্য

---

[১৮৭] আছছ'ব ইবনে জুছামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা সকাল বেলার আক্রমণের ক্ষেত্রে

অমুসলিমদের ক্ষতি করা জায়েয নয়। এমনটি করলে মুসলিমদের কোন লাভ হবে না। বরং পরিণামে মুসলিমদের ক্ষতিই বেশি হবে।

বিশৃঙ্খলাকারী, চরমপন্থী দল এবং আল্লাহর পথের জিহাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। জিহাদ মূলত ইসলামী নেতৃত্ব ও ইসলামী ঝাণ্ডাতলে সমবেত সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। আমরা যেন দু'টিকে গুলিয়ে না ফেলি।

প্রশ্ন-৯৮ : মুসলিম উম্মাহর সমস্যা সমাধান করার জন্য মিছিল-লংমার্চ করা কি দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : আমাদের দীন কোন বিশৃঙ্খলার দীন নয়। বরং আমাদের দীন হলো শৃঙ্খলা, ন্যায়-নীতি, ও শান্তি-নিরাপত্তার দীন। মিছিল-লংমার্চ করা মুসলিমদের কাজ নয়। মুসলিমগণ কোনদিন এ কাজকে চিনতো না। ইসলাম ধর্ম ভালোবাসা ও সম্প্রীতির ধর্ম। এতে বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও ফিতনা-ফাসাদের কোন স্থান নাই।

এসকল ভ্রান্ত পদ্ধতি ছাড়াই শারঈ পন্থায় আবেদন করার মাধ্যমে অধিকার আদায় করা সম্ভব।

মুশরিকদের সন্তান-সন্ততিদের উপর আক্রমণ করে থাকি (এর বিধান কী?) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অপর বর্ণনায় তাকে বলা হলো যদি রাতের বেলা কোন ঘোড়া মুশরিকদের সন্তানাদির উপর আক্রমণ করে বসে তাহলে এর হুকুম কি হবে? রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তারা তাদের পিতা-মাতার হুকুমের অনুগামী হবে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪৫, সুনান ইবনু মাযাহ হা/২৮৪০

শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সময়ে আক্রমণ করার দলীল কোথায়? আমাদের শায়খ হাফিযাহুল্লাহ যেমনটি বর্ণনা করেছেন। তবে বিকৃত ফিক্বহ অথবা জাহালাত বা মূর্খতা দ্বারা জায়েয হতে পারে।

মিছিল-লংমার্চ করার দ্বারা বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে, হতে থাকে খুনা-খুনি ও জান-মালের ক্ষতি। সুতরাং এ কাজগুলো জায়েয নয়।[১৮৮]

---

[১৮৮] জাযায়েরে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে কিছু প্রসিদ্ধ অতি উৎসাহীর প্রভাব রয়েছে।

'শারহুত তুহাবী' সিরীজের লেখক ২/১৮৫ তে জাযায়েরের জাবহাতুল ইনফাযের (মূলত তা হলো জাবহাতুল দিমার বা ইসলাম ধ্বংসের ফ্রন্ট) প্রশংসায় বলেন, 'যখন উলামা মাশায়খগণ বললেন, আমরা লংমার্চ করব। তখন ত্রিশ লক্ষ লোক তাদের সাথে একমত হয়ে রাস্তায় বের হলো। তারা বলল আল্লাহর হুকুমত চাই। সাত লক্ষ মহিলাও বের হলো যাদের দাবি ছিল 'তোমরা কুরআনী আইন দ্বারা শাসন করো। আমরা হিজাবের প্রবর্তন চাই এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলমেশার প্রথা নিপাত যাক।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

বলো তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ পেশ করো। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২: ১১১)

যে সকল দাঈ ও নামধারী মাশায়খরা নারীদের মিছিল-লংমার্চ করার অনুমোদন দিয়েছে তাদের নাম আমাদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে, আমরা তাদেরকে সতর্ক করছি এবং তাদের থেকে সতর্ক করছি। তারা তো ফিতনা ও মুছিবতেরই দাঈ।

তার অপর একটি কথা শুনুন তিনি এক জুম'আর খুত্ববায় বলছেন, (যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, জাযাইরে এক দিনে হিযাব পরিহিতা সাত লক্ষ মুসলিম মহিলা রাস্তায় বের হয়েছিল তাদের দাবি ছিল যেন আল্লাহর শরী'আত অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।" দেখুন 'মাদারিকুন নাযার পৃ. ৪৭৬। নিঃসন্দেহে তার এই কথাগুলো বিশৃঙ্খলার প্রতি সমর্থন ও সাহায্যই বুঝায়। নতুবা কোথায় তার পক্ষ থেকে এসবের বিরোধিতা।

আমি বলছি : কীভাবে এত লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিসংখ্যান করা হলো? আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি-কঠোরতার মাধ্যমে কোথায় যাচ্ছ?

তোমারা মহিলাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দাও কীভাবে?

কীভাবে মুসলিমদের মাঝে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার অনুমোদন প্রদান করো?

অথচ তোমাদের দাবিতে তোমরাই সে সকল দাঈ, মুরুব্বী এবং পথনির্দেশক যারা বাস্তবতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখো!

তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার এই ক্বওল বা কথা পড়ো না? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَـرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى

তোমরা (মহিলারা) ঘরে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়্যাতের (যুগের) মত বের হয়ো না। সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৩।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) এর 'জারীদাতুল মুসলিমীন' নামক ম্যাগাজীনের ৫৪০ সংখ্যা প্রকাশ ১১ মুহাররাম হিজরী ১৪১৬ সাল। তিনি বলেন 'জাযায়িরে বিশৃঙ্খলা-বিদ্রোহে অনেক সংখ্যক মুসলিম নিহত হলো এবং এ ঘটনায় বহু সংখ্যক মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

আমাদের দায়িত্ব হলো সাধ্যমত উপদেশ প্রদান করা। আপনারা এখন এটাও খুব ভালো করে জানেন যে, এসকল বিশৃংখলা বিদ্রোহের সাথে ইসলামী শরী'আত এবং সংশোধন বা কল্যাণের কোন দূরতম সম্পর্কও নাই। এসকল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলাতে আমরা মোটেও কোন সাহায্য সহযোগিতা করব না। এ পথ ছাড়াও সংশোধনের অনেক পথ রয়েছে। তবে হ্যাঁ, এসকল বিশৃঙ্খলাতে নেপথ্যে অনেক বিদেশী (মুসলিমদের শত্রুরা) কলকাঠি নাড়ছে।

বি.দ্রঃ শায়খ উছাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) এর ফাতওয়া উল্লেখিত বিশৃঙ্খলায় তাদের সাহায্য প্রদান করার পরে। জাযায়িরে বিদ্রোহে তারা সাহায্য করেছিল হিজরী ১৪১১ সনে। আমার জানা মতে তারা এরপর এ মত থেকে আর প্রত্যাবর্তন করেনি।

সুতরাং কোন দুই ফিরক্বাহর মাঝে কোন ফিরক্বহ উত্তম? তারা যে দাবি করে সেই ফিক্বহুল ওয়াকি'র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা নাকি বিদগ্ধ আলিমগণ।

কেমন হবে তাদের এবং তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ লোকদের অবস্থা কি ভয়াবহ হবে! আল্লাহ তা'আলা তাদের গল্পকারদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। তারা তাদের সকল অনুসারীদের পাপরাশি পিঠে বহন করে নিয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

প্রশ্ন-৯৯ : যদি উম্মাহর উপর কোন বিপদ-আপদ/মুছীবত এসে পড়ে তাহলে কতিপয় ব্যক্তি জনগণকে জোট গঠন করে শাসক ও আলিমদের বিরুদ্ধে মিছিল করতে আহ্বান করে, যাতে তারা এই চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়াহ কবুল করে। দাবি আদায়ের জন্য এই মাধ্যম গ্রহণের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করা যায় না। যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাতে অনিষ্ট অথবা অপছন্দনীয় বিষয় থাকে। তবে এর সমাধান এই নয় যে, এর বিরুদ্ধে মিছিল করতে হবে অথবা জোট বেঁধে আন্দোলন করতে হবে অথবা ধ্বংস মিশন পরিচালনা করতে হবে। এটা কোন সমাধান নয়। বরং এর দ্বারা অনিষ্ট বৃদ্ধিই পায়। সংশোধনের সঠিক পদ্ধতি হলো, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা, তাদের সাথে শলাপরামর্শ করা এবং উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তাদের করণীয় কি তা বর্ণনা করা, যাতে তারা এই ক্ষতি দূরীকরণে কাজ করতে পারেন। যদি তারা তা দূর করেন, তাহলে তো করলেন। নতুবা এর থেকেও বড় অনিষ্ট এড়ানোর লক্ষ্যে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন-১০০ : কতিপয় ব্যক্তি ইবনু হাজার আল আসক্বালানী, ইমাম নববী, ইবনু হাযম, ইমাম শাওকানী, বাইহাকী (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ ইমামকেও বিদ'আতী আখ্যা দেয়। তাদের এ কাজ কী ছ্বহীহ?

উত্তর : উল্লেখিত ইমামগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) দের অনেক মর্যাদা-ফযীলত, প্রচুর ইলম, জনকল্যাণে অবদান, সুন্নাহর সংরক্ষণে ইজতিহাদ-গবেষণা এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি বিদ্যমান; যা তাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি কোন ভ্রষ্ট পথে আহ্বান করবে তাহলে তার উপরও উক্ত ভ্রষ্ট কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ পাপ তারও হবে। পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের থেকে কোন পাপ কমানো হবে না। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭৪ তে আবু হুরাইরাহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছের অংশ বিশেষ।)

ছাত্রদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, তারা যেন এহেন গর্হিত কাজে জড়িয়ে না পড়ে। কেননা এটা হারাম। এর দ্বারা ইলম থেকে মাহরুম হবে।

আর যেই বা ইমামগণের ব্যাপারে এহেন অপবাদ আরোপে মশগুল হবে সে ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে সে তো ফিতনা সৃষ্টি ও জনগণের মাঝে দ্বন্দ্ব লাগানোতেই লিপ্ত হয়।[১৮৯]

---

[১৮৯] বর্তমানে একটা দল গজিয়েছে; যারা নিজেদেরকে সালাফী বলে দাবি করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সালাফিয়্যাহর (সালাফী মানহাজের) সাথে তাদের দূরতমও কোন সম্পর্ক নাই উদাহরণত এদের নেতাদের মধ্যে মাহমুদ হাদ্দাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার সম্পর্কে আলোচনা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের মিশনই হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় বড় বিদগ্ধ আলিম এবং মুহাক্কিক মুহাদ্দিছগণের ভুল-ত্রুটি তদন্ত করা।

হ্যাঁ, ইবনু হাজার ও ইমাম নববী (রহিমাহুমাল্লাহ) আশ'আরী মতবাদে পতিত হয়েছিলেন। আলিমগণ তাদের সে ভুলের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। ফাতহুল বারীতে ইমাম ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এর লিখিত সর্বজন জ্ঞাত, প্রসিদ্ধ টীকা-টিপ্পনী এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ বহণ করে। আমরা তাদের এসকল ভুল-ত্রুটিকে দুর্নাম করার ও কুৎসা রটানো ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করব না। তাদের নিন্দাবাদ করার জন্য মাজলিস স্থাপন করব না। কেননা তাদের দাওয়াত বিদ'আতের প্রতি ছিল না। বরং তারা সুন্নাহকে সাহায্য করেছেন এবং দলীল সহ মাসআলা-মাসাইল বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং তাদেরকে বিদ'আতের প্রতি আহ্বানকারী, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধীদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে না। যদিও আমরা বলেছি যা ইতোপূর্বে এই কিতাবে অতিক্রান্ত হয়েছে ও ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভুল এবং বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করা যাবে না। বরং আমরা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী বর্ণনা করব। এতদ্বসত্ত্বেও বিদ'আতী যদি ইসলামের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা জায়েয। তার থেকে মানা করার ব্যাপারে কোন দলীল নাই।

আলিমগণ ইবনু হাজার আল আসক্বলানী (রহিমাহুল্লাহ) দের ফাতহুল বারী এবং ইমাম নাবাবী রহিমাহুল্লার শারহু মুসলিমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। উল্লেখিত গ্রন্থদ্বয় আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট গ্রহণযোগ্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তাদের সঠিক কথাগুলো গ্রহণ করে। তাদের গ্রন্থে বিশুদ্ধতার সংখ্যাই বেশি। আর তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে পরিহার করে।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর পুত্র শায়খ আব্দুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আমরা কিতাবুল্লাহ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলির সাহায্য গ্রহণ করি এবং হাদীছ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে হাদীছ শাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত গনের সাহায্য গ্রহণ করি। যেমন ছ্বহীহ বুখারী অনুধাবন করার জন্য আল্লামা আসক্বলানী এবং ক্বসত্বলানী (রহিমাহুমাল্লাহ) দের উপর এবং মুসলিম অনুধাবন করার জন্য ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) এর সাহায্য নিয়ে থাকি।

তিনি আরো বলেন, ইমাম নববী কতই না চমৎকার ভাবে কিতাবুল আযকার সংকলন করেছেন! (আদ দুরার আস সুন্নিয়া খ. ০১ পৃ. ১২৭, ১৩৩)।

সালাফী মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম নববী, ইবনু হাজার আল আসক্বলানী এবং তাদের মত অন্যান্য ইমামগণকে বিদ‘আতী বলা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। আমার জানা মতে তারা আশ‘আরী আক্বীদাহর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তারা কখনও কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলিল্লাহর বিরোধিতা করেননি। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আশ‘আরী আক্বীদাহর ব্যাপারে সংশয়ে পতিত হয়েছিলেন। তারা দু‘ধরণের ধারণা করেছিলেন।

প্রথমত : ইমাম আশ‘আরী ঐ কথা বলেছেন অথচ বাস্তবে ইমাম আশ‘আরী তার প্রাচীন মতে বলে থাকলেও পরে তা ফিরিয়ে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : তারা সঠিক মনে করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তা সঠিক ছিল না। (‘কে কাফির এবং কে বিদ‘আতী’নামক ক্যাসেট থেকে সংকলিত।)

যদি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, কেন ইবনু হাজার আল আসক্বলানী এবং ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাবীল বা ব্যাখ্যার ওযর গ্রহণ করা হচ্ছে অথচ সাইয়্যিদ ক্বত্বুব, হাসানুল বান্না, মওদুদী প্রমুখের ওযর গ্রহণ করা হচ্ছে না? তাহলে দু‘ভাবে এর উত্তর প্রদান করা যেতে পারে।

(এক) উল্লেখিত শ্রেণিদ্বয়ের মাঝে বিরাট ফারাক্ব বিদ্যমান।

ইমাম নববী ও আল্লামা ইবনু হাজার আল আসক্বলানী (রহিমাহুমাল্লাহ) গণের নিকট রয়েছে ইলমের ভাণ্ডার এবং মুসলিম জাতির কল্যাণ। তাদের ভুল-ভ্রান্তি-দোষ-ত্রুটিকে গোপন রাখা হয় না। আহলুল ইলম বা ইসলামী বিদ্বানগণ সেগুলো উল্লেখ করে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। সুতরাং এই সতর্কীকরণ দ্বারা এর ক্ষতিকর দিক দূরীভূত হয়েছে।

আমরা সকলকে ইলম অর্জন করার উপদেশ দিই। আমরা তাদেরকে উপদেশ দিই ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হতে এবং সকল প্রকার অহেতুক ও অনুপকারী কাজ থেকে বিরত থাকতে।

আল্লামা নববী, ইবনু হাযম, ইবনু হাজার, ইমাম শাওকানী ও বায়হাকী (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ তারা ইসলামের বড় বড় ইমাম। বিদ্বানগণের নিকট তারা গ্রহণযোগ্য। তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে–মুসলিম উম্মাহ যে গ্রন্থগুলোকে তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করে। তাদের এ সকল খিদমাত তাদের ভুলত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য যথেষ্ট।

আর তোমার অবস্থা কী, হে মিসকীন, তোমার নিকট কী রয়েছে? হে ঐ ব্যক্তি, যে কিনা ইবনু হাজার, ইবনু হাযম ও তাদের সাথে উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়ের গোয়েন্দাগিরি ও দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে লিপ্ত, তুমি মুসলিম উম্মাহকে কী দ্বারা উপকৃত করেছ?

তুমি কতটুকু ইলম অর্জন করেছ, ইবনু হাজার ও ইমাম নববী (রহিমাহুমাল্লাহ) যতটুকু জানতেন তুমি কি সে পরিমাণ জানো?

"সাইয়্যিদ ক্বুত্বুব, হাসানুল বান্না" প্রমুখের অবস্থান হলো ইমাম নববী, ইমাম ইবনু হাজার আস ক্বালানী (রহিমাহুমাল্লাহ) তা'আলা ও অন্যান্য বড় বড় ইমামগণের তুলনায় তাদের ইলম আমল মুসলিমদের কল্যাণ কিছুই নাই।

(দ্বিতীয়) ইমাম নববী এবং ইবনু হাজার (রহিমাহুমাল্লাহ) তাদের ভুল ত্রুটির পথে কাউকে দাওয়াত প্রদান করেন নি। তারা আহ্বান করেননি মোটেও দলাদলি, সমাজকে কাফির বলা, রাফিযী শী'আ, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক এবং বিভিন্ন ভ্রষ্ট নামীয় দলের সাথে ঐক্য গড়ে থাকে। তাদের ভুল-ত্রুটির দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি। সাইয়্যিদ কুত্বুব (রহিমাহুল্লাহ),বান্না প্রমুখ এর বিপরীত। তারা বাতিল আক্বীদাহ বরং কাফিরী আক্বীদাহর মাঝে কোন পার্থক্য করে না। তারা রাফিযী, খ্রিষ্টান এবং মুসলিমদের মাঝে কোন পার্থক্য করে না।তারা মুসলিমদের ক্ষতিসাধন করেছে কোন উপকার করেনি। অনেক ব্যক্তি তাদের ক্বুরআন সুন্নাহ বিরোধী মতামতকে অন্ধের মত গ্রহণ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সাথে শত্রুতা শুরু করেছে। এটাই তাদের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি ও নিকৃষ্ট অবচেয়ে অবদান।

শেষ কথা : আছে কি কেউ ইবনু হাজার এবং ইমাম নববীর রহিমহুল্লাহর কিতাবাদির প্রয়োজন যার নাই।

ইবনু হাযম ও ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) উম্মাহকে যতটুকু উপহার দিয়েছে তুমি তার কতটুকু দিতে সক্ষম হয়েছো?

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ এ বান্দাদের প্রতি রহম করুন যাতে তারা নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে। তোমার ইলম হ্রাস পেয়েছে ফলে তুমি এরকম ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করছ এবং তোমার তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি কমে গেছে ফলে তুমি যাচ্ছে তা-ই বলছ।

প্রশ্ন-১০১ : শায়খের নিকট আমার আবেদন হলো, মদীনার আলিমগণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত চাচ্ছি অর্থাৎ যাদেরকে সালাফী বলা হয় তারা কি তাদের কাজে-কর্মে সঠিক মানহাজের উপর রয়েছেন?

উত্তর: আমার জানা মতে মদীনাহর আলিমগণ কল্যাণের উপরই রয়েছেন।[১৯০] তারা জন কল্যাণার্থে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন লেখকের ভুল ত্রুটি বর্ণনা করেন। বরং তারা সমালোচনার ক্ষেত্রে শব্দ, লাইন, প্যারা, পৃষ্ঠা নং, খণ্ড নং সহ উল্লেখ করেন। আপনারা তাদের সমালোচনাকৃত বিষয় গুলো যাচাই করে দেখুন 'যদি তারা মিথ্যাচার করে থাকে তাহলে তা জনগণের সামনে উপস্থাপন করুন। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন আমীন। আমরা মিথ্যারোপ করা পছন্দ করি না। আপনারা তাদের সমালোচনাকৃত গ্রন্থগুলো যাচাই করে দেখুন "তারা মিথ্যারোপ করেছে অথবা কাটছাট করেছে" এমন প্রমাণ পেলে আমার নিকট পেশ করুন আমি আপনাদের পক্ষে থাকবো।

আপনারা লোকজনকে যা বলেন "আপনারা নীরব থাকুন। বাতিলকে ঐ অবস্থাতে ছেড়ে দিন। বাতিলের মতামত খণ্ডন করা ও অবস্থাদি তুলে ধরা

---

[১৯০] মদীনাহ্র আলিমগণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মুহাম্মাদ আমান আল- জামী (রহিমাহুল্লাহ), রবি' ইবনে হাদী আল-মাদখালী, উবাইদ আল জাবিরী, আলী আল ফাক্বীহী, ফালিহ আল হাররী, ছালিহ আস সুহাইমী, মুহাম্মাদ ইবনে হাদী হাফিযাহুমুল্লাহ প্রমুখ। আল্লাহ্র অনুগ্রহে উল্লেখিত শায়খগণ ইখওয়ানুল মুসলিমীন ফিরকাহ সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা রাখেন এবং বিভিন্ন স্থানে তারা ইখওয়ানের নেতাদের মতামত খণ্ডন করেছেন।

পরিত্যাগ করুন।” আপনাদের এই বারণ করা সঠিক নয়। এটা সত্যকে গোপন করার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ জাল্লা ওয়া তা‘আলা বলেন,

{ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ }

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। *(সূরা আলে ইমরান আয়াত নং, ১৮৭)*

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ,

{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ }

নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হেদায়াত যা আমি অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা‘নত করেন এবং লা‘নতকারীগণও তাদেরকে লা‘নত করে। *(সূরা আল বাকারাহ আয়াত নং, ১৫৯)*

আমরা কি ভুল-ভ্রান্তি হতে দেখেও নিরব-নিস্তব্ধ থেকে লোকজনকে ভুলের মধ্যে ঘুরপাক খেতে দেব? না এ কাজ কখনো জায়েয হতে পারে না। বরং কে সন্তুষ্ট হলো আর কে অসন্তুষ্ট হলো সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে হক্ব বর্ণনা করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন-১০২ : মুহতারাম শায়খ! সালাফে ছ্বলিহীন গল্পকারদের নামোল্লেখ করে করে তাদের সমালোচনা করেন। তাদের কর্মপদ্ধতি কেমন এবং তাদের ব্যাপারে আমাদের মানহাজ কী?

উত্তর : সালাফে ছ্বলিহীনগণ গল্পকারদের সমালোচনার মাধ্যমে সতর্ক করেছেন।[১৯১]

---

[১৯১] সালাফে ছ্বলিহীনগণ গল্পকারদের সমালোচনার ক্ষেত্রে খুবই কঠোর ছিলেন।

আবু ইদরীস আল-খাওলানী বলেন, আমার মতে মসজিদের কোণে আগুন জ্বলতে থাকার দৃশ্য বেশি পছন্দনীয় তথায় কোন গল্পকারের গল্প বলার দৃশ্যও চেয়ে। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন "মসজিদে গল্প বলাকে আমি অপছন্দ করি। তিনি আরো বলেন আমি গল্পকারদের নিকট বসাকে অপছন্দ করি। গল্পের এই রীতি মূলত বিদ'আত।

শায়খ সালিম বলেন, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ থেকে বের হতে হতে বলছিলেন,

"তোমাদের এই গল্পকারের আওয়াজই আমাকে বের করছে "(আল হাওয়াদিছ ওয়াল বিদা' পৃষ্ঠা ১৯০)।

আমার মতে "তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে তাদের কিচ্ছা কাহিনী দ্বারা ইলমুন নাফি বা উপকারী ইলম অর্জন করা থেকে বিরত রাখে ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লার নিকট আবেদন করা হয়েছিল আপনি যদি আপনার বন্ধু বর্গের নিকট কিচ্ছা বর্ণনা করতেন?

তিনি প্রতুত্তরে বলেন একমাত্র আমীর বা নেতা মা'মুর বা নেতা কর্তৃক আদিষ্টব্যক্তি অথবা বোকা লোকেরাই জনসম্মুখে কথা বলে আমি তো আমীর অথবা মা'মুর নই। আর আমি তৃতীয় জন হতে অপছন্দ করি।"

দ্বমরাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট আবেদন করলাম,আমরা কি কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে (দীন) গ্রহণ করব? তিনি প্রতুত্তরে বলেন, তোমরা বিদ'আতীদের থেকে পশ্চাদপসারণ করো।"

যখন সুলাইমান ইবনে মিহরাব আল-আ'মাশ বাছ্বরাহ নগরীতে প্রবেশ করলেন তিনি একজন কিচ্ছাকারকে মাসজিদে কিচ্ছা বর্ণনা করতে দেখতে পেলেন। সে (কিচ্ছাকার) বলছিল, "আ'মাশ আমাদের নিকট আবু ইসহাক্ব থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং আ'মাশ আবু ওয়ায়িল থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।" তার একথা শ্রবণ করে তিনি (আ'মাশ) মাজলিসের মাঝে গিয়ে

তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রুক্ষেপ করে না। যে তাদের কিচ্ছা-কাহিনী এবং মিথ্যা আছার দ্বারা সাধারণ লোকজনের উপর কি কুপ্রভাব পড়ছে। তারা ছ্বহীহ দলীলের উপর নির্ভর করে না।[১৯২]

তারা জনগণকে দীন-ধর্ম-আক্বীদাহ বিষয়ক কোন কিছু শিখাতে পারে না। কেননা তারা ফিকাহ সম্পর্কে কিছুই জানে না।[১৯৩]

হাত উঁচু করে বগলের পশম পরিষ্কার করতে লাগলেন। গল্পকার তাকে বলল, ইয়া শায়খ, আপনার কী লজ্জা নেই আমরা ইলম চর্চা করছি অথচ আপনি এহেন কাজ করছেন? আ'মাশ (রহিমাহুল্লাহ) প্রতুত্তরে বললেন, 'আমি যা করছি তা তোমার কাজের চেয়ে উত্তম।' সে বলল তা কীভাবে? তিনি বললেন, কেননা আমি একটা সুন্নাত পালন করছি আর তুমি মিথ্যাচার করছ!

আমিই আ'মাশ আর তুমি যা বর্ণনা করছ এর কিছুই আমি তোমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিনি। লোকজন যখন আ'মাশ (রহিমাহুল্লাহ) এর এই কথা শুনতে পেল তখন তার গল্পকারের নিকট থেকে সরে গিয়ে তার নিকট সমবেত হয়ে তাকে আবেদন করলো, ইয়া আবা মুহাম্মাদ, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করুন। (কিতাবুল হাওয়াদিছ ওয়াল বিদা' পৃ. ১১১-১১২)।

এ বিষয়ে অনেক আছার বর্ণিত রয়েছে। আমি যদি সেগুলো উল্লেখ করতে থাকি তাহলে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। আপনারা এবিষয়ে আরো জানতে (আল মুযাক্কির ওয়াত তাযকীর ওয়ায যিক্‌র, আল ক্বছছাছ ওয়াল মুযাককিরীন,তাহযিরুল খওয়াছ্ছাছ মিন আকাযিবিল ক্বছছ্বাছ্ব এবং তারিখুল ক্বছ্বছ্বাছ্ব কিতাবগুলো দেখুন।

[১৯২] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের মধ্যে বড় মিথ্যুক লোক হলো গল্পকার এবং অধিক প্রশ্নকারী। কিচ্ছাকারদের প্রতি মুখাপেক্ষী ব্যক্তি সত্যবাদী নয়; কেননা তারা মৃত্যু এবং কবরের আযাব সম্পর্কেও মিথ্যা কথা বলে। (তারত্বূশী, আল-হাওয়াদিছ ওয়াল বিদা')।

[১৯৩] আল্লামা ড. মুহাম্মাদ ছ্বব্বাগ "তারীখুল ক্বছ্বছ্বাছ্ব" নামক কিতাবের ৩০ নং পৃষ্ঠায় 'আল-মুযাক্কির ওয়াত তাযকীর ওয়ায যিক্‌র' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, " অনেকে মনে করে যে গল্পকারদের ক্ষতিকর বিষয়াবলির সাথে বর্তমান কালের কোন সম্পর্ক নাই। সেগুলো মূলত ঐতিহাসিক বিষয়; যা কোনো কালে ছিল।"

তাদের এই ধারণা ভুল বাস্তবতার সাথে তাদের এই কথার কোন মিল নাই। কেননা বর্তমানেও গল্পকারেরা রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হলো! তারা এখন অন্য নামে পরিচিত। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়।

যদি অতীতে ধোঁকাবাজ দাজ্জালেরা কুছ্ছাছ্ব বা গল্পকার নামে অতিক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে তারা বর্তমানে দাঈ, মুওয়াজজিহ, মুরুব্বী, উসতায, লেখক এবং মুফাক্কির বা চিন্তাবিদ ইত্যাদি নাম ও উপাধিতে আবির্ভূত হয়েছে।

অনেক লোকই তাদের বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না। তাদেরকে এবং আল্লাহর পথের প্রকৃত সৎ দাঈদেরকে একই রূপ মনে করে।

বর্তমান কালের অনেক গল্পকার দাঈদের মুখোশ ধারণ করছে। তারা প্রায় বিশ্বের সকল শহরে-নগরে ছড়িয়ে পড়ে মিথ্যাচার করছে এবং বিদ'আতের প্রতি আহ্বান করছে। তাদের অধিকাংশ কথা-বার্তা, কিচ্ছা-কাহিনী এবং নির্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক, উদাহরণ ও প্রবাদ প্রবচন থেকে হয়ে থাকে। তাদের প্রত্যেক সদস্যই কুরআন হাদীছের মত গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো মুখস্থ করে। ভিত্তিহীনভাবে বানিয়ে বানিয়ে ফযীলত বর্ণনা করে এবং দুনিয়া বিমুখতা বা সন্যাস বিষয়ে আলোচনা করে এমনকি আপনি দেখতে পাবেন তাদের কেউ কেউ ভ্রান্তির পক্ষে দলীল পেশ করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর মাঝে রদ-বদল করে থাকে।

তিনি আরো বলেন, "তাদের কেউ কেউ দুনিয়া বিমুখতা এবং ক্বিয়ামুল লাইলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ কাজটা ভালো। তবে তারা তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে না। কখনও কখনও এমন হয় যে লোকজন পাপ কাজ থেকে তাওবাহ করে তাদের দ্বারা বিদ'আত এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়। অথবা তারা তাদের অন্তরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, এক দেশ থেকে অপর দেশে ভ্রমণ করার নেশা প্রবেশ করিয়ে দেয়। তারা তাদের মানহাজ অনুযায়ী দাওয়াত প্রদান করা ওয়াজিব মনে করে। যাতে এভাবে দাওয়াত প্রদান করতে করতে তাদের আত্মশুদ্ধি হয় এবং অন্তর যাবতীয় আকাঙ্খা থেকে মুক্ত হয় (তাদের দাবি অনুযায়ী)। তারা পরস্পরের উপর নির্ভর করে। তাওয়াক্কুলের উপর নির্ভর করে না। তারা আসবাব বা মাধ্যম গ্রহণ করাকে পরিহার করে। তাদের অনেকেই পরিবার পরিজনকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যায়। তাদের বাড়ির লোকজনের দেখাশুনা, ব্যবস্থাপনা করা এবং প্রয়োজন পূরণ করার মত কেউই থাকে না। তাদের অনেকেরই পরিবার নষ্ট হয়ে যায়। তাদের কাউকে পাবেন না যে যে লোকজনকে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব এবং শিরক পরিহার করতে আহ্বান করছে এবং শিরকের প্রতি আহ্বানকারীদের থেকে সতর্ক করছে। কেননা এটা তাদের দাওয়াত বা মানহাজের অর্ন্তভুক্ত নয়। এই হলো বর্তমান কালের গল্পকারদের প্রকৃত অবস্থা।"

এদের বাস্তব নমুনা হলো বর্তমান কালের জামা'আতে তাবলীগ। তাদের কর্মপদ্ধতি, তাদের সুফীবাদী দর্শন এবং কুসংস্কার এর সবই আমাদের জানা।

এমনিভাবে কিচ্ছাকারেরা আযাব ও শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত হাদীছের উপরই নির্ভর করে থাকে যার ফলে লোকজন আল্লাহ তা'আলার রাহমাত থেকে নিরাশ হয়ে যায়।

আমি বলি, এটা হলো প্রকৃতপক্ষে তাবলীগ জামা'আত ফিরকাহর অবস্থা। আপনি যদি মনে করেন, তারা তো তাওহীদের প্রতি এবং শিরকের বর্জন করতে আহ্বান করে তাহলে আপনার জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

একই অবস্থা হলো অন্য ফিরকাহগুলোরও। তারা আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানের পোশাক ধারণ করে বিভিন্ন মঞ্চে-মাহফিলে আরোহণ করে। তাদের বক্তৃতার ধারণ একটাই তাহলো চিল্লাচিল্লি করা, মিথ্যাচার করা, কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা, কুরআনুল কারীমের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা। জাল হাদীছ বর্ণনা করা, ইসরাঈলী কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা এবং উল্লেখিত ভিত্তিহীন বিষয়াবলির দ্বারা হুকুম নিরূপণ করা।

আমি বলব এদের এই গুণাবলি মূলত সুফীবাদীদের গুণ। আর সুফীবাদীদের ভ্রান্তি সম্পর্কে কিইবা আছে জিজ্ঞাসা করার?

"তাদের অনেকে তো নাটক ও ইসলামী গানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের অপচেষ্টায় রত।

আল-মুওয়াশশিহাত (স্পেনে উদ্ভাবিত কবিতা বিশেষ) সুন্নাহ বিরোধী। আল্লাহর দীনে গান-নাটক ইত্যাদির কোন স্থান নাই। এগুলোর সাথে ইসলামী নাম যুক্ত হওয়ার কারণে তা যেন আপনাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। এগুলোর সবই পাশ্চাত্যের রীতি অথবা সুন্নাহ বিরোধী রাফিযী শী'আ এবং সুফীদের রীতি। আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত সাহায্যকারী।

আমি বলব ফিরকায়ে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মাঝেও এই দোষগুলো বিদ্যমান। আপনি হাসানুল বান্নার সাহায্যকারী এবং তাদের কর্মীবাহিনীর সমালোচনা করুন এতে কোন সমস্যা নাই। এতদত্ত্বেও আমরা কিছু সংখ্যক বিদ্বানকে পাই যারা তাদের ব্যাপারে নিরব থাকেন। বরং ক্ষেত্রে বিশেষে তাদের বাতিল বিষয়েও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। এটা বড়ই মারাত্মক বিষয় যে তারা সাধারণ জনগণের মাঝে ইখওয়ানীদের ভ্রষ্ট দাওয়াত প্রচার-প্রসারে সাহায্য সহযোগিতা করছে। (এই ছিল মুহতারাম শায়খ খালিদ আর-রদাদীর 'আল মুযাক্কির ওয়াত তাযকীর ওয়ায যিক্র" কিতাবের ৩০-৩১ থেকে উদ্ধৃত। আল্লাহ তা'আলা তাকে হিফাযত করুন। আমীন।)

প্রশ্ন-১০৩ : বর্তমানকালের বিভিন্ন দল এবং ফিরকাহ নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধ করে ইসলামী দল, ইসলামী ফিরকাহ, ইসলামী জামা'আত বলে; এভাবে বলা কি ছ্বহীহ? ইসলামী জামা'আত তো একক জামা'আত হওয়ার কথা যেমনটি হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীছে বর্ণিত রয়েছে

উত্তর : বিভিন্ন দল বা ফিরকাহ এর অস্তিত্ব প্রত্যেক কালেই ছিল। এটা কোন দুর্লভ বিষয় নয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "ইয়াহূদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে, খ্রিষ্টানেরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে।[১৯৪] অচিরেই আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটিমাত্র দল ছাড়া বাকি ৭২ ফিরক্বাহ জাহান্নামে যাবে।

সুতরাং বিভিন্ন দল যে থাকবে তা আমাদের জানা বিষয়। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।[১৯৫]

তবে জামা'আতের সাথে চলা, যাদের অনুসরণ করা এবং যাদের সাথে লেগে থাকা ওয়াজিব সেটা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, আল ফিরকাহ আন- নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। কেননা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জামা'আতই জাহান্নামে যাবে একটি মাত্র জামা'আত ছাড়া। ছ্বহাবায়ে কিরাম আরয করলেন,

كلها في النار إلا واحدة. قالو : ومن هي ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي

'সে জামা'আত কোনটি? তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন "আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে জামা'আতের উপর অটল রয়েছি'।

এটাই হলো মূলনীতি যে, জামা'আত সমূহের মাঝে দেখতে হবে যে জামা'আত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ছাহাবীগণের

---

[১৯৪] মুসতাদরাকে হাকিম হা/১২৯

[১৯৫] মুসনাদে আহমাদ খ. ০৪ হা. ১২৬

মানহাজের উপর অটল থাকবে সেই জামা‘আতের অনুসরণ করা ওয়াজিব।[১৯৬]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা, তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে অনন্তকাল। এটাই মহাসাফল্য। (*সূরা* আত-তাওবাহ আয়াত নং ১০০)

তারাই হলেন জামা‘আত (**الجماعة**), একক জামা‘আত (**جماعة واحدة**) যাতে কোন দলাদলি বা বিভক্তি নেই।[১৯৭]

---

[১৯৬] যে সকল জামা‘আত নিজেদেরকে সালাফী জামা‘আত করে অথচ সালাফদের মানহাজ অনুযায়ী আমল করে না তারা সালাফী জামা‘আত নয়। বরং এটা তাদের মৌখিক দাবি মাত্র। (মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ), কিতাব ফাতাওয়াল উলামা আল আকাবির পৃ. ৯৮)।

[১৯৭] নবুওয়াতি পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত জামা‘আতুল মুসলিমীন বা মুসলিমদের জামা‘আত কখনও দলাদলি বা বিভক্তি গ্রহণ করে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী ছাহাবী (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুম) গণের দাওয়াত ছিল তাওহীদের পতাকাবাহী জামা‘আতুল মুসলিমীন বা মুসলিমদের জামা‘আত প্রতিষ্ঠা করা। কিছু মুসলিমদেরকে নিয়ে খণ্ডিত দল বা জামা‘আত গঠন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা ছিলেন মুসলিম। তারা ছিলেন আত-ত্বইফাহ আল মানছুরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল। তারা ছিলেন ফিরকায়ে নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। তারাই সালাফে ছ্বলিহীন। সালাফে ছ্বলিহীনগণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের পদাঙ্ক পূর্ণভাবে অনুসরণ করতেন এবং অন্যদেরকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ প্রদান করতেন। দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বারণ করতেন (হুকমুল ইনতিমা পৃ. ৬০)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ }

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। *(সূরা আল- হাশর আয়াত নং ১০)*

এই জামা'আত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে নিয়ে কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই জামা'আতই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (أهل السنة والجماعة)।[১৯৮]

আর যে জামা'আতগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করবে তাদের কোন স্থান নেই। তারা নামধারী ইসলামী জামা'আত হলেও প্রকৃত ইসলামী জামা'আত নয়। তারা ইসলামী নাম ধারণ করলো নাকি অন্য কোন নাম ধারণ করলো তাতে কিছু আসে যায় না। যে জামা'আতই

---

[১৯৮] আহলুল ইসলাম বা ইসলামের অনুসারীদের কুরআনুল কারীম, সুন্নাহ এবং এ দুটোর প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল গুণাবলি বর্ণনা করেছেন তারা তারই প্রতিচ্ছবি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে মতের উপর রয়েছি যারা এর উপর অটল থাকবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গুণ বর্ণনায় আরো বলেছেন, তারা হলো জামা'আত এবং আত-ত্বইফাহ আল-মানছুরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গুণ বর্ণনায় আরো বলেন, তারা হলেন আল-ফিরক্বাহ আন- নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রষ্ট ফিরকাহ সমূহের দোষ বর্ণনার ক্ষেত্রে জামা'আত প্রসঙ্গে বলেন, তারা সুন্নাহ এবং তার পদ্ধতির প্রতি সম্বন্ধকৃত থাকবে। তারাই হলেন সালাফে ছ্বলিহীন। এই কারণেই যখন বিদ'আত এবং ভ্রষ্ট প্রবৃত্তি পূজার প্রকাশ পেল তখন বিশুদ্ধ আক্বীদাহর অনুসারীদেরকে বলা হতো সালাফী উক্ত, আক্বীদাহর অনুসারীদেরকে বলা হতো সালাফী এবং উক্ত আক্বীদাহকে বলা হতো আল-আক্বীদাহ আস সালাফিয়্যাহ (হুকমুল ইনতিমা পৃ. ১১২-১১৩)।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামা'আতের বিরোধিতা করবে সে জামা'আতই বিরোধী ফিরকাহ বলে গণ্য হবে। তাদের সাথে যুক্ত বা সম্পৃক্ত হওয়া জায়েয নয়। আমাদেরকে শুধু আহলুস সুন্নাহ ও আহলুত তাওহীদের সাথেই যুক্ত হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ – صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ }

আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন।তাদের পথ, যাদেরকে নি'মাত দিয়েছেন (নাবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণ) *(সূরা আল-ফাতিহা ৬-৭)*

আল্লাহ তা'আলা যাদের উপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন, তাদের বর্ণনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً }

আর যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসাবে তারা হবে উত্তম। *(সূরা আন-নিসা আয়াত নং ৬৯)*

সুতরাং যে জামা'আত তার মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি হিসাবে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহকে গ্রহণ করেছে, যারা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের উপর আমল করেছে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور

তোমাদের মধ্যে যে কেউ বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য লক্ষ্য করবে। সে সময় তোমাদের করণীয় হবে আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং

আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত ছাহাবীগণের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। তোমরা মাড়ির দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরবে। আর তোমরা দীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়াবলি থেকে সতর্ক থাকবে।[১৯৯]

এটাই হলো গ্রহণযোগ্য জামা'আত। এছাড়া যত জামা'আত রয়েছে সেগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সেগুলো হক্ব থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। প্রত্যেক ফিরকাহই শাস্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সকল ফিরকাহই জাহান্নামে যাবে। শুধু একটি ফিরকাহ ছাড়া। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রশ্ন-১০৪ : মোটেও ইলম অর্জন করেনি এমন ব্যক্তি যারা দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে সউদী আরবের বাইরে যায় এবং তারা অন্যদেরকে বের হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। তারা অদ্ভূত সব শ্লোগানের বুলি আওড়ায় এবং দাবি করে 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে বের হয় আল্লাহ তার প্রতি ইলহাম (গোপনে ইলম প্রদান) করেন। বরং তারা দাবি করে যে দাওয়াত প্রদানের জন্য ইলম কোন মৌলিক শর্ত নয়। শায়খ আপনি অবগত আছেন, যে ব্যক্তি সউদী আরব থেকে বাইরে যায় সে বিভিন্ন মাযহাব-মতবাদ ও দীনের সম্মুখীন হয় এবং তার নিকট অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। শায়খ আপনি কি মনে করেন না যে, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতী কাজে বের হওয়ার জন্য অস্ত্র (ইলম) আবশ্যক যাতে লোকজনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। বিশেষত পূর্ব এশিয়ায় যেখানের লোকেরা মুজাদ্দিদুদ দাওয়াহ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাচ্ছি যাতে সকলে জানতে পারে

উত্তর : ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া বলতে তারা যা বুঝায় এটা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার প্রকৃত অর্থ হলো জিহাদে বের হওয়া। তারা তাদের পথে বের হওয়াকে যে ফী সাবীলিল্লাহ বলে থাকে এটা

---

[১৯৯] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪২, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী।

বিদ'আত। কোন সালাফে ছ্বলিহীন থেকে এর কোন প্রমাণ নেই।[২০০] আলিম ব্যক্তির জন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ব্যতীত অন্য কোনও জামা'আতের শর্তরোপ করা এবং চল্লিশ দিনের বানোয়াট রীতি ছাড়া যে যার সাধ্য-সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য বের হয় তাহলে তা জায়েয হবে।

এমনিভাবে দাঈর জন্য আলিম হওয়া ওয়াজিব। কোন মূর্খ ব্যক্তির জন্য দাঈ হওয়া জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ }

বল, এটা আমার পথ, আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই। *(সূরা ইউসুফ আয়াত নং ১০৮)*

অর্থাৎ ইলমের ভিত্তিতে হতে হবে। কেননা প্রত্যেক দাঈর জন্য যে পথে আহ্বান করছে সে পথ সংক্রান্ত বিষয়ের মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা ওয়াজিব। এমনিভাবে আরো ওয়াজিব হলো শিরক, মা'ছিয়্যাত, কুফুরী, ফুসুক্বী এবং অবাধ্যচরণ সম্পর্কে জানা এবং অশ্লীল কাজের স্তর ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

তারা তাদের পথে বের হওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে যে ব্যস্ত করে এটা একটা বাতিল কাজ। কেননা ছাত্রদের জন্য ইলম অন্বেষণ করা ফারদ্ব। আর পড়াশোনা ছাড়া ইলম অর্জিত হতে পারে না। ইলহাম দ্বারা ইলম অর্জিত হতে পারে না।এটা মূলত ভ্রষ্ট সুফীদের পদ্ধতি। কেননা ইলম ছাড়া আমল করা ভ্রষ্টতা এবং পড়াশোনা ব্যতিরেকে অন্য কোন কাজের মাধ্যমে ইলম অর্জিত হওয়ার আশা পোষণ করা ভুল।

---

[২০০] মূলকথা হলো তাবলীগ জামা'আত একটি বিদ'আতী ফিরকাহ। তাদের সাথে বের হওয়া ফি সাবিলিল্লাহ তে বের হওয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা হলো ইলিয়াসের পথে বের হওয়া। (ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, আব্দুর রাযযাক আফীফী ১/১৭৪)।

প্রশ্ন-১০৫ : তাবলীগ জামা‘আত কী? তাদের মানহাজ কেমন? তাদের সাথে যুক্ত হওয়া, দাওয়াতী কাজে বের হওয়া কি জায়েয? যেমনটি তারা বলে যে, যদি কেউ ছাত্রও হয় এবং এদেশবাসীদের মত ছ্বহীহ আক্বীদাহর অনুসারীও হয় তবুও তাকে তাবলীগে বের হতে হবে।[২০১]

উত্তর : যে জামা‘আতের সাথে যুক্ত হওয়া, যাদের সাথে চলাচল-উঠাবসা করা ওয়াজিব তা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ছাহাবীগণ এই জামা‘আতের উপরই চলেছেন। আর যারা এই জামা‘আতের বিরোধিতা করবে তাদেরকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব।

হ্যাঁ, আমাদের উপর ওয়াজিব হলো তাদেরকে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর ভিত্তিতে আল্লাহর পথে আহ্বান করা।

তারা ভুল পথে রয়েছে এটি জানা সত্ত্বেও তাদের সাথে যুক্ত হওয়া, তাদের সাথে বের হওয়া, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা জায়েয নয়। কেননা তারা ইসলাম বিরোধী দল সমূহেরই ধারাবাহিক প্রকাশ।

---

[২০১] “আমি বহুকাল পূর্ব থেকেই তাবলীগ সম্পর্কে জানি। এই বিদ‘আতীরা আজকাল সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে তারা মিসর, আমেরিকা, সাউদী আরাব সব জায়গায় রয়েছে। তারা সবাইই শায়খ ইলিয়াসের সাথে যুক্ত (আব্দুর রাযযাক্ব ‘আফীফী, ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল”

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ বলেন, তাবলীগ জামা‘আতের নিকট অনেক মুনকার বা ইসলাম অসমর্থিত বিষয় রয়েছে। এ জামা‘আতের প্রতিষ্ঠাতারা বিদ‘আতী ও সুফীবাদী। তাদের ‘আক্বীদাহতে অনেক বিচ্যুতি রয়েছে। এই জামা‘আত একটি বিদ‘আতী জামা‘আত। (আল-ফাতাওয়া আল মুহিম্মাহ ফী তাবছীরিল উম্মাহ)।

প্রশ্ন-১০৬ : মুসলিম বিশ্বে বিশেষত আমাদের দেশে তাবলীগ জামা'আত এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মত ফিরকাহ থাকার হুকুম কী?

উত্তর : আমাদের দেশ, ওয়া লিল্লাহিল হামদ এদেশ একক জামা'আতের দেশ। এদেশের সকল শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ সবই কুরআন সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের শুভাকাঙ্খী। এখানে সবাই একে অপরকে ভালোবাসে।

আমাদেও জন্য ওয়াজিব হলো এ সকল বহিরাগত জামা'আতকে গ্রহণ না করা। তারা আমাদেরকে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং বিপথগামী করতে চায়। তারা তাবলীগী, ইখওয়ানী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে। কেন এই বিভাজন? কেন এই দলাদলি? এ কাজ তো আল্লাহর নিয়ামতরাজীকে অস্বীকার করার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}

আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। *(সূরা আলে ইমরান আয়াত নং: ১০৩)*

আমরা এক অভিন্ন জামা'আত। ঐক্য, সংহতি এবং সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদির উপর রয়েছি। সুতরাং আমরা কেন উত্তম ছেড়ে অনুত্তম গ্রহণ করতে যাব?

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে সম্মান-মর্যাদা, মাহাব্বাত-ভালোবাসা এবং বিশুদ্ধ পথ দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন তা থেকে সরে গিয়ে আমাদেরকে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন করে, আমাদের মাঝে শত্রুতা ছড়িয়ে দেয় এমন ফিরকাহর সাথে যুক্ত হব কেন? এটা কখনও জায়েয নয়।

রিয়াদের কোন এক মাসজিদে তাওহীদ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান কালে তাবলীগ জামা'আতীদের যে তাওহীদ বিমুখতা ও তাওহীদের আলোচনার প্রতি অনীহা লক্ষ্য করেছি তা হলো তারা (তাবলীগিরা) মাসজিদে সমবেত ভাবে বসে ছিল। অতঃপর যখন তাওহীদের আলোচনা শুরু হলো তারা সবাই

মাসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। সেখানে আমার মত আরো অনেক শায়খ তাওহীদ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তাদেরকে যারা তাওহীদের পথে আহ্বান করেন তারা তাদের (আহ্বানকারীদের) নিকট থেকে (শারঈ) কোন কিছুই গ্রহণ করে না। তবে হ্যাঁ, এটা শুধু তাদের বেলায়ই নয় বরং যারাই পরিকল্পিত ভ্রান্ত মানহাজে পতিত হয় তাদের কেউই সেখান থেকে উত্তরণের পথ গ্রহণ করতে চায় না। যদি তারা মূর্খতাবশত সেখানে পতিত হতো তাহলে তাদের সঠিক পথে বা হিদায়াতের পথে ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তারা তো পরিকল্পিতভাবে এবং তাদের অনুসরণীয় মানহাজের আলোকে পতিত হয়েছে সুতরাং তাদের মানহাজ পরিত্যাগ করে ছ্বহীহ মানহাজে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়। কেননা তারা যদি তাদের ভ্রান্ত মানহাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের বর্তমান জামা'আত টিকবে না। তারা এটা চায় না।

তাদের সাথে চলাফেরা করার পরে তাদের থেকে (তাওবাহ করে) ফিরে এসে লিখিত কিতাব হলো শায়খ হামূদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক লিখিত 'আল ক্বওলুল বালিগ ফিত তাহযির মিন জামা'আতিত তাবলীগ' এ বইটা সর্বশেষ লিখিত বই। এতে তাদের ভ্রান্তির প্রতিটা দিকই সন্নিবেশিত রয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো ফিতনার উদ্ভব হলে দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়। নতুবা মানুষ কীভাবে তাওহীদের উপর প্রতিপালিত হয়ে, তাওহীদ নিয়ে পড়াশোনা করে, তাওহীদ বুঝে-শুনেও তাদের দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হতে পারে? কীভাবে তাদের সাথে বের হতে পারে?[২০২]

তারা কীভাবে তাদের পথে আহ্বান করে এবং তাদের বিরোধিতাকে প্রতিরোধ করে? এটা তো হিদায়াত প্রাপ্তির পরে ভ্রষ্ঠতা গ্রহণ এবং কল্যাণ দ্বারা অকল্যাণ গ্রহণেরই নামান্তর। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এর থেকে ক্ষমা ও মুক্তি কামনা করছি।

সকলের প্রতি আমার অনুরোধ হলো কেউ যেন তাদের সঙ্গী না হয়।

---

[২০২] তারা কুরআন-সুন্নাহর প্রতি আহ্বান করে না। বরং তাদের শায়খ ইলিয়াসের প্রতি আহ্বান করে (আব্দুর রযযাক্ব আফীফী, ফাতওয়া ১/১৭৪)।

প্রশ্ন-১০৭ : বর্তমান যামানার এসব দলের ব্যাপারে একজন যুবকের ভূমিকা কী, যারা তাকে দলে ভিড়াতে চায়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী বিভিন্ন ফিরকাহ গঠিত হবে। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বর্ণনা করেছেন যে, এসকল ফিরকাহর সাথে আমরা কিরূপ আচরণ করব? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'নিশ্চয়ই এটা আমার সরল সোজা পথ তোমরা এ পথের অনুসরণ করো এবং তোমরা (অন্যান্য) পথসমূহকে ধরো না। যদি অন্য পথ ধরো তাহলে সে পথগুলো তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তিনি এ বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো'। *(সূরা আল-আন'আম আয়াত নং ১৫৩)*

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, এমনকি তিনি একটি সোজা রেখা টানেন এবং এর ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা টানেন। এরপর সরল রেখা সম্পর্কে বলেন, 'এটা আল্লাহর পথ' আর অন্য সকল পথ সম্পর্কে বলেন, 'আর এ সকল পথের মুখে একজন করে শয়তান রয়েছে, যে সে পথের দিকে আহ্বান করে'।[২০৩]

---

[২০৩] শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ হাদীছটি ছ্বহীহ। তিনি বলেন,

خط رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خطًّا بيده، ثم قال : (هذا سبيل الله مستقيمًا) ، قال : ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال: (هذه السُّبل، ليس منها سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه) ، ثم قرأ : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ } .

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য একটি রেখা টানলেন, এরপর বললেন, এটা আল্লাহর পথ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এর ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা টানলেন। এরপর বললেন, এ সকল

শেষ জামানায় আগমনকারী একদল লোক প্রসঙ্গে তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা হবে জাহান্নামের দরজার দাঈ বা আহ্বায়ক, যারা তাদের আনুগত্য করবে তারাও সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।

যুবক ও অন্যদের উপর ওয়াজিব হলো, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিরোধী সকল জামা'আত ও ফেরকাকে অস্বীকার করবে। যারা এসকল জামা'আতের প্রতি দাওয়াত দেয় তাদের থেকে তারা সতর্ক থাকবে। যেমনভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং আহলে সুন্নাতের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। আর তা একটি মাত্র দল। যা রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হাদীছটির মাধ্যমে প্রমাণিত যে, নিশ্চয়ই আমার পরে তোমরা অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। সেসময় তোমাদের উপর আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে থাকা আবশ্যক।

মতানৈক্যের সময়ে তার সুন্নাত, খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত এবং জামা'আতুল মুসলিমীন ও ইমামুল মুসলিমীনকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

পথ; এর প্রত্যেক পথেই একজন করে শয়তান বসে আছে- যে ঐ পথে আহ্বান করে। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

এটা আমার পথ তোমরা এর অনুসরণ করো, আর তোমরা পথসমূহের অনুসরণ করো না। আহমাদ ০১/৪৬৫

প্রশ্ন-১০৮ : যে সকল যুবকেরা এ জামা'আতগুলোর দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছে এবং যারা তাদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের পথে আহ্বান করছে, তাদের প্রতি আপনার অভিভাবকমূলক নির্দেশনা কামনা করছি

উত্তর : সকল যুবক থেকে বিশেষত এই দেশের যুবকদের থেকে আমার কামনা হলো তারা যেন এই ভুল ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও ফিরকায়ে নাজিয়াহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এই দেশের অধিবাসী[২০৪] আলিম, নেতা, সাধারণ জনগণ সবাই তাওহীদের উপর প্রতিপালিত এবং তারা সকলেই তাওহীদের বিশুদ্ধ রাজপথে চলাচল করেছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ। সুতরাং আমরা আমাদের কাজকর্মে ছ্বহীহ সুস্পষ্ট পথের উপর রয়েছি।

আমরা আমাদের যুবকদেরকে ছ্বহীহ মানহাজের অনুসারী জামা'আতকে অনুসরণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করি। তারা যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিরোধী কোন দল, ফিরকাহ বা সংগঠনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে। তাদের সাথে যুক্ত হলে আমাদের নিয়ামতরাজী লুণ্ঠিত হবে, আমাদের জামা'আত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আমাদের অন্তরসমূহ বিভক্ত হয়ে পড়বে। দুঃখের বিষয় হলো বর্তমানে এমনটাই ঘটছে।

বর্তমানের যুবসমাজ এবং ইসলামী বলে পরিচিত দাঈদের মাঝে যে শত্রুতা চলছে তা মূলত এসকল জামা'আতের দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া ও তাদের মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার কারণেই হয়েছে। যদি যুব সমাজ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতরাজীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করত, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন তা বাছিরাত বা দূরদর্শীতার সাথে আঁকড়ে ধরতো এবং ইমাম, মুজাদ্দিদ, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার যে সুস্পষ্ট পথে আহ্বান করেছেন এবং এ দেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন সে পথে আহ্বান করলে

[২০৪] বিভিন্ন ভ্রষ্ট মতবাদ-মতাদর্শ গ্রহণ করা এবং বহিরাগত দল বা সংগঠনে যুক্ত হওয়া থেকে সতর্ক করছি। এই দেশের জনগণের জন্য সালাফে ছ্বলিহীন, তাদের অনুসারী এবং অতীত ও বর্তমান কালের মুসলিম ইমামগণের মতে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা এবং সৎকাজে তাদেরকে নছীহত প্রদান করা, আর দোষ অন্বেষণ ও প্রচার-প্রসার না করাকে ওয়াজিব মনে করতেন। (তায়িফ নগরীতে ১৪১৩ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হাইয়াতু কিবারিল উলামার ৩৯ তম বৈঠকে বক্তৃতার অংশ বিশেষ।)

সফলকাম হতো। যে জামা'আত সমূহ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবী এবং তাবিঈগণ সবার মানহাজের বিরোধিতা করে যুবসমাজ তাদের প্রতি কেন ভ্রুক্ষেপ করবে?

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর দাওয়াত ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সাথে কার্যকর রয়েছে। এ দাওয়াতের ছ্বহীহ পদ্ধতির ব্যাপারে কেউ কোন দ্বিমত পোষণ করেনি।

শত্রুরাও এ বিষয়ে একমত যে, কিতাবুল্লাহ, আস-সুন্নাহ এবং সফল দাওয়াহর উপর এ রাষ্ট্র টিকে আছে। আমরা কেন এই নিয়ামত পরিবর্তন করে কেন বহিরাগত মতবাদ গ্রহণ করতে যাব যা তাদের নিজের দেশেই কার্যকর হয়নি। এ সকল মতবাদ-মতাদর্শ, দাওয়াত ও জামা'আত নিজের দেশের কোন উপকার করতে পারেনি। তাদের দেশে কোন কল্যাণমূলক জামা'আত গঠন করতে পারেনি। তাদের দেশকে (মানব রচিত) আইন কানুন, মূর্তিপূজা, কবর পূজা থেকে ছ্বহীহ ইসলামী জামা'আতের দিকে ফিরে নিয়ে আসতে পারেনি, আর পারবেও না। বরং এ জামা'আতগুলোর বাস্তবতা হলো, এদের নিকট আক্বীদাহর প্রতি কোন গুরুত্ব নেই। তাদের সফল না হওয়ার এটাই কারণ।

সুতরাং আমরা কেন তাদের দ্বারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাদের প্রতি আহ্বান করব?

প্রশ্ন-১০৯ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (أهل السنّة والجماعة) কে এ নামে নামকরণ করার কারণ কী?

উত্তর : আহলুস সুন্নাহ নামকরণ করার কারণ হলো তারা সুন্নাহর উপর আমল করেন এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেন।

আর জামা'আত বলে নামকরণ করার কারণ হলো, তারা সংঘবদ্ধ। তারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত নয়। তাদের মানহাজ এক অবিচ্ছিন্ন আর তাহলো আল কিতাব ও সুন্নাহ। তারা হক্বের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে। তারা এক ইমামের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকে। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

জামা'আতের প্রত্যেক সদস্য পরস্পর ঐক্য-সংহতি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন-১১০ : অনেকে দাবি করে যে, সালাফীরাও অন্যান্য দলের মত একটি দল, যারা ময়দানে কাজ করছে। তাদের হুকুমও ঐসব দলের হুকুমের মত। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : সালাফী হলো সেই জামা'আত যে জামা'আত হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, হক্বের দিকে সম্বন্ধিত হয় এবং হক্বের ভিত্তিতে আ'মাল করে থাকে। এছাড়া জামা'আতে সালাফিয়্যাহর সাথে সম্পর্কহীন যত জামা'আত রয়েছে সেগুলো জামা'আতুদ দাওয়াহ হিসাবে ধর্তব্য নয়।

আমরা সালাফী মানহাজ বিরোধী কোন জামা'আতের অনুসরণ করতে পারি না। আর কীভাবেই বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধী ফিরক্বার অনুসরণ করা যেতে পারে? যে ফিরক্বাহই জামা'আতে সালাফিয়্যাহর মানহাজের বিরুদ্ধাচরণ করে প্রকৃতপক্ষে সে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ছাহাবায়ে কিরাম আজমা'ঈনের মানহাজ বিরোধী।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে "জামা'আতে সালাফিয়্যাহ ও অন্যান্য জামা'আতের মত একটি জামা'আত" তার একথা ভুল।[২০৫]

---

[২০৫] "সমকালীন ইসলামী জামা'আত ও ফিরক্বাহ নিয়ে যারা পর্যালোচনা মূলক লেখালেখি করেছেন তাদের কেউ কেউ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে ইসলামী জামা'আত সমূহের মধ্যে একটি জামা'আত বলে উল্লেখ করেছেন!!

এটা মারাত্মক ভুল। মূলত এটা তাদের বুঝ-বুদ্ধির সংকীর্ণতার পরিচায়ক। তারা বাস্তবতা উপলব্ধি করা থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। কেননা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতই হলো আহলুল হাদীছ এবং তারাই জামা'আতুল মুসলিমীন। জামা'আতে সালাফিয়্যাহ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আকৃতি-প্রকৃতি, বিষয়বস্তু সর্বদিক থেকে ইসলামী দাওয়াতকে সাহায্য করে থাকে যা অন্যান্য দল ও ফিরক্বাহগুলো করে না।" শায়খ বাকর আবু যায়দ, হুকমুল ইনতিমা' পৃষ্ঠা নং ১১৫ দ্বিত্বীয় সংস্করণ।

কেননা জামা'আতে সালাফিয়্যাহই হলো একক জামা'আত যার অনুসরণ করা, যার মানহাজের উপর চলা, যাকে অনুসরণ করা এবং যার সাথে থেকে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। কেননা জামা'আতে সালাফিয়্যাহ ব্যতীত যত জামা'আত রয়েছে সেগুলো নাম সর্বস্ব জামা'আত মাত্র। কোন মুসলিমের জন্য জামা'আতে সালাফিয়্যাহ বিরোধী জামা'আতের অনুসরণ করা ও তাদের সাথে যুক্ত হওয়া জায়েয নয়। মুসলিম কি কখনও বিরোধীদের সাথে যুক্ত হওয়াতে রাজী হতে পারে? না কোন মুসলিম কখনই মানহাজে সালাফিয়্যাহর বিরোধীদের অনুসরণে বা তাদের সাথে যুক্ত হওয়াতে রাজী হতে পারে না।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

তোমাদের উপর ওয়াজিব হলো আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খুলাফায়ে রশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।[২০৬]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ সম্পর্কে বলেন,

من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي

'বর্তমানে আমি এবং আমার ছাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এর উপর যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে'।[২০৭]

কোন মুক্তিকামী মানুষ কী মুক্তির পথ ছাড়া অন্য পথে চলে?

কবি বলেন,

জেনে নাও হে! তুমি যে কিনা চাও মুক্তি কিন্তু মুক্তির পথে চল না

জাহাজ কখনো ডাঙ্গায় চলে না।

---

[২০৬] আবু দাউদ হা. ৪৬০৭।

[২০৭] তিরমিযী হা. ২৬৪১

প্রশ্ন-১১১ : জামা'আতে সালাফিয়্যাহ কী অন্যান্য দলের মত একটি দল? এর দিকে নিজেকে সম্বন্ধ করা কি নিন্দনীয়?

উত্তর : জামা'আতে সালাফিয়্যাহই ফিরকায়ে নাজিয়াহ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। জামা'আতে সালাফিয়্যাহ অন্যান্য দলের মতো কোন দল নয়। বরং সালাফী জামা'আত হলো সুন্নাহ এবং দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত জামা'আত।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم

আমার উম্মাহর একটি দল হক্বের উপর অটল থাকবে তাদের থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হবে অথবা তাদের বিরুদ্ধচরণ করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[২০৮]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

(وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا : من هي يا رسول الله، قال : (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)

অচিরেই এই উম্মাহ ৭৩টি ফিরক্বহতে বিভক্ত হবে। একটি ফিরক্বাহ ব্যতীত বাকি সবগুলো জাহান্নামে যাবে। তারা (ছাহাবায়ে কিরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, সেটি কোন ফিরকাহ? তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতুত্তরে বললেন, বর্তমানে আমি এবং আমার ছাহাবায়ে কিরাম যে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এর উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[২০৯]

সুতরাং সালাফিয়্যাহ জামা'আত হলো সালাফে ছ্বলিহীন; রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কিরামের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত জামা'আত। এটা বর্তমানের অন্যান্য দলের মতো কোন দল নয়।[২১০]

---

[২০৮] বুখারী হা. ৩৬৪০,৭৩১১, ৭৪৫৯, মুসলিম হা. ১০৩৭, তিরমিযী ২১৯২

[২০৯] তিরমিযী হা. ২৬৪১

[২১০] সালাফী দাওয়াত সর্বাবস্থায় সকল ফিরকাহর বিরোধিতা করে। আর এই বিরোধিতার কারণ সুস্পষ্ট। সালাফী দাওয়াত নিষ্পাপ ব্যক্তি মুহাম্মাদুর

বরং এটা হলো সেই প্রাচীন জামা‘আত যা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে হক্বের উপর অটল-অবিচল আছে এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপর অটল-অবিচল থাকবে।

প্রশ্ন-১১২ : সম্মানিত শায়খ! সুন্নাহকে ও সুন্নাহপ্রেমীকে সম্মান করা, সুন্নাহ শিক্ষা লাভ করা এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা এবং বিদ‘আত ও বিদ‘আতপন্থীদেরকে ঘৃণা করার বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনা চাচ্ছি

উত্তর : আমরা নিজের আত্মা এবং আমাদের ভাইদেরকে যে উপদেশ প্রদান করি তা হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা অর্জন করা[২১১]

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ করে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তিই এ দাওয়াত থেকে বের হয়ে যাবে তাকে আমরা সালাফী বলতে পারি না।

সালাফী ছাড়া অন্য দলগুলো কিছু ব্যক্তির প্রতি সম্বন্ধ করে থাকে যারা নিষ্পাপ নয়। যে ব্যক্তি সালাফী দাবি করবে তার জন্য কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রসূলুল্লাহ মেনে চলা ওয়াজিব। নতুবা তার সালাফী নাম ধারণ করার দ্বারা কোনই উপকার হবে না (নাছিরুদ্দীন আলবানী, ফাতাওয়া আল ‘উলামা আল আকাবির পৃ. ৯৭-৯৮)।

[২১১] এটা পূর্ববতী ও পরবর্তী সবার জন্য আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ }

আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা আন-নিসা আয়াত নং ১৩১)

তিনি রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তাক্বওয়া অর্জনের জন্য আদেশ প্রদান করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ }

সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ আঁকড়ে ধরা, বিদ‘আত এবং বিদ‘আতীদের থেকে সতর্ক থাকা, ছ্বহীহ ‘আক্বীদাহ এবং ছ্বহীহ ‘আক্বীদাহ বিরোধী বিষয়াবলি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা। ‘ইলম ও ‘আক্বীদাহগত বিষয়ে গ্রহণযোগ্য এমন আলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করা এবং মন্দ দাঈদের থেকে সতর্ক থাকা যারা হক্বের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ করে এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করে।[২১২] অথবা যে মূর্খরা না জেনেও হক্ব দাবি করে তাদের থেকে সতর্ক থাকা।[২১৩] কেননা তারা ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই বেশি সাধন করে থাকে। আল্লাহই তাওফিক্ব দাতা।[২১৪]

হে নাবী, আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা আহযাব আয়াত নং ০১)

সকল মুমিনের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ }

হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো। (সূরা হাদীদ আয়াত নং ২৮)

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ }

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে (সূরা আন-নিসা ১)।

[২১২] এটা ইয়াহুদীদের গুণ। তারা হক্ব সম্পর্কে জানত। তারা এও জানত যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নাবী। এতদসত্ত্বেও তারা তাকে মিথ্যারোপ করে অভিশপ্ত হয়েছে। আর তারাই হলো গযবপ্রাপ্ত।

[২১৩] এটা খ্রিষ্টানদের গুণ। তারা স্পষ্ট জ্ঞান ও হিদায়াত ছাড়াই ইবাদত করে থাকে সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের আলিমদের মধ্য থেকে যারা বিপথগামী হয় তাদের মাঝে ইয়াহুদীদের সাথে যে ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় তার মাঝে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। আর তারাই হলো পথভ্রষ্ট।

[২১৪] উমার ইবনে আব্দুল ‘আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি ‘ইলম ছাড়াই আমল করে সে ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি করে থাকে (জামি‘উ বায়ানিল ‘ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী পৃ. ৫৪)।

প্রশ্ন-১১৩ : সালাফী মানহাজ আঁকড়ে ধরা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া ও বিভিন্ন অনুপ্রবেশকারী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া থেকে একজন মুসলিমের নিজেকে হিফাযতের ব্যাপারে শারঈ নিয়ম-কানুন কী?

উত্তর : এ বিষয়ে শারঈ নিয়ম-কানুন হলো-

প্রথমত : মানুষ যেন আহলুল 'ইলম ওয়াল বাছীরাহ বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবানদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। তাদের নিকট থেকে 'ইলম অর্জন করে[২১৫], তার অন্তরে উদীয়মান কৌতূহল সম্পর্কে 'আলিমদের নিকট পরামর্শ করে এবং তাদের মতামত কামনা করে।

দ্বিতীয়ত : ধীরস্থিরতার সাথে কাজ করা, কোন প্রকার তাড়াহুড়ো না করা এবং মানুষের উপর হুকুম (কাউকে কাফির বলা, মুনাফিক বলা, পথভ্রষ্ট বলা ইত্যাদি) লাগানোর ক্ষেত্রে দ্রুততা পরিহার করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে *(সূরা আল হুজুরাত ৪৯৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

---

[২১৫] আহলুল 'ইলম ওয়াল বাছীরাহ হলো, যারা তাওহীদ ও মানহাজে সালফিয়্যাহর আলিমদের নিকট থেকে 'ইলম অর্জন করে, সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ বিরোধী কোন ব্যক্তির নিকট থেকে 'ইলম অর্জন করে না। এমনিভাবে ইলম অর্জন করে না কোন সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদ এবং নবীন আলিমদের নিকট থেকে।

‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলবে না যে, তুমি মুমিন নও। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে প্রচুর গনীমত আছে। তোমরাতো পূর্বে এরূপই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত *(সূরা আন-নিসা ৪:৯৪)*।

উল্লেখিত আয়াতে যাচাই করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

অতঃপর যদি তা প্রমাণিত হয় তাহলে কঠোরতা ও বিশৃঙ্খলা পরিহার করে তা সংশোধনের চেষ্টা করা।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بشروا ولا تنفروا

‘তোমরা সুসংবাদ দাও, তাড়িয়ে দিও না’।[২১৬]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين

‘তোমরা সহজকারীরূপে প্রেরিত হয়েছো। কঠোর হিসাবে প্রেরিত হওনি’।[২১৭]

তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু ফযীলতপ্রাপ্ত ছাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যে কিছু বিতাড়নকারী রয়েছো। সুতরাং যাকে মানুষের উপর নেতা নিয়োগ দেয়া হয় সে যেন হালকা করে (বাড়াবাড়ি না করে)। কেননা তার পেছনে অনেক দুর্বল ও মুখাপেক্ষী লোক রয়েছে।[২১৮]

সর্বাবস্থায় সকল বিষয়ে হিকমাত ও প্রজ্ঞার সাথে সমাধান করতে হবে। কারো জন্য অনধিকার চর্চা করা উচিত হবে না।

---

[২১৬] বুখারী হা/৩২৭৪।

[২১৭] বুখারী হা/২১৭।

[২১৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭২।

তৃতীয়ত : আরেকটি মূলনীতি হলো: মানুষ আহলে ‘ইলমদের নিকট উঠাবসা করবে, তাদের মতামত শ্রবণ করবে, তাদের নিকট থেকে ইলমের পাথেয় গ্রহণ করবে। এমনিভাবে সালাফে ছ্বলিহীনের বই-পুস্তক ও উম্মাহর সালাফে ছ্বলিহীন উলামায়ে কিরামের জীবনচরিত পাঠ করার মাধ্যমে ইলম অর্জন করবে। তারা বিভিন্ন বিষয় কীভাবে সমাধান করতেন, কীভাবে মানুষকে উপদেশ প্রদান করতেন, তারা কীভাবে সৎ কাজের আদেশ প্রদান করতেন, কীভাবে অসৎ কাজ থেকে বারণ করতেন এবং তারা কীভাবে বিচার ফায়ছালা করতেন ইত্যাদি বিষয় যা তাদের জীবনীগন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের ঘটনাবলিতে উম্মাহর জন্য কল্যাণ রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

‘তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা’। (*সূরা ইউসূফ আয়াত নং ১১১)*

প্রত্যেক মুসলিম এই উম্মাহর সদস্য। ইসলামের প্রারম্ভ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমের সমষ্টি হচ্ছে উম্মাহ। একজন মুসলিম সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সালাফদের সমাধান, রীতি ও দিকনির্দেশনা পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে সেও তাদের পথে চলতে পারে। সে কোনো তাড়াহুড়োকারী অথবা জ্ঞান ছাড়া আহ্বানকারী মূর্খের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।

বর্তমানে শারঈ বিষয়ে মূর্খদের থেকে অনেক বই-পুস্তক, লেকচার ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে,[২১৯] যা আল্লাহ তা‘আলা এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দেননি, এমন বিষয়ে মানুষদেরকে প্ররোচিত

---

[২১৯] এর উদাহরণ হলো “আম্মা বা‘দ” শিরোনাম যুক্ত ক্যাসেট ও পুস্তিকা। যদিও উক্ত ক্যাসেটের বক্তা সুন্নাহ বিষয়ে ডক্টরেট অর্জন করেছে কিন্তু তার কথা দ্বারা বুঝা যায় যে সে ‘আক্বীদাহ বিষয়ে কিছুই জানে না। সে উক্ত ক্যাসেটের ভূমিকায় বলেন যে, “ কোথা থেকে শুরু করব? কীভাবে শুরু করব? হে রক্ত আমাকে সাহায্য করো, হে আমার হৃদয় আমাকে সাহায্য করো, হে রক্ত আমাকে বাচাঁও।” সে দশ বছর যাবত যে ইলম অর্জন করেছে সে ইলম অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া কি বৈধ? (ক্যাসেটের ভূমিকা এবং বইয়ে পৃ. নং ১৩)।

করে। যদিও সেগুলো সদিচ্ছা ও ভালো নিয়্যাতে হোক না কেন। একমাত্র ক্বুরআন-সুন্নাহর অনুকূলে যা কিছু রয়েছে তাই হক্ব। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যান্য মানুষেরা ভুলও করে, ঠিকও করে। তাদের সঠিক কাজগুলো গ্রহণ করা হবে এবং ভুল-ত্রুটিগুলো পরিত্যাগ করা হবে।

প্রশ্ন-১১৪ : বর্তমানে দাওয়াতী কাজে নিজেকে যুক্তকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে নির্ভরযোগ্য আলেমগণ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, যারা মুসলিম উম্মাহকে এবং উম্মাহর যুবকদেরকে হক্ব মানহাজের দিকনির্দেশনা দিবেন। আপনি তন্মধ্যে কাদের নিকট থেকে উপকৃত হওয়া, কাদের দারস ও ক্যাসেট গ্রহণ করা এবং কাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করা ও বিভিন্ন ফিতনার সময় তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করার নছীহত করবেন?

উত্তর : আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান করা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কল্যাণকর 'ইলমের পরেই দীন মূলত দাওয়াত ও জিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْعَصْرِ – إِنَّ الأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ – إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে আছে। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়'। *(সূরা আল আছর)*

সুতরাং ঈমান হলো আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জানা, তার সুন্দর সুন্দর নাম সমূহ সম্পর্কে জানা এবং তার ইবাদত সম্পর্কে জানা। আমালে ছ্বলিহ হলো 'ইলম এর শাখা। কেননা আমল ইলমের ভিত্তিতে হওয়া অত্যাবশ্যক।

আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদান করা, সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা এবং মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা- এগুলোই মুসলিমদের থেকে কাম্য।

তবে প্রত্যেক মুসলিমই এ কাজের যোগ্য নয়। একমাত্র আহলে 'ইলম এবং পরিপক্ব মতামতের অধিকারী ব্যক্তিই একমাত্র এ কাজের যোগ্য। এ বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুছীবতের বিষয় হলো বর্তমানে দাওয়াহ একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকেই দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং দাওয়াহর দিকে সম্বন্ধ করে থাকে। কখনও কখনও মূর্খ ব্যক্তি দাঈ সেজে তাড়াহুড়ো করে থাকে। ফলে তার দ্বারা কল্যাণ থেকে অকল্যাণই বেশি সাধিত হয়।[২২০]

---

[২২০] "আম্মা বা'দু" নামক পুস্তিকার লেখক উক্ত পুস্তকের ৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন, "এই 'আম্মা বা'দু' রিসালাহ দশ বছর যাবত চিন্তা-গবেষণা-অধ্যয়ন-অতীত সম্পর্কে পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের প্রস্তুতির পর প্রথম লেকচার। আমি দাওয়াহ, দাঈদের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে গভীর আগ্রহী ছিলাম।"

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং বিশেষত তাকে সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজের দিকে পথপ্রদর্শন করুন। এই ডক্টর দাওয়াহর প্রতি আগ্রহী এবং দাঈদেরকে শিক্ষা-নির্দেশনা প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপকারী। যদি দাঈগণ তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে পরিণাম কতই না খারাপ হবে। কবির ভাষায়,

'গৃহকর্তাই যদি ঢোলক বাজায়
তবে পরিবারের বাকি চরিত্র হবে নৃত্য করা।

উক্ত বক্তৃতার প্রথম ভাগে এবং পুস্তিকার ৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন, হে তুমি, আমার জানা বিদ্যা অনুযায়ী আমার অন্তরের সবচেয়ে প্রিয় নাম।

আমি রিক্ত হস্তে বলছি। জেনে-বুঝে বলছি বিনয় বশত বলছি না: আমার জানা মতে ইতোপূর্বে সুফীরা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ তা'আলাকে يا أنت 'হে তুমি' বলে সম্বোধন করেনি। এখানে ফাতওয়ায়ে লাজনাহ দায়িমাহর একটি ফাতওয়া উল্লেখ করছি (ফাতওয়া নং ৩৮৬৭, খ. ০২ পৃ. ২০২.): লাজনাহ দায়িমাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'আল্লাহকে 'ইয়া হুয়া' বলে সম্বোধন করা যাবে কী? অর্থাৎ অপ্রকাশ্য সর্বনাম হলো হুয়া-আল্লাহ।

উত্তর : না। কেননা উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম পুরুষ দ্বারা কিনায়াহ বা রূপকভাবে বলা এগুলো ভাষাগত অথবা শারঈ কোন দিক থেকেই আল্লাহর নামের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের

তার কাজ থেকে নানাবিধ অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়ে। অথচ সে সংশোধন করার চেষ্টাই করে না। বরং কখনও কখনও তো এমন হয় যে কতিপয় কথিত দাঈ দাওয়াতের নামে নিজের মনগড়া মত ও পথের দিকে আহ্বান করে এবং তারা এটাকেও দাওয়াত মনে করে দাওয়াতের নামে যুবকদের চিন্তা-চেতনা বিগড়ে দেয়। তারা চায় যেন যুবকেরা তাদের সমাজ, শাসকবর্গ এবং আলিম-উলামা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই তারা প্রকাশ্য দাঈ সেজে গোপনে মুনাফিকের মতো কল্যাণের চেহারা নিয়ে মুসলিম জাতির অকল্যাণ সাধন করে।

এদের উদাহরণ হলো, মাসজিদে যিরারের অধিবাসীরা। তারা আকৃতিগতভাবে মাসজিদ নির্মাণ করেছিল। আর মাসজিদ নির্মাণ করাতো

সত্তাকে এ নামে নাম করণ করেননি। সুতরাং তাকে এ নামে ডাকা বা যিকির করা জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'আলার নামের ক্ষেত্রে কোন নতুন নামে ডাকা যে নামে তিনি নিজেকে নামকরণ করেননি এবং শরী'আহতে যে নাম আসেনি তা ইলহাদ বা বিকৃতি ঘটানোর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরে তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (সূরা আ'রাফ আয়াত নং ১৮০)

আল্লাহই প্রকৃত তাওফিক্ব দাতা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার বর্গ এবং সকল ছাহাবীর উপর ছ্বলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

এহেন কথা একমাত্র মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না। আর বিলাদুল হারামাইনের সুন্নাহ বিষয়ক ডক্টরের এমন পদস্খলন ঘটে তাহলে অন্যদেরকে কিইবা বলার থাকে?

আর যদি এটা অসাবধানতা বিষয়ক ত্রুটিই হয় তাহলে ক্যাসেটের পর পুস্তিকাতেও কেন তার পুনরাবৃত্তি ঘটল?? সে তো পুস্তকে উক্ত কবিতা যুক্ত করেছে যা ক্যাসেটে ছিল না। যদি ব্যক্তির মাঝে মূর্খতা ও দুঃসাহসিকতা একত্রিত হয় তাহলে তার দ্বারা কল্যাণের অকল্যাণই বেশি সাধিত হয়। সুতরাং সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো ছ্বহীহ 'আক্বীদাহকে সাহায্য করা তাওহীদ ও তাওহীদের বিরোধী বিষয়াবলি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা এবং এরকম দাঈদের থেকে সজাগ থাকা।

ভালো কাজ। তারা বাহ্যিকভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করলো, তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাদের মাসজিদে গমন করে ছ্বলাত আদায় করেন তাহলে লোকজন ঐ মাসজিদে ছ্বলাত আদায়ে আগ্রহী হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো তাদের অন্তরের খবর জানেন 'তারা এর দ্বারা মুসলিমদের এবং ক্বুবাতে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত প্রথম মাসজিদের ক্ষতি সাধন করতে চায়। আর তারা চায় মুসলিমদের জামা'আতের মাঝে ফাটল ধরাতে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের ষড়যন্ত্রের বর্ণনা প্রদান করলেন,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ – لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

'আর যারা মসজিদকে বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতঃপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার ঘাঁটি হিসাবে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল ভাল চেয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি সেখানে কখনো (ছ্বলাত কায়িম করতে না) দাঁড়িয়েও না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন *(সূরা আত-তাওবাহ আয়াত নং ১০৭-১০৮)।*

এই ঘটনা দ্বারা এটা প্রতীয়মান হলো যে, বাহ্যিকভাবে কোন কাজকে আমালে ছ্বলিহ বা সৎ কাজ মনে হলেই যে তা সৎকাজ হবে এমনটি নয়। বরং কখনও কখনও প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমানের দাঈ নামধারীদের মাঝে অনেক পথভ্রষ্টকারী আছে যারা যুবকদেরকে বিপথগামী করতে চায়। সাধারণ জনগণকে হক্ব থেকে দূরে সরাতে চায়, মুসলিমদের জামা'আতকে বিভক্ত করতে চায় এবং ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়।

আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সতর্ক করে বলেন,

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

'যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তবে তোমাদের মধ্যে ফাসাদই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করত, তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে। আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথা অধিক শ্রবণকারী। আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত *(সূরা আত-তাওবাহ আয়াত নং ৪৭)*।

কার সাথে সম্পৃক্ত হলো না কি নাম ধারণ করলো এটা কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। বরং লক্ষণীয় বিষয় তাদের বাস্তব কাজ। কাজ অনুযায়ী পরিণাম হবে। দাঈ বলে পরিচিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে তদন্ত করা উচিত তারা কোথায় পড়াশোনা করেছে? কোথায় থেকে ইলম অর্জন করেছে? কোথায় বেড়ে উঠেছে? এবং তাদের আক্বীদাহ কী?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

'নাকি তারা তাদের রাসূলকে চিনতে পারেনি, ফলে তারা তাকে অস্বীকার করছে?' *(সূরা আল মুমিনুন আয়াত নং ৬৯)*

আপনার জন্য অত্যাবশ্যক হলো, আপনি তাদের আমল, জনগণের উপর প্রভাব, কল্যাণমূলক কাজ ও তাদের কাজের ভালো গুণাবলি লক্ষ্য করবেন। সুতরাং আপনার করণীয় হলো, তাদের কথা ও বাহ্যিক কাজ দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন। এটা খুবই জরুরী কাজ, বিশেষত বর্তমানকালে যখন ফিতনার আহ্বায়কদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনার দাঈদের পরিচয় বর্ণনায় বলেছেন, তারা আমাদের মতোই বর্ণের, আমাদের ভাষাতেই কথা বলে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, (কিছু সংখ্যক) দাঈরা রয়েছে জাহান্নামের দরজায়, যারা তাদের আনুগত্য করবে, তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

তারা তাদেরকে দাঈ বলে নামকরণ করে। আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত, আমরা যেন যাচাই-বাছাই ছাড়া সকলকে দাঈর কাতারে জমা

না করি। যে ব্যক্তিই দাবি করলো আমি আল্লাহর পথে আহ্বান করি আর আমরা তাকে আল্লাহর পথের দাঈদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করব- বিষয়টা যেন এমন না হয়। অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগত ও জামা'আতগতভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা দাওয়াতের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, দাওয়াত হতে হবে তার দিকে ও তার পথে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

'বলো, এটা আমার পথ, আমি আল্লাহর পথে আহ্বান করি'। *(সূরা ইউসুফ আয়াত নং ১০৮)*

এর দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথ ছাড়া অন্য পথে আহ্বান করে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়েছেন যে, কাফিরেরা জাহান্নামের পথে আহ্বান করে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

'তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিনা দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে এবং মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস পুরুষ মুশরিকের চেয়ে উত্তম। যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন' (সূরা আল বাক্বারা ২:২২১)। সুতরাং দাঈদের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ),

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

‘বল, এটা আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই’ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এতে ইখলাছ বিদ্যমান। কেননা অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর পথে না ডেকে তার নিজের পথে ডাকে।

প্রশ্ন-১১৫ : অনুসরণযোগ্য আলিমগণের গুণাবলি কী কী?

উত্তর : অনুসরণযোগ্য আলিমদের গুণাবলি হলো তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখবেন, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে বিদগ্ধ বিদ্বান হবেন এবং উপকারি ইলম ও আমালে ছ্বলিহ উভয় অলংকারে অলংকৃত হবেন।

অনুসরণযোগ্য আলিম হলেন তারা- যাদের মাঝে উপকারি ইলম এবং সৎ আমল সমন্বিত ভাবে পাওয়া যাবে। সুতরাং যে আলিম ইলম অনুযায়ী আমল করেনা তার অনুসরণ করা যাবে না। এমনিভাবে কোন জাহিল বা মূর্খের ও অনুসরণ করা যাবে না।

আল-হামদু লিল্লাহ আমাদের দেশে অনুসরণযোগ্য ও যাদের ক্যাসেট গ্রহণ করা যেতে পারে এরকম আলিমের সংখ্যা অনেক। তারা জনগণের নিকট সুপরিচিত। গ্রাম্য-শহুরে, বড়-ছোট প্রত্যেকেই তাদেরকে চেনে। তারা ফাতওয়া-ফায়ছালা ও দারস-তাদরীস ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের ইলম, তাক্বওয়া সম্পর্কে জনগণের জানা রয়েছে।

আমাদের অনুসরণযোগ্য আলিমদের প্রথম শ্রেণিতে রয়েছেন শায়খ আবদুল ‘আযীয ইবনে বায হাফিযাহুল্লাহ।[২২১] আল্লাহ তা‘আলা তাকে পর্যাপ্ত

---

[২২১] আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি অবিরাম রহমত বর্ষন করুন। তাকে জান্নাতের প্রশস্ততম স্থানে স্থান দান করুন। জান্নাতুল ফিরদাউসকে তার আবাসস্থলে পরিণত করুন। আমাদেরকে তার ইলম দ্বারা উপকৃত করুন। উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সময় শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) জীবিত ছিলেন।

শায়খের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : তিনি হলেন (তার যুগের) সুন্নাহর সাহায্যকারী, বিদ‘আত ও বিদ‘আতীদেরকে অপনোদনকারী ইমাম আবদুল ‘আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায। তিনি ১২ এ জিলহাজ্ব ১৩৩০ হিজরীতে রিয়াদ শহরে জন্মগ্রহণ

ইলম, আমালে ছ্বলিহ (সৎ আমল), আল্লাহর পথে দাওয়াত, ইখলাছ্ব, ছ্বিদক্বের বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন যা কারো নিকট গোপন নয়।

করেন। ১৩৫০ হিজরীতে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। তিনি বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার পূর্বেই ক্বুরআনুল কারীম হিফয সমাপ্ত করেন। তিনি শারঈ জ্ঞান-বিদ্যায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ১৩৫০ সালে ক্বাযী বা বিচারক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি ইলম অর্জন, গবেষণা, তাদরীস (শিক্ষা প্রদান) ও বই-পুস্তক রচনার প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন।

তিনি যে সকল শায়খের নিকট জ্ঞানার্জন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল লাত্বীফ ইবনে আবদুর রহমান আলিশ শায়খ, শায়খ ছ্বলিহ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবদুর রহমান আলিশ শায়খ, শায়খ সা'দ ইবনে হামদ ইবনে আতীক্ব, শায়খ হামদ ইবনে ফারিস, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুল লাত্বীফ আলিশ শায়খ এবং শায়খ সা'দ ও শায়খ ওয়াক্কাছ্ব আল বুখারী (রহিমাহুমুল্লাহ)।

তিনি ১৩৮১ হিজরীতে মদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর ১৩৯০ হিজরীতে আচার্য নিযুক্ত হন। এমনিভাবে তিনি রাজকীয় ফরমানে ১৩৯৫ হিজরীর ১৪ এ শাওয়াল সাউদী ইলম গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৪১৪ হিজরীর মুহাররাম মাসে সাউদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন সাউদী উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য, সাউদী স্ট্যান্ডিং ফাতওয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, রাবিত্বা আলাম আল ইসলামিয়্যাহর চেয়্যারম্যান, আল-মাজলিসুল আ'লা আল আলামী লিল মাসাজিদের চেয়্যারম্যান, মক্কা ফাতাওয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, মদীনাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরিষদের সদস্য এবং আল-হাইয়াতুল 'উলয়া লিদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহর সদস্য।

তার লিখনি: শায়খ এর ৪১-এর অধিক গ্রন্থ, পুস্তিকা, টীকা-টিপ্পনি রয়েছে।

তিরোধান: শায়খ ২৮ শে মুহাররাম ১৪২০ হিজরী বৃহস্পতিবার তায়িফ শহরে মৃত্যু বরণ করেন। তাকে আল-আদল কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে সুভোশিত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তার স্থান দান করুন। আমীন।

তার মৃত্যুর মাধ্যমে জাহিলদের নেতাদের ফাতওয়া নিয়ে অনধিকার চর্চার পথ অবারিত হয়েছে। তারা বিভিন্ন মিডিয়ায় ফাতওয়া প্রদান করে। লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ওয়া লিল্লাহিল হামদ তার থেকে অনেক বই-পুস্তক, ক্যাসেট ও দারস প্রকাশিত হয়েছে।

এমনিভাবে, যে আলিমগণ নুরুন আলাদ দারবি (আলোর পথ) রেডিওতে ফাতওয়া প্রদান করেন সম্মানিত শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল ‘উছায়মীন ও তাদের সহযোগী বিচারকগণ। কেননা তারা ফায়ছালার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়েই ফায়ছালা করেন। যার কারণে জনগণ তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে তাদের উপর আস্থা রেখে থাকে। দাওয়াহ, ইখলাছ্ব, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মানহাজের বিরোধিতা করে ছ্বহীহ পন্থায় তাদের মতামত খণ্ডনে উল্লেখিত শায়খগণের অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিদ্যমান। তাদের অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা বিভিন্ন মতামত যাচাই বাছাই করেন এবং ছ্বহীহকে দুর্বল থেকে পৃথক করেন। তাদের ক্যাসেট এবং দারসের বহুল প্রচার করা উচিত যাতে লোকজন ব্যাপকভাবে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। প্রত্যেক যে আলিমেরই ভুল-ভ্রান্তি এবং চরিত্র ও চিন্তা-চেতনায় আহলুস সুন্নাহর মানহাজচ্যুতির ব্যাপারে জানা নাই তার থেকেই ইলম গ্রহণ করা যেতে পারে।

সুতরাং কোন জাহিল বা আলিম দাবিদার, শিরক মিশ্রিত আক্বীদাহ পোষণকারী, এমনিভাবে আলিমনামীয় বিদ‘আতী ও আক্বীদাহ বিকৃতকারীদের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে না। মোটকথা হলো মানুষ তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা-

(ক) উপকারী ‘ইলম বিশিষ্ট ও ইলম অনুযায়ী সৎ আমল সম্পাদনকারী।

(খ) আমলহীন আলিম।

(গ) ইলম বিহীন আমলকারী।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা ফাতিহাতে উল্লেখিত তিন শ্রেণির আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করার ও অন্য দুই শ্রেণি থেকে মুক্ত রাখার জন্য তার নিকট প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ }

আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদেরকে নি'মাত দিয়েছেন (নাবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণ) : যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয় (*সূরা* ফাতিহা ৬-৭)।

আল্লাহ তা'আলা প্রথম শ্রেণিকে নিয়ামত প্রাপ্ত এবং দুই শ্রেণিকে অভিশপ্ত ও ভ্রষ্ট ঘোষণা করেছেন।

পরবর্তী এই দুই শ্রেণি বর্তমানের ভ্রষ্ট ফিরকাহর উদাহরণ। যদিও এ ফিরকাহগুলোকে ইসলামের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়।

প্রশ্ন-১১৬ : শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার কোন দিকনির্দেশনা আছে কি?

উত্তর : আমরা ছাত্রদেরকে আল্লাহ, তার কিতাব, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণকামিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। যেমনটি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। করো

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ }

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। (সূরা আলে 'ইমরান ১৮৭)

তারা যেন নছীহত প্রদান ও বয়ানের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর ও সালাফে ছ্বলিহীনের মানহাজ অনুসরণ করে। এমনিভাবে নছীহত প্রদান ও বর্ণনার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ চ্যুত কঠোরতা ও বাড়াবাড়িকারী খারিজী ও মু'তাযিলাদের মানহাজ অনুসরণ করা থেকে সতর্ক থাকে।[২২২]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا

"তোমরা সহজ করো, কঠোরতা করো না। সুসংবাদ দাও তাড়িয়ে দিও না।[২২৩]

শিক্ষার্থীদের বিশেষত দাঈদের আমরা এই উপদেশই প্রদান করে থাকি।

আল্লাহ তা'আলার তাওফিক্ব কামনা করছি। দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও ছাহাবীদের উপর।[২২৪]

---

[২২২] তাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার এটা একটা পন্থা। তাদের 'ইলম/জ্ঞান গরীমা ও বুঝ বুদ্ধির সংকীর্ণতার কারণে তারা তাদের এ নীতির ভিত্তিতেই উছমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করেছিল। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত একথার স্বীকৃতি দিয়েছে যে, "শাসকদেরকে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্গত মনে না করা, কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মানহাজ নয়। বরং এটা খারিজীদের মানহাজ। তারা নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু "'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও নিন্দা করে থাকে। এ সম্পর্কে অত্র বইতে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

[২২৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৩৩।

[২২৪] সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যার নিয়ামত দ্বারা যাবতীয় সৎকাজ পূর্ণতা লাভ করে। দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার, সাথীবর্গ এবং ইহসানের ভিত্তিতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল অনুসারীদের উপর। আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য শান্তি ধারা নাযিল করুন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. উসূলুস সুন্নাহ -

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৪. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৫. লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৯. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১০. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১১. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১২. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৩. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৬. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৭. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৮. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৯. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২০. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২১. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২২. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৩. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

২৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৭. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৮. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৬. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৭. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

৯. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১০. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

১১. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১২. ইসলামে মানবাধিকার

- সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৩. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন **[**নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা**]**

১৪. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন **[**নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা**]**

১৫. এক নজরে ছ্বলাত

-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ **[**নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা**]**

১৬. ছ্বিয়াম ও রমাদ্বান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন **[**নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা**]**

১৭. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন **[**নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা**]**

১৮. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন **[**নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা**]**

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির **[**নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা**]**